মনঃশুদ্ধি

বা

সরল কর্ম্মযোগ

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

লিখক

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মা।

প্রকাশক—

শ্রীপ্রমথকুমার ভট্টাচার্য্য।

জেলা ময়মনসিংহ, নেত্রকোণার অন্তর্গত গ্রাম দিযাভাণ।

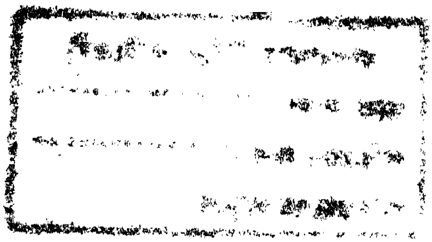
১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

পুস্তকের মলাটের লিখিত খরচের হিসাবের হারমতে

মূল্য ১।৵০ আনা

ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেস হইতে
শ্রীরাধাবল্লভ বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



"ভূমিকা।"

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত ভূমিকার প্রতিলিপি এই প্রকার—

(১)

বর্ত্তমানকালের কিছু আগে, আমাদের দেশে যে কেহ অক্ষর মাত্র পড়িতে জানিত, সেও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ না করিয়া ছাড়িত না। যাহার অক্ষর জ্ঞান বা অর্থবোধ ছিল না, সে অন্যের মুখ হইতে শুনিত। অতি আগেও এই ধারার প্রচলন ছিল। আজকাল সেই ধারা উঠিয়া গিয়াছে। এখন কৃতকর্ম্মা ও শিক্ষিত সমাজ সে আলোচনা পছন্দ করেন না। তাঁহারা বলেন, আমার সময় কৈ? কিন্তু আমরা দেখি, তাঁহারা নিজকে বড় দেখাইবার ফন্দি তুলিতে ঢের সময় খরচ করেন। এই ধারায় যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদিগের মধ্যে পরিণামে অনেকেই ধর্ম্মতত্ত্ব জন্য লালায়িত হন। তখন আত্মগ্লানি আসিয়া তাঁহাদিগকে বড়ই তাড়না করিয়া থাকে। মানুষ আপনার জাতি, ধর্ম্ম ও আচার, নিষ্ঠা, প্রভৃতি দেশীয় রীতিনীতির জ্ঞান হইতে দূরে থাকিলে, বাস্তবিকই পূর্ণ মানবত্ব প্রাপ্ত হয় না। এবং আত্মগ্লানি সেই অপূর্ণ মানবেই আধিপত্য করে।

(২)

মানব বলিতে, কোন বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ জীবকে বুঝায়। বিশেষ-জ্ঞান অর্থে, মনুষ্যেতর জীবে যে জ্ঞান নাই, সেই জ্ঞান; ইতর জীব অর্থে, মানুষ ভিন্ন জীব; এই স্থলে বিচার্য্য, সাধারণ জীবে কি কি জ্ঞান থাকে না। এই বিচারে, সাধারণ জীবের আত্মজ্ঞানেরই সম্পূর্ণ অভাব দেখা

যায়। আত্মজ্ঞান অর্থে, আমি কি? আমার উপাদান কি? আমার সহিত জগতের সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি নিজেরস্বরূপ ও নিজের অবস্থাবিষয়ক জ্ঞান; যে জ্ঞান মানবকে নিজের স্বরূপে রাখিয়া ব্যবহার করিতে শিখায়। এইরূপে আত্মবৎ ব্যবহারই নিজের অন্তরে অমৃত উৎপন্ন করে। এই উৎপন্ন অমৃতই মানবের মানবত্ব পূর্ণ করিয়া দেয়। পূর্ণমানবত্বই মানবের প্রকৃত উন্নতি। এই ভাবটী মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ব্রহ্মচারি প্রণীত "মনঃশুদ্ধি" উপদেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(৩)

কিন্তু, দুঃখের বিষয় প্রকৃত সুখ-তত্ত্ব যে গ্রন্থে বর্ণিত হয়, সেই গ্রন্থ এখন আর কেহ পড়িতে চায় না। তাহা পড়িতে গেলে, অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এখনও ভারতের অন্তঃকরণ, প্রাচীন শুক্রশোণিত-প্রবাহে গঠিত হয়। তথাপি, যে সুখতত্ত্ব ভারতের চির সমৃদ্ধি ও প্রকৃত উন্নতি, তাহার পোষণ করিতে, এখন প্রায় সকলই উদাসীন। কেন যে উদাসীন, তাহার কারণগুলি স্পষ্টতঃ সকলের লক্ষ্য হয় না বটে; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, সকলেরই স্বীকার্য্য যে, বিদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে ও দেশীয় শিক্ষার অভাবে, এবং অবৈধ ও অনুপযোগী আহার, ব্যবহার ও আলোচনা প্রভৃতি আসিয়া, হিন্দুর আন্তরিক তাড়না উপস্থিত করিয়াছে। সেইজন্য, পূর্ব্ব স্বভাব-সিদ্ধ বৃত্তি, এখন আর সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে না। সেই স্বভাবসিদ্ধবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ না হওয়ায়, পূর্ব্ববৎ উন্নত ভাব ও উচ্চ কর্ত্তব্যে যথাযথ দৃঢ়তা, মানবে এখন আর তেমন দেখা যায় না। কাজেই, প্রকৃত সুখতত্ত্ব পড়িতে গেলে, অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হইয়া আসে।

(৪)

যে শিক্ষার প্রবৃত্তি মূলে, মানুষ এইরূপে আস্তে আস্তে, নীচ হইতেও

নীচে চলিয়া যাইতেছে, সে শিক্ষা যে কুশিক্ষা, তাহা অধিক করিয়া বলার প্রয়োজন করে না। যাঁহারা শান্তির জন্য পৃথিবীকে তন্ন তন্ন করিয়া অজস্র উপায় অনুসন্ধানের পর, এই "মনঃশুদ্ধির" ন্যায় গ্রন্থের উপদেশ লইয়া, শান্ত ও তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দুর উন্নতি কি? প্রকৃত সুখতত্ত্ব কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ব্রহ্মচারি প্রণীত "মনঃশুদ্ধি"র উপকারিতা বিষয়ে, প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(৫)

আমার বিশ্বাস, ছাত্রগণ যতদিন "মনঃশুদ্ধি"র ন্যায় গ্রন্থের উপদেশ না লইবেন, ততদিন ভারতের উন্নতি, আকাশকুসুমের ন্যায় কেবল কল্পনা মাত্র; কদাচ, ভারতললাটে সৌভাগ্যরত্ন সমুজ্জ্বল হইবে না, কিছুতেই ভারতের শুষ্কহৃদয় সরস হইবে না, আর শান্তির প্লাবনে ভারত ভাসিবে না।

(৬)

মহানদী যেমন, সকল দেশে আসে না, তেমনি "মনঃশুদ্ধি"র ন্যায় গ্রন্থ, সকল দেশে উৎপন্ন হয় না। যে দেশে এখনও "মনঃশুদ্ধি"র ন্যায় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের জন্ম হয়, সে দেশ যে কত ভাগ্যবান্, তাহা বলিয়া শেষ করা কঠিন।

(৭)

ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখাপ্রশাখা যেমন, বঙ্গভূমিকে এখনও, জলে শস্যে পূর্ণ রাখিয়া, চিরদিনই ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, যোগাইতেছে, তেমনি, প্রাচীন ঋষিগণের আদর্শপূর্ণ এই মনঃশুদ্ধি"র ন্যায় শাখা প্রশাখা গ্রন্থগুলি, এখনও আমাদের মনের অন্ন, মনের পানীয়, যোগাইতেছে। তাহা না থাকিলে, আমাদের মানসপ্রকৃতিতে, কিরূপ চির দুর্ভিক্ষ বিরাজ

করিত, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, এই মনঃশুদ্ধি, বর্ত্তমান কালের হিন্দু জীবনের যে অবলম্বন, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই স্বীকার্য্য।

(৮)

এই "মনঃশুদ্ধি" প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ব্রহ্মচারী মহাশয়, বঙ্গবিখ্যাত ময়মনসিংহের স্বামী পূর্ণানন্দবংশোদ্ভব ও স্ববিদ্যাসিদ্ধ রাঘবানন্দ গিরির প্রপৌত্র এবং নিজেও অনেক পরিমাণে উন্নত; তিনি অত্যুচ্চ বহুদর্শিতার বল প্রাপ্ত হইয়া, শ্রুতি, স্মৃতি, উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণ ও পুরাণান্তর্গত ভাগবত, ভগবদ্গীতা, ভগবতীগীতা, উত্তরগীতা, জীবন্মুক্তিগীতা, প্রভৃতি হইতে ও মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, ঘেরণ্ড, অষ্টাবক্র, প্রভৃতি প্রণীত সংহিতা হইতে, বেদান্তসার, বেদান্ত, পাতঞ্জল ও ন্যায় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপযোগী অংশ লইয়া, সেই দুরূহ, মূল সংস্কৃতের ভাব ও তাৎপর্য্য সরল বাংলায় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

(৯)

এই "মনঃশুদ্ধি"র উৎসর্গপত্রের ভাব বড়ই উচ্চ বটে; উপক্রমণিকাটী অতি সুন্দর ও সময়োপযোগী; এবং মানবের অত্যুচ্চজ্ঞানের আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত। নিবেদন প্রবন্ধটী হৃদয়গ্রাহী। উহা পাঠকের পাঠ করা আবশ্যক।

(১০)

"মনঃশুদ্ধি"র প্রথম অধ্যায়ের নাম "মৃত্যু অনিবার্য্য"। ইহাতে চতুর্ব্বিধ প্রলয় ও ক্ষুদ্র জীব হইতে ব্রহ্মার মরণ পর্য্যন্ত বর্ণনা, অতি রোমাঞ্চজনক। মৃত্যু সময়ে পুত্র, কলত্র, বিত্ত প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া, ধনী ও দরিদ্র যে মতে, একই ভাবে দীনও নিরাশ্রয় হন, তাহার চিত্র, চিত্তাকর্ষক ও সময়োপযোগী বটে।

(১১)

"মনঃশুদ্ধি"র দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম "জীবের জন্মান্তর"; ইহাতে গ্রন্থকার দর্শনের ও বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়া, চাক্ষুষ ও ঋষি ব্যবহৃত প্রমাণপ্রভায়, নাস্তিকতা কুয়াসা বিদূরিত করিয়া আস্তিকতা রূপ প্রভাকরকে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে জীবের জন্মান্তর যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা দেখাইয়া দিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছেন।

(১২)

"মনঃশুদ্ধি"র তৃতীয় অধ্যায়ের নাম "মৃত্যুতে জীবের অবস্থা"। ইহাতে মৃত্যু সময়ে উপায়ান্তর বিরহিত জীবের, নিরতিশয় ক্লেশের ও অধর্ম্মফল গুলির বর্ণনা অতীব ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন।

তৎপর যেরূপে আতিবাহিকরূপ দেহান্তর লাভ হয় ও কর্ম্মানুসারে মোক্ষ প্রাপ্তি ও পুনর্জ্জন্ম এবং পিশাচত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি, মৃতকের যে যে অবস্থা ঘটে, তাহা গ্রন্থকার সাতিশয় দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করাইতে পারিয়াছেন। এবং জীবের গর্ভাশ্রয় গ্রহণপ্রণালী, গর্ভ যাতনা, প্রসব যাতনা ও নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে নিজের উপর দৃষ্টি না পড়িয়া যায় না।

(১৩)

"মনঃশুদ্ধি"র চতুর্থ অধ্যায়ের নাম "শ্রাদ্ধান্নে তৃপ্তি" ইহাতে শ্রাদ্ধান্ন যে ভাবে, মৃতকের তুষ্টি ও পুষ্টি জন্মায়, তাহার চিত্র উচ্চ বিজ্ঞানপূর্ণ; উহা পড়িতে পড়িতে নিজকে আপন পরিণাম চিন্তায় মগ্ন করে।

(১৪)

"মনঃশুদ্ধি"র পঞ্চম অধ্যায়ের নাম "আত্মতত্ত্ব" ইহাতে আত্মার ত্রিবিধ অবস্থার ভেদাভেদ ও যোগী, ভোগী, কর্ম্মী প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগ এবং প্রকৃতি পুরুষের বর্ণনা, অতি সারগর্ভ, উহা নিজের স্বরূপ দর্শন

করাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই বর্ণনা অতিশয় উচ্চ ও আত্ম প্রসারক বটে।

(১৫)

"মনঃশুদ্ধি"র ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম "উপাসনা"। উহাতে দৈনন্দিন উপাসনার জন্য, প্রথমতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, আহার্য্য বিচার, অধ্যয়ন, শয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম, রিপুসংযম প্রভৃতির প্রণালী ও প্রধানতঃ পশ্বাদি ত্রিবিধ ভাব (পশ্বাচার, বীরাচার, দিব্যাচার) এবং তদন্তর্গত সপ্তবিধ ভাব, ভাবহীন উপাসনা নির্ব্বীর্য্য ও পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকবৃন্দের সাধন প্রণালী, মোটামোটী উপাসনার প্রবর্ত্তাবস্থা হইতে চতুর্ব্বিধ যোগ সাধন ও যোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনাগুলি মানুষকে, আস্তে আস্তে, উপাসনার উচ্চস্তরে উঠাইতে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছে। এবং এই নিয়মে আপামর * সকলই যে, ক্রমে যোগৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন, তাহা গ্রন্থকার দেখাইয়া দিয়াছেন। এই উপদেশগুলি অতি সরল ও হৃদয় গ্রাহী এবং সঞ্জীবনী শক্তির ন্যায় উপকারী।

(১৬)

মনঃশুদ্ধি"র সপ্তম অধ্যায়ের নাম "হিন্দুর তথাকথিত কুসংস্কার" বর্ত্তমানে অদূরদর্শী অহিন্দুগণ, যে গুলিকে কুসংস্কার নিশ্চয় করিয়াছেন সেইগুলি যে প্রকৃতপক্ষে কুসংস্কার নহে, তাহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তীর্থগুলি যে, অভ্যন্তর তীর্থের স্থূলতত্ত্ব ও রথ যাত্রাদি হিন্দুর ক্রিয়া কলাপগুলি যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিকাশের স্থূলপ্রণালী, এবং আর্য্যেরা যে, উচ্চ বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন ও সমগ্র পৃথিবীতে যে তাঁহাদিগের প্রাধান্য ছিল, তাহা পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদ্‌গণের উক্তি দ্বারা

* অপিচেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ (ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অঃ, ৩৭ শ্লোকঃ)

এবং আর্য্য ঋষিগণের পুরাণ, উপনিষৎ প্রভৃতিদ্বারা, গ্রন্থকার সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই বর্ণনা অতি আনন্দপ্রদ ও ইহাদ্বারা আর্য্যঋষিগণের উক্তিগুলিতে, সহজেই বিশ্বাস ঘনীভূত হইতে পারে।

(১৭)

"মনঃশুদ্ধি"র অষ্টম অধ্যায়ের নাম "ময়মনসিংহের "পূর্ণানন্দ"। ইহাতে গ্রন্থকারকের বংশে, যে সকল সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সিদ্ধিসাধনার প্রণালী ও বংশাবলী বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা বড়ই তৃপ্তিজনক। আমার বিশ্বাস, এই "মনঃশুদ্ধি" পাঠ করিয়া ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা সফল হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

১৩১৬ সন, ১১ই আষাঢ়। } শ্রীবৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী
ময়মনসিংহ কলেজ।

"প্রশংসাপত্র।"

(১৮)

পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বামি নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত মন্তব্যের প্রতিলিপি এই প্রকার ;—

স্বধর্ম্মানুরাগি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ব্রহ্মচারি দিব্যজ্ঞানানন্দেষু। পরম শুভাশীরাস্তাংবিশেষঃ তোমার "মনঃশুদ্ধি" পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া অতীব সুখী হইলাম। কেননা, পাশ্চাত্য বিদ্যার বহুল আলোচনা হওয়াতে হিন্দু সমাজে সংশয়িজনগণের সঙ্খ্যা বিস্তর বাড়িয়া

গিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী আচার, ব্যবহার, আলোচনা ও ক্রিয়াকাণ্ডে লোকের দিন দিন্ শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্ব না জানিয়া, যত অজ্ঞ, নিজের সরল নাসিকাটি কুঞ্চিত করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ পুস্তক যে একান্তই সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক আর্য্য ধর্ম্মানুরাগি জনগণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবে। সংশয়ি ব্যক্তিগণের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইবে। এই পুস্তকে তোমার নির্ম্মল ধর্ম্মানুরাগ ও পরোপকার প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং তোমার হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব উপলব্ধি ও চেষ্টা সংগ্রহ সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। আমি প্রত্যেক হিন্দুকে এই পুস্তক পাঠ করিয়া প্রকৃতপন্থী হইতে অনুরোধ করি। আশা করি আচারনিষ্ঠ ও স্বধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দুর নিকট তোমার এই পুস্তক সমাদৃত হইবে।

কিমধিকমিতিশেষঃ।

১৩১৫ সন ১৯শে বৈশাখ
জিলা ত্রিপুরা, দুর্গাপুর
শান্তি আশ্রম।

শুভানুধ্যায়িনঃ—
সরস্বত্যুপাধিক শ্রীনিগমানন্দস্য।

(১৯)

মহামহোপাধ্যায় মাননীয় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত মন্তব্যের প্রতিলিপি এই প্রকার—

জিলা ময়মনসিংহ ও মহকুমা নেত্রকোণার অধীন দিয়াড়া গ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "মনঃশুদ্ধি"র প্রথম অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া, আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। এই গ্রন্থ অনাবৃষ্টি পরিশুষ্ক প্রদেশে নব বর্ষণের ন্যায় আনন্দ-

প্রদ হইয়াছে। যেহেতু উপাসনাকার্য্যের এইরূপ সার সংগ্রহ এখন প্রায় দেখা যায় না। এই গ্রন্থের বিষয়গুলি অতি উচ্চ; লিখার প্রণালী সুন্দর ও সরল এবং হৃদয়গ্রাহী। এই গ্রন্থের উপদেশ মতে হিন্দুর সাধনা সফল হইতে পারিবে। বিশেষতঃ জিজ্ঞাসু আপ্তবাক্যে নির্ভর না করিলে যে কোন বিষয়েই অগ্রসর হইতে পারে না, উপচিকীর্ষু ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে বলীয়ান্ ঋষিগণের বিধিগুলি যে নিম্নাধিকারীদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য প্রযোজ্য হয় নাই তাহা "মনঃশুদ্ধি"র লেখক দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি আশা করি স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুর নিকট এই "মনঃশুদ্ধি সমাদৃত হইলে, মনের শোধন করিতে পারিবে। কিমধিকমিতি। ১৩১৬ সন ২১শে আশ্বিন।

শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মা।

(রংপুর)

(২০)

ময়মনসিংহের পূর্ণচন্দ্র, কলিকাতা মহানগরীস্থ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত লিপির প্রতিলিপি এই প্রকার—

জিলা ময়মনসিংহের মহকুমা নেত্রকোণার অধীন দিয়াড়া গ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মনঃশুদ্ধি" নামক পুস্তক আমি সমস্তই পাঠ করিয়াছি। লিখিত গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম্মের সারবান্ তত্ত্বগুলি বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া, গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের সমধিক বহুদর্শিতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ধর্ম্মগ্রন্থের মূল সংস্কৃতের অনুরূপ ও সরল বটে, এই গ্রন্থ সময়োপযোগী এবং হিন্দু ধর্ম্মানুরাগিগণের প্রীতিদায়ক ও সন্দিহান

ব্যক্তিগণের উপকারী হইয়াছে। পুস্তক ধর্ম্ম পিপাসুগণ সমাদর করিতে পারিবেন। ইতি

(বলা আবশ্যক, একবার পাণ্ডুলিপির পর ও একবার শক্তিতত্ত্বের কথা লইয়া একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পর, এই দুই সময়ে তিনি দুইটী প্রশংসা পত্র প্রদান করেন।)

১৩১৫ সন, ২২শে মাঘ। } শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা। (কলিকাতা)

(২১)

জিলা ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার অন্তর্গত নহাটা গ্রাম নিবাসী, বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীস্থ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ এবং অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ অধ্যাপকগণের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত লিপির প্রতিলিপি এইরূপ—

পরমহংস পূর্ণানন্দ স্বামীর বংশোদ্ভব ও রাঘবানন্দ গিরির প্রপৌত্র দিয়াড়া গ্রামনিবাসি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মনঃশুদ্ধি" নামক গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। আধুনিক আধ্যাত্মিক বিষয়ে লিখিত পুস্তকের মধ্যে এই "মনঃশুদ্ধি" শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে ও হিন্দু ধর্ম্মের সারতত্ত্বে অলঙ্কৃত হইয়াছে। পুস্তক সময়োপযোগী ও ভাষাটী সরল, বিষয়গুলি সুপাঠ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই পুস্তক প্রত্যেক হিন্দুরই উপকারী। ইতি ১৩১১ সন ১৩ই বৈশাখ।

শ্রীনবকিশোর তর্কচূড়ামণেঃ
শ্রীকালীহর ন্যায়রত্নস্য
শ্রীগুরুচরণ স্মৃতিরত্নস্য
(গ্রাম কাটিহালী)

শ্রীজগচ্চন্দ্র স্মৃতিপঞ্চাননস্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিরত্নস্য
শ্রীরামচন্দ্র শিরোমণেঃ
(গ্রাম কাটীহালী)

শ্রীযামিনীনাথ তর্কবাগীশস্য
(গ্রাম নহাটা, কলিকাতাস্থিত
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক)
শ্রীকালীহর বিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীরামসুন্দর ন্যায়পঞ্চাননস্য
(গ্রাম যশোদল)
শ্রীবিশ্বনাথ তর্করত্নস্য
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্নস্য
(গ্রাম শিবপুর)
শ্রীকালীমোহন তর্কভূষণস্য
শ্রীপ্রসন্নকুমার ন্যায়পঞ্চাননস্য
শ্রীকৃষ্ণকুমার তর্কালঙ্কারস্য
(গ্রাম সুখহারী)

শ্রীরামমোহন বাচস্পতেঃ
(গ্রাম ইকড়াটীয়া)
শ্রীরামদাস তর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীরাজচন্দ্র স্মৃতিভূষণস্য
শ্রীহরিদাস বিদ্যারত্নস্য
(গ্রাম আশুজীয়া)
শ্রীরাজচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য
(গ্রাম গৌরীনগর)
শ্রীতারানাথ স্মৃতিরত্নস্য
(গ্রাম দিয়াড়া)

(২২)

কলিকাতা মহানগরীস্থ মাননীয় হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল ও ব্রহ্মবিদ্যা নামক গ্রন্থপ্রণেতা স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত তারাকিশোর শর্ম্মচতুর্ধুরি জমিদার মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত মন্তব্যের প্রতিলিপি এইরূপ—

জেলা ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার অন্তর্গত দিয়াড়া গ্রাম নিবাসি ব্রহ্মচারি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "মনঃশুদ্ধি" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থখানা বাস্তবিকই মনের শুদ্ধিজনক উপাদানে লিখিত হইয়াছে। বিষয়-সেবানিরতগণের হিত কামনায়, গ্রন্থকার মহাজনহৃদয়গুহা নিহিত রত্নগুলি, বিনা মূল্যে বাজারে বিকাইয়াছেন। পরন্তু, বিপথগামিগণকে সরল ও সুখ-সেব্য,

রাজপথে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, যাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও ধর্ম্ম পিপাসা জন্মিয়াছে, তাহারাও যেন, এই সারবান্ ও স্নিগ্ধ পানীয় গ্রহণে বঞ্চিত না রহেন। ইতি

১৯০৯ সন
২৬শে নবেম্বর।

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা
কলিকাতা হাইকোর্ট।

(২৩)

মুন্সেফ শ্রীযুক্ত রাইমোহন কর্ম্মকার এম, এ, বিএল, কাব্যরত্ন নেত্রকোণা হইতে লিখিয়াছেন,—

দিয়াড়া গ্রাম নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "মনঃশুদ্ধি"র শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আমি সাবধানতার সহিত পাঠ করিয়া, অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। উহা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। এবং সর্ব্বজন-বোধগম্য সরল বঙ্গভাষায় লিখিত ও সুন্দর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ বটে; গ্রন্থের লিখিত বিষয়গুলি গ্রন্থকারের আয়ত্ত জানিয়া, বিশেষ তুষ্টি লাভ করিতে পারিলাম। এই গ্রন্থ হিন্দুর অতি আদরের সামগ্রী ও উপকারী এবং সৌভাগ্যজনক। ইহা সাংসারিক ভ্রান্তগণের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক হইবে, সন্দেহ নাই। ইতি ১৩১৬ সন ১৩ই আষাঢ়।

শ্রীরাইমোহন কর্ম্মকার
কাব্যরত্ন, নেত্রকোণা।

(২৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক ও ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক বর্ত্তমানে বারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র দাস শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন।

জিলা ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার অধীন দিয়াড়াগ্রাম নিবাসি ব্রহ্মচারি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "মনঃশুদ্ধি" আমি

মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তকের বিষয়গুলি হিন্দু শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব লইয়া আলোচিত হইয়াছে। লিখার প্রণালী অতি সুন্দর, ভাষা সরল, তাৎপর্য্যগুলি হৃদয়গ্রাহী। হিন্দু মাত্রেরই এই পুস্তক একান্ত প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দু পরিবারেরই আলোচ্য বিষয় লইয়া লিখিত। মনুষ্যগণ নিজকে জানিতে ও উহার আদর করিবেন আশা রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধারণের হিতৈষী ও শ্রদ্ধার পাত্র বটেন। ইতি

১৩১৬ সন
১০ই শ্রাবণ

শ্রীনিমাইচন্দ্র দাস
শিরোমণেঃ
ময়মনসিংহ।

(২৫)

একজন সবজজ ময়মনসিংহ হইতে লিখিয়াছেন, জিলা ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার অন্তর্গত দিয়াড়াগ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "মনঃশুদ্ধি" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। পিতা মাতা প্রভৃতি দেহত্যাগ করিলে, পুত্রাদি প্রদত্ত শ্রাদ্ধ, যে ভাবে মৃতকের তুষ্টি ও পুষ্টি সাধন করে, তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিজ্ঞানদ্বারা অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকে আর্য্য ঋষিগণের গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ব্রহ্মতত্ত্ব লইয়াও বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। পুস্তকখানা সময়োপযোগী ও প্রত্যেক হিন্দুরই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। আমি আশা করি, এই পুস্তক প্রত্যেক হিন্দু অতি আবশ্যক বোধে পাঠ করিবেন। ইতি—

১৯০৯ সন
২৬শে জুন।

শ্রীসারদাপ্রসাদ বসু সবজজ্
ময়মনসিংহ।

নিবেদন।

(২৬)

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ-কিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত নামাঙ্কিত ভূমিকার, ও পূজ্যপাদ স্বামী, এবং মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত লিপির (যাহার প্রতিলিপি এই গ্রন্থ সংলগ্ন হইয়াছে), আমি তাহার কোন কথাই বলিব না। কেবল, এই "মনঃশুদ্ধি" পুস্তকের অধিকার, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও বিশেষত্ব এবং ধর্ম্মোপাসনার সময় লইয়া, পাঠকবর্গকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি যে, যাঁহাদের মনেরশুদ্ধি সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহাদেরই "মনঃশুদ্ধি" গ্রন্থ পাঠ করিতে অধিকার রহিল। অধিকারী, গ্রন্থ পাঠ করিয়া, পবিত্র হইবেন, ইহাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তাহার পর, এই গ্রন্থের প্রয়োজনের কথা,— "কুতর্ক লিপ্সু গণ বলে, মনঃশুদ্ধি গ্রন্থের কিছুই প্রয়োজন নাই। তাহারা শাস্ত্রও বলে "মনঃপূতং সমাচরেৎ" অর্থ করে, মনঃপূত বিষয়কে আচরণ করিবে। কার্য্যক্ষেত্রেও ইহাই দেখা যাইতেছে, যাহার যে বিষয়টী মনঃপূত হয়, সে সেই বিষয়ের আচরণ করে। বিষয়টী মনঃপূত না' হইলে, তাহা কেহ আচরণ করে না। অতএব, মনঃশুদ্ধির জন্য একটা গ্রন্থ রচনা করা অনাবশ্যক।"

(২৭)

আমরা বলি, এই সম্প্রদায় ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত গাহিয়াছে। যাহারা ধান ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহারা ধান ভাঙ্গার তালে তালে, শিবময় শিবের গীত গায় বটে; কিন্তু, তাহারা তাহার অর্থবোধ করিতে পারে না। কুতর্ক লিপ্সু, "মনঃপূতং সমাচরেৎ" এই বিধিটীর প্রকৃতার্থ অনুসন্ধান

করিতে পারে নাই। যদিচ, মনঃপূত বিষয়কে আচরণ করিবে, এই প্রকার অর্থ হইতে পারে, তথাপি, অপবিত্র মনঃ, পূত বা পবিত্র বিষয়কে গ্রহণ করিতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিলে, সেই বাক্যের মনস্ শব্দটী যে পবিত্র মনকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, সহজেই তাহার উপলব্ধি হয়। কাজেই, পবিত্র মনাঃ সাধুর প্রতি এই স্বাধীন বিধি প্রযুক্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে। কদাচ, ধর্ম্মান্ধগণকে, এই স্বাধীনতা দিয়া, কূপে পতিত করিতে শাস্ত্রপ্রণেতা তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ভাবগ্রাহিগণ, এইরূপ বিশেষার্থের অনুসন্ধান না করিয়া তৃপ্ত হন না। "মনঃপূতং সমাচরেৎ" এই ভাষাটীর ভাব গ্রহণ করিলে, কথিতমত বিচার আপনা হইতেই আসে, এবং প্রকৃতার্থ লাভ হয়। অতএব, অনেক স্থলে ভাবার্থও গ্রহণ করিতে হইবে। ভাবার্থ গ্রহণ করিলে, "মনঃপূতং সমাচরেৎ" এই বিধিবাক্যটী ঋষিরা যে, পবিত্র মনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন তাহাই অনুভূত হয়। কাজেই, সেই ভাবার্থ দ্বারা ঐ বিধিবাক্যটী জ্ঞানমার্গের, কর্ম্মমার্গের ও ভক্তিমার্গের কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র মনা লোকের কার্য্য মধ্যে জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ ও কর্ম্ম মার্গ নিবদ্ধ থাকায়, তাহার যে কোন বিষয়কে আচরণ করিতে পবিত্র মনা লোকগণ পূত বোধ করেন (রুচি বোধ করেন) তাহারই আচরণ করিবেন। "মনঃপূতং সমাচরেৎ" এই বাক্যের এইরূপে অর্থ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। যেহেতু, নিম্নে প্রদর্শিত মহর্ষি যোগি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তত্ত্বদর্শিগণ, অপবিত্র মনের শোধন প্রণালী বলিয়াছেন। অতএব, ব্যক্তি ভেদে, বা মনের অবস্থা ভেদে, মনকে দুই প্রকার বুঝিতে হইবে। মনের এই প্রকার দ্বিবিধ অবস্থাবোধ করিলেই 'মনঃপূতং সমাচরেৎ" এই বাক্যের প্রকৃতার্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকার হওয়াই সঙ্গত বোধ করিবেন। অর্থাৎ বৈধ বিধানে মন একই প্রকার উপযুক্ত

হয় না। সুতরাং মনের উপযুক্ততার তারতম্যে, জ্ঞান মার্গের, কর্ম্ম মার্গের কিম্বা ভক্তি মার্গের মধ্যে যে বিষয়টী যাহার রুচিকর হয়, বা যে বিষয়ে যাহার অধিকার জন্মে, তাহার সেই বিষয়ের কার্য্য আচরণ করিতে হইবে। পরন্তু, "মন পবিত্রই হউক, আর অপবিত্রই হউক, অথবা মন সদা পবিত্রই বটে, উহার বিচার এ স্থলে আনাই অনাবশ্যক, এবং মন, যে বিষয়টী যখন পূত বোধ করে, তাহারই আচরণ করিবে" এই প্রকার অর্থ করা নিতান্তই অসঙ্গত। মনে রাখিতে হইবে যে, অপবিত্র মন, পবিত্র কার্য্য আচরণ করিতে অসমর্থ, ও উৎসাহ হীন, "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধূনীচ্ছন্তি ষট্‌ পদাঃ" মক্ষিকা ব্রণই ভালবাসে, কদাচ ভ্রমরের প্রিয় মধুকে ভালবাসে না। কেহ যদি গোবরের পোকাকে, পদ্মের উপর বসাইয়া দেয়, তবে সে যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে। আবার, তাহাকে গোবরের উপর আনিয়া দিলে, দেখিবে সে সুস্থ হইয়া বেশ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। এই প্রকার, অপবিত্র মনকে পবিত্র কার্য্যে নিয়োগ করিলে, সে যাতনায় অস্থির হইয়া উঠে। সুতরাং তর্কলিপ্সুর ব্যাখ্যামতে "মনঃপূতং সমাচরেৎ" এই বিধিটীর অর্থ হইতে পারে না। তাহার প্রকৃতার্থে পবিত্র মনই লক্ষ্যের বিষয়; যোগী যাজ্ঞবল্ক্য অপবিত্র মনকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার যে প্রকার শোধন প্রণালী বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরম্।
মনঃশুদ্ধিস্তু বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মেণাধ্যাত্মবিদ্যয়া॥
অধ্যাত্ম বিদ্যা-ধর্ম্মশ্চ পিত্রাচার্য্যেণ চানঘে॥"

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

এই স্থলে আহ্নিকতত্ত্ব বলিতেছেন,—

"মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিমথান্তরং।"

অর্থ,—হে অনঘে! হে গার্গি! (গর্গ নন্দিনি) মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধিকে, বাহ্য শুদ্ধি ও মনঃ শুদ্ধিকে আভ্যন্তর শুদ্ধি কহে। অধ্যাত্ম বিদ্যা ও ধর্ম্ম দ্বারা মনঃশুদ্ধি হয় জানিবে। এবং ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম বিদ্যা পিত্রাচার্য্য দ্বারা সিদ্ধ হয়। (অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থে,—আত্ম বিষয়ক বিদ্যা;—যাহাকে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলে। 'পিত্রাচার্য্যেণ' অর্থে,—আচার্য্যত্ব † গুণযুক্ত পিতা দ্বারা; পুত্রের সংস্কার কার্য্যে বা আত্মোন্নতি কার্য্যে, পিতাই মুখ্যাধিকারী হেতু "পিত্রাচার্য্যেণ" বলা হইয়াছে।) যাজ্ঞবল্ক্য উপর্যুক্ত বাক্য অপবিত্র মনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, আর, অপরাপর জ্ঞানিগণ "মনঃপূতং সমাচরেৎ" ইত্যাদি বাক্য নিষ্কাম কর্ম্মমার্গের, ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের একতমে প্রবর্ত্তেচ্ছুক পবিত্র মনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং তর্কলিপ্সুর কথিত প্রমাণ দ্বারা ও এই যাজ্ঞবল্ক্য এবং আহ্নিকতত্ত্বের প্রমাণ দ্বারা, ব্যক্তি ভেদে বা মনের অবস্থা ভেদে, কোন কোন মন পবিত্র, কোন কোন মন অপবিত্র প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি অপবিত্র মনকে লক্ষ্য করিয়া, আর "মনঃপূতং সমাচরেৎ" এইটী পবিত্র মনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ বোধগম্য হয়।

তর্কেচ্ছু বলিয়াছেন, মনঃশুদ্ধির জন্য উপদেশপূর্ণ কোন পুস্তক রচনা করা অনাবশ্যক। আমরা বলি, এইরূপ উক্তি অলীক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি

---

† ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"আচারে শাসয়েদ্ যস্তু স আচার্য্য উদীরিতঃ।
শাসনে স্থির বৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ।"

অতএব সদাচার দ্বারা বিষয়ে যে শাসন শক্তি তাহার নাম আচার্য্যত্ব।

প্রভৃতির বিশেষত্ব লইয়া লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমি কেবল তাহারই বর্ণনা যথেষ্ট মনে করি নাই। আমি এই গ্রন্থে উপাসনা কার্য্যের পূর্ব্বে, আপন আপন বর্ণোচিত আচারে প্রবর্ত্তিত হইয়া উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে মনের শোধন করিতে তাহার প্রণালী লিখিয়াছি। যেহেতু আপন আপন বর্ণাচারের সহিত মনের শোধন না করিলে, সেই সেই উপাসনা কার্য্য প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠানের সামর্থ্য জন্মে না ও তাহা ফলোন্মুখ হইতে পারে না।

বর্ণাচার ধর্ম্মের গোড়া।
কেটো নাগো, যাবে মারা॥

উহা মহর্ষি মনু ও পূর্ব্বোক্ত মহর্ষি যোগি যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি হারীত প্রভৃতির বচনে অন্যত্র সপ্রমাণ হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহর্ষি দ্বৈপায়ন বলেন ;—

(৩১)

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গিমুক্তে র্নির্ব্বিষয়ং তথা॥

(ইতি বিষ্ণু পুরাণে)

অর্থ,—মনই মনুষের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। মন বিষয়াসক্ত হইলে বন্ধনের কারণ হয়, আর সেই মনই বিষয় বাসনা বিহীন হইলে, মুক্তির কারণ হয়। এই বিষয় শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত মণিরত্নমালা যাহা বলেন, তাহার সারার্থ এই প্রকার।

(৩২)

শত্রু কারা ? দেহগত ইন্দ্রিয় নিচয়।
মিত্র কারা ? তাহারাই বশে যদি রয়॥
পাপ কাহাকে বলে ? মনের নীচতা।
কিবা, মহাতীর্থ ? গুরো ! চিত্ত পবিত্রতা॥

অর্থ,—ইন্দ্রিয় মধ্যে মনই প্রধান ইন্দ্রিয়। মনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনে, ভগবান্ কহিয়াছেন "ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি"। এবং অপর তত্ত্বদর্শীরা বলেন, "মনশ্চৈকাদশেন্দ্রিয়ং" অতএব যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি মন। এবং তাঁহার শোধন করা প্রয়োজন। মনের শোধন না হইলে ব্রহ্মোপাসনাই বল, আর, কালী, দুর্গা বা হরি, হরের উপাসনাই বল, সকল উপাসনাই নিস্ফল হয়। এই বিষয়টী আর অধিক করিয়া বলার প্রয়োজন করে না। এবং মনের শুদ্ধি সম্পাদন হইলে, সেই সেই উপাসনা কার্য্য যে, মনঃ স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া করিবে, তাহাও অধিক করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। অতএব তোমার উপাসনা করিতে আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, আদৌ মনেরই শোধন করা প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে। এইজন্য, এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই বিশেষত্বের প্রতি ও বর্ণাচারের প্রতি সূক্ষ্ম লক্ষ্য রাখিয়া, গ্রন্থের যাবতীয় অধ্যায়ের নামানুরূপ বিষয়গুলির বর্ণনা করিয়াছি। অতএব, এই গ্রন্থে আপন আপন বর্ণোচিত আচারে থাকিয়া উপাসনা কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের শোধন প্রণালীর যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা এই "মনঃশুদ্ধি" গ্রন্থের বিশেষত্ব বলিতে হইবে।

তৎপর এই নিবেদনের উপসংহার স্থলে, আর একটী কথা এইযে,—কেহ যেন বৃদ্ধকালকে ধর্ম্ম কর্ম্মের সময় মনে না করেন। এই বিষয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন, "সংসার বুদ্ধি না আসিতে, ধর্ম্মরাজ্যে চলিয়া যাইবে" তিনি আরও বলিতেন, "কাঁচামাটি বই পোড়া মাটিতে গঠন চলে না" তাহার ভাব,—বিষয় বুদ্ধি অনলে, হৃদয় পোড়িয়া গেলে, সে হৃদয় দগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায়; যে প্রকার পোড়া মাটিদ্বারা গঠন চলে না, সেই প্রকার বিষয় বুদ্ধি অনলে, হৃদয় দগ্ধ হইলে, তাহাকে ধর্ম্মভাবে গঠন করা যায় না।

সেইজন্য ভীষ্মদেবও যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, "মুক্তি মিচ্ছতি চেত্তাত বিষয়ং বিষবত্ত্যজ।" যেহেতু বিষয় বুদ্ধি ধর্ম্মের সরল পথকে, হয় কণ্টকাকীর্ণ নয় বঞ্চনাপূর্ণ বাগাড়ম্বর মনে করে। বিষয়িগণকে প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ দিতে গেলে, বিষয়ের দুইটী সহচর বিষয়ির পৃষ্ঠ পোষক হইয়া দণ্ডায়মান হয়। সেই দুইটির মধ্যে একটীর নাম কুতর্ক, অপরটীর নাম অবিশ্বাস। সুতরাং তাহাদিগের ধারণার প্রতিকূলে শাস্ত্রই বল, আর বিজ্ঞানই বল, কিছুই কার্য্যকর হইয়া উঠে না। অতএব, বিষয় বুদ্ধি না আসিতে ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইবে। এইস্থলে প্রাচীন ঋষিরা বলেন, "যুবৈব ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থ, যুবা থাকিতেই ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বকালে যুবকের মধ্যে বিষয় বুদ্ধি আসিত না। এখন যদিও অনেক স্থলে বাল্যাবস্থায়ও বিষয় বুদ্ধি আসে, তথাপি সে বুদ্ধি তরল; সহজেই চলিয়া যাইতে পারে। যাহারা বাল্যাবস্থায় ধর্ম্ম কর্ম্মে রত হয়, তাহারা সৌভাগ্যবান্ ও ভবিষ্যদ্দর্শী। "এই স্থলে ময়মনসিংহের শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী বলেন, "শ্বঃকার্য্য মদ্যকুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্। নহিপ্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতম্।" অর্থ, আগামী কল্যের কার্য্য অদ্য ও আপরাহ্নিক কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে করিবে। যেহেতু, মৃত্যু প্রতীক্ষা করে না যে, ইহার এই কার্য্য এখনও কৃত হয় নাই। পরন্তু, এখনকার স্বামিগণ বলেন,—

● এই মর্ত্ত্য ভূমিও বৈজয়ন্ত ধাম। যেহেতু, উহা সপ্ত স্বর্গের অন্তর্গত; কাজেই, উহা পিশাচের ক্রীড়া ভূমি নহে। সুতরাং এইভূমি দেবগণেরই ভোগায়তন বটে। এই কথার ভাব এই প্রকার, দশবিধ যম, দশবিধ নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ও ধ্যান ধারণা প্রভৃতি মানবের যখন আয়ত্ত হইয়া আত্মপ্রসার হইবে, তখন মানব ইচ্ছা করিলে,

ভোগের অধিকার লাভ করিতে পারে। এই অবস্থার পক্ষে, শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ভোগো মোক্ষপ্রদায়কঃ" ইহাই বীরাবস্থা, এই নির্লিপ্ত অবস্থা হইতে বীরাচারের সাধন আরম্ভ হইয়া থাকে। অথবা এই অবস্থা হইতে প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমেও যাইতে পারে। বৈদিকগণ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সমাবর্ত্তন করতঃ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। আর যাহারা কুক্কুর প্রকৃতি লইয়া সেই দেবভোগ্য হবিঃ (ঘৃত) ভোজন করে, অর্থাৎ আত্ম প্রসার না হইতে "ভোগ মোক্ষ প্রদায়কঃ" বলিয়া ভোগ আরম্ভ করে, তাহাদিগের সেই ভোগের পরিণাম বড়ই মন্দ। অতএব, মানব দেব * হইয়া, (পূর্ণ সংযমী হইয়া) বিষয় ভোগ করিবে। তাহা হইলে বিষয়ে পদ্ম পত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিতে পারে। নচেৎ জলে নিক্ষিপ্ত শিলার ন্যায় নিমজ্জিত হয়। অতএব পূর্ণ সংযমী হইয়া বিষয় ভোগ করিবে। তাহাতে বিষয় তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। এই অবস্থায় বিষয় ভোগ করিলে, সর্ব্বদা আত্মপতনাশঙ্কা জাগ্রত থাকে। কাজেই বল, বীর্য্য, অটুট রাখিতে চেষ্টা থাকে। স্বতঃই হৃদয় প্রশস্ত রাখিতে চেষ্টা থাকে। এই অবস্থাগত লোকেরা, জানে সূক্ষ্ম দেহের ভোগ সময় অপেক্ষা স্থূল দেহের ভোগ সময় চৌরাশি লক্ষ গুণে কম। সুতরাং তাহারা অল্পকাল স্থায়ি স্থূল দেহের ভোগ সাধন জন্য, অত্যন্ত অধিককাল স্থায়ি সূক্ষ্মদেহের পীড়াকর কার্য্যানুষ্ঠান করে না। আর, দেব না হইয়া বিষয় ভোগ করিতে গেলে, কুক্কুরের ঘৃতান্ন ভোগেরন্যায় হাতে হাতে কুফল ফলিয়া যায়। রোগে শোকে জড়িত হইয়া পড়ে; অধিক কি, মানুষ পশু হইতেও অধিকতর পশুত্বে পরিণত হয়। অতএব ধর্ম্মবিৎমহাত্মাগণের উপদেশ এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্যবহার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে সংসার বুদ্ধি আসিবার পূর্ব্বে নিজকে ধর্ম্মভাবে গঠন করা আবশ্যক। এবং

পুত্র পৌত্রাদি দিগকেও ধর্ম্মভাবে গঠন করিয়া লওয়া প্রয়োজন। এইরূপে পরিবারবর্গ গঠন করা আবশ্যক। এবং নিজে পূর্ণ সংযমী হইয়া দারগ্রহণ করতঃ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা প্রয়োজন। এই প্রকার গৃহস্থাশ্রমের প্রবেশপ্রণালী বর্ত্তমানে রহিত হওয়ায় সংসার এত বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব বৃদ্ধকাল ধর্ম্ম সাধনের সময় নহে, বরং অনেক স্থলে বৃদ্ধ সময়ে বিষয় বুদ্ধি অধিকতর দৃঢ় হইয়া উঠে। সুতরাং প্রাচীন মহর্ষিগণের উপদেশানুসারে "যুবৈব ধর্ম্মমাচরেৎ"।

(গ্রন্থকার)

(৩৬)

(ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা।)

শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং
তব প্রিয়ং সাধয়িতুং প্রযচ্ছ।
জ্ঞানং চ মহ্যং জগদীশ দেহি
কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ॥

(৩৭)

উৎসর্গপত্র।

যে আমার আমি যার ইহপরলোকে।
প্রদত্ত হইল গ্রন্থ তাকে মনঃসুখে॥

প্রশ্ন—কাহাকে দেওয়া হইল—সে কে? কথাটী অস্পষ্ট, বুঝা গেল না।

---

* দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবমিত্যুপক্রমে আহ। প্রাণায়ামৈ স্তথাধ্যানৈর্ন্ন্যাসৈর্দ্দেব শরীরতঃ!

উত্তর—প্রবন্ধ কুসুমচয় যাঁহার উদ্যানে ‡।
করিয়াছি আহরণ যাঁহার প্রেরণে § ॥
তাঁহারি অভয় পদে অঞ্জলি পুস্তিকা।
সম্প্রদান হল ওগো স্মরিয়ে অম্বিকা ॥

প্রশ্ন—যাহার বস্তু তাহাকে দিলে কিরূপে দান সিদ্ধ হইবে ?

উত্তর—গঙ্গাজলে করি স্নান সেই গঙ্গাজলে।
গঙ্গাপূজা হয় যথা বেদবিধিমূলে ॥

(গ্রন্থকার)

উপক্রমণিকা।

(৩৮)

বঙ্গের কোন সিদ্ধ বংশের এক ব্রাহ্মণ, কোন প্রলোভনে পতিত হইয়া, সর্ব্বস্বান্ত হন। তাঁহার সংসারে মাতৃস্নেহ মাত্র সম্বল ছিল, কাল (মৃত্যু) তাঁহাকে ও গ্রাস করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া অধিকতর সন্তপ্ত হইলেন। তখন তিনি দেহকে ভারাবহ বোধ করিয়া, আত্মহত্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হন এবং তদুপযোগি বিজনস্থা এক স্রোতস্বিনীর তটবর্ত্তী হইয়া, আত্মকাহিনী চিন্তা করেন। চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার মনে পড়িল, আমাকে মাতৃগর্ব্ভে গঠন করিয়াছিল কে ? গর্ব্ভ সঙ্কট হইতে ভূমিষ্ঠ হইলাম কিরূপে ? জীবন কোথা হইতে আসিল, সেই বস্তুটীই বা কি ? এই যে, জীবনপাত করিতেছি, তাহারই বা পরিণাম কি ? এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি গাহিলেন—

‡ যে ভগবানের বিশ্বরূপ উদ্যানে।
§ যে ভগবানের সর্ব্ব নিয়ন্ত্রী শক্তির প্রেরণে।

(৩৯)

কোথা রে সে জন, জানে কোন জন,
যে জন সৃজন পালন করে—
নিকটে কি দূরে, ঘরে কি বাহিরে
সহরে কি সে রে? বিহরে পাহাড়ে—
আকাশে কি রয়, বায়ুতে কি বয়,
অনলে কি জলে, মাটিতে কিরে?১॥

গভীর তামস ঘটায় তরঙ্গিনীর উভয়কুল সমাচ্ছন্ন; প্রকৃতি নিস্তব্ধা, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত; অনতিদূরে শ্মশানে এক মঠ ছিল, তাহাতে এক সাধু স্থিত ছিলেন। তাঁহার কর্ণে, সেই অমৃতধারা প্রবেশ করিল। সাধু গীতমাধুরী বোধমাত্র চঞ্চল হইলেন এবং বাহিরে আসিলেন। কোথা হইতে সেই মধুর ধ্বনি আসিতেছিল, উহা কে করিল, সাধু এইরূপ ভাবিয়া অস্থির হইলেন এবং কিরূপে তাহাকে লাভ করিবেন, তাহারই ভাবনা ভাবিতে সাধু তরঙ্গান্বিত গভীর চিন্তাসলিলে নিক্ষিপ্ত হইলে, আবার সেই মধুরধ্বনি হইতে লাগিল। তাহা এই প্রকার—

গির্‌জায়্‌ কি মস্‌জিদে, মঠে মন্ত্র বাদে, †
কোরাণে, পুরাণে, বাইবেলে কিরে—
বেদে কি দর্শনে, কিম্বা পুণ্যস্থানে,
জটা জূটে কিবা, ধরে কি নুরে ‡ ? ২ ॥

সাধু, সেই কণ্ঠ-স্বরের অনুবর্ত্তী হইয়া, নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন, তুমি কে? কি জন্য এ'দুর্গম, ও আপদ সঙ্কুল স্থানে এত

† মন্ত্র বাদ অর্থে,—তন্ত্র প্রভৃতি। ‡ ধর অর্থে—দেহ। § নুর অর্থে—রোম বিশেষ।

রাত্রিতে উপস্থিত হইয়াছ? ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া উঠিল, ও কহিল,—আমি এক হতভাগা ব্রাহ্মণ—আমি আত্মহত্যার জন্য উপস্থিত; সাধু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণ হইয়া আত্মহত্যা! তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র কখনও পাঠ, কিম্বা তাহা শ্রবণও কর নাই? বিশেষতঃ আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হইলে কেহ দেহপাত করিতে পারে না। তখন ব্রাহ্মণ একটী ছুরিকা প্রদর্শন করাইয়া কহিল, এই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। সাধু কথাশ্রবণমাত্র বলপূর্ব্বক সেই ছুরিকা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, বাবা! আত্মহত্যা মহাপাপ! এমন জনগর্হিতকার্য্যে তুমি কি হেতু কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তাহা আমাকে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর। বাবা! আমি তোমার কল্যাণসাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মণ কহিল, আমি দীক্ষিত হওয়ার পর, মদ্যপান অভ্যাস করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। এখন আমাকে সকলেই ঘৃণা করে। কেবল মাতৃস্নেহে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, সেই স্নেহময়ীও মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সাধু কহিলেন, তবে তুমি কোন সিদ্ধ বংশের সন্তান হইবে। সম্প্রতি জিজ্ঞাস্য যে, তোমার গুরুদেবের নাম কি? তিনি তোমাকে কি প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ কহিল, তাঁহার নাম শ্রীমৎ ভবানীপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী। তিনি আমাকে দীক্ষাকালে অভিষিক্ত করেন, এবং পঞ্চপর্ব্বে শুদ্ধীকৃত সুরাপান করিয়া, দেবগতচিত্তে জপার্চ্চনা করিতে অনুমতি করেন। পানের মাত্রা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। সাধু কহিলেন, তোমার গুরুদেব আমার পূর্ব্ব পরিচিত বটেন। এইক্ষণে তোমার নিকট তাঁহার নাম শুনিয়া বুঝিলাম। তুমি তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, বিপদে পতিত হইয়াছ। ব্রাহ্মণ বিনীতভাবে কহিল, আমার গুরুদেব সকলেরই পূজ্য ও তিনি

দয়ালু বটেন ; আমি তাঁহার চক্ষের উপরই ছিলাম। কিন্তু তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেখিয়াও তিনি আমাকে কিছু বলেন নাই। সাধু কহিলেন, বলা বড় কঠিন বাবা! অনধিকারীকে বলা শাস্ত্রের বড়ই নিষেধ। বলিতে বলিতে সাধুর বাক্যে জড়তা আসিল। তিনি মৌনা-বলম্বন করিলেন। ক্ষণকাল পরেই শিহরিয়া উঠিলেন, রোমাবলী কণ্ট-কিত হইল, চক্ষু দুইটী অশ্রু বারিতে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কিছুকাল রহিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে তৃষিতনেত্রে দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সাধু এক তেজস্বিতাপূর্ণ ভঙ্গিতে, বিকট উদ্যমে, উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, বাবা! তুমি ভাগ্যবান্, ভগবান্ তোমাকে জানিয়াছেন। সেই জন্য বিগত সন্ধ্যার পর হইতে এই মঠে আসিয়াছিলাম। কেন যে, আসিয়াছিলাম, কেন যে, মঠ দৃষ্টি মাত্র অতি রম্য বোধ হইয়াছিল, কেন যে, তোমার কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়াছিলাম, তখন তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। এই মুহূর্ত্তে সেই সমস্ত কারণ অবগত হইতে পারিয়াছি। তবে এখন যাও বাবা! এখন পবিত্র হইয়াছ, হৃদয়ও উন্নত হইয়াছে ; তথাপি ভবানীপ্রসাদই, বিশেষরূপে তাহা প্রসারিত করিবেন। বাবা! তোমাকে উপরের উচ্চ প্রকোষ্ঠে লইতে প্রকৃতির ইচ্ছা হইয়াছে সেইজন্য আমাকে তাহার সোপানাবলীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেই ইচ্ছাময়ী (প্রকৃতি) বড়ই রহস্যপূর্ণা, এবং কৃতি মতী—তুমি ক্রমে, তাঁহাকে এইরূপ জ্ঞাত হইতে পারিবে যে,—

(৪০)

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
(ভগবদ্গীতা, তৃ, অ, ২৭ শ্লোকঃ)

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ যে গুণত্রয় সেই গুণত্রয় কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম কৃত হয়। তথাপি তাহা অনুভব না করিয়া অহঙ্কার বিমূঢ় জীব, নিজকে যাবতীয় কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে। এখন যাও বাবা! এ সকল কথা কাহাকেও প্রকাশ করিও না। জানিবে, "প্রকাশে সিদ্ধি হানিঃস্যাৎ"। বলিতে বলিতে সাধু গাত্রোত্থান করিয়া, নিম্নোক্ত গীত আলাপন করিতে করিতে, সেই অপরিচ্ছিন্ন তামস রাশিতে মিশিয়া গেলেন।

(গীত)

(৪১)

পুতুল বাজির পুতুল আমরা, যেম্‌নি নাচায় তেমনি নাচি।
যখন মারে তখন মরি, যখন বাঁচায় তখন বাঁচি॥
নাচি গায়ি তার তালে মানে, ভাল মন্দ সেই জানে,
তার যা' ভাল লাগে মনে, তাই ভাল নাই বাছাবাছি। ১
তারি জোরে যত জারি, কেউ বা' জিতি কেউ বা হারি,
যা' করে তিন তারে* তারি, তারে তারে বাঁধা আছি। ২
যখন উঠায় তখন উঠি, যখন ছুটায় তখন ছুটি,
ঠিক যেন তা'র পাশার গুটি, পাকায় পাকি কাঁচায় কাঁচি। ৩

এই গীত গায়িতে গায়িতে সাধু প্রস্থান করিলে, ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার সংজ্ঞা পরিশূন্য দৃষ্টি, সাধুর গন্তব্য পথে পতিত রহিল। তৎপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া, তিনি হর্ষ বিষাদে, অতি ম্রিয়মাণ হইলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার পরিবর্ত্তে, আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল। কিরূপে, প্রকৃতি-তত্ত্ব লাভ করিবেন, তাহারই নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, স্বীয়

---

* তিন তার অর্থে—সত্ত্ব, রজ, তমঃ, এই গুণত্রয়। (৪১)

গৃহাভিমুখে পদ সঞ্চালন করিয়া শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। এদিকে তাঁহার সেই সুখ শর্ব্বরী প্রভাতা হইয়া, তাঁহার মাতার অশৌচান্ত কৃত্যের নিরূপিত সময়কে সমাগত করিল। সকলে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন, তথাপি ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান করিলেন না। তিনি এখনও শয্যায় শায়িত; প্রতিবাসিগণ, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ জন্য, সমাগত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার চক্ষুঃ উন্মীলিত; কিন্তু পলক পরিশূন্য; তাহা দ্বারা তাঁহাকে শোকাভিভূত বুঝিয়া, সংসারের অনিত্যতা ও পুত্রের কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি, নানাপ্রকার উপদেশ করিলেন এবং উপদেশানন্তর সত্বর সুস্নাত হইয়া, উপস্থিত শ্রাদ্ধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতে যত্ন প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্টই রহিলেন। এবং কাহারও কোন কথার উত্তর দান করিলেন না। গ্রামবাসিগণ এইরূপ অবস্থা জ্ঞাত হওয়ায় তাহারা ক্রমে ব্রাহ্মণের শয্যাগৃহ জনতায় পরিপূর্ণ করিল। এবং তাহাকে কেহ জ্ঞানহীন, কেহ রোগগ্রস্ত ও কেহ কেহ আলস্যপূর্ণ ও অকর্ত্তব্যপরায়ণ প্রভৃতি, নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল। তথাপি ব্রাহ্মণ নির্ব্বাক্ ও নিরুদ্যম রহিলেন। এই সংবাদ ভবানীপ্রসাদ জ্ঞাত হইয়া তিনি সত্বর শিষ্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং শিষ্যকে শোকসাগর হইতে উদ্ধৃতকরণান্তর, শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

নূতন বিশেষত্বে

মনঃশুদ্ধিঃ।*

বা

সরল কর্ম্মযোগ।

এই চিত্ত বিকাশক গ্রন্থের "মৃত্যু অনিবার্য্য" নামক

প্রথম অধ্যায়ে

"বন্ধু বিয়োগে উপদেশ"

গুরু— বৎস! অর্জ্জুন যেমন সম্মুখ সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিলেন, তেমনি, তোমার মাতার অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে তোমাকে নিশ্চেষ্ট দেখিতেছি। যাহাদিগের মন সংযত বা শুদ্ধ নহে, তাহাদিগের এই প্রকার অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্য বোধ হইয়া থাকে। অতএব, তোমার এই প্রকার অশুদ্ধ মনের শোধন করিয়া তোমাকে এখনই কর্ম্মযোগে প্রবেশ করাইতে হইবে। বৎস! তুমি জান, তোমার গর্ব্ভধারিণীর অদ্য আদ্যশ্রাদ্ধ; শ্রদ্ধার সহিত অন্নাদি প্রদান কে যে শ্রাদ্ধ কহে, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ।

তবে কি জন্য এই উপস্থিত কর্ত্তব্যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ না? তুমি নিরর্থক মাতৃশোকে অধীর হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় অদ্য তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিককার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে? তোমার বালক সুলভ বুদ্ধিতারল্য অনেক দিন হইল অপসারিত হইয়াছে। এখন তুমি ধীর সহিষ্ণু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়াছ। তথাপি জন্মমৃত্যুসঙ্কুল সংসারের জটিলতা ভেদ করিয়া উঠিতে পার নাই কেন?

---

* মনের শুদ্ধ বা শোধন হয় যে উপদেশ দ্বারা সেই উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।

দেখ, তোমাদের অলক্ষ্যে অতি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন "কাল" নামে এক অমূর্ত্ত পুরুষ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার আবর্ত্তনে, সৃষ্টবস্তু মাত্রই চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। তাঁহার বল অতি অনিবার্য্য; সেই মহাপুরুষের মহাশক্তিতে যথাসময়ে, দেহাদি যাবতীয় নশ্বর বস্তু, বিনষ্ট হয়।

এই যে, গর্ব্বিত গিরিশৃঙ্গ গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে, একদিন এই কালের করাল দন্ত সংঘর্ষণে, তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইবে। এই যে, অতল-স্পর্শী তরঙ্গিনী রঙ্গে নৃত্য করিয়া সাগর সঙ্গমে প্রবাহিতা হইতেছে, একদিন অগস্ত্য করতলগত সমুদ্রের ন্যায় এই 'কাল' তাহাকে সমুদ্রের সহিত সংশোষিত করিবে। মহাপ্রলয়সময়ে ক্ষিত্যাদি* বস্তুকে ও এই 'কাল' গ্রাস করিয়া থাকেন। ঋষিরা তাহার এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

(৪৩)

মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তেঽনলে।
অগ্নির্ব্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ু রাকাশকে তথা।
পঞ্চ তত্ত্বে ভবেৎ সৃষ্টি তথা তত্ত্বে বিলীয়তে॥

(ইতি রুদ্রয়ামলে।)

মহাপ্রলয় সময়ে সমস্ত পৃথিবী জলে লীন হয়। এবং জল তেজে, (অগ্নিতে) তেজঃ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, লীন হয়। বৎস! তুমি শাস্ত্রার্থ গ্রহণ না করিলেও স্বচক্ষে দেখিয়াছ যে, যাহারা বল-গর্ব্বিত হইয়া, এই সসাগরা ধরা কম্পিত করিতে পারিয়াছিল, তাহারা একদিন মৃত্যুর নিকটে অতি দীন ও অতি নিরাশ্রয় হইয়া, স্বজন বান্ধবের প্রতি তৃষিত নেত্রে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গিয়াছেন।

* ক্ষিত্যাদি অর্থ,—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম।

(৪৪)

অতএব, মৃত্যুর নিকট কাহারও শৌর্য্য, বীর্য্য, কিছুই থাকে না। অনুরোধ ও থাকে না, বল সামর্থ্য থাকে না, তাহা বুঝিয়াছ। তোমরা যদি তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে "যমায় ধর্ম্মরাজায়" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সহস্রবার করিয়া তর্পণ কর, অথবা সাম, যজু, ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদীয় স্তোত্র সকল পিতামহের ন্যায় (ব্রহ্মার ন্যায়) অনবরত চতুর্ম্মুখে পাঠ কর, তথাপি মৃত্যুকাল সমাগত হইলে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। যখন সেই নিশ্চিত সময় উপস্থিত হইবে, তখন আর কিছুতেই প্রতিকার লাভ করিতে পারিবে না। তুমি করিবে করিবে বলিয়া যাহা চিন্তা করিতেছ, সেই কাল প্রাপ্ত হইলে আর তোমার তাহা করা হইবে না। অতএব—

(৪৫)

শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতম্॥

(ময়মনসিংহের পূর্ণানন্দ স্বামী)।

অর্থ,—"আগামী দিবসের কার্য্য অদ্য ও আপরাহ্ণিক কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণে করিবে। যেহেতু মৃত্যু অপেক্ষা করে না যে ইহার এই কার্য্য এখনও করা হয় নাই।" পূজ্যপাদ ও যথার্থনামা, ময়মনসিংহের পরমহংস পূর্ণানন্দ স্বামীর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য কর। যেহেতু মৃত্যু অনিবার্য্য ; সেই সর্ব্ব-সংহারক, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগত দেহীর দেহাদিকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন (বা অবস্থান্তরিত করেন)। তিনি, কেবল তোমরা মর্ত্ত্যবাসিগণেরই জীবন গ্রহণ করেন, এইরূপ নহে। তাঁহার অলৌকিক নিয়মে, যে দিন যাহার আয়ুঃসঙ্খ্যা শেষ হইবে, সেই দিন কাহারও শরীর রক্ষা করিতে কোন প্রতিবিধান নাই। নিধন কাল

উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু, অথবা লোকশ্রেষ্ঠ পিতামহ (ব্রহ্মা) হউন না কেন, কাহারও স্বীয় দেহ রক্ষা করিতে কোন উপায় থাকে না। কত পিতামহ † যে, কতবার এই কালের (সর্ব্ব-সংহারকের) করালদন্তে চূর্ণীকৃত হইয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না! এই কাল, প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রকে, ও চতুর্দ্দশ মনুকে গ্রাস করেন। (নিম্নে বিষ্ণু-সংহিতার, চণ্ডীর ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সম্মিলিত উক্তির টিপ্পনীটী পাঠ কর) এই সদাগতিশীল নিরালম্ব কালে কাহাকেও চিরস্থায়ী দেখা যায় না। অতএব, মনুষ্য বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে?

প্রাকৃতিক প্রলয়ে টিপ্পনী।

† যদুত্তরায়ণম্, তদহর্দ্দেবানাম্, দক্ষিণায়নম্ রাত্রিঃ সম্বৎসরোঽহোরাত্রঃ, তৎ ত্রিংশতা মাসঃ, মাসাদ্বাদশ বর্ষম্, দ্বাদশবর্ষ শতানি দিব্যানি কলিযুগম্, দ্বিগুণানি দ্বাপরম্, ত্রিগুণানি ত্রেতা, চতুর্গুণানি কৃতযুগম্, দ্বাদশবর্ষ সহস্রাণি দিব্যানি চতুর্যুগম্ চতুর্যুগাণামেকসপ্ততিঃ মন্বন্তরম্, চতুর্যুগসহস্রঞ্চ কল্পঃ সচ পিতামহস্যাহঃ তাবতী চাস্য রাত্রিঃ এবংবিধেনাহোরাত্রেণ, মাসবর্ষগণনায়া ব্রহ্মণঃশতবর্ষমায়ুঃ ইতি বিষ্ণুসংহিতায়াং বিংশোধ্যায়ঃ। এই বিষ্ণুসংহিতার, চণ্ডীর ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অর্থ একত্র মিলাইয়া (এক-বাক্যতায়) প্রলয়ের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে পয়ার প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল—

ষট্‌পল পত্র এক করিবে সুধীর।
চতুরঙ্গুলী তার করিবে গভীর॥
সর্ষপ প্রমাণ ছিদ্র করিবেক তলে।
তাহার পরেতে তারে ভাসাইবে জলে॥
সেই পাত্র জলমগ্ন হইবে যখন।
সেই কাল মাত্র এক দণ্ড নিরূপণ॥
অষ্ট দণ্ড পরিমাণে হয় এক যাম।
অষ্ট যামে এক দিন শুন গুণধাম॥

পঞ্চদশ বাসরেতে, এক পক্ষ হয়।
পক্ষদ্বয়ে এক মাস শাস্ত্রমতে কয়॥
দ্বাদশ মাসেতে এক বর্ষ পরিমাণ।
নর মানে বর্ষ ইহা জান মতিমান্॥
পক্ষদ্বয়ে পিতৃগণের অহোরাত্র হয়।
কৃষ্ণে দিবা শুক্লে রাত্রি শাস্ত্রমতে কয়॥
দেবতার একদিনে নরের বৎসর।
বিশেষ করিয়া বলি শুন নরবর॥
উত্তরায়ণে দিবা শুন গুণধাম।
দক্ষিণায়নে রাত্রি শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অতঃপর নর মানে ধরিয়া বৎসর।
যুগ সংখ্যা নিরূপণ শুন দণ্ডধর॥
তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসর।
চারি যুগে এই মান মানব ঈশ্বর॥
সত্য যুগের মান রাজার কুমার।
সপ্তদশ লক্ষ অষ্ট বিংশতি হাজার॥
বার লক্ষ ছাপ্পান্ন সহস্র বৎসর।
ত্রেতাযুগ সংখ্যা এই তৎপর দ্বাপর॥
অষ্ট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর।
দ্বাপরের এই মান জান নরবর॥
কলিযুগ পরিমাণ ভূপের কুমার।
বর্ষ সংখ্যা চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার॥
সপ্তবার তিথি আর যেন রবি শশী।
আবর্ত্তিত বর্ষ মাস যেন দিবানিশি॥

ভ্রমিছেন ঋতু আর অয়ন যেমন।
সদাকারে চারি যুগ তেমন ভ্রমণ॥
চারি যুগ ধরি এক করিলে গণন।
একাত্তরি অঙ্ক সঙ্খ্যায় মনু একজন॥
স্থিতহন দেবরাজ মনুর সমান।
মনুর পতনে ইন্দ্র হয়েন শয়ান॥
চতুর্দ্দশ মনু আর ইন্দ্র চতুর্দ্দশ।
নিপাতনে দিবা এক ব্রহ্মার বয়স॥
দিবা কাল যত তার রাত্রি কাল তত।
নিদ্রা যান রাত্রি কালে মোহে অভিভূত।
ব্রহ্মার সেই দিবান্তের কল্পনাম হয়।
চণ্ডীতে সেই দিবান্তকে কাল রাত্রি কয়।
সঙ্কর্ষণ মুখোত্থিত অনল তখন।
ব্রহ্মলোক অধঃস্থান করেন দহন॥
কাল রাত্রি অবসানে দগ্ধ যত স্থান।
প্রভাতে উঠিয়া ব্রহ্মা করেন নির্ম্মাণ॥
দ্যুলোক ভূলোক আদি কত রসাতল।
প্রতি প্রভাতে ব্রহ্মা সৃজেন সকল॥
ত্রিংশৎ কল্পেতে মাস ব্রহ্মার নির্ণয়।
মার্কণ্ডের আয়ুঃতার সাত কল্প হয়॥
তেমন দ্বাদশ মাসে ব্রহ্মার বৎসর।
পঞ্চাশৎ বর্ষে পুনঃ প্রলয় প্রখর॥
মোহে অভিভুত ব্রহ্মা করেন শয়ন।
মোহ রাত্রি তার নাম মার্কণ্ডেয় কন॥

দৈনন্দিন প্রলয় কেহ কহে তার নাম।
প্রলয়ের কথা এই সার কহিলাম ॥
কহি শুন দৈনন্দিন প্রলয়ের পরে।
পুনঃ প্রভাতে ব্রহ্মা সৃজেন সবারে ॥
এক শত বর্ষ আয়ুঃ এরূপে ব্রহ্মার।
ব্রহ্মার পতনে মহা- প্রলয় নাম তার।
মহারাত্রি নাম তার মার্কণ্ডেয় কন।
রুদ্রগণ মৃত্যুঞ্জয়ে লীন সেইক্ষণ ॥
এক ব্রহ্মা পতনে যে কালের নির্দ্দেশ।
শিব, শক্তি, বৈকুণ্ঠ- নাথের সে' নিমেষ ॥
ব্রহ্মার পতনে অপর ব্রহ্মার সৃজন।
করেন প্রকৃতি দেবী সৃষ্টির কারণ ॥
প্রকৃতির দণ্ড এক সহস্র নিমেষে।
ষষ্টি দণ্ডে দিবা রাত্রি বেদবাদী ভাষে ॥
ত্রিংশৎ দিবসে এক মাসের গণন।
এইরূপে শতবর্ষ হইলে পূরণ ॥
প্রাকৃতিক প্রলয় তাকে কহে কথা সার।
বর্ণনা করিতে যার বর্ণে মানে হার ॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে হয় প্রকৃতির লয়।
বৈষ্ণবের মতে এই জানিবে নিশ্চয়।
চৈতন্যে প্রকৃতি লীনা দর্শনের মতে।
চৈতন্য পুরুষ বটে শাস্ত্র প্রমাণেতে ॥
হরি, হর, ব্রহ্মা হন প্রকৃতির বশ।
তাঁহার শক্তিতে শক্ত নহিলে অবশ ॥

সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কোটি কোটি রাজর্ষিগণ, দেবগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, কালমুখে পতিত হইতেছেন।

অতএব, কালই বলবত্তর, কালই কর্ম্ম পাশ-বশ প্রাণি-সমূহকে, আক্রমণ করিয়া পরলোকগামী করে। সুতরাং যিনি এই প্রকার অপরিহার্য্য কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা নিষ্প্রয়োজন। যে-

সেইত প্রকৃতি লক্ষ্মী রাধা রূপা হন।
বৈষ্ণবের মতে এই শাস্ত্রের লিখন॥
শাক্ত বলে আত্মা তিনি অনাদি কারণ।
মূলা প্রকৃতি তাঁকে বলে বেদগণ॥
স্থাবর জঙ্গম যত বিশ্ব চরাচর।
বিশ্বের অতীত যাহা আছয়ে অপর॥
স্থূল মতে প্রকৃতির দেহ তাহা হয়।
সূক্ষ্ম দেহ বর্ণিবারে সাধ্য কার নয়॥
আগুনে আগুন শিখা যেন একাকার।
প্রকৃতি পুরুষে লীনা তেমন প্রকার॥
প্রাকৃতিক প্রলয় হয় অতীব প্রখর।
না রহে স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব চরাচর॥
নাট্যশালা শূন্য যথা নাট সমাপনে।
সৃষ্ট শূন্য হয় তথা জানিবে তখনে॥
চৈতন্য হইতে শক্তি হ'লে বিশ্লেষণ।
পূর্ব্ব মত হয় সৃষ্টি ব্রহ্মাদি সৃজন॥
কালের আগুন্ত নাই এই সে কারণ।
মহাকাল রূপ বিভু স্থিত সর্ব্বক্ষণ॥

টিপ্পনী সমাপ্ত।

হেতু, জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যু হইলেও জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তবে কখন কাহার মৃত্যুকাল পূর্ণ হইবে, তাহা বলা যায়না। বৃক † নামে এক প্রকার জন্তু আছে, তাহারা অকস্মাৎ কৌতূহলাক্রান্ত মেষ শাবকদিগকে গ্রহণ করিয়া যে প্রকার দ্রুত প্রস্থান করে, সেই প্রকার ক্ষেত্রাপণ গৃহাসক্ত মনুষ্যাদিকে মৃত্যু হঠাৎ আসিয়া গ্রহণ করে। আয়ুঃ জনক কর্ম্মক্ষীণ হইলে, মৃত্যু বলপূর্ব্বক মনুষ্যাদিকে গ্রহণ করে। তখন ক্ষণমাত্রও সময় লাভ করিতে উপায় থাকে না। সেই জন্য ঋষিরা বলিয়াছেন—

"আয়ুষঃক্ষণ একোপি ন লভ্যঃ স্বর্ণ কোটিভিঃ"

কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেও ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ আয়ুঃ লাভ করা যায় না। এবং নিশ্চিত সময় প্রাপ্ত না হইলে, শত শত অস্ত্রাঘাতেও জীবন বিনষ্ট হয় না। আর নিশ্চিত সময় প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু বলপূর্ব্বক আসিয়া গ্রহণ করে। যদিও নিধনকাল উপস্থিতির পূর্ব্বে গ্রহাদিবৈগুণ্যে, পুরুষকার সাধ্য সমস্ত বৈধ ক্রিয়ার ফলকারিতা স্বীকার্য্য; তথাপি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে, ধন্বন্তরি প্রদত্ত মহৌষধ সকলও নিরস্ত হয়। এবং মন্ত্র, হোম, জপ সমস্তই অশক্ত হয়। এই স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন,

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতু মর্হসি॥

(ভগবদ্গীতা ২য় অঃ ২৭ শ্লোক)

জীবের জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত, এবং মৃত্যু হইলেও জন্মগ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী, অতএব অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা অনুচিত। সুতরাং মৃতকোদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ব্যতীত শোকাদি দ্বারা অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করা নিষ্ফল।

† কুক্কুরপরিমিতহরিণঘাতকপিঙ্গলবর্ণো বৃকঃ।

(৪৬)

মনুষ্য শোক করিয়া, কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না। এমন কি, জীবন অর্পণ করিলেও ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত, অপর কোন বান্ধব মৃতকের ‡ অনুগমন করিতে পারে না। অতএব, বন্ধুর পারত্রিক সহায়তা করিতে হইলে, সেই মৃতকোদ্দেশে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য বিনা তাহার অপর কোন কল্যাণসাধক কার্য্য দেখা যাইতেছে না। মৃতক আপন কার্য্যবশে এইরূপে পুত্র, বিত্ত, পতি, পত্নী প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর অনিবার্য্য করালকবলে পতিত হইলে মৃতকের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যে যত্নবান্ হওয়া পুত্রাদি বান্ধবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব তুমি স্বীয় শোক পরিহার করিয়া, লোকান্তরগতা তোমার গর্ভধারিণীর আদ্য-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। বন্ধুর যতদিন অশৌচ থাকে ততদিন প্রেত স্থিরতা † লাভ করিতে পারে না। ততদিন প্রেত ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বান্ধবদত্ত জলপিণ্ডের প্রত্যাশী হয়। তখন "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" হইয়া, প্রেত জলপিণ্ডদাতা বন্ধুর নিকটে (অলক্ষ্যে) উপস্থিত হয়। মৃত ব্যক্তি সপিণ্ডীকরণান্তকাল প্রেতশব্দে বাচ্য হন। প্রেত তাহার পর, পিতৃলোক প্রাপ্ত হইলে, পিতৃ শব্দে বাচ্য হইয়া থাকেন। এবং শ্রাদ্ধে সুধাময় অন্ন (অদনীয় দ্রব্য) ভোজন করেন। অতত্রব বাবা! বন্ধুদিগকে শ্রাদ্ধ দান কর। মৃতক কর্ম্মানুসারে দেব, মনুষ্য, পশু, পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতেই বান্ধবদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধ করিলে মৃতকের

‡ মৃতোপি বান্ধবঃ শক্তো নানুগন্তুং নরং মৃতং।
জায়াবর্জ্জং হি সর্ব্বস্থ যাম্য-পন্থা বিরুধ্যতে॥
বিষ্ণুসংহিতায়াং বিংশাধ্যায়ে ৪২ শ্লোকঃ ॥

† বান্ধবানামশৌচেতু স্থিতিং প্রেতো ন বিন্দতি।
অত স্তভ্যেতি তানেব পিণ্ডতোয় প্রদায়িনঃ॥

ঊর্দ্ধদেহ-প্রাপ্তি ও অধিকারীর পুণ্য বা পুষ্টি সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ উভয়েরই উন্নতি হয়। অতএব, তুমি শোক পরিহার করিয়া লোকান্তর-গতা তোমার মাতাকে শ্রাদ্ধ দান কর।

শিষ্যঃ— (৪৭)

"শ্রাদ্ধ বিনা মৃতকের উপকার নাই।"
এই মাত্র বার বার বলেছ গোসাঞি ॥
কাহার করিব শ্রাদ্ধ কে করে ভোজন ?
মাতাকে করেছি আমি অনলে দহন ॥
যদি বল, কর্ম্ম-সূত জীবের বন্ধন।
সে সূত কি পারে পুত্র করিতে কর্ত্তন ?
ঐ দেখ গুটিপোকা স্বকর্ম্মের সূতে।
বদ্ধ আছে, কি করিবে পুত্রের পিণ্ডেতে ?

সদ্ব্যবহার কথন *

গুরু,—বৎস! অদ্য তোমার মাতার অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবস উপস্থিত, এখনই তাহার শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন; সুতরাং এখন শ্রাদ্ধের উপকারিতা বিষয়ে যথাযথ উত্তর হৃদয়ঙ্গম করিয়া অদ্য শ্রাদ্ধসম্পাদনযোগ্য সময় লাভ করা দুর্ঘট। এখন তদ্বিষয় কোন প্রকার সন্দেহানুভব না করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, পরে যথা সময়ে তাহার বিষয় শ্রবণ করিও। বৎস! তুমি অনুভব করিতে পার যে, তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের যে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্য সম্পাদন হইয়াছে, তাহা যদি তাহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে

* বি নানার্থেহব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানা সন্দেহহরণাদ্ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ ॥

তোমার মাতাও তোমার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইবে। সূক্ষ্ম কারণাবলীর অনুসন্ধানরূপ উদ্ভিদ্ যে, তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই তুষ্টির বিষয় বটে; কিন্তু কারণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ না করিয়া, কিছুতেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না, তোমার এই প্রকার সঙ্কল্প দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। বৎস! ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশ আছে— "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। অতএব তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতির স্বীকার্য্য ও সাধুসম্মত পথ, অনুসরণ করিয়া তুমি দেব ও পিতৃ-কার্য্যে মনোনিবেশ কর। কদাচ তাহাতে অনবধানতা প্রকাশ করিও না। ঐ শুন তোমাকে যেন তৈত্তিরীয়োপনিষৎ এই উপদেশই করিতেছেন,—

"দেব পিতৃ কার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, সত্যং-
বদ, ধর্ম্মঞ্চর, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো
ভব, আচার্য্যদেবোভব, অতিথিদেবো ভব, যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি
তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি, যান্যস্মাকং
সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরানি।"
ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি একাদশ অনুবাকু।

অর্থ—তুমি, দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে, অনবধানতা প্রকাশ করিও না। সদা সত্যকথা বল, ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও; তুমি মাতাকে দেবতা জানিয়া তাঁহার সেবা কর, পিতাকে দেবতা জানিয়া তাঁহার সেবা কর, আচার্য্যকে দেবতা জানিয়া তাঁহার সেবা কর, অতিথিকে দেবতা জানিয়া তাঁহার সেবা কর, অসাধু সম্মত নিন্দিতকার্য্য ও পীড়াকর কার্য্য কদাচ তোমার করণীয় নহে। আমাদের (গুরুর) যাহা কিঞ্চিৎ সদাচার তাহাই তোমার অনুকরণীয়। আমাদিগের (গুরু বা আচার্য্যদিগের) কুচরিত্র বা কদাচার কখনও তোমার অনুকরণীয় নহে।

(৪৮)

তাহার পর তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, "গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ" এবঞ্চ,

"তন্ত্রাদিষু নিষিদ্ধেষু গুরুণা কথ্যতে যদি।
তদাপ্যনুমতং বেদৈ র্ম্মহারুদ্রবচো যথা॥"

অপর ধর্ম্মগ্রন্থ বলেন,—

"ধর্ম্মোহি সেতু র্গুরুভক্তি মূলো, ভবার্ণবং যেন তরন্তি লোকাঃ।
মূলস্য ভঙ্গাদ্ গলিতে হি সেতৌ নিবার্য্যতে কেন নৃণাং নিপাতঃ॥"

অর্থ—গুরু বাক্যই সত্য, তৎভিন্ন সকলই মিথ্যা। তন্ত্রাদি'ত নিষিদ্ধ হইলেও যদি গুরু কর্ত্তৃক (মন্ত্রদ কর্ত্তৃক) তাহা কথিত হয়, তবে সেই বাক্য বেদেরই অনুমত মনে করিবে। যেহেতু, গুরু স্বয়ং জ্ঞানদ শঙ্কর। অতএব, গুরুর আজ্ঞা সেই মহারুদ্রেরই বাক্য; ধর্ম্মরূপ যে সেতু, যাহাকে অবলম্বন করিয়া জীব ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, সেই সেতুর মূলদেশই গুরু-ভক্তি। সুতরাং সেতুর মূল ভঙ্গ হইলে বা গুরুভক্তি হইতে স্খলিত হইলে সেই সেতুখানাও ভগ্ন হয়। কাজেই তখন জীবের অধঃপতন অনি-বার্য্য; কথিত গুরু আর আচার্য্য এই উভয়ের বাক্যদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিলেও আচার্য্যের লক্ষণ দ্বারা তদুভয়কে কার্য্যতঃ একই প্রকার দর্শন করা হইতেছে। আচার্য্যের লক্ষণে ভগবান্ মনুর উক্তি এই প্রকার,—

"আচারে শাসয়েদ্ যস্তু স আচার্য্য উদীরিতঃ।
শাসনে স্থির-বৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ সদ্‌ভি রুদাহৃতঃ॥"

অর্থ,—সদাচারে যিনি শাসন করেন, তিনি আচার্য্য, এবং সেই শাসনে যিনি চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিয়া আচার অবলম্বন করিতে পারেন, তিনি শিষ্য। অতএব, বৎস! তুমি গুরুভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার শাসনে আন্তরিক বৃত্তিগুলির স্থৈর্য্য সম্পাদন কর। এবং তদনুসারে এখনই শ্রাদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

শিষ্য— (৪৯)

ভক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব এবে নহেত বাঞ্ছিত।
মনঃ-শুদ্ধি হ'লে শ্রাদ্ধ করিব নিশ্চিত॥
মাতাকে করেছি আমি অনলে দহন।
পিণ্ড দিলে কোথা হ'তে আসিবে এখন?
দ্বিতীয়ে, স্বকর্ম্ম নাশ পুত্রের কর্ম্মেতে।
সন্দেহ কালিমা যেন লাগে মম চিতে॥
পুত্র বিজ্ঞ হ'লে দেখি মূর্খ থাকে পিতা।
পিতার বিদ্যাতে পুত্রে ঘুচে না মূর্খতা॥
তৃতীয়তঃ, কুশে অন্ন করিলে অর্পণ।
যথা তথা স্থিতা মাতা লভিবে ভোজন॥
এ তিন সন্দেহ যবে হইবে ভঞ্জন।
তখনি করিব শ্রাদ্ধ এই মম পণ॥

গুরু,—বৎস! তোমার কথিত তিনটী সন্দেহ মধ্যে "মাতাকে করেছি আমি অনলে দহন। পিণ্ড দিলে কোথা হ'তে আসিবে এখন?" এই সন্দেহটী সকল সন্দেহের মূল; অতএব, তোমার মাতা যে এখনও লোকান্তরে অথবা তোমার দৃষ্টির অতীত স্থলে বর্ত্তমান আছেন, সম্প্রতি তাহাই তোমাকে প্রমাণ করা আবশ্যক হইয়াছে। অতএব, মনুষ্যাদি জীব যে, মনুষ্যাদি দেহের অতিরিক্ত বস্তু ও দেহগুলি যে, জীব নহে, তাহার বোধ জন্মাইতে তোমাকে দর্শনাদির মর্ম্মে "জীবের জন্মান্তর" নামক একটী অধ্যায় বলিতে হইবে। তৎপর "মৃত্যুতে জীবের অবস্থা" নামক অপর একটী অধ্যায়ে, জীব যে কি প্রকার বস্তু এবং কি প্রকারে যে দেহান্তরিত হন, কি প্রকারে পুনঃ শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধে মাতার গর্ত্তপথে দেহ ধারণ করিয়া ধরা ধামে গমন করেন, ও মৃত্যুর পর কিরূপে

বিভিন্ন প্রকার গতি লাভ করিয়া, সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তোমাকে শাস্ত্রদ্বারা তাহার প্রবোধ করিতে হইবে। তৎপর, "শ্রাদ্ধান্নে তৃপ্তি" নামক অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের অন্নাদি (অদনীয় দ্রব্য) যেপ্রকারে মৃতকের আহার্য্যরূপে উপস্থিত হয় ও স্বকর্ম্ম এবং পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মের সহিত যে মৃতকের সম্বন্ধ থাকে, তাহা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান বিচারে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে।

(৫০)

বৎস! তোমার মনকে কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত করিতে না পারিলে তোমার কথিত "মাতাকে ক'রেছি আমি অনলে দহন। পিণ্ড দিলে কোথা হতে আসিবে এখন?" এই সন্দেহটী ভঞ্জন করা কঠিন বোধ করিতেছি। যেহেতু মানুষ মনের দোষে, মিত্রকে শত্রু মনে করে, এবং শত্রুকেও মিত্র বোধ করে। মানুষ মনের দোষেই বিপদাপন্ন হয়। অধিক কি, মনঃ মলিন হইলে, মানুষ অন্ধনির্ব্বিশেষ হইয়া পড়ে। যেমন নীল পীতাদি বর্ণে রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়া, দৃষ্টিক্ষেপ করিলে, দৃশ্য বস্তুকে নীল পীতাদি বর্ণে রঞ্জিত বোধ হয়, সেই প্রকার অশুদ্ধ মনঃ কর্ত্তৃক দ্রব্যে আরোপিত চক্ষুঃ সেই দ্রব্যকে মনের কল্পনানুরূপ রঞ্জনাময় দর্শন করে। সেই জন্য ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থের পাঠ ও তাহার আলোচনা দ্বারা মনের শোধন করা একান্ত প্রয়োজন। মনের শোধন না করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাধ্যয়ন বা তাহার ক্রিয়া সম্পাদন করিলে তাহাদ্বারা জ্ঞানলাভ বা ক্রিয়ার ফল লাভ হইতে পারে না, সেই জন্য ধর্ম্ম গ্রন্থের স্তরে স্তরে ঋষিগণ লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয়াণাং জিতঃ * শূরঃ পণ্ডিতো ধর্ম্মমাশ্রিতঃ।
সত্যবাদী ভবে দ্বক্তা দাতা পরহিতে রতঃ॥"

---

* জিতঃ জয়ীত্যর্থঃ। অত্র, জিতং জয়ঃ (নপুংসকে ভাবে ক্তঃ),
*জিতমস্যাস্তীতি জিতঃ (অর্শ আদিভ্যোঽচ্)।

অর্থ,—যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারেন, তিনি শূর (তেজস্বী), যিনি ধর্ম্মাশ্রিত তিনি পণ্ডিত, যিনি সত্য কথা বলিতে জানেন তিনি বক্তা, (অসত্য ভাষিগণ "বক্তা" নামের কলঙ্ক মাত্র) পরের হিত কামনামূলে যে দান, তাহাই দান (পরের হিত কামনাহীন যে দান তাহা সামাজিক) চার্ব্বাকও একজন পণ্ডিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মাশ্রিত না থাকায় ও অসংযমী হেতু জন্মান্তর স্বীকার করিতেন না। তোমার ন্যায় তিনিও দেহকে আত্মা বা জীব মনে করিতেন। সম্প্রতি তোমাকে সেই চার্ব্বাকের পরিচয় দিয়া ও তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া তোমার মাতা যে এখনও কোন লোকান্তরে বর্ত্তমানা আছেন, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতে"জীবের জন্মান্তর" নামক একটী অধ্যায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

নূতন বিশেষত্বে

মনঃ শুদ্ধিঃ

এই চিত্তবিকাশক গ্রন্থের "জীবের জন্মান্তর" নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে

"নাস্তিকের মত।"

(৫১)

গুরু,—পূর্ব্বকালে চার্ব্বাক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জীবের জন্মান্তর স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "মৃত্যুরেব মুক্তিঃ"। অর্থ,—মৃত্যুতেই মুক্তি ; স্থূল ভূতগণ, পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দেহের মধ্যে একটী চৈতন্য উৎপন্ন করে। সেই চৈতন্য দেহের পতনেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব, দেহকৃতকার্য্যের ফল হইতে সেই উৎপন্ন চৈতন্য তখনই

অর্থ,—যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারেন, তিনি শূর (তেজস্বী), যিনি ধর্ম্মাশ্রিত তিনি পণ্ডিত, যিনি সত্য কথা বলিতে জানেন তিনি বক্তা, (অসত্য ভাষিগণ "বক্তা" নামের কলঙ্ক মাত্র) পরের হিত কামনামূলে যে দান, তাহাই দান (পরের হিত কামনাহীন যে দান তাহা সামাজিক) চার্ব্বাকও একজন পণ্ডিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মাশ্রিত না থাকায় ও অসংযমী হেতু জন্মান্তর স্বীকার করিতেন না। তোমার ন্যায় তিনিও দেহকে আত্মা বা জীব মনে করিতেন। সম্প্রতি তোমাকে সেই চার্ব্বাকের পরিচয় দিয়া ও তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া তোমার মাতা যে এখনও কোন লোকান্তরে বর্ত্তমানা আছেন, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতে"জীবের জন্মান্তর" নামক একটী অধ্যায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

নূতন বিশেষত্বে

মনঃ শুদ্ধিঃ

এই চিত্তবিকাশক গ্রন্থের "জীবের জন্মান্তর" নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে

"নাস্তিকের মত।"

(৫১)

গুরু,—পূর্ব্বকালে চার্ব্বাক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জীবের জন্মান্তর স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "মৃত্যুরেব মুক্তিঃ"। অর্থ,—মৃত্যুতেই মুক্তি; স্থূল ভূতগণ, পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দেহের মধ্যে একটী চৈতন্য উৎপন্ন করে। সেই চৈতন্য দেহের পতনেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব, দেহকৃতকার্য্যের ফল হইতে সেই উৎপন্ন চৈতন্য তখনই

মুক্ত হন। এই বুদ্ধিতে চার্ব্বাক বলিতেন, "মৃত্যুরেব মুক্তিঃ।" পরিশেষে তাঁহার এই মতের বিরুদ্ধে, হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বি পণ্ডিত বর্গের সহিত প্রবল বিচার হয়। তিনি সেই বিচারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "না-প্রত্যক্ষং প্রমাণং" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার করি না। প্রত্যক্ষ প্রমাণও যে, ষড়্‌বিধ এবং মানস প্রত্যক্ষও যে সেই ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অন্তর্গত, তাহাও যেন চার্ব্বাক স্বীকার করিতেন না। মোট কথা, পরে তিনি বিচারে অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করিয়া পারিলেন না। সুতরাং তিনি বিচারে পরাভব স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। বহুকাল হইল, তাঁহার সেই মত আর্য্যগণ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি এখন পর্য্যন্তও বিলাসপ্রিয় স্থূল-দর্শিগণ, তাঁহারই মত প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করে। কারণ, এই মত দ্বারা তাহারা যথেচ্ছাচার গ্রহণ করিতে, একটী সুন্দর সদুপায় লাভ করিতে পারে। কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিরাছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং　　　　বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়　　　　সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থ,—সাধুগণের পরিত্রাণ জন্য, দুষ্কর্ম্মান্বিতগণের বিনাশ জন্য ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব। সেই জন্য আর্য্য ধর্ম্মের চির নিশাতেও স্বর্গীয় নৈশ সমীরণ, পুণ্য সৌগন্ধ লইয়া, শুভ ঊষা-সমাগম ঘোষণা করিতেছে। তাহারই ফলে আজ কাল নব যুবকগণের হৃদয় ক্রমশঃ আস্তিকতা দ্বারা গঠিত হইয়া উঠিতেছে। এখন আর তাঁহাদিগকে জন্মান্তর অধিক করিয়া বলার প্রয়োজন না থাকিলেও তোমার বালকসুলভবুদ্ধিসৌকর্য্যার্থ তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

(৫২)

যাঁহারা সেই চার্ব্বাকের মত সমর্থন করিয়া, জীবের জন্মান্তর স্বীকার করেন না, তাঁহারা দেহের উপাদান, স্থূল চতুর্ভূত মাত্র স্বীকার করেন। যাহা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, নামে কথিত হয়। এই স্থূল চতুর্ভূত চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাকেই দেহের উপাদান স্বীকারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "না প্রত্যক্ষং প্রমাণং।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত, অপর অনুমান প্রভৃতিকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করি না। প্রকৃত পক্ষে অনুমানকে প্রমাণ রূপে স্বীকার না কবিলে, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার উপায় নাই। তথাপি চার্ব্বাক তৎপ্রতি দৃষ্টি না' করিয়া স্বীয় অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদানে তিনি আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তিনি বলেন চতুর্ভূতাত্মক দেহ ভগ্ন হইলে, (মৃত্যু হইলে) ঐ মৃতদেহগত ক্ষিত্যাদি চতুর্ভূত যখন বহিঃস্থ ক্ষিত্যাদি চতুর্ভূতে মিলিত হইবে, তখন দেহকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মআর কোথায় গমন করিবে? অর্থাৎ তাহারা দেহের সহিতই বিনষ্ট হইবে। চার্ব্বকের মতে ক্ষিত্যাদি চতুর্ভূত দেহাদিতে পরস্পর মিলিত হইয়া, একপ্রকার চৈতন্য উৎপন্ন করে। তাহাই তাঁহার মতে দেহাদিগত চৈতন্য; তাঁহার রচিত সেই বাক্য এই প্রকার—

"চতুর্ভ্যঃ স্থূলভূতেভ্য শ্চৈতন্য মুপজায়তে।
কিণাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥"

অর্থ,—কিণম্ সুরাবীজম্, সুরার (মদ্যের) বীজরূপ উপাদান গুড় ও তণ্ডুলাদি দ্রব্যের, প্রত্যেকটীতে মদশক্তি না থাকিলেও যেপ্রকার গুড়-তণ্ডুলাদি দ্রব্যসমষ্টির সংযোগে, মদশক্তি উৎপন্ন হয়। সেই প্রকার, স্থূল চতুর্ভূত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, একপ্রকার কার্য্যকারিণী চৈতন্যশক্তি

উৎপন্ন করিয়া থাকে। সেই চৈতন্য-শক্তি দেহের সহিতই বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ দেহ কার্য্যের ফল হইতে মুক্ত হয়। যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ দেহ কার্য্যের ফল, দেহগত চৈতন্য ভোগ করে। যথা, বঞ্চনা করিলে রাজদণ্ড দেহগত চৈতন্য ভোগ করে, মৃত হইলে ঐ চৈতন্য ধ্বংস হয়, তাহাতে সেই উৎপন্ন চৈতন্যের রাজদণ্ডাদি ভোগ হয় না। এই অভিপ্রায়ে চার্ব্বাক বলিয়াছেন "মৃত্যুরেব মুক্তিঃ"। এই মতের নাম দেহাত্মবাদ, এই সম্প্রদায় দেহ আর আত্মা, এই উভয়কে অভেদ মনে করে। দেহাত্মবাদিগণ, দেহের অতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। উঁহারা দর্শ,ন স্পর্শন, শ্রবণ, মনন, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি ও আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, হর্ষ বিষাদ, এবং উদ্যম প্রভৃতি, দেহগত উৎপন্ন চৈতন্যের স্বধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

এই চার্ব্বাক দর্শনের মত, কদলীস্কন্ধের ন্যায় দুর্ব্বল, আম দ্রব্য ভোজনের ন্যায় বেদনাপ্রদ, রিক্তমুষ্টির ন্যায় পরিণামশূন্য, চক্ষুষ্মান্‌দিগের মতবিরুদ্ধ, কেবল অন্ধগণকর্ত্তৃক সমাদৃতহইয়া থাকে। বৎস! এই মত পূর্ব্বে আর্য্যগণ খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তাহা তোমাকে দেখাইতে আমি তত্ত্বদর্শিগণের গভীর গবেষণা মণ্ডিত দর্শনের সূত্রগুলি উদ্ধৃত করি নাই। কারণ সেই সূত্রগুলির ভাষ্য প্রভৃতি যে ব্যাখ্যা আছে, তাহাও সহজ বুদ্ধির গম্য নহে। কাজেই, তোমার পক্ষে তাহা অত্যন্ত কঠিন বোধ হইয়া উঠিবে। এই জন্য, সেই প্রসিদ্ধ পন্থা ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাদিগের একটী উদ্বোধক বিজ্ঞান ও তাঁহাদিগের অপরাপর কয়েকটি সরল উক্তি লইয়া জীবের জন্মান্তর যে অবশ্যম্ভাবি, তাহা তোমাকে সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু, জন্মান্তর বিষয়টী প্রমাণের পূর্ব্বে, প্রমাণ যে কাহাকে বলে, তাহাই তোমাকে প্রবোধ করান প্রয়োজন। সেই জন্য সেই সকল দর্শন প্রণেতৃ-

গণের নির্ণীত, ষড়্‌বিধ প্রমাণের কথা তোমাকে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

ষড়্‌বিধ প্রমাণ।

(৫৩)

প্রমাণ ষড়্‌বিধ; সেই ষড়্‌বিধ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শাব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ ন্যায় ও বৈশেষিক কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছে। অপর প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শাব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ মিমাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন প্রণেতৃগণ আদর করিয়াছেন। আর সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ এই তিনটী প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন। কথিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছয়-প্রকার। যথা--ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পার্শন, ও মানস। অনুমান প্রমাণ প্রধানতঃ এক প্রকার। যথা—সাধ্যের সহিত হেতুর যে—সমানাধিকরণ্য তাহার নাম ব্যাপ্তি। এইস্থলে— হেতু ধূম, আর সাধ্য হইয়াছেন বহ্নি। এইরূপে হেতু ও সাধ্যের একত্র অবস্থিতির নাম ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমান হইয়া থাকে। মহানসাদিতে ধূম ও বহ্নির সহাবস্থান দর্শনের পর যখন, পর্ব্বতে ধূমদর্শন হয়, তখন "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ।" এইরূপ বহ্নির সত্তা অনুমান হয়। (মহানস অর্থে—রন্ধনগৃহ) অনুমান প্রমাণের সরল উদাহরণ—তুমি চন্দ্রোদয় না দেখিলেও কেবল জ্যোৎস্না দর্শন করিয়া চন্দ্রোদয় হইয়াছে এই প্রকার তোমার বোধগম্য হয়। ধূম দর্শন করিলেই অগ্নির (তেজের) অস্তিত্ব তোমার অনুমান না হইয়া যায় না। এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বস্তটী যে উপায় অবলম্বনে উপলব্ধি হয়, তাহার একতম উপায়কে দার্শনিকগণ অনুমান প্রমাণ বলেন। যেহেতু এই প্রকারে বিষয়টী স্থিরীকৃত হইতে অন্যথা ঘটে না;

কথিত বহুবাদী সম্মত চতুর্ব্বিধ প্রমাণের মধ্যে উপমান ও শব্দ প্রমাণের ব্যাখ্যা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হেতু তাহার বিস্তৃত বর্ণনা বাহুল্য ভয়ে করা হইল না। তবে, তোমার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য সেই উপমান ও শব্দ প্রমাণের দিগ্ দর্শন্ মাত্র করিতে বলা হইতেছে যে যাহার সাদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা অপর বস্তুর বোধ জন্মে তাহার নাম উপমান প্রমাণ। যথা—"গোবৎ গবয়ঃ" এইস্থলে গো উপমান প্রমাণ।* আর শব্দদ্বারা যে অর্থের বোধ জন্মে তাহার নাম শব্দ প্রমাণ।§ যথা—"ঘটমানয়" ইত্যাকার শব্দ দ্বারা ঘট আনয়ন করিতে বোধ জন্মে। তৎপর জন্মান্তর প্রমাণের জন্য তত্ত্বদর্শিকৃত উদ্বোধক বিজ্ঞান বলা হইতেছে—

উদ্বোধক বিজ্ঞান।

(৫৪)

উদ্বোধক বিজ্ঞান এই প্রকার,—কাল বিলম্বে, কার্য্যান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই কার্য্যান্তর দ্বারা বুদ্ধিপ্রবাহ পূর্ব্ব বিষয় হইতে পরবর্ত্তি বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ব্ব বিষয়ের স্মৃতি নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বিষয়টী জানা ছিল, বিষয়ান্তরে বুদ্ধি নিবিষ্ট হইলে পূর্ব্ব-জ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিবোধ থাকে না। যেহেতু, একই সময়ে দুইটী বিষয়ে মনঃসংযোগ অসম্ভব। মনঃসংযোগের অভাবে, বুদ্ধি-বৃত্তিও এক সময়ে দুইটী বিষয়কে অবলম্বন করিতে পারে না।

---

* ন্যায়মতে, সাদৃশ্যজ্ঞানজন্য জ্ঞানমুপমিতিঃ। "গ্রামীণস্য প্রথমতঃ পশ্যতো গবয়াদিকং। সাদৃশ্যধী র্গবাদীনাং যা স্যাৎ সোপমিতিঃস্মৃতা।" ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

§ ন্যায়মতে, পদার্থজ্ঞানজন্যজ্ঞানং শাব্দবোধঃ। "পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ। শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী।" ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

কাজেই, এক বিষয় হইতে বুদ্ধি আসিয়া অপর বিষয়ে গেলে, পূর্ব্ব বিষয়ের স্মৃতি সুষুপ্ত হয়। সুষুপ্ত স্মৃতিকে পুনর্জ্জাগ্রত করিতে, বা কার্য্যক্ষম করিতে, কোন প্রকার উপদেশ লাভকরা আবশ্যক হয়। সেই উপদেশ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে, একশ্রেণীর উপদেশ মনুষ্যাদির উক্তিদ্বারা ও অপর দ্বিতীয়শ্রেণীর উপদেশ কোন দ্রব্যাদির অভিজ্ঞান দ্বারা লাভ হয়। দ্রব্যাদির অভিজ্ঞানদ্বারা লভ্য উপদেশকে নিশ্চেষ্ট স্মৃতির উদ্বোধক বলে। প্রকৃত পক্ষে সুষুপ্ত স্মৃতি যে কোন উপায়দ্বারা পুনর্জ্জাগ্রত হয় বা কার্য্যক্ষম হয়, তাহাকেই সেই স্মৃতির উদ্বোধক বলা যায়। এবং তাহারই প্রণালীকে উদ্বোধক বিজ্ঞান বলে। উদ্বোধক বিজ্ঞানের উদাহরণ এইপ্রকার,—

(৫৫)

উদাহরণ—শ্যাম নামে যেন, একজন ঘটক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি যদু নামে একটী ছাত্রের বিবাহ স্থির করিলেন। নির্ব্বন্ধ হইল, যদুর অধ্যয়নের ব্যয় কন্যার পিতা বহন করিবেন। বিবাহের দীর্ঘকাল পরে যদুর পরীক্ষা দেওয়ার সময় আসিল। তখন যদু, শ্বশুরকে পরীক্ষার ফি পঠাইতে লিখিলেন। শ্বশুর উত্তর লিখিলেন, পরীক্ষার ফি' দিতে আমার কোন কথা ছিলনা। যদু নিরুপায় হইয়া এই সংবাদ ঘটক মহাশয়কে লিখিলেন। সময় অধিক চলিয়া গিয়াছে, যদুর পরীক্ষার ফি' দেওয়া বিষয়ে কি কথা হইয়াছিল, তাহার বিষয় ঘটকের কিছুই মনে নাই। কাল বিলম্বে অপর কার্য্যান্তর আসিয়া বিবাহের নির্ব্বন্ধ বিষয়ে যে কথা হইয়াছিল তাহার স্মৃতি ঘটকের মধ্যে সুষুপ্ত হইয়াছে। কাজেই সেই সুষুপ্ত স্মৃতিকে জাগ্রত করিবার উপায় স্বরূপ কোন উপদেশ না পাইয়া ঘটক তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। ঘটক যদুর আত্মীয়, যদুর পরীক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়া তিনি যদুর সহিত যদুর শ্বশুর বাড়ী

চলিয়াগেলেন। ঘটনাক্রমে, পূর্ব্বে যে ঘরে বসিয়া বিবাহের কথা স্থিরতর করিয়াছিলেন, ঘটক সেই ঘরেই বসিলেন। যতুর শ্যালক অভ্যর্থনার্থ আগত হইলেন। জামাতার শুভাগমনে কৌতূহল বশতঃ এক বৃদ্ধা সমাগতা হইল। এবং বৃদ্ধা ও যতু উভয়ে, কথোপকথন চলিতে লাগিল। এদিকে ঘটক মহাশয় ভৃত্যপ্রদত্ত ধূমপান করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, যতুর বিবাহের কথায় পরীক্ষার ফি বিষয়ে কি নিশ্চয় হইয়াছিল? এইরূপ ভাবনাযুক্ত ঘটকের দৃষ্টি, হঠাৎ একখানা হরগৌরীর চিত্রপটে পতিত হইল। চিত্রখানা দেখিবামাত্র, ঘটকের মনে আসিল, তিনি যেন এই চিত্র ও শকুন্তলা-বিশ্বামিত্রের চিত্র, এক বৈঠকখানায় কোথায় দেখিয়াছিলেন। তৎপর সেই শকুন্তলা-বিশ্বামিত্রের চিত্রও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন তিনি ঘরের অপরাপর স্থলে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন, হরগৌরীর ও শকুন্তলা-বিশ্বামিত্রের চিত্র পূর্ব্বে এই বৈঠকখানায় দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ যতুর যেদিন বিবাহের নির্ব্বন্ধ স্থিরতর হয়, সেই দিন এই উভয় চিত্র এই বৈঠক খানায় দেখিয়াছিলেন। তৎপর মনে হইল এই বৃদ্ধাকেও যেন, তখন এই বৈঠক খানায় উপস্থিত দেখিয়াছিলেন। এইরূপে সেই নিশ্চেষ্ট স্মৃতি ক্রমে চেষ্টাশীল হইতে আরম্ভ হইল। তাহার পর, ঘটকের মনে আসিল, সেই দিনে সেই সময়ে, যতুর শ্বশুর এবং তাঁহার আত্মীয়টী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন। যতুর শ্যালক একটু সরিয়া এই দিকে বসিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা যতুর শ্বশুরের পশ্চাদ্ভাগে এই স্তম্ভে হেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিবাহের কথা আরম্ভ হইলে যতুর শ্বশুর প্রথমে বাসাভাড়া ও পরীক্ষার ফি দিতে অস্বীকৃত হন। পরে যতুর শ্বশুরের সেই গ্রামবাসী আত্মীয়টী ঘটকের পক্ষ সমর্থন করিলে, তিনি বাড়ীভাড়া দিতে সম্মত হইলেও পরীক্ষার ফি দিতে অসম্মতই রহিলেন। তৎপর এই বৃদ্ধা যেন, পরীক্ষার ফি' দিতে

স্বীকার করে। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘটনাবলী ঘটকের স্মৃতি মধ্যে জাগ্রতা হইল বটে; কিন্তু এই বৃদ্ধা পরীক্ষার ফি' দিতে কেন যে সম্মতা হইয়াছিল, তাহার কারণ জ্ঞাত না থাকায় ঘটক মনে করিলেন, "বৃদ্ধা পরীক্ষার ফি' দিতে সম্মতা হওয়ার কথাটী আমার ভুল।" এই সময়ে যদুর শ্বশুর তাঁহার আত্মীয়টী সহ, ঘরে প্রবেশ করিলেন। এবং যদুর পরীক্ষার ফি' নিয়া প্রকৃত কথা উঠিল। তখন ঘটকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদুর শ্বশুরের আত্মীয়টী কহিলেন, পরীক্ষার ফি' বিষয়ে আপনি কি বলেন? ঘটক কহিলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে এই বৃদ্ধা পরীক্ষার ফি' দিবে এই কথা ছিল। তখন গ্রামবাসী আত্মীয়টী সহর্ষে কহিলেন, বটে! ঘটকদিগের স্মৃতিশক্তি এইরূপ শক্ত না হইলে, চলিবে কেন! যদুর চিঠি আসিলে, বৃদ্ধা বলিল, হাতে টাকাকড়ি কিছুই নাই, কাজেই "পরীক্ষার ফি দিতে বাবুর কথা নাই" লিখিয়াছেন। এখন আর সে বিষয়ে কিছু মনে রাখিবেন না। তৎপর, ঘটক কহিলেন, এই বৃদ্ধা কেনযে পরীক্ষার ফি দিতে স্বীকার করে, আমি তাহার প্রকৃত রহস্য এখনও বুঝিতে পারিনাই। আত্মীয়টী কহিলেন, বৃদ্ধা যদুর শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে যৌতুক আসিয়াছিল। যদুর স্ত্রী শৈশবে মাতৃহীনা হইলে, এই বৃদ্ধাই তাহার লালন পালন করে। এবং মাতৃস্নেহ এই বৃদ্ধাকেই আশ্রয় করে। এইজন্য যদুর শ্বশুর বৃদ্ধাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। এবং যত্ন করিয়া আহারাচ্ছাদন দিতেছেন, ও আজীবনই দিবেন। বৃদ্ধার ভাবী উত্তরাধিকারী কেহ না থাকায় বৃদ্ধা স্বীয় ধনাদিতে যদুর স্ত্রীকে অধিকার দিয়াছে! এই রহস্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া ঘটক প্রভৃতি সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। পরে আহারান্তে যখন যদু চলিয়া আসিবেন, তখন পরীক্ষার ফি' বৃদ্ধা প্রদান করিল। এই স্থলে যদুর শ্বশুর বাড়ীর গৃহ, হরগৌরীর চিত্র, এই বৃদ্ধা ও যদুর

শ্যালক প্রভৃতি অভিজ্ঞানরূপেঘটকের সুষুপ্ত স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়াছে। কাজেই, সেই চিত্র ও বৃদ্ধাপ্রভৃতি ফি' দিবার কথাটী ঘটককে যেন বলিয়াদিল। এইরূপে সুষুপ্তস্মৃতি দ্রব্যাদির উপদেশে জাগ্রত হইলে সেই দ্রব্যাদিকে সেই স্মৃতির অভিজ্ঞান বলে। বাস্তবিক দ্রব্যাদিগুলি স্মৃতির উদ্বোধক। এইস্থলে প্রসিদ্ধ অপর উদাহরণ এইপ্রকার,—

(৫৬)

উদাহরণ—রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে মুনির আশ্রমে, গান্ধর্ব্ব বিধানে, বিবাহ করিয়া নিজালয় আসিলেন। শকুন্তলা স্বস্থানেই রহিলেন। আসিবার কালে রাজা স্বীয় অঙ্গুরীয়টী শকুন্তলাকে প্রদান করিয়া আসেন। তাহার দীর্ঘকাল পরে শকুন্তলা রাজার নিকটে উপস্থিতা হন। এবং তাহাতে রাজা তাঁহাকে পরকামিনী বোধ করেন। এই স্থলে, কালবিলম্বে কার্য্যান্তর আসিয়া রাজার পূর্ব্বস্মৃতিকে সুষুপ্ত করিয়াছিল। সেইজন্য, তিনি বিবাহ কাহিনী বিস্মৃত হন। রাজার এই প্রকার আচরণ দেখিয়া শকুন্তলা অত্যন্ত ভীতা হন। এবং বিবাহ কাহিনী তিনি আনু-পূর্ব্বিক নিবেদন করেন। তথাপি রাজা তাঁহাকে পত্নীরূপে বোধ না করিয়া তাঁহাকে পুংশ্চলীরূপে মনে করেন। তাহাতে তিনি অধিকতর ভীতা ও দুঃখিতা এবং উপায়ান্তর রহিতা হইয়া রাজার পূর্ব্ব দত্ত সেই রাজ নামাঙ্কিত স্বর্ণাঙ্গুরীয়টী রাজাকে প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা নদীস্রোতে পড়িয়াছিল মনেহইল। তৎপর ধীবরকর্ত্তৃক প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি দর্শন মাত্রই বিবাহ কার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ব সমস্ত কাহিনী রাজার মনে পড়িল। এইস্থলেও অঙ্গুরীয়টী পূর্ব্ব কাহিনী রাজাকে উপদেশ করিল বলা যায়। এইরূপে অঙ্গুরীয়টী পূর্ব্বকাহিনীর অভিজ্ঞান হইয়াছিল। তাহার জন্য শকুন্তলা এবং দুষ্মন্তের এই উপাখ্যান্ "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার অভিজ্ঞানকে প্রকৃতপক্ষে উদ্বোধক বলে।

দুষ্মন্তের অঙ্গুরীয়ের ন্যায়, জীবের ত্বগিন্দ্রিয়ও অভিজ্ঞান বা উদ্বোধক হয়।

(৫৭)

তাহার উদাহরণ—যাহারা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পাদুকা পরিহার পূর্ব্বক গল্প করে, তাহারা স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমনোদ্যত হইয়া আপন আপন পাদুকা, কেবল নিজের পদ দ্বারাই পরিচয় করিয়া লইতে পারে। অন্ধগণের যষ্টি, অপরাপর যষ্টির সহিত একত্র করিয়া রাখিলে তাহারা স্ব স্ব হস্তদ্বারা আপন আপন যষ্টি পরিচয় করিয়া লইতেছে। এই স্থলেও যষ্টি এবং পাদুকাতে স্ব স্ব স্বামিত্বোপদেশ হস্ত পদাদির ত্বগিন্দ্রিয়ই করিতেছে অর্থাৎ গল্পকারীকে পাদুকাতে ও অন্ধকে যষ্টিতে স্বীয় স্বামিত্বোপদেশ ত্বগিন্দ্রিয়ইযে করিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং হস্ত পদাদির ত্বগিন্দ্রিয় যষ্টি ও পাদুকার উপর স্বামিত্ব বোধের অভিজ্ঞান বা উদ্বোধক হইল। যেহেতু, অন্ধের এই যষ্টিতে, 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি, এবং গল্পকারীর পাদুকাতে, 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি, যাহা ছিল, তাহা সেই পাদুকা ও যষ্টি হইতে নিশ্চেষ্ট হইয়া বিষয়ান্তরে চেষ্টাশীল হইলে পুনঃ হস্ত পদাদির ত্বগিন্দ্রিয়ের উপদেশে সেই যষ্টি ও পাদুকার উপর তাহাদের স্বামিত্ব বোধ জন্মিয়াছে। এবং সেই বোধই যষ্টি ও পাদুকার পরিচয় করিয়া দিয়াছে। অতএব, বিশেষ বিশেষ স্থান গত ত্বগিন্দ্রিয়কে, বিশেষ বিশেষ নিশ্চেষ্ট স্মৃতির অভিজ্ঞান বা উদ্বোধক বলা যায়। বৎস! এই উদাহরণ দ্বারা জীবের যে জন্মান্তর আছে, তাহা বোধগম্য হইবে। (এইজন্য এই উদাহরণ টী মনে রাখা একান্ত আবশ্যক)

লিঙ্গ শরীর।

(৫৮)

পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে মানস প্রত্যক্ষকে দেহাত্মবাদিগণ প্রমাণ স্বরূপে আদর করিতে চান না। তাঁহারা চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই কয়েকটী ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয় ভিন্ন অপর সূক্ষ্ম ক্ষিত্যাদি বস্তু, যাহা অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মপঞ্চভূত নামে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহারা তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। তত্বদর্শিগণ সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণনে, সেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের অনুসন্ধান করিয়া এই প্রকার লিখিয়াছেন,—

"আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে, ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রাণ্যপঞ্চীকৃতানি চোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সূক্ষ্ম শরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎপদ্যন্তে।" ইতি শ্রুতি।

অর্থ, সূক্ষ্ম আকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্ম বায়ু হইতে সূক্ষ্ম অগ্নি, সূক্ষ্ম অগ্নি হইতে সূক্ষ্ম জল, সূক্ষ্ম জল হইতে সূক্ষ্ম পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। অনাহত ধ্বনি, সূক্ষ্ম আকাশের শব্দ; এই শব্দ মানস জপে মনেরই বোধগম্য হয়। সুতরাং সূক্ষ্ম আকাশও শব্দ তত্বাত্মক বটে; এই সূক্ষ্ম আকাশের শব্দ সূক্ষ্ম হেতু, তাহা স্থূল কর্ণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে। সূক্ষ্ম শব্দযে কেবল মনেরই প্রত্যক্ষ যোগ্য, তাহা জপশীল ব্যক্তিরা অনুভব করিয়া থাকেন। এই প্রকার সূক্ষ্মবায়ুর, সূক্ষ্ম অগ্নির, সূক্ষ্ম জলের, সূক্ষ্ম পৃথিবীর অনুভূতি কেবল মনই করিতে পারে। (আত্মতত্ত্ব অধ্যায় অনুসন্ধেয়) এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত 'তন্মাত্র' নামে ও অপঞ্চীকৃত নামে কথিত হয়। এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে সূক্ষ্ম শরীর (লিঙ্গশরীর) ও স্থূল পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থূল পঞ্চভূত হইতে স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। এই স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের একটী আবরণ মাত্র। স্থূল শরীরের কোন

প্রকার কার্য্যকরী শক্তি নাই। উহা যতক্ষণ সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রিত থাকে ততক্ষণই সেই সূক্ষ্ম শরীরাশ্রিতচৈতন্য এই স্থূল দেহকে কার্য্যকর করিয়া রাখে। কিন্তু মনুষ্যাদি স্থূল জ্ঞান দ্বারা ঐ কার্য্যকে দেহের কার্য্যরূপে বোধ করে। বাস্তবিক পক্ষে এই বোধ ভ্রমাত্মক; তোমাদিগের স্থূল দেহটী সর্পের খোসার ন্যায়। সর্প যেমন, খোসা ছাড়িয়া গেলে তাহার সেই খোসাকে তোমরা মৃত বোধ কর, তেমনি, সূক্ষ্ম শরীর চলিয়া গেলে স্থূল শরীরকে তোমরা মৃত বোধ করিয়া থাক। তোমাদের যত কিছু শুভাশুভ কার্য্য তৎসমস্তকে তোমরা স্থূল দেহেরই অর্জ্জিত মনে করিয়া থাক। বস্তুতঃ তাহা ভুল; প্রকৃত পক্ষে কর্ম্ম সকল সূক্ষ্ম দেহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। এবং কর্ম্মফলও সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্থূল শরীর সেই কর্ম্ম প্রকাশের দ্বার; পরন্তু মৃতাবস্থায় সেই সেই শুভাশুভ কর্ম্মফল সহ লিঙ্গ দেহ (সূক্ষ্ম শরীর) লোকান্তরে চলিয়া যায়। তখন কর্ম্মকারক লিঙ্গদেহের অভাবে স্থূল দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই অকর্ম্মণ্য দেহকে তোমরা মৃত দেহ বলিয়া থাক। পূর্ব্ব কথিত লিঙ্গ দেহও মৃত হয়। কিন্তু, তাহা অন্য প্রকার। যখন জন্ম-জন্মান্তরীয় সর্ব্বপ্রকার শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল (অপূর্ব্ব) নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, যখন নিষ্কাম কর্ম্মে সকাম ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সমস্ত ফলকে গ্রাস করিবে, তখন লিঙ্গদেহ (সূক্ষ্ম শরীরটী) মরিয়া যাইবে। তখন লিঙ্গদেহগত জীবচৈতন্য, সেই সর্ব্বপ্রকাশক অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে পরিণত হইবে। ইহাই সূক্ষ্ম দেহের মৃত্যু। সূক্ষ্ম দেহ মরিয়া গেলে আর সেই জীবের জন্ম গ্রহণ হয় না। জন্মগ্রহণ না' হইলে, আর মৃত হইবে কে? সুতরাং জীবের তদবস্থাকে প্রকৃত মুক্তি কহে।

চার্ব্বাক, সেই সূক্ষ্ম দেহকে জ্ঞাত না' থাকিয়া বলিয়াছেন "মৃত্যুরেব মুক্তিঃ" বাস্তবিক এইটী সিদ্ধান্ত নহে, এইটী ভ্রান্তি এবং এই মতের প্রবর্ত্তক কেবল চার্ব্বাকই বটেন, তাহাও নহে। এই মত অবিদ্যা হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে ক্ষীণাবস্থায় অবস্থিত ছিল তাহা তোমাদের স্বীকার্য্য; যেহেতু, "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অর্থ,— অনিত্য বস্তুর সত্তা নাই ও নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই, ইহা ভগবদ্বাক্য। অতএব 'মৃত্যুরেব মুক্তিঃ' এই মতের প্রবর্ত্তিকা অবিদ্যা। অবিদ্যা কর্ত্তৃক ভ্রম জন্মে, সেই ভ্রমে স্থূল পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থূল দেহের সহিত অর্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনষ্ট হয় মনে করিয়া পাণ্ডবকুলোদ্ভব অর্জ্জুন উত্তরগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ নিম্নোক্ত প্রকার উত্তর করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌচ বুদ্ধিশ্চ পঞ্চ ভূতানি যানিচ।
ইন্দ্রিয়াণিচ পঞ্চৈব যা শ্চান্যাঃ পঞ্চ দেবতাঃ॥
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ব্বে নিত্যমেবাভিমানতঃ।
জীবেন সহ গচ্ছন্তি যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥

(উত্তর গীতার, ৪৩, শ্লোক)

অর্থ,—"অন্যাঃ পঞ্চ দেবতা" এই উক্তিতে, কর্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উপলব্ধি করিবে। এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তসম্মত সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গদেহের কথা বলিতেছেন,— সপ্তদশ অবযব অহংতত্ত্বের (অহঙ্কারের) সহিত মিলিত হইয়া একটী সূক্ষ্মদেহরূপে পরিণত হয়। তাহার অবয়ব—সূক্ষ্ম ক্ষিতি, সূক্ষ্ম জল, সূক্ষ্ম তেজঃ সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্ম আকাশ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, সূক্ষ্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক এবং মনঃ, বুদ্ধি; এই সপ্ত-

দশটী অবয়বে একটী সূক্ষ্মদেহ বা একটী লিঙ্গদেহ হয়। জীবচৈতন্য এই সূক্ষ্ম দেহের আত্মা (চালক), ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে দুইটী কর্ম্ম ফল ঐ সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিয়া স্থিত থাকে। সুতরাং ঐ শরীর, এক স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া কৃত কর্ম্মানুসারে অপর স্থূলদেহ লাভ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। অহং তত্ত্বই অভিমান, অভিমান জন্য (আমি বোধ জন্য) অনন্তকাল হইতে জীবের জন্ম গ্রহণ হইতেছে। এইরূপে, প্রোক্ত সপ্তদশ অবয়ব যুক্ত সূক্ষ্ম দেহে অহঙ্কার ও জীব মিলিত থাকেন। এবং মৃত্যু সময়ে সেই সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল দেহ হইতে মানবের অলক্ষ্যে জীব চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। তৎপর, চন্দ্রলোক হইতে চন্দ্ররশ্মি সহ জীব পৃথিবীতে পতিত হয়। পরে পুরুষের শুক্ররূপে মাতৃগর্ভস্থ হয়। (মৃত্যুতে জীবের অবস্থা নামক অধ্যায় ও আত্মতত্ত্ব নামক অধ্যায় দেখ) বৎস! তোমাকে এই অধ্যায়ের প্রথমে বলা হইয়াছে যে তত্ত্বদর্শিকৃত দর্শন শাস্ত্রালোচনা করিলে, তোমার পক্ষে তাহা দুরধিগম্য বোধ হইতে পারে। তথাপি, তোমার সংস্কৃত বুদ্ধি বিনোদনার্থ তাঁহাদিগের সরল দুই একটী উক্তির ব্যাখ্যা করা হইল।

অনুমান বিচার।

(৬০)

চার্ব্বাকাদির দেহাত্মবাদ ঋষিসম্প্রদায়ের নিন্দিত বিষয় বটে; ঋষি সম্প্রদায়ের মতে, দর্শন স্পার্শনাদি কার্য্য স্থূল দেহ দ্বারা সম্পাদিত হওয়া, ও স্থূল দেহের সুখ দুঃখাদি বোধ করা, কদাচ সম্ভবপর নহে। পরন্তু উহা তাঁহাদিগের মত বিরুদ্ধ। পূর্ব্বাচার্য্যেরা স্বীয় অপ্রতিহত জ্ঞানদ্বারা যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, বিচার করিলেও তাহার কিছুই অন্যথা

হয় না। অতত্ত্বদর্শী ও স্থূল বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ ভ্রমে পতিত হইয়া এবং অনেকস্থলে নিন্দিত বাক্যে স্বমত পোষণের জন্য, সেই আপ্ত বাক্যের অপলাপ করে। ইহার বিচারে উপস্থিত হইলে এইটী দেখিতে হইবেযে, ইন্দ্রিয়গণ যদি স্থূল দেহের অবয়ব হইত, তবে মৃতদেহেও দর্শন, স্পর্শনাদি কার্য্য প্রকাশিত হইতে পারিত। যেহেতু, এখনও মৃতদেহ আকারগত বা অবয়বগত সম্পূর্ণ জীবিত দেহবৎ বর্ত্তমান আছে। আর যদি বল, মৃত দেহের প্রাণবায়ু অপরিচ্ছিন্ন বহির্ব্বায়ুতে সংযোগ হওয়ায় স্থূলদেহগত চৈতন্যের অভাব ঘটিয়াছে। তবে চার্ব্বাকের মদশক্তির দৃষ্টান্তটী ব্যর্থ হয়। কারণ, "গুড়তণ্ডুলাদি সংযোগে মদশক্তির উৎপত্তিবৎ চতুর্ভূত সংযোগে দেহাদিতে চৈতন্যোৎপত্তি হয়," চার্ব্বাক এই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু, মদশক্তিতে গুড়তণ্ডুলাদির পৃথক্ পৃথক্ সত্তা থাকেনা। সুতরাং তাহার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সত্তার ধ্বংসও তাঁহার স্বীকার্য্য হইতে পারে না। এখনও পৃথিব্যাদি ভূত স্থূলদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর যদি বল, মৃত দেহে সেই উৎপন্ন চৈতন্যের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। নিদ্রাভিভূত অবস্থায় যে প্রকার চৈতন্যের সম্বন্ধ থাকে সেই প্রকার এই দেহে চৈতন্যসম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে মৃত দেহে অগ্নি সংযোগ করিলে অল্প হইলেও ক্লেশের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারিত। কিন্তু, মৃত দেহে অগ্নি সংযোগেও কোন প্রকার ক্লেশানুভবের লক্ষণ কেহ কখনও প্রকাশ হইতে দর্শন করেন নাই।

(৬১)

অতএব, চার্ব্বাকের মদ শক্তির দৃষ্টান্তটী অপ্রস্তুত হইল। কাজেই আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, হর্ষ, বিষাদ এবং উদ্যম প্রভৃতি কার্য্যের কারণ স্থূল দেহে বর্ত্তমান আছে, এরূপ নহে। ঐ সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা সেই জীবচৈতন্য লিঙ্গদেহেই বর্ত্তমান আছেন। স্থূলদেহে কি তাহার কোন অংশে সেই

কারণ ও কর্ত্তারূপ চৈতন্যটী থাকিলে স্থূলদেহে ঐ ঐ কার্য্য প্রকাশ পায়, এই প্রকার তোমার স্বীকার করিতে হইতেছে। নচেৎ মৃতাবস্থায় (লিঙ্গদেহ স্থূল দেহ হইতে অন্তর্হিত হইলে) স্থূল দেহ বর্ত্তমানে দর্শনাদি কার্য্য প্রকাশিত না হইয়া পারিত না। যেহেতু, কারণ বর্ত্তমান থাকাবস্থায় কার্য্যোৎপত্তি না হইয়া পারে না। এই প্রকার বোধ সর্ব্বত্রই জন্মিতেছে, তাহার কোন স্থলেও অন্যথা দর্শন হইতেছে না। কাজেই বলিতে হইবে, দর্শনাদি কার্য্যের কারণ স্থূল দেহের অতিরিক্ত স্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই অতিরিক্ত স্থলটী লিঙ্গদেহ, এই প্রকার তোমার সম্ভাবিত হইতে পারে। বুদ্ধির এইপ্রকার বিষয়কে, অনুমান প্রমাণ স্বীকার করা, মনুষ্যত্বের স্বভাব, যতক্ষণ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকিবে ততক্ষণ তাহার পরিহার করা অসম্ভব। যেহেতু, জ্যোৎস্না দেখিলেই চন্দ্রোদয় হইয়াছে, এইরূপ নিশ্চিত হয়। ধূম দর্শন করিলেই, বহ্নির সত্তা বোধ জন্মে। এই প্রকার প্রমাণ মানবের বুদ্ধিতে যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। বিচারদ্বারাও মনুষ্যের এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। অতএব মানবত্বের অপচয় না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার অন্যথা হওয়ার উপায় নাই। কাজেই মানবের পক্ষে "না প্রত্যক্ষং প্রমাণং" এই প্রকার উক্তি ভ্রমাত্মক, বা অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক বটে।

(৬২)

অনুসন্ধান করিলে, প্রত্যেকটী কার্য্য কারণাধীন হইয়া সেই কারণেরই ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইতেছে, এই প্রকার প্রমাণ হয়। যথা—, "বসন্তের ইঙ্গিতে বৃক্ষাদি কুসুমিত হইয়াছে।" এই কুসুমোদ্গম কার্য্যের বসন্তই কারণ। কারণরূপ বসন্তঋতু বর্ত্তমান থকিতে বৃক্ষগণ কুসুমিত না হইয়া পারেনা। এবং তাহা অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই বোধগম্য হয়। তোমার চর্ম্ম চক্ষে তাহার কারণ স্থূলতঃ প্রত্যক্ষ না হইলেও কার্য্য

কারণ সম্বন্ধ দৃঢ়তরই থাকে, কিছুতেই তাহার শিথিলতা হয় না। এইরূপে কারণ স্থলে কার্য্যোৎপত্তিশক্তি বর্ত্তমান থাকা স্বতঃই দেখা যায়। অতএব, স্থূল দেহ যদি দর্শনাদি কার্য্যের কারণ হইত, তবে মৃতদেহেও দর্শনাদি কার্য্য হইতে পারিত। এইরূপে কার্য্য দর্শন দ্বারা, কারণের যে-অনুভূতি হয়, তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। এইরূপে অনুমানকে প্রমাণ বোধ করা মনুষ্যত্বেরই স্বভাব, অথবা মনুষ্যত্বেরপ্রতি ঐশী শক্তির বল। সুতরাং মনুষ্যগণ, কিছুতেই অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করিয়া পারে না। অতএব, "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং" এই উক্তি অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক, বা ভ্রান্তি মূলক বটে। কদাচ প্রকৃত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতি নহে।

দার্শনিকগণ বলেন, "পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ" অর্থ—পর্ব্বতে যে-বহ্নি আছে, তাহা ধূম দর্শনে অনুমান হইতে পারে। ধূমদর্শন দ্বারা বহ্নির সত্তা বোধ না হইয়া পারে না। যেহেতু, বহ্নি (তেজঃ) ব্যতীত কিছুতেই ধূমাগম হয় না। যে স্থান হইতে বা যে দ্রব্য হইতে, ধূমাগম প্রত্যক্ষ হয়, সেইস্থানে বা সেই দ্রব্যে অনুসন্ধান করিলে, বহ্নির (তেজের) স্থিতি নিশ্চিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধূমের কারণ বহ্নি (তেজঃ)। তোমার মনেরাখা আবশ্যক যে, কারণে কার্য্যোৎপাদন করে। কার্য্যে নিজের কারণোৎপাদন করে না। তুমি শীতকালের প্রত্যূষে নদী ও কূপ প্রভৃতি হইতে এবং শীতকালে ও বসন্তকালে খড় প্রভৃতির স্তুপ হইতে যে বাষ্পাগম বা ধূমাগম হইতে দেখ, তাহার অভ্যন্তরেও আগ্নেয় পরমাণু ঘনীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। তাহা তুমি অনুসন্ধান করিলে, প্রমাণ করিতে পার। আগ্নেয় পরমাণুর স্বভাব উষ্ণ আর জলীয় পরমাণুর স্বভাব স্নিগ্ধ। জলেও আগ্নেয় পরমাণু আছে, উহা যখন ঘনীভূত হয় তখন তাহাকে গ্যাস বলে ও অবস্থানতে তাহাকে বাড়বানল ও বলে। অতএব,

দার্শনিকগণের "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই উক্তির কোন স্থলেই অনর্থাপত্তি ঘটিল না। আর চার্ব্বাকের "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং" এই উক্তির অজস্র অনর্থাপত্তির স্থল দেখা যাইতেছে। যেহেতু, চার্ব্বাক "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, ষড়্বিধ প্রমাণের মধ্যে মানস প্রত্যক্ষটী তাঁহার বিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি মানস প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। অথচ "না-প্রত্যক্ষং প্রমাণং" প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কাজেই তিনি প্রতিজ্ঞার বিষয়ে স্থির থাকিতে পারেন নাই।

পরন্তু, চার্ব্বাক "চতুর্ভ্যঃখলু ভূতেভ্যঃ" ইত্যাদি প্রমাণে, গুড়তণ্ডুলাদি সংযোগে মদশক্তির উৎপত্তির দৃষ্টান্ত লইয়া চতুর্ভূত সংযোগে উৎপন্ন চৈতন্যটী প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছেন, বাস্তবিক তাহা তাঁহার চর্ম্মচক্ষের প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। চৈতন্যের উৎপত্তি ও চৈতন্যের স্বরূপ মনুষ্যের অনুমান ভিন্ন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কাজেই তাঁহার কথিত চৈতন্যোৎপত্তি ও সেই চৈতন্যের স্বরূপটী তিনি মুখে প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও তাঁহার আন্তরিক বৃত্তি তাহাকে অনুমান করিয়া লইতেছে। সুতরাং তিনি যে, অস্থির প্রতিজ্ঞ ও নিজের সুযোগ মতে বহুমতেরই অনুবর্ত্তী হইয়া পড়েন, তাহা সকলেরই অনুভব যোগ্য বটে; অতএব চার্ব্বাক যথার্থানুসন্ধানের পান্থ নহেন।

তিনি যে বিজিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রতিজ্ঞার বিষয়েযে তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই, পরন্তু, তিনি যে প্রতিজ্ঞার বিষয়ে অন্ধের ন্যায় পদে পদে বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা অধিক করিয়া বলা প্রয়োজন করে না। কাজেই এতাদৃশ অদূরদর্শি ও অস্থির প্রতিজ্ঞের মত বা কোন উক্তি আদৃত হওয়ার যোগ্য নহে। প্রত্যুত তাহা অতীব হেয় এবং তাদৃশ উক্তি সর্ব্বত্রই ত্যাগযোগ্য বটে।

সূর্য্যকে মেঘগণ আবৃত করিলেও তিনি যেমন অচিরেই স্বীয় অপ্রতিহততেজে শত শত বাধা অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইতে পারেন, সেই প্রকার সত্যের অপ্রতিহত তেজে হিন্দুধর্ম্ম অদ্যাপি সজীব থাকিতে পারিয়াছে। এবং সেই সত্যের অপ্রতিহততেজে- বলীয়ান্ তত্ত্বদর্শিগণের নির্ণীত অনুমান সর্ব্বত্রই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কোথাও তাহার অপ্রমাণ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং বেদান্তের ও ভগবদ্ভক্তির কথা তোমাকে যে ৫৮ ও ৫৯ নম্বরে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা একটী লিঙ্গদেহের সত্তা অনুমান প্রমাণে বোধগম্য না হইয়া যায় না। যেহেতু সূক্ষ্ম ক্ষিত্যাদি পঞ্চ, সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, সূক্ষ্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতির স্থূল দেহে অবস্থান বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে নাই। পরন্তু, তাহার স্থিতি সূক্ষ্ম দেহেই নির্ণীত হইয়াছে। ঋষিগণের অপ্রতিহত জ্ঞানদ্বারা ঐ সূক্ষ্ম সপ্তদশ অবয়ব, অহঙ্কার ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম ফল, লিঙ্গদেহে স্থিত থাকা এবং জীবচৈতন্য লিঙ্গদেহের আত্মা (চালক) রূপে অধিষ্ঠিত থাকা জ্ঞানিগণ দর্শন করিয়াছেন। অহং তত্ত্বই অভিমান; এই অভিমান প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি বুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান করায়। সুতরাং প্রত্যেকটী জীবের "আমি" বোধ আছে। জীব সেই "আমি" বোধের ফলেই আবদ্ধ হয় ও স্থূল দেহের সীমা লইয়া নিজের স্থিতি বোধ করে। বাস্তবিক, জীব অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বব্যাপক বস্তু; কিন্তু, মনঃকৃত বাসনায় অভিমানযুক্ত হইয়া তিনি নিজকে সীমাবদ্ধ মনে করেন। উহাই তাঁহার বদ্ধ হওয়ার হেতু; এই অভিমানটী তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অভিমান বিনাশের সহিত জীবের শুভাশুভ কর্ম্মফল এবং সেই সূক্ষ্ম সপ্তদশ অবয়ব, উহারা স্বস্ব কারণে (পরমেশ্বরে) লীন হইয়া যায়। ইহার নামই প্রকৃত মুক্তি; এই মুক্তির এক মাত্র কারণ অভিমানের বিনাশ, কদাপি স্থূল দেহের বিনাশ নহে। মনুষ্যের

তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যে সময়ে এক আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই লক্ষ্যের বিষয় হয়না, তখন জীবের "আমি তুমি" বোধ ঘুচিয়া অর্থাৎ "আমি তুমি" বোধ যে ভ্রমাত্মক তাহা নিশ্চিত হইয়া দেহীর "আমি তুমি" রূপ অহঙ্কার ধ্বংস হয়। জীবের "আমি"বোধ থাকাবস্থায় জীবাধিষ্ঠিত দেহকে জীবদেহ বলে। জীব দেহ অর্থে—জীবের দেহ, এই প্রকার বোধ জন্মে। কাজেই জীবযে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু তাহা অধিক করিয়া বলার আবশ্যক করে না। আর তত্ত্বজ্ঞান অর্থে— ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞানে অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বব্যাপক এক আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই লক্ষ্যের বিষয় হয় না, তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞান। বস্তুটী দর্শন না করাইলেও 'বস্তুটী ঐ দিকে আছে' এইরূপ উপদেশদ্বারা বস্তুটী লাভ করিতে যেমন সুযোগ ঘটে, সেই প্রকার নিম্নের টিপ্পনীটী তত্ত্বজ্ঞানের † দিগ্ দর্শন করাইতে পারে।

† (তত্ত্বজ্ঞানের টিপ্পনী)

মনুষ্যের জ্ঞান সাধারণতঃ দুই প্রকার; তাহার মধ্যে একটী স্বাভাবিক জ্ঞান, অপর দ্বিতীয়টী সম্পাদ্য জ্ঞান। আহার, নিদ্রা ও ভয়াদি যাহার বিষয়, যে জ্ঞান প্রযত্নব্যতিরেকেও উৎপন্ন হয় তাহার নাম স্বাভাবিক জ্ঞান। সম্পাদ্য জ্ঞান প্রযত্নের সাপেক্ষ করে। প্রযত্নদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; মোক্ষবিষয়ে যে বুদ্ধি তাহার নাম জ্ঞান; আর শিল্প ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান। পরমাত্মা কিপ্রকার, জগৎ কি প্রকার, ইত্যাদি প্রশ্নের তত্ত্ব যে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাও মোক্ষোপযোগি হেতু জ্ঞান শব্দবাচ্য। এই জ্ঞান যখন যম ও নিয়মাদি সাধনের পর নিয়ত অদ্বৈত পরমাত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয় তখন তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞান। যথা—

"বদন্তি তত্ত্ববিত্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ংপরং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

যদিও এইপ্রকার তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি প্রসঙ্গতঃ তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা প্রয়োজন হইয়াছে। এই বর্ণনা জ্ঞান-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের মর্ম্মানুসারে করা হইতেছে।

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড একটী নাট্যশালা, আর তোমরা রাম, যদু প্রভৃতি অভিনেতা। ঋষিগণ এই প্রকার অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। বিচার করিলেও রাম, যদু প্রভৃতি তোমরা যে উল্লেখ কর, তাহা প্রকৃতই যেন সংসার নাটকের অভিনয়; অভিনয় করিতে উদা মালীও মহারাজ হইয়া বসে। এবং তাহাকে অপর অভিনেতৃগণ "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করে। এইপ্রকারে রাজা, প্রজা, রাম, যদু, পিতা, পুত্র, পতি, পত্নী প্রভৃতি তোমরা জীবের যে সকল বিশেষণ ব্যবহার কর, তৎসমস্তই অভিনয়। কেননা, প্রকৃত পক্ষেসেই সমস্ত এক অপরিচ্ছিন্ন আত্মারূপে প্রমাণিত হয়। অভিমানই এই সংসাররূপ নাট্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাহাতে আমি দেব, উনি মনুষ্য, এবং আমি পুত্র, উনি পিতা, এইটী পশু, সেইটী পক্ষী; এইরূপে কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা প্রভৃতিকে— অধিক কি, এই ধূলিকণাটী পর্য্যন্তও পৃথক্ পৃথক্ জীব রূপে নিশ্চিত হইয়াছে। অভিমান এইরূপে জীবসৃষ্টি করিয়া অসঙ্খ্য জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে। ক্ষীণাভিমান-যুক্ত (আমি বোধযুক্ত) উন্নতাত্মাব্যক্তি এই চরাচরস্থ যত কিছু জন্য বস্তু দেখেন তৎসমস্তই সঙ্খ্যাতীত জীব মনে করেন। এইপ্রকার উন্নতাত্মগণ অনুসন্ধান করিয়া জগৎকে অসঙ্খ্য জীবে পরিপূর্ণ দর্শন করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা বলেন এইযে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগুলি দেখিতেছ, এইযে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগুলি দেখিতেছ, এইযে ধ্রুব প্রভৃতি তারাগুলি দেখিতেছ, তৎসমস্তই এক একটী জীব; এবং উহারা প্রত্যেকটী অসঙ্খ্য ক্ষুদ্রজীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপে ভূর্লোক ভুবঃলোক (অন্তরিক্ষ) প্রভৃতিযে সপ্ত স্বর্গের কথা উল্লেখ আছে,

তৎসমস্তও এক একটী জীব; এবং উহারা অপর ক্ষুদ্রজীবে পরিপূর্ণ; এই প্রকার তল, অতল, প্রভৃতিযে সপ্তপাতালেরকথা উল্লেখ আছে, তাহারাও এক একটী জীব, এবং তাহারাও নিজ অপেক্ষায় অপর ক্ষুদ্র জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপে সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতালের সমষ্টিকে ক্ষীণাভিমানিগণ একটী জগৎ বলেন। যাহা বিনশ্বর অর্থাৎ কালে-যাহা বিনষ্ট হয় তাহার নামই জগৎ।

এইরূপ এক একটী জগৎ এক একটী অন্ন পিণ্ডের ন্যায় জীবময় পিণ্ড বিশেষ। ঐ সকল পিণ্ড ওতঃপ্রোত ভাবে কেবল জীবে পরিপূর্ণ; পৃথিবী যেমন জীবে পরিপূর্ণ, সেই প্রকার আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি সমস্ত জগৎ জীবে পরিপূর্ণ; জীব ব্যতীত জগতে অপর কিছুই বর্ত্তমান নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল একটী জগতেরই অন্তর্গত বটে; এই প্রকার অসংখ্য কোটি জগৎ এক আত্মার অন্তর্গত বটে। আত্মা ঐসকল জগতের বাহ্যাভ্যন্তরে স্থিত থাকিয়া প্রত্যেকটী জীবের বাহ্যাভ্যন্তর নিজের স্বরূপে পরিপূর্ণ রাখিয়া তাহার অতিরিক্ত স্থানকেও অতিক্রম করতঃ বর্ত্তমান আছেন। এই ভাবটী দুইপ্রকারে উপলব্ধি হইতে পারে। বৎস! সম্প্রতি তোমাকে ক্ষীণাভিমানযুক্ত উন্নতাত্মার মতে সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ডদ্বারা ঐ ভাবটী দর্শন করাইতেছি! সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড নর দেহ। নরদেহকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, তাহার প্রত্যেকটী অস্থিকণা, প্রত্যেকটী মাংস কণা, প্রত্যেকটী রক্ত কণা এবং মজ্জা, শুক্র, নাড়ী, ধমনী, পেশী প্রভৃতি এক একটী ক্রিমিপিণ্ড বিশেষ; আবার ঐ ক্রিমিগুলির শরীর সংখ্যাতীত অপর ক্ষুদ্র ক্রিমিতে পরিপূর্ণ; এই স্থলে নরদেহস্থ ক্রিমি নামে ছোট বড় যত প্রকার ক্রিমির উল্লেখ করা হইল, তাহারা তোমাদের মধ্যে তোমাদেরন্যায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারা তোমাদের ন্যায় তোমাদের মধ্যে থাকিয়া আহার,

বিহার, ভোগ, বিলাস, সুখ, দুঃখ ও কামক্রোধাদিযুক্ত হইয়া এবং তাহার ব্যবহার করিয়া জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। আবার তোমাদের শরীর হইতে যেসকল মল, মুত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, পূয়, ক্লেদ প্রভৃতি নির্গত হয়, তৎসমস্তকেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিবে, সেই এক একটী, সঙ্খ্যাতীত অপর ক্রিমিতে (জীবেতে) পরিপূর্ণ ; এইরূপে অসঙ্খ্য ক্রিমিরূপ জীবপিণ্ডে, তোমার একটী নরদেহ। তুমি পৃথিবীকেও ত্যাগ করিয়া তোমার যে নরদেহকে যত্ন কর, পরীক্ষা করিলে ঐ নরদেহটী একটী ক্রিমিময় পিণ্ড বিশেষ বোধ করিবে। তৎপরতুমি স্বচক্ষেও দেখিতেছ এক একটী জীবের মল, মূত্র, পূয় ও ক্লেদ প্রভৃতি আহার করিয়া অপর জীবগণ শরীরধারণ করে। যথা, একপ্রকার বানরের মলকে (বিষ্ঠাকে) শিলাজতু বলে। ঐ শিলাজতুদ্বারা এবং প্রবাল কীটের মলদ্বারা মানবের অমৃতোপম ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। কথিত ঐসকল মল মূত্রও অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে সঙ্খ্যাতীত ক্রিমিতে পরিপূর্ণ দেখিবে। এই প্রকার তোমার কদর্য্যপূর্ণ ও অসার এবং ক্ষণস্থায়ী যে জীবদেহ, যাহাতে একমাত্র জীবচৈতন্যই সার। তুমি জীবিত থাকিতে সেই সার বস্তুকে, সেই নিত্য নিরাকাঙ্ক্ষ ও তৃষ্ণা-সঙ্গ-বর্জ্জিত জীবচৈতন্যের অনুসন্ধান না করিয়া, তুমি কি জন্য এই ক্রিমি ও মলমূত্রাদিপূর্ণ দেহভার বহন করিতেছ ? তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও উপলব্ধি করিতে পারিলে না যে তোমার নরদেহের বাহ্যাভ্যন্তর একটী* জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তুমি অনুভব করিতে পারিলে না যে, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার যে জীবাত্মা সেই জীবাত্মময় তোমার নরদেহটীকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। আর রাম, শ্যাম, পিতা, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি এক আত্মারই বিভূতি ; অতএব অনুসন্ধান করিলে জানিবে তুমি এক আত্মারাম বা জগন্ময়

এক জীবাত্মা। তুমি যে ভিন্ন ভিন্নরূপে জীব দর্শন কর, সেই ভিন্নত্ব জলবুদ্বুদের ন্যায়। জলের বুদ্বুদগুলি যেমন জল বই অপর কিছুই নহে, যেমন বরফ আর জল একই বস্তু বটে, তেমনি জীব আর পরমাত্মা একই বস্তু বটেন। যদি এই ব্রহ্মাণ্ডকে জীবময় রূপে জানিতে পার, তবে উহার সমষ্টি যে এক পরমাত্মা, তাহা ক্রমশঃ জ্ঞাত হইতে পারিবে। ভগবান্ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সার লইয়া নর-দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্য তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ডে যানি তিষ্ঠন্তি তানি সন্তি কলেবরে।"

ময়মনসিংহের পূর্ণানন্দ লিখিয়াছেন,—

"সোপানভূতংমোক্ষস্য মানুষ্যং জন্ম দুর্লভং,

সাধুরাও সাদা কথায় বলেন,—

মানুষের দেহ ভরা ব্রহ্মাণ্ডের সারে।
কেনহে অতৃপ্ত তবু কি চাও অপরে?"

তত্ত্বদর্শিগণ স্বীয় অপ্রতিহত সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা দর্শন করিয়া বলিয়াছেন স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি স্থান বর্ত্তমান আছে, নরদেহেও ততগুলি স্থান সেই-ভাবে রহিয়াছে। অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনই নরদেহে অবস্থিত আছে। তাঁহারা (তত্ত্বদর্শিরা) দেহের নাভিস্থানকে, ভূর্লোক বলেন। তদূর্দ্ধস্থান ক্রমে ভুবঃ লোক, (অন্তরিক্ষ) স্বর্লোক, (স্বর্গলোক) জনলোক, মহঃলোক, তপঃলোক, সত্যলোক ও নাভির অধঃস্থান ক্রমে তল, অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, তলাতল ও পাতাল নামে অবস্থিত আছে দর্শন করিয়াছেন। উহারই নাম চতুর্দ্দশ ভুবন। তত্ত্বদর্শিগণ স্বীয় অপ্রতিহত সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা ইহাও দর্শন করিয়াছেন যে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি বস্তু আছে, তৎ সমস্তই জীবময়। এবং সেই জীব গুলি সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের (নরদেহের) ক্রিমিরূপে কেহ দেব, কেহ মনুষ্য, কেহ গ্রহ, কেহ নক্ষত্র, কেহ পশু, কেহ পক্ষী, কেহ

কেহ সমুদ্র, পাহাড়, তরু, লতা প্রভৃতিরূপে বর্ত্তমান আছে।

বৎস! তুমি অপর কিছু দর্শন না করিলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তুমি শুক্র কীটের মূর্ত্তিটী দেখিয়াছ। ঐ শুক্র কীটের মধ্যে মানবাদির দেহাদি স্থিত থাকা সম্ভবপর হইলে, নরদেহের মধ্যেযে ক্রিমি দেখিতেছ, তাহাতে দেব, নক্ষত্র প্রভৃতির মূর্ত্তি থাকা সম্ভবপর হইবে না কেন? এবং এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড যদি ব্রহ্মময় হয় তবে নরদেহ ব্রহ্মময় হইবেনা কেন? অতএব, "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" এই শ্রুতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বটে। এবং তাহা বিশ্বাস করিয়া প্রথমে অভিমানকে চূর্ণীকৃত কর। অভিমান সম্পুর্ণরূপে ধ্বংস হইলে প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। অভিমানের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান মুক্ত হইলে তিনি স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া দেন। বাস্তবিকপক্ষে তোমার নরদেহ যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড তাহা তুমি স্বচক্ষেও কতক প্রত্যক্ষ করিতে পার। এইরূপ প্রত্যক্ষ করিতে একটী ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। তুমি সেই যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট করিলে পূর্ব্ব কথিতমত সমস্তই ক্রমে মানব দেহে দর্শন করিতে পারিবে। তখন দেখিবে, তোমার প্রতিবারের শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তোমার দেহ মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র জীব প্রবেশ করিতেছে ও তোমার দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। দেখিবে, তোমার দেহটীর মধ্যদিয়া ক্ষুদ্র অসংখ্য জীব বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে যাতায়াত করিতেছে। এই অবস্থা লইয়া চিন্তা করিলে তোমার বোধ হইবে তোমার দেহটী একখানা মাকড়সা পোকার ঘর। মাকড়সা পোকার ঘর যেমন অসংখ্য ছিদ্র লইয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং সেই জীব সেই গৃহে প্রবিষ্ট থাকে সেই প্রকার তোমার দেহটী অসংখ্য ছিদ্র লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহাতে ভগবান্ স্বয়ং স্থিত আছেন। এইরূপে যন্ত্রদ্বারা দর্শন করিলে তুমি আরও দেখিবে তোমার দেহটী একখানা পাহাড়। পাহাড়

যেমন, সিংহ, ব্যাঘ্র, হয়, হস্তী, শৃগাল, পতঙ্গ, মূষিক, ভেক, সর্প, পক্ষী, পতঙ্গ, ক্রিমি প্রভৃতি জীবের ও মৃত্তিকা, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রভৃতি দ্রব্যের এবং অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি বস্তুর সমষ্টি সেই প্রকার পূর্ব্বকথিত ব্যাঘ্র, সিংহ, প্রভৃতির এবং মৃত্তিকা, প্রস্তরাদির সমষ্টি তুমি একটী মানবরূপ জীব। যেমন ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি পার্ব্বত্য বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিলে পাহাড়ের অস্তিত্ব থাকে না, সেই প্রকার তোমার শরীরস্থ পূর্ব্ববর্ণিত চতুর্দ্দশ ভুবন ও তদন্তর্গত জীবগুলিকে বা বস্তুগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিলে, এক জ্যোতির্ম্ময় জীবচৈতন্য ভিন্ন তুমি আমি বলিতে (অহং শব্দ প্রয়োগ করিতে) অপর কিছুই দৃষ্টহইবে না। পুনঃ সেই যন্ত্রদ্বারা দর্শন করিলে আরও দেখিবে, তোমার নরদেহটী যেন একটী বারিপূর্ণ মৃদামকুম্ভ। মৃত্তিকা নির্ম্মিত আমকুম্ভ (আপোড়া কুম্ভ) হইতে যেমন, ছিদ্রদ্বারা অজস্র জলস্রাব হইতে থাকে, সেই প্রকার তোমার অভ্যন্তর হইতে সংখ্যাতীত লোমকূপ দিয়া ও অপরদ্বারগুলি দিয়া;শ্লেষ্মা শুক্র, ক্লেদ, পূয, মল, প্রভৃতি ক্লেদপূর্ণ জল প্রবাহরূপে নিয়ত বাহির হইয়া যাইতেছে। আবার তদ্রূপে ঐ যন্ত্রদ্বারা দর্শন করিলে দেখিবে, তোমার দেহটী একখানা আগ্নেয়পরমাণুপূর্ণ অরণি নামক কাষ্ঠখণ্ড। অরণি নামক কাষ্ঠের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আগ্নেয় পরমাণু ঘনীভূত থাকিলেও যেমন, অপর আর একখানা বিশুষ্ক কাষ্ঠের সংঘর্ষণ না ঘটিলে, অরণি কাষ্ঠস্থিত হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না, সেই প্রকার তোমার দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া ব্রহ্মতেজঃ থাকিলেও গুরু বা সাধু আচার্য্যগণের কোন উপদেশের সংঘর্ষণ না ঘটিলে ও সেই উপদেশ মতে কার্য্যানুষ্ঠান না হইলে তোমার মধ্যে ব্রহ্মতেজঃ প্রত্যক্ষের উপযোগি হইয়া প্রকাশিত হয় না, এবং তোমার তৃষ্ণা সঙ্গকে বিদূরিত করেনা, ত্রিতাপের আত্যন্তিক অভাব ঘটায় না। তুমি একটীর পর অপরটী করিয়া অত্যুৎকট কাণ্ড সকল দর্শন

করিলে তুমি যেমন কখন ভয়ে কখন বিস্ময়ে কখন হর্ষে কখন বা বিষাদে মগ্ন হইয়া থাক, সেই প্রকার তত্ত্বমগ্ন সাধুগণ স্বীয় দেহের মধ্যে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অনন্তপ্রকার সৃষ্টিস্থিত্যন্তপ্রণালীর অনির্ব্বচনীয়তা দর্শন করতঃ কখন ভয়ে কখন বিস্ময়ে কখন হর্ষে কখন বা বিষাদে মগ্ন হইয়া থাকেন এবং কখন কখন সেই ব্রহ্মময়ের উদারতা ও ন্যায়পরতা প্রভাবে জীবের উপর তাঁহার কত দয়াভাব দর্শন করিয়া বিমোহিত হন। এবং তাহাতে তাঁহারা "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" এই মহাবাক্যের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেন। ভগবান্ পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তত্ত্ব-জ্ঞানদ্বারা ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধান প্রভৃতি দ্বারা সংযত করিয়া উপযুক্ত করতঃ জীবমাত্রকেই তিনি নিজের মধ্যে নিয়া আনন্দানুভব করাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। উহা তত্ত্বমগ্নগণ প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরে অন্তরে সেই ব্রহ্মময়ের অনন্তশক্তির স্তব করিতে করিতে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। এই ভাবটী লইয়া "শান্তি শতক" বলিয়াছেন—

"ধন্যানাং গিরিকন্দরোদর ভুবি জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তাং
আনন্দাশ্রুকণান্ পিবন্তি শকুনাঃ নিঃশঙ্ক মঙ্কে স্থিতাঃ।"

অর্থ—গিরিগন্দরের মধ্যবর্ত্তি ভূমিতে (গিরি-গুহাতে) স্থিত হইয়া যাঁহারা পরমজ্যোতিকে ধ্যান করেন, তাঁহারা সেই ধ্যেয় বিষয়ে এত মগ্ন হইয়া পড়েন যে তাঁহাদের কিছু মাত্র বাহ্য জ্ঞান থাকে না। সেইজন্য পাখীগুলি তাঁহাদিগের অঙ্কে স্থিতহইয়া তাঁহাদিগের আনন্দাশ্রু কণা পান-করিতে সমর্থ হইতেছে। অতএব এবম্বিধ ভগবানে অর্পিতাত্ম জ্ঞান-যোগিগণ ধন্যবাদের পাত্র বটেন।

বৎস! তুমিও তাঁহাদের ন্যায় ভগবানে আত্মার্পণ করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হও। তুমি এই প্রবন্ধের বর্ণনানুসারে তোমার নর দেহটীকে একটী জীবময় পিণ্ডরূপে দর্শন কর। তোমার দেহগত (সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড

গত) এই ক্ষুদ্র জীবগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক উহারা এক জীবচৈতন্যেরই অন্তর্গত। তুমি এই জীবচৈতন্যকে ক্রমে এক অদ্বিতীয় ও তৃষ্ণাসঙ্গবর্জ্জিত চৈতন্যরূপে দর্শন করিতে পারিবে। তুমি তোমাকে এই রূপে (জীবময়রূপে) দর্শন করিলে তোমার জীব পূর্ণত্ব লাভ করিবে। জীবের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি না হইলে (আত্ম প্রসার না হইলে) তত্ত্ব-জ্ঞানের বিকাশ হয় না। আত্মপ্রসারহীন অপূর্ণ জীব কদাপি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তহইতে পারে না। অপূর্ণ জীবে 'আমি, তুমি,' রূপ, ভেদ, বুদ্ধি অপসারিত হয়না। ভেদ বুদ্ধি অর্থাৎ দুই থাকাঅবস্থায় একের প্রতি অপরের কাম জন্মে এবং মাৎসর্য্য প্রভৃতিও জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ভেদবুদ্ধি থাকা অবস্থায় পূর্ণপ্রেম উপজাত হয় না। কাজেই তদবস্থায় জ্ঞানের প্রকর্ষ লাভ হয় না। জ্ঞানের অপ্রকর্ষ থাকা অবস্থায় ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতিও জন্মিয়া থাকে এবং শীত উষ্ণের তাড়না আসে, শত্রু মিত্রের বোধও থাকিয়া যায়। এইরূপে যখন একত্ব নিশ্চয় হইবে তখনই অভিমান ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অভিমান ধ্বংস হইলে তোমার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইপ্রকার প্রত্যক্ষেই বোধ জন্মিয়া যাইবে। অতএব, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তোমার অভিমানকে ধ্বংস করিয়া তোমার জীবত্ব পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপে তোমাতে জীবের পূর্ণ- বিকাশ করিতে, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যখন নিষ্কাম কর্ম্মে নিষিদ্ধ কর্ম্মকে ও সকাম কর্ম্মকে গ্রাস করিবে, তখন জীবের মুক্তি হইবে। অতএব, বুঝিবে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবৎকৃপা ঘনীভূত হইতে থাকে। ভগবৎ কৃপা অধিকতর সঞ্চিত হইলে, এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিয়া যায়। তুমি যে দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ কর, সেই দিগেই ভগবানের অসীম কৃপা-চিহ্ন দর্শন করিতে পারিতেছ। তবে তদ্বিবিষয়ে নিজকে

দরিদ্র মনে করা কদাচ সঙ্গত নহে। তুমি কতবার স্বচক্ষেই দেখিয়াছ, সেই ভগবানের ইচ্ছায় একমুহূর্ত্তমধ্যে পাহাড়ে সমুদ্র ও সমুদ্রে পাহাড় হইয়া গিয়াছে। তথাপি তুমি যদি ভ্রমে পতিতহইয়া, নিজকে পাপী মনে করতঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভ তোমারপক্ষে অসম্ভব বোধ কর, তবে নিম্নোক্ত ভগবদুক্তিকে তুমি অন্ধের যষ্টির ন্যায় সম্বল কর। দেখিবে সেই তত্ত্ব জ্ঞানটী তোমার দুর্ল্লভ থাকিবে না। সেই ভগবদুক্তি এই প্রকার,—

"অপিচেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বংজ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

(গীতার ৪র্থ অঃ ৩৭। ৩৮ শ্লোক)

অর্থ—তুমি যদি নিজকে সমস্ত পাপী হইতেও অধিকতর পাপকারী মনেকর, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা সেই পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এই শ্লোকে ভগবান্ বলিলেনযে, জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পাপের ধ্বংস হয় কিনা এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ভগবান্ আবার বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইপ্রকার জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করে। পাপ ও পুণ্য এই উভয়বিধ কর্ম্মফল ধ্বংস না হইলে মুক্তি লাভ হয় না। অতএব, তুমি আন্তরিক প্রার্থনায় এই ভগবদুক্তিরূপ আশাতরু তলে পতিত থাকিয়া তাঁহার অপর উক্তিটীর অর্থ গ্রহণ কর। সেই উক্তি এই প্রকার—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"

(গীতা ৪র্থ অঃ ৪০ শ্লোক)

অর্থ— গুরুর উপদেশে শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া (শান্তহৃদয়ে

(৬৬)

এই গ্রন্থের ৬২। ৬৩। ৬৪) নম্বরে "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং" ও "মৃত্যুরেব মুক্তিঃ" এই উভয়টী উক্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা প্রমাণীকৃত

ব্রহ্মতৎপর হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। তৎপর তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে মনে রাখিবে,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"

(গীতা ২য় অঃ ৪৭ শ্লোক)

অর্থ—মনুষ্যের কর্ম্মেতেই অধিকার, কর্ম্মফলে কিছুমাত্রও অধিকার নাই। ভগবৎ কৃপায় উপযুক্তফল লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ ন্যায়বান্, তিনি কৃপার উপযুক্তকে স্বয়ং কৃপা করিয়া থাকেন। অতএব, কর্ম্মফল লাভ জন্য তোমার বুদ্ধি যেন, অনুসন্ধিৎসু না হয় (তৃষ্ণায়ুক্ত না হয়)। তুমি মনে খুব বল করিও—

"স্বল্প মপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

(গীতা ২য় অঃ ৪র্থ শ্লোক)

অর্থ,—অত্যল্প হইলেও নিষ্কাম কর্ম্ম মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব তুমি আর পাপকর্ম্ম না করিয়া এখন হইতে শ্রদ্ধাবান্, সংযতেন্দ্রিয় ও ভগবানের একান্ত বশবর্ত্তী হও। তুমি সুখদুঃখে সন্তুষ্ট থাক। ভগবান্ সকলের বন্ধু, অবশ্যই তোমার প্রতি তাঁহার কৃপা হইবে। ভগবৎকৃপালাভ হইলে তুমি এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

(টিপ্পনী সমাপ্ত)

হইয়াছে। কাজেই অনুমানকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতে তোমার আর কোন আপত্তি রহিল না। অনুমানকে প্রমাণরূপে বোধ করিলেই (৫৮) নম্বরের লিখিতমতে লিঙ্গদেহের সত্তা বোধ জন্মিতে পারে। এবং সেই লিঙ্গদেহ যে এক স্থূল দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়া, প্রেতলোক, পিতৃ লোক প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করতঃ পরিশেষে চন্দ্রলোকে চন্দ্র রশ্মিতে মিশিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানু সারে বিশেষ বিশেষ গর্ব্ভে স্থিত হয়, তাহা অনুমান দ্বারা তোমার বোধ জন্মিয়াছে। (মৃত্যুতে জীবের অবস্থানামক অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবে।) সুতরাং স্থূল দেহের চৈতন্য শক্তি প্রভৃতির উক্তি ৬২। ৬৩। ৬৪। নম্বরে অপ্রমাণীকৃত বা অসিদ্ধ হওয়ায় এবং আহারাদিকার্য্যের বোধ শিশুতে উদ্ভব দেখিয়া ঐ শিশুর স্থূল নবদেহে লিঙ্গ দেহের সত্তা আছে, এই প্রকার অনুমান নাহইয়া যায় না। নবজাত শিশুর আহারাদিকার্য্যের বোধ যেরূপে জন্মে, তাহার জ্ঞান লাভ করিতে তোমার অনুমান ব্যতীত অপর কিছুই অবলম্বন নাই। তুমি শিশুর আহার্য্যাদি কার্য্যের বোধ যাহাদ্বারা অনুভব কর, তাহারই মূলে অনুমান সম্বন্ধ আছে। অনুমানটী তোমার স্বীকার্য্য হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবিরূপে অবধারিত হইতে পারিবে। পরন্তু উদ্বোধক বিজ্ঞান দ্বারাও জীবের জন্মান্তরযে অবশ্যম্ভাবি তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের ৫৭ নম্বরের লিখিতমতে নিশ্চেষ্ট স্মৃতি পুনশ্চেষ্টাশীল হইতে ত্বগিন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান যে আবশ্যক ও অভিজ্ঞানকে যে উদ্বোধক বলে তাহা ৫৪ নম্বরে বলা হইয়াছে। সেই উদ্বোধক বিজ্ঞান দ্বারা বিচার করিলে প্রমাণ হয় যে স্থূল দেহের ন্যায় জীব নূতন বস্তু † নহেন। তিনি পুরাতন, এই হেতু পূর্ব্ব স্থূল দেহের আহারাদি কার্য্যের নিশ্চেষ্ট

† জগতি বস্তুর্দ্বয়ং ভাবোঽভাবশ্চ। ইতি ন্যায় দর্শনে।
ভাবঃ পদার্থোধর্ম্মঃস্যাৎ সত্ত্বং তত্ত্বঞ্চ বস্তুচ। ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ

স্মৃতি, উদ্বোধক বিজ্ঞানদ্বারা বর্ত্তমানে নবজাত শিশুর লাভ হইতেছে। অর্থাৎ—নবজাত শিশুর নবস্থূলদেহাধিষ্ঠিত পুরাতন জীবের পূর্ব্ব দেহের অনুষ্ঠিত আহারাদি কার্য্যের যে স্মৃতি নিশ্চেষ্ট ছিল, বর্ত্তমানে শিশুর এই নবদেহের গলদেশাদিস্থিত ত্বগিন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞানদ্বারা সেই পূর্ব্ব স্মৃতি উদ্বোধিত হইতেছে। জীবজাতিমধ্যে প্রত্যেকটী জীবেরই, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সপ্তবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান অজস্র সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই জন্য, তাহার সংস্কার (অপূর্ব্ব) জীবে থাকিয়া যায়। অর্থাৎ—জীবের প্রত্যেকটী কৃতকার্য্যের স্মৃতি প্রবাহ ও সেই কৃতকার্য্যের ফল (অপূর্ব্ব) লিঙ্গদেহ মধ্যে, এমন এক প্রকার লঘুভাবে সংস্পৃষ্ট থাকে যে, তাহারই ফলে সেই লিঙ্গদেহ স্থূলদেহান্তরগত হইলেও তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। জ্ঞানভাষ্য উহা দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই জন্য অভিজ্ঞানলাভদ্বারা সেই লঘু স্মৃতিটীর প্রবলপ্রবাহ ঘটিতে পারে। অনুমানের সাহায্যে এই ভাবটী গ্রহণ করিতে না পারিলে, পূর্ব্ব স্মৃতিলাভের কারণটী উপলব্ধি করিতে তোমার আর উপায় নাই। কথিত সপ্তবিধকার্য্য এই প্রকার,—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, হর্ষ, বিষাদ ও উদ্যম। যদি এইজীব পুরাতন না হইত (অব্যবহিত পূর্ব্বদেহে আহারাদি কার্য্য করিয়া না আসিত) তবে, মনুষ্যাদির উপদেশ ভিন্ন অভিজ্ঞান দ্বারা কথিত সপ্তবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান শিশু স্বয়ং লাভ করিতেপারিত না। কারণ, একাধিক জন্মেরপর পূর্ব্ব কার্য্যের স্মৃতি উত্তরোত্তর অত্যধিক লঘু হইতে থাকে, যাহা পরে অভিজ্ঞান দ্বারাও লাভ হয় না। সেইজন্য শিল্প বিষয়ক ও শাস্ত্রীয় প্রভৃতি জ্ঞান প্রত্যেক জন্মের অনুষ্ঠেয় না হওয়ায় তাহা মনুষ্যাদির উপদেশ সাপেক্ষ হয়। পূর্ব্বে ৫৪ নম্বরে তাহা বলা হইয়াছে। শিল্প ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রভৃতি লাভ কেবল মনুষ্যজন্মেরই উপযোগিহেতু অপর পশ্বাদি জন্ম তাহার বাধক হয়। অতএব আহারাদি

সপ্তবিধ কার্য্য প্রত্যেক জীবকর্ত্তৃক প্রতিজন্মে অজস্র অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহার স্মৃতি অপর সর্ব্ববিধ স্মৃতি হইতে প্রবল থাকে। এবং সেইজন্য অভিজ্ঞান লাভদ্বারা নবদেহাধিষ্ঠিত জীবের সেই আহারাদি সপ্তবিধ কার্য্যের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। আর সেই সপ্তবিধ কার্য্য ভিন্ন অপর কার্য্যের স্মৃতি মনুষ্যের উপদেশে মনুষ্যেরই লাভ হয়।

(৬৭)

তাহার উদাহরণ এই প্রকার — মনে কর শ্যাম নামে এক ব্যক্তির এই মুহূর্ত্তে একটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই দুগ্ধ পান করিতে পারিল। এইস্থলে দুগ্ধটুক গলাধঃকরণের প্রণালী শিশুকে কেহ উপদেশ করে নাই। শিশু স্বয়ং সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিল। তুমি অবশ্য জান, তোমার মুখমধ্যে কেহ দুগ্ধাদি প্রদান করিলেও যদি তুমি তাহা স্বয়ং গলাধঃকরণের প্রণালী অবলম্বন না কর, তবে সেই দুগ্ধটুকু তোমার উদরস্থ হয় না। এই প্রকার গলাধঃকরণের প্রণালী অবলম্বন করিতে প্রত্যেক জীবেরই স্বাধীনতা আছে। অতএব সদ্যঃপ্রসূত শিশুর গলাধঃকরণের প্রণালী শিশু স্বয়ং অবলম্বন করিতেছে দেখিয়া তাহার পূর্ব্ব দেহে এই প্রণালীটীর অনুষ্ঠানে সে অভ্যস্ত ছিল বলিতে হইবে। যেহেতু তাহার গলদেশগত ত্বগিন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান বা উদ্বোধক ব্যতীত অপরের নিকট এই শিশু গলাধঃকরণের প্রণালীটি উপদেশ পায় নাই। যদি বল শিশু মাতৃগর্ভে আহারাদি করিয়া তাহার উপদেশ পাইয়াছিল। তবে বক্তব্য যে মাতৃগর্ভেও শিশুর দেহ নূতন, কদাপি পুরাতন নহে। তদবস্থায় তাহার নবদেহেরন্যায় আত্মাও নবহইলে মনুষ্যের কোনও উপদেশ লাভ না করিয়া কিরূপে এই গলাধঃ করণের প্রণালীটী (সঙ্কেতটী) শিশু স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে পারিল? তোমাকে যদি কেহ বলে, এই

স্থূলকায় বালকটী দিবাভোজন করে না, তবে তোমার বোধ হইবে সে অবশ্যই রাত্রিতে ভোজন করে। কেন না, আহার ব্যতীত শারীরিক স্থূলত্ব থাকিতে পারে না। যে প্রকার আহার ব্যতীত শারীরিক স্থূলত্ব থাকে না, সেই প্রকার নব আত্মা উপদেশ ব্যতীত কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারে না, এই প্রকার বোধ তোমার মধ্যে উদ্ভব না হইয়া পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে এই নবজাত শিশুতে আহারাদি গ্রহণের পূর্ব্বসংস্কার আছে। তাহাহইলেই তাহার আত্মা পুরাতনরূপে স্বীকার্য্য হইল। আত্মাকে পুরাতন স্বীকার করিলেই জন্মান্তর স্বীকার করা হয়। বিশেষকথা এইযে চার্ব্বাকের চতুর্ভূত সংযোগে চৈতন্যোৎপত্তির উক্তিটী পূর্ব্বে অপ্রস্তুত হওয়ায় (৬৪ নম্বরে খণ্ডিত হওয়ায়) ঐ উক্তিটী তোমার কোন সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেছেনা। সুতরাং জীবেব জন্মান্তর যে অবশ্যম্ভাবি তাহা সপ্রমাণ হইতে পারিল। পরন্তু মাতৃগর্ব্ভেও শিশু স্বীয় মুখদ্বারা পানাহার করে না। তখন শিশুর নাভি নাড়ী মাতার আহার্য্যবস্তুর রস আকর্ষণ করিয়া শিশুকে বর্দ্ধিত করে। সুতরাং গলাধঃকরণের প্রণালীটি শিশু তখনও উপদেশ পায় নাই। অথচ শিশু সেই প্রণালীরই অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছে।

অতএব এই মুহূর্ত্তে জাত এই শিশুটীকে অপরের কোন সাহায্য না লইয়া স্বয়ং স্তন্য পানাদির অনুষ্ঠান করিতে দর্শন করায় তাহার আত্মাযে পুরাতন তাহা অনুমান প্রমাণেই বোধগম্য হয়। এই প্রকার অনুমান স্বভাবতঃই হয়, উহা মনুষ্য-বুদ্ধির স্বভাব বা মনুষ্যের প্রতি ঐশী শক্তির বল। তুমি স্বার্থের জন্য বা স্বমত পোষণ প্রভৃত্তির জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন তথাপি প্রকৃতিবিরূদ্ধ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ অসমর্থ। বাস্তবিকপক্ষে এই শিশুর গলদেশগত ত্বগিন্দ্রিয়াদিতে আহার্য্যবস্তুগুলি সংলগ্ন হওয়ায় ঐ ত্বগিন্দ্রিয় অভিজ্ঞান বা উদ্বোধকরূপে শিশুর নবদেহাধিষ্ঠিত পুরাতন

আত্মার পূর্ব্বকার্য্যের স্মৃতিকে চেষ্টাশীল করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত উদ্বোধক লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত কার্য্যান্তর দ্বারা সেই স্মৃতি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে (৫৭ নম্বরে) উহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তোমাকে পূর্ব্বে বলাহইয়াছে যে, সূক্ষ্ম ত্বগিন্দ্রিয়াদি লিঙ্গদেহে অবস্থিতি করে,—স্থূলদেহ লিঙ্গদেহগত সূক্ষ্মইন্দ্রিয়শক্তি প্রকাশের দ্বার—জীব লিঙ্গদেহের আত্মারূপে (চালকরূপে) স্থিত থাকেন—স্থূলদেহ লিঙ্গদেহের আবরণ বা খোসা।

৬৮

গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী মাতার আহার্য্য বস্তুর সার গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ শিশুর পাকস্থলীতে আনয়ন করে। পরে পাকস্থলীর স্বাভাবিক ক্রিয়ানুসারে চলিত হইয়া সেই সার দেহের সর্ব্বত্র পোষণকার্য্য সম্পাদন করে। পাকস্থলীতে দেহের পোষণসামগ্রীর অল্পতা ঘটিলে জীবের ইঙ্গিতে ঐ পাকস্থলীতে এক প্রকার ক্লেশজনক আলোড়ন উপস্থিত হয়। তাহারই নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা হইলে আহার গ্রহণের ইচ্ছা জন্মে। আহারের ইচ্ছা হইলে কোন বস্তু উদরস্থ করিতে প্রবৃত্তি হয়। তখনও জীবের ইঙ্গিতে জিহ্বা ও গলনালী প্রভৃতিতে আহার্য্যবস্তু গ্রহণের জন্য একপ্রকার শক্তির উদ্যম হইতে থাকে। সেই উদ্যমের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর শিশু স্বীয় অধরোষ্ঠ বা অপর কিছু লেহন করিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টাটি কিছু উদরস্থ করার উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। তোমর আপত্তি ভঞ্জনজন্য প্রকাশথাকা আবশ্যকযে জীবজাতির শ্রেণীবিশেষে আহার্য্যবস্তুর শ্রেণীবিভাগ নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু পিতা মাতার শরীরের সারাংশে পুত্রাদির উৎপত্তি হেতু পিত্রাদির রুচি পুত্রাদিতে সংক্রামিত হওয়ায় পুত্রাদির আপাততঃ রুচির তারতম্য ঘটে। কিন্তু যথালাভ পাকযোগ্য দ্রব্যে ক্রমশঃ রুচি জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে জীবন ধারণের ব্যাঘাত ঘটে না। তবে শ্রেষ্ঠ জীব উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে, সেইজন্য

তাহারা তাহা ভোজন করিয়া থাকে। সকল জীবেই উৎকৃষ্টদ্রব্য ভোজনের ইচ্ছা করে। কিন্তু নিকৃষ্টজীব নিকৃষ্টবস্তু ভিন্ন উৎকৃষ্ট বস্তু সহজে লাভ করিতে পারে না। এই জন্য তাহারা নিকৃষ্ট বস্তুই ভোজন করিতে রুচি বোধ করে। ইতিহাসে বর্ণিত আছে প্রতাপ রাজ্যচ্যুত হইয়া দূর্ব্বা নির্ম্মিত রুটী ভোজন করিতেন। এবং দুগ্ধ, ঘৃত ও নিরামিষভোজী যোদ্ধৃপুরুষ বন্দী হইলে ঘোটক, গর্দ্দভ ও কুক্কুরাদির মাংসও ভোজন করিয়া থাকেন। সাধুগণ বৃক্ষের গলিত পত্র বা বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া শরীরধারণ করিতে পারেন। পরন্তু শরীরকে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম রাথার জন্যই আহার করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং তদুপযোগী দ্রব্যই প্রধান আহার্য্য। অনুসন্ধান করিলে এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে যে যাহাকে ভক্ষণ করিলে মনঃ ও দেহ খুব সুস্থ ও কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে। অতএব, গো তৃণ ভোজন করিবে, আর মানব দুগ্ধ, ঘৃত ভোজন করিবে, এই নিয়মে ভোজন দ্রব্য নির্ম্মিত হয় নাই এবং নির্দ্দিষ্টও হয় নাই। ক্ষুধার উৎপীড়নকালে শিশুর মুখগত কিছু হইলেই পূর্ব্ব গলাধঃকরণের স্মৃতি জাগ্রত হয়। তখন গলনালীর ত্বগিন্দ্রিয় ও জিহ্বার ত্বগিন্দ্রিয় ভোজনকার্য্যের জন্য আগ্রহ প্রকাশে আহারকার্য্য সম্পাদন করায়।

৬৯

এই ভোজনকার্য্যের কারণ যদি দেহ হইত, তবে মৃতদেহেরও ভোজনকার্য্য হইতে পারিত। অতএব, তাহার কারণ জীব; জীবের পূর্ব্ব দেহান্তরেও এইরূপে অজস্র ভোজনকার্য্য হওয়ায়ও তাহার সংস্কারটী দৃঢ়তর রূপে থাকায় আহারের জ্ঞান জীবের সর্ব্ববিধ জ্ঞান হইতে প্রবল রহিয়াছে। সেই জ্ঞানটী জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা নিশ্চেষ্ট হইলেও

অভিজ্ঞান প্রাপ্তিমাত্রই পূর্ব্ববৎ প্রবল হইয়া জাগ্রত হয়। ক্ষুধা জন্য যেরূপে আহার গ্রহণ করে, সেইরূপে জীবের ইঙ্গিতে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞানকে দ্বার করিয়া শিশুগণ মোহজন্য নিদ্রা যাইতে পারে। অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর সুখজনককার্য্যে বুদ্ধি নিমগ্ন হইলে মোহ আসিয়া অধিকার করে। মোহ জ্ঞানের অবরোধক; সেইজন্য নিদ্রাকালে § বাহ্যজ্ঞান থাকে না। নবজাত শিশুর সূক্ষ্মদেহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মোহাভিভূত থাকার অভ্যাস ছিল; শিশু সেই পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ নিদ্রা যাইতে পারে। নিদ্রার অভিজ্ঞান নিশ্চেষ্টতা। এইরূপে শিশু ভয়ের তাড়নায় চমকিয়া উঠে। শরীর ধ্বংসের আশঙ্কায় ভয়ের উদ্রেক হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রত্যেকটী দেহের ধ্বংসকালে গুরুতর ক্লেশানুভব হওয়ায় এবং সেই স্মৃতি জীবনের প্রায় প্রত্যেক ঘটনায় উপস্থিত হওয়ায় তাহা আহার নিদ্রার স্মৃতির ন্যায় প্রবল। সেইজন্য তাহা অভিজ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হয়। ভয়ের অভিজ্ঞান বিকট দর্শন ও বিকট শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি। যতপ্রকার ভীতি সঞ্চারের সম্ভাবনা হইতে পারে, তাহার মূলে শরীর ধ্বংসের আশঙ্কাই আসে। চিন্তা করিয়া দেখ, নবজাত শিশুর নবদেহ বর্ত্তমান আছে সুতরাং দেহধ্বংসের সময় সুখ কি দুঃখ, তাহা এখনও শিশু সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত; অত্রাবস্থায় শিশুর শরীর ধ্বংসের আশঙ্কা জন্মে কেন? পূর্ব্ব শরীরের ধ্বংসজন্য এই ভয় হইলে দেহের মধ্যে চৈতন্যাত্মক একটী জীব

§ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানাবস্থা জাগ্রদবস্থা।

ইন্দ্রিয়াজন্য বিষয় গোচরাঽপরোক্ষান্তঃকরণ বৃত্ত্যবস্থা স্বপ্নাবস্থা।

অবিদ্যাগোচরাঽ বিদ্যাবস্থা সুষুপ্তিঃ। সুষুপ্তিকালের অনুভূতি এই প্রকার—সুখমহমস্বাপ্সং নকিঞ্চিদবেদিষং। ইতি বেদান্তপরিভাষা। সুষুপ্তি অর্থে—সুনিদ্রা বা পুরীতৎ নাড়ীতে মনঃসংযোগ জন্য গভীর নিদ্রা; তদবস্থায় দুঃখবোধ থাকে না।

স্বীকার করিতে হইবে। যে হেতু পূর্ব্বে এক জীবেরই চৈতন্য ধর্ম্ম প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পরন্তু সেই জীব যে পুরাতন তাহাও প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অত্রাবস্থায় পুরাতন জীবের সংস্কার ভিন্ন নবদেহের ঐ সকল সংস্কার বা অভ্যাস অসম্ভব। পরন্তু দেহের চৈতন্য না থাকায় দেহের বোধও জন্মিতে পারে না। এইরূপে জীবের জন্মান্তর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া উঠে। বাস্তবিক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীর ধ্বংসে যে অসহনীয় ক্লেশ হইয়াছিল, বিকট দর্শন ও বিকট শব্দ শ্রবণ করিলেই শরীর ধ্বংসের সেই স্মৃতি উদ্ভব হয়, তাহাতে শিশুর ভয় জন্মে এবং ভয় জন্য শিশু চমকিয়া উঠে। যদিচ শরীর ধ্বংসের অনুপযোগী বহুবিধ ক্লেশের কারণ হইতে পারে, তথাপি মৃত্যুজন্য ক্লেশ সর্ব্ববিধ ক্লেশ হইতে গুরুতর ও অপরিহার্য্য হেতু বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম্মে সেই গুরুতর ও অপরিহার্য্য বিষয়কেই সর্ব্বাগ্রে নিশ্চয় করে এবং তাহাতে শিশুর ভয় হয়। অবশ্য নবজাত শিশুর মৈথুন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মৈথুনের জ্ঞান যে শিশুতে বর্ত্তমান আছে, তাহা শিশুর শিশ্ন সংস্পর্শ করিলেই অনুভূত হয়। শিশুর শিশ্ন স্পর্শেন্দ্রিয়ের সংযোগে বর্দ্ধিত ও উত্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গো, মেষ প্রভৃতির শাবক প্রসব দিবসেই মৈথুনের উপক্রম করে। এবং বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যাদি ও অপরের উপদেশ ব্যতীত আহার নিদ্রার ন্যায় মৈথুন কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিতে পারে। অতএব মৈথুনেরও স্মৃতি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ লাভ হয়। মৈথুনের অভিজ্ঞান রমণী সংস্পর্শ প্রভৃতি শিশুর কয়েকটী স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জন্য প্রকৃত ভাবে মৈথুনকার্য্য শিশুতে প্রকাশ হইতেছে না। এই সকল কারণে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের জ্ঞান যে জন্মান্তরীয় কার্য্যের সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। প্রতিজন্মে এই সকল কার্য্যের অজস্র অনুষ্ঠান থাকায় অপর সর্ব্ববিধ কার্য্যের জ্ঞান হইতে এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যের জ্ঞান প্রবল থাকে। সেইজন্য

সেই স্মৃতি কার্য্যান্তরে ঢাকা পড়িয়া থাকিলে ও অভিজ্ঞান লাভ করিলেই সচেষ্ট হয় বা জাগ্রত হয়। আর বিদ্যাভ্যাস ও শিল্পাদির অভ্যাস প্রভৃতি প্রতি জন্মে অনুষ্ঠান না হওয়ায় তাহার স্মৃতিসংশ্রব অত্যধিক লঘু হয়। সেইজন্য মনুষ্যের উপদেশে মনুশ্য ভিন্ন অপর জীব তাহা লাভ করিতে পারেনা। বলা আবশ্যক নিজকে রক্ষা ও অন্যকে আক্রমণ এবং আহারাদি ঈপ্সিতবিষয় লাভ করিতে জীবগণ উদ্যমের অভিলাষ করে। আহারাদি ইচ্ছামত লাভ করিতে পারিলে হর্ষ প্রকাশ করে। এবং তাহার বিপরীত ঘটিলে জীবে বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং হর্ষ বিষাদ ও উদ্যম এই তিনটী আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনেরই অনুবর্ত্তী হইয়া, প্রকাশ পায়। অতএব আহার, নিদ্রা, ভয়, ও মৈথুন এবং তদনুবর্ত্তী হর্ষ বিষাদ ও উদ্যম এই সপ্তবিধ কার্য্য প্রতিজন্মে অজস্র অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহার পূর্ব্বস্মৃতি লিঙ্গদেহস্থিত জীবে সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। এবং অভিজ্ঞান প্রাপ্তহইলে সেই স্মৃতি সহজেই জাগ্রত হয়। এইজন্য ঋষিরা বলেন "আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভি র্নরাণাং" এই কয়টী জ্ঞান পশ্বাদির মধ্যে ও মনুষ্যাদির মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই উদ্বোধক বিজ্ঞান দ্বারা জীবের জন্মান্তর সপ্রমাণ হইতে পারিল। ক্রোধ বিষাদ হইতেই উৎপন্ন হয়, অপ্রসঙ্গ হেতু এইস্থলে তাহার বর্ণনা করা হইল না। তদ্বিষয়ে "কর্ম্মযোগ প্রকাশ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৭০)

এই স্থলে ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গোতম বলেন, পূর্ব্বের অভ্যাস ভিন্ন জীবের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। এবং শরীর ব্যতীত অভ্যাস ও হইতে পারে না। অতএব, ভূমিষ্ট মাত্র শিশুর আহারের প্রবৃত্তি দেখিয়া শিশুগত জীবাত্মার পূর্ব্বেও যে শরীর গ্রহণ হইয়াছিল, তাহার অনুমান হইতে পারে। পূর্ব্বদেহে ক্ষুধা বোধ হইলে আহার গ্রহণ করিলেই যে

সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত, সেই অভ্যাসের স্মৃতি নবজাত শিশুর আত্মায় জাগ্রত হওয়ায় আহার গ্রহণ করিতে শিশুর প্রবৃত্তি জন্মে। যদি বল, গুণ সমন্বিত হইয়াই দ্রব্য উৎপন্ন হয়। যেমন গুণযুক্ত চুম্বক স্বভাবতঃই অয়স্কান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সেই প্রকার শিশুর নরদেহ গুণসমম্বত হেতু আহারাদির প্রবৃত্তি জন্মে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চুম্বক প্রভৃতি জড় পদার্থের উৎপত্তি সময়ে যাহাতে যে প্রকার গুণ বিন্যস্ত থাকে তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত হয়। সেই গুণের প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি নাই, উহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। চুম্বক যখনই অয়স্কান্তের সমীপবর্ত্তী হয়, তখনই তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু শিশুর তেমন অবস্থা নহে, শিশুর অপ্রবৃত্তি থাকাও দেখা যায়। শিশুর আহার গ্রহণের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা জন্মিতেছে না। ক্ষুধা বোধ না হইলে আহার্য্য সামগ্রী (দুগ্ধাদি) তাহার মুখে প্রদান করিলেও অপ্রবৃত্তি হেতু তাহা গলাধঃ করণ করে-না। কাজেই শিশুর ভোজন কার্য্যটী প্রবৃত্তি মূলক বটে; সেই প্রবৃত্তিটী চৈতন্যময় জীবেরই শক্তি; উহা জড়গুণের স্বভাব নহে। অতএব শিশুর জড়দেহে চৈতন্যময় ও পুরাতন এক জীবাত্মার সত্ত্বা থাকা সপ্রমাণ হইতে পারিল। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,

দেহিনোস্মিন্‌যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥

অর্থ, কৌমার, যৌবন ও জরা (বৃদ্ধত্ব) প্রাপ্তির ন্যায়, জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। তাহা অনিবার্য্য হেতু ধীরব্যক্তি তদ্বিষয়ে মুহ্যমান হয়েন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ "মিঃহক্ সলি" ভগবদ্গীতার এই অর্থটীর সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন "দৈহিক উপাদান পরমাণু প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ঐ উপাদান পরমাণু প্রতি সপ্তমবর্ষে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া নব পরমাণুতে দেহ গঠিত হয়। ঐ প্রকার

দৈহিক কার্য্যের চালক চৈতন্যময় এক সূক্ষ্ম পদার্থ দেহ মধ্যে আছেন।" অতএব সর্ব্বশ্রেণীর মহাত্মগণ সমস্বরে বলিতেছেন দৈহিক কার্য্যের চালক এক স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন। আমাদের মতে, সেই সূক্ষ্ম ও অব্যয়ের দেহান্তর পরিগ্রহণই জন্মান্তর; এই স্থলে তত্ত্বদর্শী দধীচি ও বলিতেছেন—

স্থাবরং লক্ষ বিংশত্যা জলজা নব লক্ষকাঃ।
ক্রিমিজা রুদ্র লক্ষঞ্চ পঞ্চ লক্ষঞ্চ বানরাঃ॥
পশুজা রুদ্র লক্ষঞ্চ ত্রিংশ ল্লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
ততশ্চ মানবো জাতঃ কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে॥
শূদ্রাণাঞ্চ শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণ স্তদনন্তরং।
উত্তমঞ্চোত্তমং প্রাপ্য আত্মানং যোন তারয়েৎ॥
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাং।

(মহাভারতে)

অর্থ—যখন দেবগণ দধীচির অস্থি প্রার্থনা করিলেন তখনও দধীচি সম্পূর্ণ আত্মত্রাণ করিতে পারেন নাই। তদবস্থায় পূর্ণ আত্মত্রাণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণদেহ ত্যাগ করিতে শোকযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ দেহের উৎকর্ষ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—স্থাবর জন্ম বিশ লক্ষবার, জলচর জন্ম নয়লক্ষ বার, ক্রিমি জন্ম এগার লক্ষবার, বানর জন্ম পাঁচলক্ষ বার, পশুজন্ম নয়লক্ষ বার, পক্ষিজন্ম ত্রিশলক্ষ বার। এই হইল চৌরাশী লক্ষবার জন্ম গ্রহণ! জীব এই সকল যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরে মোক্ষের সোপানরূপ কুৎসিত মানব (চণ্ডাল ও গার কুকী প্রভৃতি) জন্ম দুই লক্ষ বার লাভ করে। তৎপর একশতবার শূদ্র জন্ম লাভ হয়। তৎপর ব্রাহ্মণ সংজ্ঞার অন্তর্গত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুইটী উত্তম জন্ম গ্রহণ করে। তৎপর উত্তমের উত্তম পূর্ণ ব্রহ্মতেজোযুক্ত ব্রাহ্মণজন্ম লাভ হয়। এই

অত্যুত্তম ব্রাহ্মণদেহ লাভ হইলে নিজকে ত্রাণ করিতে (মুক্তিলাভ করিতে) আত্মা সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়। কিন্তু নিজকে ত্রাণ করা তদবস্থায়ও কর্ম্মসাধ্য বটে ; এই প্রকার ব্রাহ্মণ দেহ লাভ করিয়া আত্ম ত্রাণের উপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানের চেষ্টা যিনি না করেন, তিনি আত্মঘাতী ; কাজেই তিনি নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরূপি যাতনা ভোগ করিতে থাকেন। তত্ত্বদর্শী দধীচির এই উক্তিতে জীবের জন্মান্তর আছে, ইহা সপ্রমাণ হইল। তৎপর সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ তন্ত্রে, মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"চতুরশীতি লক্ষস্য শরীরস্থ শরীরিণাং।
ভ্রমণং কুরুতে জীব স্ততো মোক্ষস্থ ভাজনং॥
এতন্মধ্যে মহাজ্ঞানং যদিস্যা দ্বীর বন্দিতে।
তদামোক্ষ মবাপ্নোতি ভ্রমণং কস্য বা ভবেৎ॥"

অর্থ— মহাদেব কহিলেন, হে বীর বন্দিতে! জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মোক্ষ লাভের উপযোগি দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্য জন্মের মধ্যে কেহ সৌভাগ্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিলে তাঁহার আর যোনি ভ্রমণ হয় না। তিনি তখন কৈবল্য মোক্ষ লাভ করেন।

মহারুদ্রের এই উক্তিতেও জীবের যে জন্মান্তর আছে, তাহা প্রসমাণ হইল। তৎপর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জীবের যে জন্মান্তর আছে, তাহার বিষয় বহু বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, বৎস! যাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্মময়, যাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁহারা ব্রাহ্মাণ্ডিক সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি স্বচক্ষে দর্শন করতঃ অজ্ঞজনগণের হিতার্থ গ্রন্থকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের উক্তিতেও যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তবে তুমি নিতান্তই ভাগ্যহীন। তাহা হইলে তদবস্থায় তোমার নিজের মনকে শোধন না করিয়া তাঁহাদিগের মতখণ্ডনেরজন্য বা অনার্য্যমতের পোষণ জন্য

চেষ্টা করায় তোমার একান্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে। এই অবস্থায় আর্য্য বিধানগুলি শিরোধার্য্য করিয়া তোমার অশুদ্ধ মনের শোধন করা প্রয়োজন। এবং তাহার প্রথমে আপন আপন বর্ণাচার বিধানে নিত্য, নৈমিত্তিককর্ম্মে, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাকর্ম্মে দৃঢ়ব্রত হওয়া বিধেয়; কদাচ তাহা ত্যাগ করিয়া নীচ হইতেও নীচে গমনের উপায়স্বরূপ ঐ সকল প্রগল্‌ভতা করা বিধেয় নহে। এই বিষয়ে "কুসুমাঞ্জলি" অতি সুন্দর উপদেশ করিয়াছেন; কুসুমাঞ্জলি ন্যায় দর্শনের একটী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কুসুমাঞ্জলি বলেন,—

পর লোকেপি সন্দেহে কুর্য্যুঃকর্ম্মাণি মানবাঃ।
নাস্তিচে ন্নহি নো দোষ রস্তিচেন্নাস্তিকো হতঃ॥

অর্থ,—পরলোক আছে কি নাই এই প্রকার সন্দেহ ঘটিলেও (নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা) কর্ম্ম করিবে। কারণ, পরলোক না থাকিলে এই সকল কৃতকর্ম্মের জন্য কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা নাই। আর, যদি পরলোক থাকে তবে, ঐ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মলোপজন্য নাস্তিকের অব্যাহিত থাকিবে না। অপর ঋষিরাও বলিয়াছেন—

(৭১)

"আহার নিদ্রাভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভি র্নারাণাং।

অর্থ,—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞান মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গাদির মধ্যে সমানভাবে অবস্থিত আছে। কেবল সেই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হওয়ায় মানব অশেষবিধ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে সংসার সাগরে ভাসমান হইয়া, অর্থ, বিত্ত, পুত্র, পতি পত্নী ও বিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি লাভ করিয়াও কেহ শান্তির শীতল কক্ষে যাইতে পারিতেছে না। অতএব, পশু, পতঙ্গাদিও যাহা লাভ করিতে

পারে সেই সামান্য জ্ঞান লইয়া তুমি অশান্তিকেই যদি শান্তি বোধ কর, তবে তোমার মনুষ্যোচিত বিশেষত্ব আর কি রহিল? তুমি ম্লেচ্ছাদির ভাষায় শিক্ষিত হইয়া কতকগুলি অর্থ উপার্জ্জন করিলে, বা মানুষকে কারাবদ্ধ করিতে ক্ষমতা লাভ করিলে তাহাতে তোমার আত্মোন্নতির পথ করিষ্কার হইল কৈ? তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও পার্থিব ক্ষমতা পৃথিবীতেই থাকে। কেবল ঐ সকল কুপ্রবৃত্তির সংস্কার সঙ্গেগিয়া পরে সেই কার্য্যের প্রতিফলে দুঃখ ভোগ করায়। অতএব, আপন অভ্যন্তর হইতে তেজের বিকাশ করতঃ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য (অবিনশ্বর ক্ষমতা) লাভ করিয়া আত্মত্রাণে দৃঢ়ব্রত হও। তাহা না করিলে মনুষ্যের বিশেষত্ব রক্ষার আর উপায় নাই। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনা § ত্মানং নাত্মান মবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

অর্থ—বিবেক যুক্ত (আত্মা অনাত্মার বিচারযুক্ত) ব্যক্তি শোধিত মনঃদ্বারা আত্মাকে (নিজকে) সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার করিবে। বিষয়াসক্তি শূন্য আত্মাই আত্মার (নিজের) বন্ধু। আর, মনের বিষয়াসক্তি যুক্ত আত্মা নিজের শত্রু বটে। অতএব, হে বৎস! তুমি এখনও আত্মত্রাণে কৃত নিশ্চিত হও। ক্রমে বিষয় লালসা ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হও, পূর্ব্বাচার্য্য

§ "উদ্ধরেদাত্মনা" এই আত্মন্ শব্দটী মনের বাচক। মনের অপর নাম ভূতাত্মাহেতু ভগবান্ আত্মন্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা মনুসংহিতায় প্রকাশ আছে। সেইটী এই প্রকয়ে—

যোহিসর্ব্বং কারয়তি তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
যঃ করোতিতু কর্ম্মাণি ভূতাত্মা সৈবচোচ্যতে॥

গণের অনুবর্ত্তী হইয়া তুমি জ্ঞানামৃত সঞ্চয় কর। তোমাকে তত্ত্বদর্শিগণের উক্তি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ' জ্ঞান অর্থে, তুমি কদাচ "অপত্যংমে, কলত্রংমে, ধনংমে, বান্ধকাশ্চমে" এইরূপ জ্ঞান বুঝিবে না। এই সকল জ্ঞানকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানরূপে পরিজ্ঞাত হও। তুমি তত্ত্বদর্শি প্রদর্শিত "৬৫ নম্বরের টিপ্পনীর মতে" জ্ঞান অর্থে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে গ্রহণ কর। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভের পূর্ব্বে আপন আপন বর্ণাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার সহিত নিজের মনঃশুদ্ধি সম্পাদন কর। মনঃশুদ্ধি সম্পাদন হইলে, শাস্ত্র বিচারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপজাত হইবে, তাহাদ্বারা জীবের জন্মান্তর যে অবশ্যম্ভাবি তাহার বোধ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইবে। সাধুগণ বলেন,—

যার সাধনাই কর ভাই।
মন সাধনাই আগে চাই॥
শত্রু মিত্র একই মন।
বলিয়াছেন ঋষিগণ॥
শত্রু বটে শোধন ছাড়া।
মিত্র হয় যার শুদ্ধি করা॥
মনটী যার না বশে রয়।
তপ জপ* তার কিছু নয়॥

মনের শুদ্ধি কর যদি।
পার হবে রে ভবনদী॥
যম নিয়মের অনুষ্ঠানে।
জপ মন্ত্র তারিধ্যানে॥
ধর্ম্ম গ্রন্থ তার সহ।
পড় রে ভাই প্রত্যহ॥
বিষয়েতে যুদ্ধি ছাড়।
মনঃশুদ্ধি যদি কর।

এতে হলে মনঃশুদ্ধি।
ইচ্ছা মত পরে সিদ্ধি॥
ত্রাটক আর প্রাণায়াম।
দেহ ভেদে সাধে কাম॥

---

* এই স্থলে "কিছু নয়" অর্থে অত্যল্প ফল প্রদ।

"জড়ত্ব আপেক্ষিক।"

শিষ্য—জ্ঞান ও চৈতন্য ধর্ম্ম দেহে যদি নাই।
মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ে তাহা আছেত গোসাঞি॥
মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় হতে জ্ঞানের বিকাশ।
চৈতন্যস্বভাব তারা এইত বিশ্বাস॥

গুরু—না, তাহাদের জ্ঞান বা চৈতন্য কিছুই নাই। কারণ, তাহারা আশ্রিত, ব্যাপ্য ও বিনাশ ধর্ম্মশীল বস্তু; আর জ্ঞান ও চৈতন্য একই বস্তু বটেন; চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক এবং অবিনাশ শীল। যে হেতু, জীবের মুক্তির অবস্থায় মনঃ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কাজেই উহারা বিনাশ ধর্ম্মশীল। আর জীব অবিনাশী ও অব্যয় এই হেতু তিনি বর্ত্তমান থাকেন। মুক্তির অবস্থায় জীবের মায়া বন্ধন মাত্র খসিয়া পড়ে, তাঁহার স্বরূপের কিছুই বিপর্য্যয় ঘটে না। বলা বাহুল্য যে তখন অভিমান চূর্ণীকৃত হওয়ায় মনঃ প্রাণ প্রভৃতি স্ব স্ব কারণে (জীবে) লীন হইয়া যায়। সুতরাং জীব তখন পরমরূপে নিজেই পরিণত হন্; পরন্তু মনঃ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জীবের আশ্রিত ও ব্যাপ্য হেতু জীব অপেক্ষায় তাহারা ক্ষুদ্র বস্তু। আর জীব আশ্রয়, ব্যাপক ও চৈতন্যময় বটেন। কাজেই মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জীবাত্মা অপেক্ষায় জড়ও বলিতে হইবে। জীবের ইঙ্গিত ব্যতীত মনঃ প্রাণাদির কিছুই কৃতিত্ব নাই। মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতিও করণ। ইন্দ্রিয়গণ জীবের চৈতন্যে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে। মনঃ অপর দশবিধ ইন্দ্রিয়কে দ্বার স্বরূপে গ্রহণ করিয়া বাহিরের বস্তুকে লাভ করতঃ পরে জীব মনের বশীভূত হইয়া ঐ বাহিরের বস্তু বোধ করেন। বিশেষতঃ "অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎ পদ্যতে মনঃ" ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী।

সুতরাং প্রাণ, মনঃ প্রভৃতি জীবের অনুবর্ত্তী এবং তাহারা জীব আপেক্ষায় জড়। জড়ত্ব সর্ব্বত্রই আপেক্ষিক বলিতে হইবে। অনুসন্ধান করিলে, ধূলি কণাটীও চৈতন্যযুক্ত বোধ হয়। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলি যে স্বয়ং চৈতন্য যুক্ত নহে, এবং জীব চৈতন্যে তাহারা কার্য্যক্ষম হয়, তাহার উদাহরণ এই প্রকার,—মনেকর, রাম, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিল। তদনুসারে সে দর্শণ ও শ্রবণ করিতে পারিত। পরে তাহার চক্ষুঃ ও কর্ণেন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু সে পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিল ও শ্রবণ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি রামের এখনও বিনষ্ট হয় নাই। এই অবস্থায় বোধহয় যে যদি চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান ও চৈতন্য থাকিত, তবে সেই চক্ষু কর্ণাদি বিনাশের সহিত পূর্ব্ব দর্শনেরও শ্রবনের স্মৃতিও বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। কদাচ রাম সেই পূর্ব্ব দর্শনের ও শ্রবনের বিষয় স্মরণ করিতে পারিত না। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বস্তু দর্শন করিয়া তাহার গঠন ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির যেরূপ বোধ রামের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল এবং যে বিষয়টী শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থানুভব ও মাধুর্য্য প্রভৃতির বোধ যেরূপ হইয়াছিল, চক্ষুঃ, কর্ণ বিনাশের পর রামের পূর্ব্ববৎ অনুভব হইতে পারিত না। যে হেতু কারণটী ধ্বংস হইলে কার্য্যোপন্ন হয় না। প্রকৃত পক্ষে সে চক্ষুঃ কর্ণ বিনাশের পরেও পূর্ব্বের সেই দর্শন শ্রবনের অনুভব করিতে পারিতেছে। এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যিনি (রামের যে জীব) সেই দর্শন ও শ্রবণের বিষয়টী অনুভব করিয়াছিলেন এখনও তিনি (রামের সেই জীব) তাহার স্মরণ করিতে পারিতেছেন। কখনও এরূপ হইতে পরেনা যে, অনুভব করিলেন গোপীনাথ আর স্মরণ করিতেছেন যজ্ঞেশ্বর। স্মরণ ও অনুভবের সামানাধিকরণ্য হেতু পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধ। অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান ও চৈতন্য ধর্ম্ম নাই। জ্ঞান ও চৈতন্যধর্ম্মযুক্ত দেহাভ্যন্তরে জীব নামে স্বতন্ত্র কেহ বর্ত্তমান আছেন। এইরূপ অনুমান

তোমার না হইয়া পারে না। এই গেল প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কথা॥ তৎপর মনের * কথা বলা হইতেছে।

(টিপ্পনী)।

মনস্তত্ত্ব

* মনঃ অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ; কার্য্যগুলি যাহাদ্বারা কৃত হয় তাহাকে করণ বলে। এই হেতু মনঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইহাদিগের নাম অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ অর্থে, অন্তরের করণ। মনকে একাদশ ইন্দ্রিয়ও বলে। উনি দশেন্দ্রিয়ের প্রভু। মহাভারতে দ্বৈপায়ন অন্তঃকরণ বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার,—

মনো বুদ্ধিরহঙ্কার শ্চিত্তং করণ মান্তরং।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়াত্মমী॥

অর্থ—মনের স্বভাব সংশয়, বুদ্ধির স্বভাব নিশ্চয়, অহঙ্কারের স্বভাব গর্ব্ব, চিত্তের স্বভাব স্মরণ। ইহারা অন্তরের করণ। বেদান্তসার বলেন—"মনো নাম সংকল্প বিকল্পান্তঃকরণ বৃত্তি।" মনের বৃত্তি সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক বা সংশয়; এই কর্ম্ম করিব কি করিব না। ইহা প্রকৃত কি অপকৃত; মনের এই প্রকার বৃত্তি। এই বৃত্তিকে প্রণায়াম বা ত্রাটক অথবা ধ্যানের সহিত মন্ত্রজপ প্রভৃতি অবলম্বনে লোপ করিয়া দিলেই মনের শোধন সম্পাদিত হয়। ধ্যান ও প্রাণায়ামাদি কার্য্য অসংযমীর ফলপ্রদ হয় না। সেই জন্য যম, নিয়মে থাকিয়া ধ্যানাদি করিতে হইবে। একমাত্র শুদ্ধীকৃত মনঃই ধর্ম্মকার্য্যের সম্বল। অশুদ্ধ মনঃ লইয়া কোটি কোটি ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার ফল কোটি অংশের একাংশ; অর্থাৎ মনঃ যতক্ষণ কৃত কার্য্যের মর্ম্মানুভব করে, ততক্ষণেরই ফল লাভ হয়। অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে মনের শুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন; "বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়ান্তঃকরণ বৃত্তিঃ অর্থ—বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয় করা। অর্থাৎ ভাল, মন্দ, সত্তা, অভাব প্রভৃতি

বুদ্ধি নিশ্চয় করেন। মনঃ যেমন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বাহিরের বিষয়গুলি গ্রহণ করেন, সেই প্রকার বুদ্ধিও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বাহিরের বিষয়গুলি গ্রহণ করেন। এই বুদ্ধিকে বেদ (শ্রুতি) জ্ঞান জননী বলিয়াছেন, এই বুদ্ধি সাত্বিকী, রাজসী, ও তামসী ভেদে তিনপ্রকার। যথা—ভগবদ্গীতা—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃসা সার্থ সাত্বিকী।

অর্থ—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বন্ধন, মোক্ষ, কার্য্য, অকার্য্য প্রভৃতি যাহাদ্বারা নিশ্চয় হয়, তাহার নাম সাত্বিকী বুদ্ধি।

যয়া ধর্ম্ম মধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেবচ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥

অর্থ—যে বুদ্ধি, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, অকার্য্য প্রভৃতিকে যথাযথরূপে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, অযথাবৎ নিশ্চয় করে, তাহার নাম রাজসী বুদ্ধি। যেমন নিষ্কামকর্ম্মে রাজসবুদ্ধি যথাযথবৎ রসজ্ঞ না হইয়া সকাম কর্ম্মকেই প্রকৃত কর্ম্ম মনে করে।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃত্তা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থতামসী।

অর্থ—যে বুদ্ধি ধর্ম্মকে অধর্ম্মরূপে বোধ করে এবং তজ্জন্য শাস্ত্রীয় বিষয়কে বিপরীতরূপে জানে, তাহাকে তামসীবুদ্ধি বলে।

"অহঙ্কারো নাম অভিমানাত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তি;"

অর্থ—অহঙ্কারকে অভিমান বলে।

"চিত্তংনাম অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তিঃ"

অনুসন্ধান স্বভাবকে চিত্ত বলে। এইরূপে অন্তঃকরণের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিকে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে কথিত হয়। এই

চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণের বৃত্তিমধ্যে মনোবৃত্তি সর্ব্ব প্রধান বটে; যথা ভগবদ্গীতা "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" ইন্দ্রিয়গণমধ্যে আমি মনঃ। মহাভারতের মোক্ষাধ্যায়াদিতে মনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন হইয়াছে। তাহা এই প্রকার,—

"তন্মনঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং ষণ্ণাং প্রধানং"

অর্থ—বুদ্ধীন্দ্রিয় ছয়টীর মধ্যে, মনঃই প্রধান। বুদ্ধীন্দ্রিয় কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন,—

মনঃ কর্ণৌ তথা নেত্রে রসনা ত্বক্‌চ নাসিকে।
বুদ্ধীন্দ্রিয় মিতিপ্রাহুঃ শব্দ কোষ বিচারিণা॥

অর্থ—কর্ণ, নেত্র, নাসিকা, রসনা, ত্বক ও মনঃ, ইহাদিগকে বুদ্ধীন্দ্রিয় বলে। এখন মনের স্বরূপ বলা হইতেছে,—

"ইদম্ বায়বীয় পরমাণু স্বরূপং। তস্য প্রকাশ স্বভাবঃ অহংতত্ত্বস্য সত্ত্বগুণাদুৎপত্তিঃ। ইতি শিরোমণিঃ।

অর্থ—মনঃ অহং তত্ত্বের সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন; উনি বায়বীয় পরমাণুস্বরূপ, উনি প্রকাশ স্বভাব। উনি স্থূল চক্ষুর দৃশ্য নহেন। আরও বলা হইতেছে—

"অনিরূপ্য মদৃশ্যঞ্চ জ্ঞান ভেদং মনঃ স্মৃতং"

অর্থ—মনের রূপ নিরূপণযোগ্য নহে, দৃশ্য নহে, উনি জ্ঞানের ভেদ জনক বটেন। ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে। "তচ্চ, গর্ত্তস্থস্য সপ্তমে মাসি জায়তে" মনঃ, গর্ত্তস্থ দেহে সপ্তম মাসে প্রকাশিত হন। মনের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আরও বর্ণনা হইতেছে

মনো মহামতি ব্রহ্মা পূর্ব্ব বুদ্ধিঃ খ্যাতীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা সম্বিৎচিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপাঠ্যতে॥

(ইতি মহাভারতে মোক্ষাধ্যায়ে)

(টিপ্পনী সমাপ্ত)

মনঃ ও স্বয়ং জ্ঞান অথবা চৈতন্য ধর্ম্মাত্মক নহেন। কারণ মনঃও ব্যাপ্য; কদাচ তিনি ব্যাপক নহেন এবং তিনিও জীবের আশ্রিত বটেন। এক আত্মা (পরমাত্মা) যে প্রকার এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপক সেইপ্রকার প্রত্যেকটী জীব প্রত্যেকটী দেহের ব্যাপক বটেন। দর্শন বলিতেছেন,—

"বিষয়েষু মনঃ-সংযোগো জ্ঞান সামান্যে কারণং"

অর্থ,—মনঃই মহামতি ব্রহ্মা, পূর্ব্ববুদ্ধি, খ্যাতীশ্বর, প্রজ্ঞা, সম্বিৎ, চিতি, স্মৃতি। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে এইপ্রকার পাঠ করেন। তাহার পর মনের গুণ বলা হইতেছে—

ধৈর্য্যোপপত্তী বক্তিশ্চ বিসর্গঃ কল্পনা ক্ষমা।
সদসচ্চাশুতা চৈব মনসো নব বৈ গুণাঃ॥

এই শ্লোকের ঋষিব্যাখ্যানুসারে বঙ্গার্থ এইপ্রকার,—ধৈর্য্য, উপপত্তি, বক্তি অর্থে—স্মরণ, বিসর্গ অর্থে—বিপরীত সর্গ অর্থাৎ ভ্রান্তি, কল্পনা অর্থে—মনোরথবৃত্তি, ক্ষমা, সৎ অর্থে—বৈরাগ্যাদি, অসৎ অর্থে—রাগ-দ্বেষাদি, আশুতা অর্থে—অস্থিরত্ব। অতএব মনের গুণ, ধৈর্য্য, উপপত্তি, স্মরণ, ভ্রান্তি, মনোরথ, ক্ষমা, বৈরাগ্যাদি, রাগদ্বেষাদি ও অস্থিরত্ব। উনি বন্ধন ও মোক্ষ এই উভয়েরই হেতু। বিষ্ণুপুরাণ তাহাই বলিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণের উক্তি এইপ্রকার,—

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়া সঙ্গি মুক্তে র্নির্ব্বিষয়ং তথা॥

অর্থ,—মনুষ্যাদির মনঃই বন্ধনের কারণ এবং মনঃই মোক্ষের হেতু; বিষয়াসক্ত মনঃই বন্ধনের কারণ হন। আর নির্ব্বিষয়ি মনঃ মোক্ষের হেতু হন। তৎপর মনের কামাঙ্গি প্রভৃতি বহুবিধ বৃত্তিশাস্ত্রে নির্ণয় হইয়াছে। স্থানাভাব হেতু এই স্থলে তাহা প্রদত্ত হইল না।

অর্থ,—বিষয়ে মনের সংযোগরূপ যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই জীবকে বিষয়-টীর বোধ করায়। কাজেই মনঃ সেই বিষয় বোধের নিমিত্ত কারণ মাত্র, কদাচ তিনি বিষয় বোধের কর্ত্তা নহেন। বিষয়টীর বোদ্ধা জীব; সুতরাং জীব স্বাধীন আর মনঃ জীবের অধীন বটে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনঃ ব্যাপ্য, জীব ব্যাপক। মনঃ যদি ব্যাপক বস্তু হইত,তবে যে সময়ে মনঃ চক্ষু-রিন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া দর্শনের বিষয়টী গ্রহণ করিয়াছিল সেই সময়ে কর্ণে-ন্দ্রিয়কেও দ্বার করিয়া শ্রবণের বিষয়টীকে গ্রহণ করিতে পারিত। তাহা দ্বারা দর্শনও শ্রবণের জ্ঞান একসময়ে বোধগম্য হইতে পারিত। কিন্তু মনঃ যে একসময়ে দুইটী বিষয়ে সংযুক্ত হইতে পারেনা, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। অতএব, মনঃ ব্যাপ্য আর জীবব্যাপক ; কাজেই মনঃ আশ্রিত এবং এক দেশবর্ত্তি ; পরন্তু তিনি বোদ্ধা নহেন, তাহা অনুমিত হইতে পারিল। দার্শ-নিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন—জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চ, পঞ্চবায়ু, মনঃ, বুদ্ধি,অহঙ্কার, চিত্ত, ইহারা জীব অপেক্ষায় জড়। সুতরাং তাহারা ব্যাপ্য ও আশ্রিত। যেহেতু জীব চৈতন্যে, উহারা চৈতন্যযুক্ত হইয়া, দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। পরন্তু মনঃ ও বুদ্ধ্যাদির চৈতন্য থাকিলেও তাহা তাহাদিগের নিজস্ব নহে। উহা জীব হইতেই লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যে জড়ত্ব সর্ব্বত্রই আপেক্ষিক। প্রকৃতপক্ষে একেবারেই জড়, এরূপ কিছুই বর্ত্তমান নাই। অনুসন্ধান করিলে ন্যূনাধিক ক্রমে সর্ব্বত্রই চৈতন্য বর্ত্তমান আছে। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, তাহা প্রমাণ করিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন।

জন্মান্তর প্রত্যক্ষে বাঙ্গালী বাবু।

শিষ্য,—মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ে কভু চেতন্যত্ব নাই।
চৈতন্য স্বরূপ জীব বুঝেছি গোসাঞিঁ॥
আহার্য্য গ্রহণ করে পূর্ব্বস্মৃতি বলে।
নবজাত শিশুগণ জননীর কোলে॥
অবশ্য প্রমাণ তাহে হ'ল জন্মান্তর।
তবে কেন পূর্ব্বস্মৃতি জাগে না অপর?
আগে কেবা ছিল মাতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা।
জীবন ভরিয়া যার মনে ছিল কথা॥
ভুলিনাই জীবনেতে এক পল তরে।
এবে কেন তা সবাকে জাগে না অন্তরে?

গুরু,—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অব্যবহিত পূর্ব্ব জন্মের অভ্যস্ত বিষয়ের কোন অভিজ্ঞান লাভ করিলে, সর্ব্বত্রই পূর্ব্বস্মৃতি লাভ হইতে পারে। কিন্তু বাবা! পূর্ব্বজন্মের বাড়ী,ঘর, পিতা, পুত্র প্রভৃতি যে কোথায় পড়ে, তাহা প্রায়শঃ কাহারও দর্শন হয়না। এই বিষয় একটী সুন্দর উপাখ্যান আমি অবগত আছি। আমাকে সেই উপাখ্যানটী পশ্চিম প্রদেশের এক সাধু বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর! নোয়াখালী জিলার একটী ভদ্রলোক, বর্দ্ধমান রাজষ্টেটে কার্য্য করিতেন। তিনি অধিক মাহিয়ানা পাইয়া উন্নতপদে গোরক্ষপুরের রাজষ্টেটে চলিয়া যান। তখন তাঁহার বয়স তেত্রিশ পূর্ণ হয় নাই। ভদ্রলোকটী গোরক্ষপুর উপস্থিতির মাস দুই পরেই তত্রত্য কোন এক অবস্থাপন্ন বাড়ীতে বিবাহ

ঘটে। ঐ অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকটী রাজসরকারের আশ্রিত। সেইজন্য সেই বিবাহে বাঙ্গালীবাবুরও অপরাপর রাজকর্ম্মচারীর নিমন্ত্রণ হয়। নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বাঙ্গালী বাবু ও অপর কয়েকজন কর্ম্মচারী বিবাহ বাড়ী উপস্থিত হন। নিমন্ত্রিতদিগকে আগত দর্শন করিয়া তত্রত্য কয়েকটী ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। এবং আগত ভদ্রলোক-গণকে বৈঠকখানায় নিয়া গেলেন। বঙ্গীয় ভদ্রলোকটী বিবাহ বাড়ীতে প্রবেশ করার পরক্ষণেই, তাঁহার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবনায় তাঁহার মনঃ ক্রমে অতল চিন্তাসলিলে মগ্ন হইতে লাগিল। অভ্যর্থনাকারিগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সময় সময় যত কথা বলিলেন, তিনি তাহার একটীরও কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বৈঠকখানার দালানে প্রবেশ করিয়া একটু এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিক্ষেপ করতঃ বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ ও চিন্তামগ্ন রহিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা হইয়াছিল, তিনি তাহা শ্রবণ করেন নাই। অনেকক্ষণ পর বঙ্গীয় বাবু বাড়ীর কর্ত্তাকে (বরের পিতাকে) আহ্বান করেন। কর্ত্তা তাঁহার নিকটে আসিলে বঙ্গীয় বাবু কহিলেন, মহাশয়! এই বৈঠকখানায় এইদিকে (উত্তর দিক্ দেখাইয়া দিলেন) ভগবান সূর্য্যদেবের একখানা স্বর্ণ প্রতিমা ছিল না? কর্ত্তা উত্তর করিলেন, "হাঁ, ছিল, আমার পিতামহাশয় সেই প্রতিমা খুব খাটি স্বর্ণে ও ভাল কারুকর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও সেই প্রতিমা অনেক দিন ছিল। আমার বয়স যখন দশ কি এগার—তখন আমার মাতা সেই প্রতিমা বিক্রয় করেন। তখন আমাদের বড়ই অর্থকষ্ট ঘটিয়াছিল।" বঙ্গীয় বাবু কহিলেন, "কেন! আপনার পিতা যে অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন!" কর্ত্তা উত্তর করিলেন, এইরূপ লোকে বলে বটে; স্থানান্তরে রাখিয়া ছিলেন কি না তাহা জানি না। আমরা তাঁহার কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। ঘরেও

টাকাকড়ি অধিক ছিলনা। বাবু কহিলেন, এই বাড়ীতে নারায়ণের যে মন্দির ছিল, বোধ হয় তাহা ভগ্ন হয় নাই। কর্ত্তা কহিলেন—না, ভগ্ন হয় নাই, তবে একটু পুরাতন শ্রী ধরিয়াছে। বাবু কহিলেন, ঐ নারায়ণের মন্দিরের অব্যবহিত উত্তরে প্রাচীরের মধ্যে যে উপবন আছে, তাহাতে একটী তমালবৃক্ষ আছে না? কর্ত্তা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,কৈ, না! বাবু কহিলেন আহা! তবে আপনার শৈশবকালে উহা কেহ কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে আপনার বড়ই ক্ষতির কারণ হইয়াছে, ঐ বৃক্ষের নীচেইত টাকাগুলি ছিল! কর্ত্তা উত্তর করিলেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই জ্ঞাত নহি, আপনি অভিপ্রায় করিলে আমার গর্ভধারিণী মহাশয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে পারি। বাবু কহিলেন, তবে তাহাই করুন। টাকার প্রলোভনেই হউক আর ভদ্রলোকের অনুরোধেই হউক, বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার বৃদ্ধা মাতার নিকটে চলিয়া গেলেন। তখন কর্ত্তার বয়স পঁয়ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে। কিঞ্চিৎ পরেই বাড়ীর কর্ত্তা বঙ্গীয় বাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হাঁ! তমাল বৃক্ষ ছিল বটে; কিন্তু অনেক দিন হইল বজ্রপাত হইয়া সেই বৃক্ষটী মারা গিয়াছে। মাতা বলিলেন, তখন আমি খুব ছোট। তিনি আরও বলিলেন, পিতামহাশয় যে একজন প্রসিদ্ধ ধনবান্ ছিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু আমরা তাঁহার ধন প্রাপ্ত হই নাই। আমি যখন গর্ভস্থ ছিলাম তখন পিতামহাশয় হঠাৎ মারা যান, কিছুই বলিয়া যাইতে পারেন নাই। মাতামহাশয়া খুব অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি অত্যন্ত উপকৃতা হইবেন। বঙ্গীয় বাবু তখনই সেই পঞ্চাশদ্ বর্ষীয়া বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং বৃদ্ধাকে কহিলেন, আপনার পতিমহাশয় পরলোক গমনের প্রায় পঁচিশ দিন পূর্ব্বে আপনার বাম উরুতে একটা ব্রণ হইয়া সেই ঘা টা নালী ধরার উপক্রম

করিয়াছিল। সেই দুষ্ট রোগ হইতে সহজেই কি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন? বৃদ্ধা কহিলেন, আপনি এই সকল তত্ত্ব কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? মহাশয় কি কোন সিদ্ধ পুরুষ? না জ্যোতির্ব্বিদ্? অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে প্রকাশ করুন, নচেৎ আমার বিস্ময়াকুল চিত্ত কিছুতেই শান্ত হইতেছেনা। বঙ্গীয় বাবু কহিলেন, আমার সিদ্ধি সাধনা কিছুই নাই এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রও অধ্যয়ন করি নাই। এই বাড়ী ঘর ও আপনার অবয়ব দর্শন করিয়া ক্রমে পূর্ব্বস্মৃতি লাভের ন্যায় আমার অভ্যন্তরে কতকগুলি বিষয় ক্রমে জাগ্রত হইতেছে। এইস্থানে যেন আমি কোন সময়ে বাস করিয়াছি এবং কোন কোন কার্য্য নির্ব্বাহও করিয়াছি,এইরূপ মনে হইতেছে। আমি আর কিছুই বলিতে পারিবনা, আমার চিত্ত সমধিক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চিত্ত যে-ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কোন কঠিন রোগ শীঘ্রই যে প্রকাশ পাইবে তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি এখনই বাসায় চলিয়া যাইব। তমালবৃক্ষের নীচের স্থানটী স্থির করিয়া একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা ও পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া লইবেন। এই বলিয়া বাবু গাত্রোত্থান করা মাত্র বৃদ্ধা ত্রস্ত পদে বাবুর সম্মুখস্থ হইয়া কহিলেন, একটু দাঁড়ান—এই বলিয়া স্বীয় মস্তক বাবুর পদতলে বিন্যস্ত করিলেন। বাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন এ কি! এ কি! আপনি বৃদ্ধা আর আমি যুবক, প্রণাম কেন? এই বলিয়া সরিয়া গেলেন। বৃদ্ধা অগত্যা উত্থিত হইয়া করপুটে ও তৃষিতনেত্রে কহিলেন, আমার যত কিছু অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করিবেন কি? বাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, ভগবানের নিকট বলুন! মানুষ কি কিছু করিতে পারে? মানুষ কর্ম্ম ভোগের জন্য আসে, কর্ম্মাবসানে চলিয়া যায়। অবস্থিতির যে সম্বন্ধ তাহা পথিকের সহিত পথিকের সম্বন্ধবৎ জানিবেন। এই বলিয়া বাবু ত্রস্ত পদে বাহির হইতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃদ্ধা ও বৃদ্ধার পুত্র অগ্রসর

হইয়া বহু অনুরোধ করিয়া কহিলেন, এখানে অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে আমরা আপনার শুশ্রূষা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি। পরন্তু এথাকার চিকিৎসকগণও প্রশংসিত বটেন। বাবু ঐ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই বাসায় চলিয়া গেলন। বৃদ্ধা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুত্রকে সেই তমালবৃক্ষের নীচের স্থানটী নিশ্চয় করিয়া দিলেন। এবং তদনুসারে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা ও পাঁচ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা .প্রাপ্ত হইলেন। এবং বিবাহের পর বৃদ্ধা ঐ ধনগুলি সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। তৎপর, পুত্রকে কহিলেন—তুমি রাজধানীতে গিয়া সেই ভদ্রলোকটীকে বলিও তাঁহার উপদেশ মতে সেই বিনষ্ট তমালবৃক্ষের নীচে ধনগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং তাহা আমি সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। একভাগ আমার ব্রতানুষ্ঠান ও তীর্থ ভ্রমণাদির জন্য আমি রাখিয়াছি, আর একভাগ তোমার সংসার চালনার সৌকর্য্যার্থ তোমাকে দিয়াছি,অপর ভাগ তাঁহার জন্য পাঠাইলাম। তৎপর বলিবে, ধন সমস্তই আপনার বটে; আপনি বলিলে সমস্ত ধনই পাঠাইয়া দিব। আরও বলিও তিনি আর একবার আমাকে দর্শন দিলে কৃতার্থতালাভ করিতে পারি। বর্ত্তমানে তিনি সুস্থ হইয়াছেন কি না তাহারও অনুসন্ধান করিও। পরদিন বৃদ্ধার পুত্র রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন রাজ-কর্ম্মচারীর নিকটে জ্ঞাত হইলেন, বঙ্গীয় বাবু কিছু বিকৃত মনাঃ হইয়া ছয় মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই দেশে চলিয়া যাইবেন। বৃদ্ধার পুত্র বঙ্গীয় বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধার প্রদত্ত অর্থগুলি প্রদান করিলেন। এবং বৃদ্ধার ও তাঁহার নিজের প্রার্থনা নিবেদন. করিলেন। বঙ্গীয় বাবু কথা শ্রবণ করিয়া একটু বিরক্তির সহিত কহিলেন, আর না! ও সব নিয়া এথানে থাকা সঙ্গত নয়, শীঘ্র চলিয়া যান। এই বলিয়া বাবু নিজেই স্থানান্তরে

চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধার পুত্র অগত্যা প্রণত হইয়া অর্থগুলি সহ চলিয়া আসিলেন। ক্রমে বাড়ী আসিয়া বাবুর উক্তি ও ব্যবহার মাতাকে নিবেদন করিলেন ও অর্থগুলি মাতার নিকটে রাখিয়া দিলেন। বৃদ্ধা বহু যত্নে চিত্তের ব্যাকুলতা সংবরণ করিয়া নীরবে রহিলেন। কিছুদিন পরে বৃদ্ধা প্রভৃতি সকলে জ্ঞাত হইলেন, বাবু তাঁহার বঙ্গীয় জীবনের স্ত্রী পুত্রদিগকে দেশে পাঠাইয়া তিনি কএক দিন পরে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে দেশে যান নাই, তাহা তাঁহার বাড়ীর চিঠিতে জানা গিয়াছে। বৎস! পূর্ব্ব জন্মের স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী, ঘর, আত্মীয়, পরিজন ও পরিচিত দ্রব্যাদি প্রভৃতি কাহার কোথায় পড়ে, অনেক স্থলেই তাহার নিশ্চয় করা যায় না, অনেক স্থলে মানুষ দেবতা হইয়া ঊর্দ্ধস্থলে চলিয়া যায় ও কেহ কেহ পশ্বাদি দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কাজেই অভিজ্ঞানের (উদ্বোধকের) অভাবে সে সকল কিছুই স্মৃতিতে জাগ্রত হইতে পারে না। বৎস! পূর্ব্ব জন্মে এই বঙ্গীয় বাবু পশ্চিমা বাবু ছিলেন। তিনি এই ইষ্টকালয়ে বাস করিতেন, এই বাড়ীর অধিকাংশ ঘরই তিনি নিজে প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। সূর্য্য প্রতিমা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বৈঠকখানায় বসিতেন। বৃদ্ধা তাঁহারই পূর্ব্ব জন্মের স্ত্রী ছিলেন; বৃদ্ধার পুত্র তাঁহারই ঔরসজাত পুত্র। পুত্রকে গর্ভে রাখিয়া তিনি মারা গেলে, কয়েক মাস পরেই পুত্রটী জন্মগ্রহণ করে। আর তিনি পরলোক ভ্রমণের পর বঙ্গীয় বাবু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পূর্ব্ব-জন্মের পুত্রটী অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেন। যখন তিনি মারা যান, তখন এই বৃদ্ধার বয়স পনর বৎসর অতীত হইয়াছিল। বিবাহ উপলক্ষে বাবু তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের বাড়ী, ঘর ও পত্নীকে অভিজ্ঞানরূপে (উদ্বোধকরূপে) লাভ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কতিপয় সুষুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারিয়াছিল। আর যাহাদের পূর্ব্বজন্মের কোন অভিজ্ঞান লাভ হয় না, তাহাদের পূর্ব্বজন্মের বিষয় কিছুই স্মরণ হইতে পারে না। অতএব, এইপ্রকার সত্য অনুভব করিলে জীবের জন্মান্তর যে অবশ্যম্ভাবি তাহা অধিক করিয়া বলিতে হয় না।

(৭৪)

শিষ্য,—স্বভাবতঃ পূর্ব্ব জন্ম বিবরণ সব।
কাহার ও কি হয় নাই কভু অনুভব?
পূর্ব্ব জন্ম কথা মনে থাকিলে সবার।
মরি কি! সুন্দর তবে হইত সংসার॥

গুরু,—পূর্ব্ব জন্মের সব কথাও মনে থাকে বটে; কিন্তু তদবস্থায় সংসার থাকে না। কারণ তখন সংসার বন্ধন ছিঁড়িয়া জীব মুক্ত হয় বা আপন স্বাধীনতা লাভ করে। কাজেই তখন তাহারা আর সংসার কারার অধিবাসী থাকে না। এই স্থলে শাস্ত্রকারগণ সংসার শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তোমাকে তাহাই বলিতেছি। প্রামাণ্য গাদাধরী টীপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে,—

"সংসারশ্চ মিথ্যাধী প্রভবা বাসনা"

অর্থ,—মিথ্যা বা ভ্রম বুদ্ধির প্রভাবে যে বাসনা জন্মে তাহার নাম সংসার। এই স্থলে নৈয়ায়িক বলেন,—

"মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনা সংসারঃ"

কলাপ টীকাতে গোপীনাথ বলিয়াছেন,—

"স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধঃ শরীর পরিগ্রহঃ সংসারঃ"

অর্থ—সকাম কর্ম্মে ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে যে অদৃষ্ট, বা অপূর্ব্ব জন্মে সেই অপূর্ব্বদ্বারা শরীর পরিগ্রহ হয়, তাহার নামই সংসার। সর্ব্বত্রই বাসনা বিশিষ্ট কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর গ্রহণ হইয়া থাকে। যখন বাসনা ক্ষীণ হয়, তখনই সংসারে বিরক্তি বোধ আসে। যাহাদের সেই বাসনা সমধিক ক্ষীণ হইয়াছে, তাহারা মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া গৃহবাস ছাড়িয়া

ছুটে। বৎস! তাহারাই উন্নতাত্মা; উন্নতাত্মাদিগকে জাতিস্মর ও বলে। বসুদেবের পুত্র জাতিস্মর ছিলেন, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মাত্রই বলিয়াছিলেন, 'আমাকে শীঘ্র নন্দালয়ে রাখিয়া আসুন'। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অবিদ্যাজয়ী ছিলেন। অবিদ্যা বা মায়াবন্ধনে অবশ হইয়া জীবের ভ্রম জন্মে। জীব ভ্রমে পতিত হইয়া পূর্ব্ব-জন্মের বিষয় বিস্মৃত হয় এবং ইহজন্মের উদ্দেশ্য যে কর্ম্ম কলাপ সেই কর্ম্ম কলাপে ভুল করিয়া থাকে। সংসারে এমনই একটী মোহিনী শক্তি বিরাজিত আছেন যে সংসারধর্ম্ম পরায়ণ বা কামনা-শীলগণ কিছুতেই তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারে না। ঘৃতাহুতি যেমন অগ্নিকে নির্ব্বাপিত না করিয়া অধিকতর প্রজ্বলিত করে, তেমনি সংসারের ভোগ ক্রমশঃ ভোগ বাসনাকেই বর্দ্ধিত করে। ভোগের এই স্বভাব বশতঃ ভোগানুবর্ত্তিগণের আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়া যায়। তাহার একটী গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি জীবের উপর অত্যন্ত কৃপাবান্, তবে কেন জীবকে কুপথ হইতে সুপথে ডাকিয়া লও না? কৃষ্ণ এই উক্তি শ্রবণ করিয়া একটু হাস্য করিয়া নীরব রহিলেন। পরে অপরাপর কথা বলিতে বলিতে গাত্রোত্থান করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, দাদা! আসুন, দ্বৈপায়ন হ্রদের তটবর্ত্তী প্রমোদ বন হইতে একটু বেড়াইয়া আসি। অনন্তর উভয়ে সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একখানা মধু চক্র হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু পতিত হইতেছে। তাহার নীচে 'হা' করিয়া এক ব্যক্তি সেই ক্ষরিত মধুবিন্দু একটীর পর অপরটী করিয়া পান করিতেছে। কিন্তু, ব্যক্তিটীর অনতি-দূর হইতে এক ভীষণসর্প মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠির ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ওহে ভদ্র! তোমার পশ্চাদ্ ভাগ হইতে এক ভীষণ সর্প তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, শীঘ্র পলায়ন কর। মধুপানাশায় উদ্ভ্রান্ত ব্যক্তি সে কথা

শ্রবণ করিল না। তৎপর, যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ওহে ভদ্র! তুমি কি বধির? এই ভীষণসর্প তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, শীঘ্র আমার দিকে চলিয়া আস। তখন সেই মধু-লুব্ধ ব্যক্তি অতিধীরতার সহিত কহিল, মহাশয়! একটু অপেক্ষা করুন, আর এক ফোটা—এই পর্যন্ত বলিতেই ভীষণসর্প তাহাকে গ্রাস করিল। আর সে কথাটী শেষ করিতে পারিল না। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, দাদা! সংসারে আর এক ফোটা মধুর ভাবী ফল বুঝিলেন কি? এই প্রকার আর এক ফোটা সংসার মধু প্রত্যাশায় এই মর জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে। আপনি যে প্রকার এই ব্যক্তিকে আপনার দিকে আসিতে আহ্বান করিলেন, সেই প্রকার আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্ব্বদা বিবেক-বাঁশরী বাদন করতঃ আমার দিকে আনিতে আহ্বান করিয়া থাকি। কিন্তু, সাংসারিক মায়া-মুগ্ধগণ আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না। কেহ কেহ আমার দিকে আসিতে ইচ্ছা করিলেও এইরূপ আর এক ফোটা মধুপানের প্রত্যাশায় আসিতে পারে না। যদি বলেন, সংসারের এই প্রকার মায়ামোহ তুমি কেন সৃষ্টি করিলে, তবে তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আমি যদি সমস্তই কেবল অত্যুত্তম ও মঙ্গলজনক পদার্থ সৃজন করিতাম, তবে নিকৃষ্ট ও অশুভকর বিষয়গুলি আমার ঘৃণাস্পদ রূপে স্থিরীকৃত হইত। সুতরাং তাহাতে আমার কিছুতেই পক্ষপাতিত্ব দোষের পরিহার হইতে পারিত না। অতএব আমার "সর্ব্বস্তবতু" এই সার্ব্বভৌমিক ইচ্ছা হইয়াছে। এবং আমার এই প্রকার ইচ্ছায় উৎপন্ন সৃষ্টির সর্ব্বথা বৈষম্য হইয়াছে। এইরূপে সৃষ্টিতে আমি নিরপেক্ষ থাকিতে পারিয়াছি। কিন্তু, আমার ন্যায়নিষ্ঠ ও দয়ার্দ্রচিত্তবশে সৃষ্টির মঙ্গল জন্য ও আত্মার মঙ্গলকামিদিগের ত্রাণ জন্য,আমি সর্ব্বদাই হস্তাবলম্বন দিতে প্রস্তুত থাকি। সেই জন্য আমার সগুণ অবস্থায় (সশক্তিক) অবস্থায় আনিতে

বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি বহুবিধ পথের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। আমার নিরপেক্ষ ভাব রক্ষার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুতে প্রকৃতি নাম্নী আমার শক্তি ক্রিয়া করিতেছেন। এবং তাঁহাদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। ঐ শক্তি প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত থাকিয়া স্বতঃই ক্রিয়া করিতেছেন। সেই মহাশক্তির শক্তি অতিক্রম করিতে আমার শক্তি হয় না। পরন্তু, আমি তাঁহারই শক্তিতে শক্ত হই (সগুণ হইয়া কার্য্য করি) নচেৎ আমি সর্ব্ব কর্ম্মে অসক্ত (নির্গুণ)। ভক্তই শক্তিকে সহায় করিয়া আমাকে জানে (আমাতে প্রবেশ করে) ভক্ত শক্তির তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া জগৎকে একটী শক্তিসমষ্টি জানিয়া বলে,

"কি দিয়ে পূজি গো ব্রহ্মময়ি ?
আমি দেখিনা ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বই।
ব্রহ্মা আদি পরমাণু, সকলি মা তোমার তনু,
তুমি বিনা অন্যবস্তু ব্রহ্মাণ্ডে মা আছে কৈ ?
আশা ছিল হৃদিপুরে, মানসিক উপচারে,
পূজিব তোমারে ভবদারা—
আবার—মনে মনে দেখি ভেবে, সে সকলও তুমি শিবে,
কিছুইত নহে তব ছাড়া—
অহঙ্কারে বলি আমি, আমি ত নাই তুমিই আমি,
বৃথা করি আমি আমি, আমিত নাই তোমা বই।

এইরূপে জগৎকে শক্তি ময় জানিয়া সাধক শক্তির সম শক্তি লাভ করে। তদ্দ্বারা পরে আমাকে সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ নির্গুণ, নিরাকার, আনন্দময় জানিয়া, আমাতে আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। আমার এই শক্তিকে বশীভূত না করিয়া কেহ আমাকে প্রকৃত ভাবে জানিতে বা আমাতে আসিতে পারে না। মোহান্ধগণ এই প্রকৃত পথ ত্যাগ

করিয়া অহংকর্ত্তা রূপে নিজকে নির্ব্বাচন করতঃ আমাতে বহু দোষারোপণে সংসারার্ণবে ভাসমান হইতেছে। এই দুষ্কর মায়ার ভয়ে ভীত হইয়া, শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইতে অনিচ্ছুক হইয়া ছিলেন। শুকদেব যদিও অবিদ্যা মুক্ত জাতিস্মর ছিলেন, তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষায় কাঁচা। সেইজন্য তিনি অবিদ্যার দুর্ব্ব্যহারের আশঙ্কায় ভীত হইয়াছিলেন। সংসারে যাহারা সেই মায়ার ভয়ে ভীত হইয়া ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই প্রকৃত পন্থী। তিনিই সংসার কলেজের উপযুক্ত ছাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, যাহারা জাতিস্মর তাহারাই পূর্ব্ব জন্মের সব কথা স্মরণ রাখিতে পারে। বৎস! তোমাকে এই বিষয় একটী সুন্দর উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা এই প্রকার—মার্কণ্ডেয় মুনি ভীষ্মদেবকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে মহর্ষি সনৎ কুমারের নিকট যে সপ্ত ব্রাহ্মণের কথা শ্রুত হইয়াছিলাম, পরে কুরুক্ষেত্রে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল, তোমাকে তাহারই কথা বলিতেছি। সেই সপ্ত ব্রাহ্মণের নাম বাগ্‌দুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, মস্হন, ও পিতৃবর্ত্তী। ইহারা বহু নীচ জন্ম ভ্রমণের পর কুরুক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে চারিটী ব্যক্তি বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইয়া ছিল। বাগ্‌দুষ্ট প্রভৃতি সপ্ত ব্রাহ্মণ কুশি তনয় বিশ্বামিত্রের পুত্র ও মহর্ষি গর্গের শিষ্য ছিল। উহারা গুরুর গো রক্ষণার্থ বনে গিয়া সেই গো' মধ্যে একটী কপিলা গাভীকে পিতৃ উদ্দেশ্যে প্রোক্ষণ করতঃ বধ করে। এবং গুরুর নিকটে প্রকাশ করে যে কপিলা শ্বাপদ জন্তু কর্ত্তৃক মারা গিয়াছে। গর্গ, শিষ্যের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধ্যান দ্বারা তাহার আর অনুসন্ধান করিলেন না। তৎপর কালক্রমে সেই সপ্তব্রাহ্মণ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পর সেই গুরু বঞ্চনা জন্য তাহারা বলবান্ ও উগ্র স্বভাব হইয়া দশার্ণ নামক স্থানে ব্যাধের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ব্বে কপিলা গাভী দ্বারা ভক্তিতঃ

পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া ছিল সেই পুণ্য, তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনে রক্ষা করিতে জাতিস্মর করিল। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্ম তাহারা ভুলিল না। পরন্তু, ঈশ্বর গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে স্বীয় দুষ্কর্ম্মের কথা স্মরণ করিত এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করিত। তৎপর আয়ুঃক্ষয় হইলে ঐ সপ্ত ব্যাধ কালঞ্জর পর্ব্বতে সপ্তমৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। মৃগ দেহেও মধ্যে মধ্যে দুঃখাতিশয় ঘটিলে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিত। তাহার পর সেই সপ্ত মৃগ, জল বিহারী সপ্ত চক্রবাক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তখনও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী স্মরণ করিয়া মুক্তিলাভের প্রার্থনা করিত। তৎপর, সেই সপ্ত চক্রবাক মানস সরোবরে সপ্ত হংস হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তখনও তাহারা জাতিস্মর ছিল। এবং তখন পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্ম অত্যধিক ক্ষীণ হইয়া ভদ্দিগের হৃদয়ে যোগধর্ম্ম জাগ্রত হইল। একদা বিভ্রাজ নামক নরপতি, অন্তঃপুরচরে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই মানস সরোবরে জল ক্রীড়া জন্য উপস্থিত হন। রাজার সুশ্রী ও প্রশান্ত মূর্ত্তি এবং অপর ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ঐ সপ্ত হংস মধ্যে একটী হংসের ঐ প্রকার একটী রাজা হইতে ইচ্ছা জন্মিল। অপর দুইটী হংসের মন্ত্রিত্ব লাভের ইচ্ছা হইল। হংসগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হংসটী ভ্রাতৃত্রয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত কহিল, কি দুর্ভাগ্য! তোমরা ইচ্ছা করিয়া আবার সুবর্ণ শৃঙ্খল পায় পরিলে? বহু জন্ম পরিভ্রমণ করিয়াও তোমাদিগের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইল না? জ্যেষ্ঠ হংসের এই প্রকার কাতরোক্তি ও ভৎসনা বাক্য শ্রবণ করিয়া কামনাকারি হংস ত্রয়ের অত্যন্ত ভীতি সঞ্চার হইল ও তাহারা অশ্রু-পূর্ণলোচনে জ্যেষ্ঠ হংসকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ! আমাদিগের এখন উপায় কি হইবে? তখন জ্যেষ্ঠ হংস কহিলেন, হে প্রমাদশীল ভ্রাতৃগণ! তোমরা যখন যোগধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া কামনা করিয়াছ, তখন অবশ্যই তাহা তোমরা ভোগ করিবে। অবশ্যই তোমরা

জাতিস্মরত্বে বঞ্চিত হইয়া লালসায় অবশ হইতে হইবে। কামনার সাধর্ম্ম্যই এই প্রকার; তাহাতে আবার এই মানস সরোবরের কামনা! অতএব অবশ্যই এই দেহের অবসানে তোমরা তাহা ভোগ করিবে। অবশ্যই কাম্পিল্য * নগরে তুমি রাজা অনুহের ঔরসে ও তোমরা দুইটী অনুহের মন্ত্রির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবে। তবে তোমাদিগের সাহায্যার্থ বলিতেছি—তুমি রাজ পুত্র হইয়া সমুদয় জীবেরই ভাষা বোধ গম্য করিতে পারিবে। অতঃপর কালক্রমে হংসদেহ ত্যাগ করিয়া কথিত সপ্ত হংসই দেহান্তর গ্রহণ করিলেন। এবং কামনাশীল হংসত্রয় জ্যেষ্ঠ হংসের উক্তি মতে জন্মগ্রহণ করিলেন। কথিত হংসগণের হংস জন্মেই পূর্ব্ব গুরুবঞ্চনা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যোগধর্ম্ম সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু কামনাশীল হংসত্রয়ের কামনাজন্য পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র রূপে সংসার মায়ায় আবদ্ধ হন। হংসত্রয় রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষ বাল্যক্রীড়াদি সমাপনান্তে বয়ঃপ্রাপ্ত হন। এবং রাজপুত্র ব্রহ্মদত্ত নামে কাম্পিল্য নগরে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। যখন তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত ভূস্বামিরূপে সাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে সামর্থ্য লাভ করিলেন, তখন অসিতদেবলের সর্ব্বগুণ সম্পন্না তনয়া শ্রীমতী সন্নীতির পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাপন করেন। ক্রমে তিনি মন্ত্রি পুত্রদ্বয়কেও মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাগণের মনোরঞ্জনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অবশিষ্ট হংসচতুষ্টয় পূর্ব্ববৎ কামনাহীন থাকায় পূর্ব্বমত জাতিস্মরত্ব লইয়া সেই কাম্পিল্য নগরে একদরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এবং যথাকালে তাঁহারা বেদ ও বেদান্তাদি অধ্যয়নে জ্ঞানের প্রকর্ষ লাভ করিয়া

* কাম্পিল্য নগর কুরুক্ষেত্রেরই অন্তর্গত এক নগর বটে;

একদা পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! আমরা সংসারবন্ধনে পতিত না হইয়া বনে গমন করতঃ যোগাবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখন আপনি দয়া করিয়া আজ্ঞাপ্রদান করিলেই কৃতার্থ হইতে পারি। ব্রাহ্মণ পুত্রগণের এই প্রকার মঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তরে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পরীক্ষার জন্য কহিলেন, আমি তোমাদিগকে এতদিন স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া অতিকষ্টে লালন পালন করিয়াছি, তোমরা তাহার প্রতিকার্য্য এইরূপ করিবে? এখন আমার বৃদ্ধকাল উপস্থিত; তোমরা ধার্ম্মিকপুত্র হইলে এ সময়ে আমার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকাই কর্ত্তব্য। কদাচ আমাকে নিরাশ্রয়ে রাখিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। পিতার এই প্রকার বাক্যে দুঃখিত হইয়া পুত্রগণ কাতর স্বরে ও বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, পিতঃ আমরা যে আপনার সেবা পূজা করিতে পারিলাম না, তাহা আমাদিগেরই দুরদৃষ্ট। আপনি জানেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জীবের নিয়তরূপে আশ্রয় থাকিতে কেহই নিরাশ্রয় নহে। আর দয়া করিয়া ইহাও মনে করিতে পারেন, ক্ষুদ্র মানব সকল দিক্ রক্ষা করিতে অক্ষম। সম্প্রতি আমাদিগ হইতে যাহা হইতে পারে না, তাহাও যাহা হইতে হইবে সেই রাজানুগ্রহ আপনাকে আকর্ষণ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া একটী শ্লোক রচনা করিয়া পিতাকে অর্পণ করতঃ বলিলেন, পিতঃ এই শ্লোকটী আমাদিগের রাজা 'ব্রহ্মদত্ত' নিকটে পাঠ করিলে তিনি আপনার প্রার্থনা পূরণ করিবেন। অনন্তর পিতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণে ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিগে রাজা ব্রহ্মদত্ত সহধর্ম্মিণী সহ উপবন ভ্রমণে আসিয়া সহসা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। রাণী এই অস্বাভাবিক হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, ঐ যে ক্ষুদ্র পিপীলিকাটী দেখিতেছ, সে তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে

তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে। রাণী বিরক্তির সহিত কহিলেন, মহারাজ আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। রাজা স্নিগ্ধচারুবচনে কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি সত্যই বলিয়াছি, পিপীলিকা সত্য সত্যই এই কথা বলিয়াছে। সেই অনর্থপূর্ণ ও গর্হিত কথন শ্রবণেই আমার হাস্য হইয়াছে। তুমি জ্ঞাত হও নাই যে, আমি সকল জীবেরই ভাষাবোধ করিয়া থাকি"। তখন রাণী কহিলেন, "তবে আমাকে পিপীলিকার কথা শুনাইতে হইবে"।

রাণীর উক্তি শ্রবণে মহারাজ অনন্যোপায় হইয়া এক সপ্তাহের সময় গ্রহণ করিলেন। সেই সপ্তাহকাল ব্রহ্মদত্ত নারায়ণে চিত্তসমর্পণ করিয়া রহিলেন। সপ্তমদিবসে সেই বিপ্রচতুষ্টয়ের পিতা রাজার নিকটে গিয়া পুত্র লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকটী পাঠ করিলেন। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে॥
তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দূর মধ্বানং যূয়ন্তেভ্যোঽবসীদত॥

শ্লোকটীর অর্থ এই প্রকার,—"যাহারা দশার্ণ নামক স্থানে সপ্তব্যাধ, কালাঞ্জর গিরিতে সপ্ত মৃগ, শরদ্বীপে সপ্ত চক্রবাক, মানস সরোবরে সপ্তহংস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই এখন কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত কাম্পিল্যনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে আমরা ভ্রাতৃচতুষ্টয় বেদ-পারগ এই ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, বহুদূর পথ অতিক্রম করিতে পারিলাম। তোমরা ভ্রাতৃত্রয়, আমাদের অপেক্ষায় অনেক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ"। ব্রাহ্মণের মুখে এই শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া রাজার ও মন্ত্রিদ্বয়ের পূর্ব্ব কাহিনী স্মৃতিতে জাগ্রত হইল। সেই স্মৃতি তাঁহাদিগকে এত

অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজিত করিয়াছিল যে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। এইস্থলে এই শ্লোকটী তাহাদিগের অভিজ্ঞানরূপে (উদ্বোধকরূপে) পূর্ব্ব স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়াছে। মূর্চ্ছার পর তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ভ্রাতৃচতুষ্টয় আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা আপন আপন শ্রেয়োলাভের জন্য বনগমন করিয়াছেন। যদিচ এই শ্লোক দ্বারা তাঁহারা আমাদিগের নিশ্চেষ্ট স্মৃতির উদ্বোধন করিয়াছেন, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই উপদেশ আপনা হইতেই লাভ করিয়াছি। অতএব আপনি আমাদের গুরু। অতঃপর ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থ, বিত্ত, প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। এবং রাজা ও মন্ত্রীদ্বয় ব্রাহ্মণের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পন্থানুসরণ করিলেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, জীবের জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবি এবং বিষয়াসক্তিদ্বারা মানুষের বুদ্ধি চঞ্চল হইলে পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয়। সেইজন্য মহারাজ ব্রহ্মদত্তের ও তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়ের পূর্ব্বজাতি স্মরত্ব বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে শ্লোকটী অভিজ্ঞান স্বরূপে উপদেশ করিলে তাঁহাদের পূর্ব্ব স্মৃতি পুনরুদ্বুদ্ধ হইতে পারিয়াছিল। আর অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিষয়ে অনাসক্তিহেতু পূর্ব্ব জন্মের সমুদয় স্মৃতি অচলভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং আত্মত্রাণ কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাঁহারা আপনা হইতেই বনগমন্ করিতে পারিয়াছেন। বৎস! তুমি পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতিলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে এখন হইতে প্রচুর আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় কর। সর্ব্ববিধ সংযম অভ্যস্ত কর, তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে মনে রাখিও 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' মানুষের কর্ম্মেতেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে অধিকার নাই। অতএব অনধিকার স্থলের চর্চ্চা সর্ব্বত্রই দোষজনক বটে; এবং স্বেচ্ছাচারভাব ভগবানের প্রীতিজনক নহে। সেইজন্য তুমি সর্ব্বদা নিজকে তাঁহার অধীনে রাখিয়া সুখে দুঃখে সন্তুষ্ট থাক। তিনি কৃপাবান্ যথাসময়ে তাঁহার

কৃপাবারির অবশ্যই বর্ষণ হইবে। তিনি আকাঙ্ক্ষাহীন সাধুদিগের অত্যন্তরূপে দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। তুমি শাস্ত্রীয় ফলশ্রুতিগুলি অদূরদর্শিগণের ঐশ্বরিক কার্য্যানুষ্ঠানের রোচক মনে করিও। তুমি নিশ্চয় রাখিও কামনা বন্ধনের কারণ হয়। আর নিষ্কাম কর্ম্ম মাত্রই মুক্তির হেতু হয়। অতএব, তুমি ভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিয়া অত্যন্তরূপে দুঃখের নিবৃত্তি করতঃ নিত্যসুখের অধিকার গ্রহণ কর। বৎস! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জীবের বিশেষণগুলি অভিনয়। সুতরাং "তুমি আমি" শব্দগুলি অভিমানী জীব কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়, তুমি সম্পূর্ণরূপে এখন জীবের সহিত দেহের যেটুক্ প্রভেদ আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। অর্থাৎ দেহের যে, কোন কার্য্যকরী শক্তিনাই ও তাহা যে জড়; আর জীব চৈতন্যময় এবং মনঃবুদ্ধি প্রভৃতিও যে জীবচৈতন্যে চৈতন্যযুক্ত হয়, তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান তুমি লাভ করিয়াছ, অতএব জীবের জন্মান্তর যে অবশ্যম্ভাবি তদ্বিষয়ে তোমায় সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে।

শিষ্য,—জীবকে দেখিতে বুঝি কার সাধ্য নাই।
লিঙ্গদেহ কেহ কভু দেখে কি গোসাঞিঁ ?

গুরু,—বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ক্রমে তাহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। লিঙ্গদেহই স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, জীব লিঙ্গদেহ হইতেও সূক্ষ্ম; সুতরাং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় গুলি তদনুরূপ সূক্ষ্ম হইলে মানুষ জীবকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারে। জীবের দর্শনকেই আত্মদর্শন বলে। এই আত্মদর্শন অত্যন্ত পবিত্র আত্মারই ঘটিয়া থাকে। লিঙ্গদেহ জীব অপেক্ষায় স্থূল হইলেও স্থূল ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় সূক্ষ্ম বটে। সেইজন্য তদনুরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবাত্মাও মানুষের প্রত্যক্ষ হয়। সর্ব্বত্রই সংযম ও ঈশ্বরানুরাগের প্রাবল্যে বুদ্ধি মন, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। সংযম অর্থে, পবিত্র আহার, পবিত্র

আলোচনা ও বাক্‌সংযম, মনঃসংযম, এবং শরীরসংযম প্রভৃতিকে বুঝায়। অর্থাৎ ইহাদিগকে নিয়মিত করার নাম সংযম। যে দ্রব্য ভোজন করিলে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় গুলি সূক্ষ্ম, শান্ত ও শক্তিমান্ থাকে, তাহার নাম পবিত্রাহার। তৎপর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও পরনিন্দা, পিশুনতা, কৌটিল্য, হিংসা প্রভৃতিকে দূরে ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম, নির্ভীক, নিরহঙ্কার, ক্ষমাশীল, দয়াবান্, এবং পরহিতৈষী স্বভাব, গঠন করা প্রয়োজন। তৎপর আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার প্রভৃতি অভ্যস্ত হওয়ার পর, যে সমাধি অবস্থা আসিবে, সেই সমাধি সময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দেহের ও জীবাত্মার বাহ্যাভ্যন্তর পর্য্যন্ত দর্শন করিবে এবং তৎপর স্বয়ং ব্রহ্মময়কেও তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। যদিও বর্ত্তমানে উন্নত মনুষ্যগণ ন্যূনাধিকক্রমে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজকে শক্তিশালী করার প্রণালী জ্ঞাত হইয়াছেন, তথাপি তাহা হিন্দু গ্রন্থেই অনাদিকাল হইতে বিশেষরূপে নিবদ্ধ হইয়া আছে। অপরেরা যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ও হিন্দুদিগেরই নিজস্ব বটে; কথিত প্রণালীতে গঠিত হইয়া, আমেরিকা প্রদেশবাসী একদল উন্নত মনুষ্য, অনেক দিন হইতে প্রতিভা লাভ করিয়াছেন। সেই দলের এক ডাক্তার জীবাত্মার স্বরূপ ও জীবাত্মার স্থূল দেহ হইতে গমন প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করতঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর মধ্যে বর্ত্তমান সময়েও সেই ডাক্তার অপেক্ষায় অধিক সূক্ষ্মদর্শি ব্যক্তি আছেন এবং ব্রহ্মবিদ্যার লিথক প্রভৃতি উন্নতাত্মগণ তাঁহাদিগের পরিচয় দিতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তোমরা বিদেশী সভ্যের উক্তি ব্যতীত কোন বিষয় কিছুই বিশ্বাস করিতে পার না। সেই-জন্য আমেরিকার সুসভ্য ডাক্তার জ্যাক্‌সনের উক্তিটী তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমেরিকার বোষ্টননিবাসি ডাক্তার ডেবিস্ জ্যাক্‌সন্, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ হইয়া, নিত্যানুসন্ধানে, মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য

আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে ডাক্তার অর্থে, চিকিৎসক নহে, সম্মানিত ব্যক্তি। জ্যাকসন এস্থলে লিখিয়াছেন, "আমি জনৈক ভদ্র মহিলার মৃত্যুকাল নিশ্চয় করিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহার মৃত্যুর ঠিক সময় জানিতে পারিলাম না। কিন্তু, তাঁহার যে চারি মাস মধ্যে মৃত্যু হইবে তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম। এই রমণীর বয়স প্রায় ষাইট বৎসর। পরে বৃদ্ধার মৃত্যু কালের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। মৃত্যুর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে আমি এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাবে রহিয়াছিলাম। ভগবানের কৃপায় ও শিক্ষকের (গুরুর) অনুগ্রহে বৃদ্ধার দেহে এক ঘণ্টার মধ্যে আমি তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা আনিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা আনয়নের কারণ,আমার নিজের উৎসাহ ও বৃদ্ধার সদ্ব্যবহার। আমি তাঁহার সদ্ব্যবহারে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি প্রফুল্লনয়নে দর্শন করিতাম। তিনি জানিতেন না যে, মৃত্যু সময়ের চিন্তনীয় অবস্থা মতে জন্মান্তর লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু, তাঁহার ধারণা ছিল যে, পাপসন্তপ্ত আত্মার মৃত্যু জন্য ক্লেশ ও পুনর্জন্ম কৃতকর্ম্মেরই অধীন এবং কৃতকর্ম্মের নিয়ামক ভগবান্। এই মনে করিয়া তিনি আমাকে কোন চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন নাই। আমি নিজ হইতেই তাঁহার মৃত্যু ক্লেশ নিবারণ ও উর্দ্ধ গতির জন্য তাঁহাতে প্রকৃত সত্য আবির্ভূত করিয়াছিলাম। বৃদ্ধাতে প্রকৃত সত্য আবির্ভূত করার চেষ্টায় আমি প্রবর্ত্তিত হইলে পর, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আধ্যাত্মিক চক্ষে দেখিতে পাইলাম যে, বৃদ্ধা তাঁহার জীবাত্মাকে দর্শন করিতে পারিয়াছেন। এবং আত্মার সৌন্দর্য্যে ও তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্যে প্রীতিমুগ্ধচিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন। তখন তাঁহার পার্থিব লালসাগুলি দূরে পলায়ন করিয়া গিয়াছিল। তাহাতেই তিনি মূত্র, ক্লেদ, বিষ্ঠা ও ক্রিমি পূর্ণ নিজের দেহটীকে জড় ও জীবকে সম্পূর্ণ চৈতন্যময়রূপে দর্শন করিতে পারিলেন। আমি

দেখিলাম, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ না থাকিলেও বৃদ্ধার দেহ বৃদ্ধার আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। তখন বৃদ্ধার শারীরিক যন্ত্রগুলি নিস্তেজ হইলেও অন্ত্র, নাড়ী, ধমনী, ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি আপন আপন ক্রিয়া করিতে উদ্যম করে। এবং পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া করিতে না পারিয়া বিরক্তির সহিত ঐ যন্ত্রময় দেহ যেন মলিনমুখে জীবকে এইরূপ বলিতে চেষ্টা করিতেছে,—তুমি আজন্মতঃ সুখেদুঃখে আমাকে নিজের মতই ভালবাসিতে, "আমার দেহ" এই বলিয়া তুমি গৌরব করিতে, এখন কি বড় পদের প্রত্যাশায় আমাকে একেবারে ত্যাগ করিতেই ইচ্ছা-কর। ভালবাসার স্থলে একে অপরকে বিপন্ন করা অনুচিত। তোমার এই যন্ত্রময় দেহ তোমার জন্যই লালায়িত। বাস্তবিক তখনও বৃদ্ধার দেহের পেশীগুলি সঙ্কোচ প্রসারণী কার্য্য ও গতি এবং আদান প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছিল। হৃদ্‌পিণ্ড এখনও জীবনীশক্তির জন্য, রক্ত সঞ্চালন করিতে ব্যাকুলিত হইতেছে দেখিয়াছিলাম। স্নায়ুমণ্ডল এখনও অনুভব ও অনুভূতিকে ধৃত করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, অনুভব করিলাম। মস্তিষ্ক এখনও বুদ্ধি বৃত্তিকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহে। এইরূপে বৃদ্ধার দেহের অবসন্ন সময়েও জীবকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইল, দর্শন করিলাম। তখন জীব যেন অতি বিরক্তির সহিত এইরূপ বলিতে ইচ্ছুক হইল। অবশ্য ধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত দেহ বন্ধুই বটে; কিন্তু তুমি সেই বন্ধুতার কার্য্য অতি সামান্যই করিয়াছ। তুমি যদি প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় আমার মর্ম্মানুভব করিতে, তবে তোমাকে লইয়া আরও ষাইট সহস্র বৎসর আনন্দ ভোগ করিতে পারিতাম। তবে কেন অল্পায়ুঃ হইয়া এই ষাইট বৎসরের সময় তোমাকে ছাড়িয়া যাই। তুমি অশুদ্ধ মনের কুমন্ত্রণায় কত কি না করিয়াছ, তুমি পরস্বের, পরহিংসার ও পরকামিনী প্রভৃতির জন্য অসংখ্য কদর্য্য ব্যবহার করিয়া আমাকে একেবারে জীর্ণশীর্ণ করিয়া দিয়াছ।

একদিনও তোমার পদ সঞ্চালনে আমাকে উপাসনাগারে নিয়া যাও নাই। এবং ভগবানের উদ্দেশে তোমার মুখ দিয়া দুইটী স্তুতি কথাও বলিতে দেও নাই। তোমার চক্ষুদ্বারা ভগবানের আনন্দময় রূপ একদিনও দর্শন করাও নাই। তোমার হস্তদ্বারা একদিনও কোন বিপন্নকে কিছু প্রদান করিতে দেও নাই। তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিঃসহায়কে আশ্রয় দানে সহায় হও নাই। বরং আমাকে অবহেলা করিয়া দুর্ব্বলের যথেষ্ট পীড়নই করিয়াছ। অতএব তুমি খল; খলের প্রীতি আর কত কাল থাকিতে পারে। খল যে কাহাকে বলে তাহা ঐ সাধুর কথায় বুঝিয়া লও। সাধু বলিতেছেন,—যাহারা খল তাহারা নিজের বিদ্যাকে বিবাদের জন্য, ধনকে মত্ততার জন্য ও স্বীয় শক্তিকে পরপীড়নের জন্য ব্যবহার করে। সাধুরা বিদ্যাকে জ্ঞানের জন্য, ধন দানের জন্য এবং স্বীয় শক্তিকে নিজের ও অপরের পরিত্রাণ জন্য ব্যবহার করেন। খলেরা যুদ্ধজয়ী হইলে নিজকে একজন অদ্বিতীয় শূর বলিয়া মনে করে। কিছু বিদ্যাভ্যাস থাকিলে নিজকে পণ্ডিত নামে অলঙ্কৃত করে। অনেক বলিতে পারিলে নিজকে উল্লেখযোগ্য একজন বক্তা মনে করে। আর নিজের সুনাম ক্রয়ের অথবা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় কিঞ্চিৎ অর্থ দান করতঃ 'আমি দাতা' এই বলিয়া অভিমান করে। বাস্তবিক ঐ সকল কর্ম্ম ঐ সকল ভাবে কৃত হওয়া সাধুসম্মত নহে। সাধুরা বলেন,—

"ইন্দ্রিয়াণাং জিতঃশূরঃ পণ্ডিতো ধর্ম্ম মা শ্রিতঃ।
সত্যবাদী ভবে দ্বক্তা দাতা পরহিতে রতঃ॥"*

অর্থ,—যিনি ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিয়াছেন, তিনি শূর। যিনি ভগবানের আশ্রিত ও সমদর্শী তিনি পণ্ডিত, যিনি সত্য কথা বলিতে

* জিতঃজয়ী ইত্যর্থঃ অত্র জিতং জয়ঃ (নপুংসকে ভাবে ক্তঃ) জিত মস্যাস্তীতি জিতঃ (অর্শ আদিভ্যোহচ্)।

জানেন তিনি বক্তা, আর যিনি বিপন্নের হিতজন্য নিজকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন তিনি দাতা। তুমি ঐ সকল সাধুকার্য্যের মধ্যে কোন কার্য্যই কর নাই। অতএব তুমি খল; তুমি অশুদ্ধ মনের কুমন্ত্রণায় আমাকে অশেষ বিধ দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছ। এখন আমি তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেই তোমার সেই সকল কুকার্য্যের প্রতিফলে তোমাকে হয় অগ্নি, নয় মৃত্তিকা কিম্বা শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনীরা খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রাস করিবে।

জ্যাক্‌সন কহিলেন,—অতঃপর বৃদ্ধা প্রাণায়াম সহ ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার প্রাণায়াম ও ধ্যান আসন্ন মৃতকের স্বভাবতঃই হয়। তৎসময়ে প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা বুদ্ধির স্থিরতা ও তীব্রতা জন্মে। তাহা হইতেই আসন্ন কালে পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুভূতি আসে। ঐ প্রকার অনুভূতি যে পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের প্রাবল্যানুষ্ঠান হইতে ঘটে, তাহার আভাসেই ভগবান বলিয়াছেন "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।" ভগবানের উক্তি সেই শ্লোকটী এই প্রকার,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজন্ত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"
(গীতা, ৮ম, অ, ৬, শ্লোক)

অর্থ,—হে কৌন্তেয়! মৃত্যুকালে যে জীব যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে স্থূল দেহ ত্যাগ করতঃ সূক্ষ্ম দেহাশ্রয় করিয়া চলে, সেই জীব পরে অপর স্থূল দেহ ধারণ করিয়াও সেই ভাবই লাভ করে। সেই জন্য সদ্ভাবের দৃঢ়তা সম্পাদন করা আবশ্যক। মৃত্যুই পুনর্জ্জন্মের আরম্ভক; জাতিস্মরা বারাঙ্গনাও এই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই প্রকার,—"জপ তপ সাধু ভাই মর্‌তে জান্‌লে হয়" এই উক্তি ইতি-বৃত্ত মূলক; কথিত বারাঙ্গনা পূর্ব্ব জন্মে অক্ষতযোনি অবস্থায় বৈধব্য প্রাপ্ত

হইলে আজীবন ধর্ম্মাশ্রিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ছিল এবং অন্তর্গঙ্গা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু অন্তর্গঙ্গাকালে যোনিদেশে গঙ্গা জল প্রতিঘাতে কামযুক্ত হইয়া পুরুষ সঙ্গম চিন্তা উপস্থিত হয়, সেই চিন্তা লইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার সদ্ভাবের সংস্কার দৃঢ়তর থাকায় তিনি জাতিস্মরা হইয়া বারাঙ্গনা গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং একদিন কোন সাধুকে তিনি ঐ কথা বলেন। পরে ভোগান্তে ঐ রমণী পূর্ব্ব পুণ্য কর্ম্মের বলে বারাঙ্গনাদেহ ত্যাগ করিয়াই পূর্ব্ব কৃত পুণ্য ভোগ জন্য বৈজয়ন্তি ধাম প্রাপ্ত হন। অতএব, নিবৃত্তি মার্গে থাকিয়া ক্বচিৎ অধঃপতন ঘটিলেও তাহার সেই অধঃপতনের পরিণাম জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। অতএব নিবৃত্তি মার্গে থাকিয়া সদা সদ্ভাব অবলম্বন করিবে। ডেবিস্ জ্যাক্‌সন্ সেই বৃদ্ধার মৃত্যুর অবস্থায় এই ভাব দর্শন করিয়া কহিলেন, "আমি তখন দেখিলাম, বৃদ্ধার মস্তকের চারিদিক ব্যাপিয়া একটী সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রকাশিত হইল। ঐ জ্যোতিঃ স্থূল চক্ষুর প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে। আমি সূক্ষ্ম দৃষ্টিদ্বারা তাহা প্রত্যক্ষেই দর্শন করিয়াছিলাম। ঐ জ্যোতিঃ মস্তিষ্কের উর্দ্ধাধঃপিণ্ডের গভীরতম অংশ হইতে প্রকাশিত রূপে বোধ করিলাম। জীবন্ত অবস্থায় যে জীবনীশক্তি বা জীবনী তাড়িত শরীরের অপর বৃত্তি সকলকে অনুপ্রাণিত করিত, সেই তাড়িত এখন যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া মস্তিষ্কগত জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। হিন্দুদর্শন মতে ঐ সকল বৃত্তির নাম—সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রভৃতি; যে বৃত্তির সমষ্টিকে হিন্দুশাস্ত্র লিঙ্গশরীর বলেন। জীবন্ত অবস্থায় ঐ বৃত্তিগুলি স্থূলদেহের যথাস্থান অবলম্বন করিলেও তাহাদিগের প্রকৃত স্থান লিঙ্গদেহ। জীবাত্মাও স্থূলদেহের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত থাকেন, কিন্তু তাঁহারও প্রকৃত স্থান লিঙ্গদেহ। জীবলিঙ্গদেহের ও স্থূলদেহের চালকরূপে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। মিঃ ডেবিস

জ্যাক্সন তাহারই কথা বলিতে ছিলেন। তিনি যোগ বলে দর্শন করিলেন যে বৃদ্ধার স্থূলদেহের অধোভাগ যে পরিমাণে তেজোহীন হইতেছে সেই পরিমাণে মস্তকের জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। পটে দেবমূর্ত্তির চতুর্দ্দিগে যে প্রকার জ্যোতির্ম্মণ্ডল অঙ্কিত হয়, সেই প্রকার বৃদ্ধার মস্তকের চতুর্দ্দিগে জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ জ্যোতিঃ অতিসূক্ষ্মহেতু তাহা চর্ম্মচক্ষুর দর্শনযোগ্য নহে। ক্রমে প্রকাশিত সেই জ্যোতিঃ বৃদ্ধার মস্তক হইতে বহু ঊর্দ্ধদেশ ব্যাপিয়া লম্বিত হইয়া পড়িল। আমি এই অবস্থা দেখিতেছিলাম সময়ে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যগত বৃদ্ধার মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র নামক স্থানের মধ্যদিয়া একটী মনুষ্যাকার মূর্ত্তি বিকাশ পাইতেছে দর্শন করিয়াছিলাম। মূর্ত্তিটীর উপাদানপরমাণু জ্যোতির্ম্ময়; রক্ত মাংসাস্থির কোন স্থূল পরমাণু নহে। ক্রমে সেই মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিকাশ পাইয়া বৃদ্ধার মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। এই স্থলে মিঃ ডেবিস্ জ্যাক্সন্ এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন যে, আমি যে মনুষ্যাকার মূর্ত্তিটী দেখিয়াছিলাম, সেইটী বৃদ্ধার মস্তকের কিঞ্চিৎ উপরি পর্য্যন্ত উঠিতে দেখিলে পর আমি আর তাহার সহিত দৃষ্টির সম্বন্ধ রাখিতে পারিলাম না। ক্ষণার্দ্ধ মধ্যেই সেই মূর্ত্তিটী আমার দৃষ্টি পথ হইতে চলিয়া গেল। যখন দেখিলাম সেই সূক্ষ্ম মূর্ত্তিটী বৃদ্ধার মস্তক ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিল, তখন 'শ্বাস নাই' বলিয়া সকলে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহাতে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া সেই মূর্ত্তির বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমি কিঞ্চিন্ন্যূন চারি ঘণ্টা কালপর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তিটীর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। পরে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যপূর্ণজ্যোতির উদ্দেশে ভক্তিনম্র মস্তকে প্রণত হইলাম। আমি বৃদ্ধার এই প্রকার মৃত্যুর অবস্থা দর্শন করিয়া বোধ করিলাম,—স্থূলদেহ সেই জ্যোতিষ্মান্ সূক্ষ্মদেহ কর্ত্তৃক কার্য্যক্ষম হয়—সেই সূক্ষ্মদেহের পরমাণু গুলি যে পরিমাণ চৈতন্যযুক্ত

স্থূলদেহের পরমাণুগুলি তদপেক্ষায় অনেক জড়। দেখিলাম, বৃদ্ধার স্থূলদেহে যে সকল অবয়ব ছিল, সেই সূক্ষ্ম দেহটীও সেই সেই অবয়ব বিশিষ্ট; তাহাতে বোধ হইল মৃত্যু অর্থে, অবস্থান্তরকে বুঝায়। অবস্থান্তর অর্থে, এইস্থলে দেহের অবস্থান্তর—আত্মার অবস্থান্তর নহে। একই আত্মা স্থূলদেহের অবস্থান্তরে কখন মানুষ, কখন দেব, কখন পশু, কখন পক্ষী, কখন কখন কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নামে অবিহিত হন। স্থূলদেহগত জীবাত্মার কার্য্যও উদ্দেশ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পটুতাই (সংস্কারই) আত্মাকে এবম্বিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেহে নিযুক্ত করে। আর আমার দৃষ্টি হইতে বৃদ্ধার সূক্ষ্মদেহ অদৃশ্য হইয়া গেলেও সেই সূক্ষ্ম জ্যোতিটী রজ্জুবৎ বৃদ্ধার মস্তক হইতে বহু উর্দ্ধদেশ ব্যাপিয়া সারে তিন ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিল। তাহাতে বোধ হইল, ঐ কাল পর্য্যন্ত স্থূলদেহের সহিত সূক্ষ্মদেহের সংশ্রব বিলুপ্ত হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থূলদেহের সহিত সূক্ষ্মদেহের ঐ সংশ্রব বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহের পুনরাগমনও হইতে পারে। সমাধি অবস্থায় স্থূলদেহের সহিত এইরূপ সংশ্রব রাখিয়া ভারতের প্রাচীন যোগিগণ চন্দ্রে, সূর্য্যে ও অপর গ্রহে উপগ্রহে, ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে ও অপরাপর লোকে বিচরণ করিয়া কত কল্পনাতী তত্ত্ব ও কত সৃষ্টিস্থিত্যন্ত বিষয়ক প্রণালী যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থ সমূহ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাঁহাদিগের আদৌ আবিষ্কৃত রসায়ন প্রণালী প্রভৃতি নিবদ্ধ না থাকিলে বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটিত, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে মজ্জিত হইতে হয়। যেহেতু বর্ত্তমানে অনুকরণ ব্যতীত কাহারও আবিষ্করণ সামর্থ্য নাই। পূর্ব্বেও এক ঋষিগণেরই সূক্ষ্ম-তত্ত্বের আবিষ্করণ সামর্থ্য ছিল। অতএব, স্থূলদেহে থাকিয়া চন্দ্রে, সূর্য্যে ও ব্রহ্মলোকাদিস্থলে গমন বিষয়ে মহর্ষিগণের যে উক্তি, তাহা অমানুষিক বা

অবৈজ্ঞানিক নহে। পরন্তু, ভগবানের শিল্প বিষয়ক শক্তির সম্যকভাব অনুভব করা স্থূল বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে। ভগবান্ মানবদেহে কত অজ্ঞেয় ও কত কল্পনাতীত শক্তিনিচয় সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতত্ত্বজ্ঞ-গণের বর্ণনা করা কঠিন। এইস্থলে তত্ত্বজ্ঞ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না,

এমন্ সাধের ভূমি রাখ্‌লে পতিত্ চাষ করিলে ফল্‌তো সুনা।"

বাস্তবিক, কর্ম্মযোগদ্বারা মানবদেহকে কর্ষণ করিলে তাহা হইতে কত অলৌকিক শক্তি ও কত কল্পনাতীত শক্তি যে প্রকাশিত হয় এবং তাহাদ্বারা মানবকে কত অসঙ্খ্য প্রকার শ্রেণীতে যে বিভক্ত করে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। তাহাতেই মানবের গতিও অসঙ্খ্য প্রকার ঘটিয়া থাকে। যেহেতু জীবের দেহলাভ কর্ম্মমূলক বটে; শাক্তানন্দতরঙ্গিনী প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে এই কথার উল্লেখ আছে। অতএব সদ্গতিলাভের জন্য সকল মনুষ্যেরই আপন বর্ণাচারে থাকিয়া যম, নিয়ম সাধন করা আবশ্যক। সংযমী না হইলে তত্ত্ব শাস্ত্রে তাহার আন্ধ্যত্ব অপসারিত হয় না; অসংযমীগণ শাস্ত্রে যে সকল পাপ পুণ্যের প্রতিকৃতি দেখিয়া থাকেন, তাহা ব্যবহার করিতে গিয়া চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ অন্ধের সম্মুখ বর্ত্মে পতিত রত্নরাশি লঙ্ঘনের ন্যায় সেই শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ অতিক্রম করেন। এবং কেহ বা "কিংকর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি" এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন। সুতরাং যম নিয়ম সাধনে মনঃশুদ্ধি সম্পাদন না হইলে তত্ত্ব শাস্ত্রের প্রকৃত তথ্যরক্ষা কাহারও হয় না। সেই জন্য তত্ত্ব শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে যম নিয়ম অভ্যস্ত করিবে। প্রত্যহ নিত্যকর্ম্ম ও উপস্থিত মতে নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা কার্য্য প্রত্যহ করিবে। নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, অকৌটিল্য, অহিংসা ও অক্রোধ হইতে হইবে এবং সত্যভাষী ও মিষ্টভাষী হইতে চেষ্টা করিবে। আর নিরপেক্ষ হইয়া শাস্ত্রার্থ অনুসন্ধান করিবে।

এই স্থলে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"

অর্থ—মহীয়ানগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই পথই প্রকৃত পথ। কিন্তু, যথেচ্ছাচারিগণ সেই প্রসিদ্ধ পথেরও প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারেন না। কেন না ধর্ম্মমঞ্চের প্রথম সোপান বর্ণাচার হইতে স্খলিত হইলে এক প্রকার আন্ধ্যত্ব জন্মিয়া যায়। সেই জন্য তাঁহারা সেই পথের অনুসন্ধান করিতে গেলেও কিছুই দর্শন করিতে পারেন না। তুমি যদি মহাজনগত পথের অনুসন্ধিৎসু হও, তবে প্রথমে আপন বর্ণাচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। তোমাকে সেই বর্ণাচারের দিগ্দর্শন করাইতেছি শ্রবণ কর।

বর্ণাচার।

(৭৬)

বর্ণাচার অর্থে, যে ব্যক্তির যে জাতিতে জন্মগ্রহণ হইয়াছে সেই জাতির শাস্ত্রীয় আচার। এইটী ভগবানের উক্তি দ্বারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ভগবানের সেই উক্তি এই প্রকার—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" গী, তৃ, অ-১৩৫ শ্লোক

অর্থ—যদি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ অঙ্গহীনও হয়, তথাপি তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা প্রধান। যেহেতু পরধর্ম্ম ভয়ানক নরক প্রাপ্তির কারণ। অতএব স্বধর্ম্মে মরণও শ্রেয়ঃ। নিধন হইতেও পরধর্ম্ম অত্যন্ত ভয়াবহ। পরধর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ ও যথেচ্ছাচারিগণ সেই মহাজনগত পথটী জলচন্দ্রবৎ দর্শন করিয়া থাকেন। জলে চন্দ্র দর্শন করিলে

যে প্রকার নিশ্চল জলে চন্দ্র একটীমাত্র দর্শন হয়, আর, তরঙ্গায়িত চঞ্চলজলে সেই একটী চন্দ্রকেই বহুচন্দ্ররূপে দর্শন হইয়া থাকে, সেই প্রকার অশুদ্ধমনঃ অস্থির হেতু চঞ্চলজলে চন্দ্রদর্শনের ন্যায় মহীয়ানগণের গন্তব্য একটী পথকেই বহু প্রকার দর্শন করিয়া থাকেন। আর মনঃশুদ্ধি হইলে নিশ্চল জলে চন্দ্রদর্শনের ন্যায় মহীয়ান্‌গণের গন্তব্যপথ একটী মাত্রই দর্শন হয়। বৎস! তুমি গৃহস্থাশ্রমের ব্যক্তি, গৃহস্থগণ মহাজনগতপথের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে মন্বাদি সংহিতাকারগণের প্রদর্শিত বর্ণাচারটী রক্ষা করিতে হইবে। বর্ত্তমানের কুশিক্ষায় ঐ বর্ণাচার রক্ষার কথাটী কুসংস্কারজ মনে করিও না। তুমি জান, সভ্যজগতে প্রতিষ্ঠিত মার্কিণদেশবাসী পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, "প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মগুণগত বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহা প্রধানতঃ উত্তম ও অধম এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (আমাদিগের মতে এই দুই শ্রেণীর নাম পাপ ও পুণ্য); বর্ণিত আত্মগুণগতবৃত্তি দেহাভ্যন্তর হইতে দেহের চারিদিগে বিস্তৃত হইয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। এবং নীচ শ্রেণী বৃত্তির আক্রমণে উত্তম শ্রেণী বৃত্তি কলঙ্কিত হয়।" আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি পরাশর স্বীয় সংহিতায় ঐ ভাবটী বহু পূর্ব্বকালে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এবং অপরাপর সংহিতাকারগণও ঐ পরাশরের উক্তিটীর ভাব সমস্বরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় মধ্যে এখনও সম্মানের চিহ্নরূপে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ প্রচলন হিন্দুর জাতিভেদ ভাবেরই রূপান্তর ও অনুকরণ বটে। কথিত মার্কিণ দেশবাসি পণ্ডিতগণের উক্তির ভাব আমাদিগের শাস্ত্রীয় ভাবের মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। পরাশরের সেই লিপি এই প্রকার,—

আসনাচ্ছয়নাদ্‌যানাৎ ভাষণাচ্ছহ ভোজনাৎ।
সংক্রাময়ন্তি পাপানি তৈলবিন্দু মিবাম্ভসি ॥

অর্থ,—পরাশর বলেন, পুণ্যাত্ম ব্যক্তি পাপাত্ম ব্যক্তির সহিত বা উত্তম শ্রেণী ব্যক্তির সহিত নীচু শ্রেণী ব্যক্তি একাসনে উপবেশন করিলে, এক শয্যায় শয়ন করিলে, এক যানে গমন করিলে এবং অভিভাষণ করিলে (আলাপ করিলে) ও সহ ভোজন করিলে, পাপি ব্যক্তির বা নীচ শ্রেণী ব্যক্তির নিকৃষ্ট রজ স্তমো গুণের বৃত্তি পুণ্যাত্মা ব্যক্তির সত্ত্বগুণে সংক্রামিত হইয়া সত্ত্বগুণকে নিরস্ত করে বা কলঙ্কিত করে। সহ ভোজন অর্থে,—এক সঙ্গে ভোজন ও সংস্পৃষ্ট ভোজন। সেই তমোগুণাদি কিরূপে সংক্রামিত হয়, তাহার উদাহরণস্থলে ঐ শ্লোকে "তৈলবিন্দু মিবাম্ভসি" এই প্রকার উল্লেখ হইয়াছে। যে প্রকার এক বিন্দু তৈল বহু বিস্তৃত জলে পতিত হইলেও তৎক্ষণাৎ সেই জলের বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া জলরাশিকে কলঙ্কিত করে, সেই প্রকার এক শয্যায় শয়নাদি করিলে ও স্পৃষ্টান্নাদি ভোজন্ করিলে উৎকৃষ্ট গুণাত্মক ব্যক্তির মধ্যে বা উত্তম শ্রেণী মনুষ্যের মধ্যে নীচ শ্রেণীর গুণগত বৃত্তি তৎক্ষণাৎ এমন এক সূক্ষ্মভাবে সংক্রামিত হয় যে, কালে সেই নিকৃষ্ট বৃত্তি উৎকৃষ্ট গুণগত বৃত্তিকে নিরস্ত করিতে আরম্ভ করে। তাহা তখন স্থূলবুদ্ধি দ্বারা কাহারও অনুভব হয় না। ক্রমে ক্রমে উহা অভ্যাস প্রাপ্ত হইলে অপর ব্যক্তির স্থূল জ্ঞানেরই লক্ষ্য যোগ্য হয়। কিন্তু তাহা আক্রান্ত ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না। এইরূপে তমোগুণাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণাদির সত্ত্ব গুণ কলঙ্কিত হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে তমোগুণাদির আধিপত্য দৃষ্ট হয়। এইজন্য তত্ত্বদর্শী পরাশর প্রমাদ বশতঃও পুণ্যাত্ম ব্যক্তিগণ পাপাত্মগণের সহিত শয়ন ভোজনাদি কার্য্য না করিতে "আসনাচ্ছয়নাৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগে উপদেশ করিয়াছেন। বৎস ! মনুষ্যাদির আত্মগুণগত বৃত্তি বা তাড়িত তাহাদিগের শরীরের চারিদিগে যে ধাবিত হয়, তাহা তোমাদিগেরও বিজ্ঞান-সম্মত বটে। তৎপর ভোজ্য দ্রব্যের সহিত যে দেহের ঘনিষ্ঠতা আছে,

দেহের সহিত যে মনঃ ও বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তির ঘনিষ্ঠতা আছে এবং অন্তঃকরণের সহিত জীবের যে নৈকট্য সম্পর্ক আছে, তাহাও তোমাকে অধিক করিয়া বলার প্রয়োজন করে না। কেন না, এই বিষয়টী লইয়া সংহিতাকারগণ পরস্পর একই স্বরে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তুমি ভগবদ্গীতা পাঠ করিলেও এই বিষয়ের বিস্তর বর্ণনা তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। তাহার পর স্ত্রী-পুরুষের রতিভোগ সময়ে একের আত্মগুণগত বৃত্তি (জাতিত্ব) অপরে যে সংক্রামিত হয়, তাহাও আমাদিগের মন্বাদি সংহিতাকারগণ বহু পূর্ব্বে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং প্রমাদ বশতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঘটিলে তাহার উপশম জন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ মনুষ্যের বর্ণগত বা গুণ-কর্ম্মানুসারে যে সকল সন্ধ্যাবন্ধনাদি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ও নিত্যকর্ম্ম অকরণে (সন্ধ্যা প্রভৃতি না করিলে) যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের অত্যন্ত উপকারী। এই উপকারিতা মূলক কর্ম্ম লইয়া বেদান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার অবগতি জন্য এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তিনি এই গ্রন্থের (ব্রহ্ম সূত্রের) প্রথমে একটী অনুবন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা এই প্রকার,—

"তত্রানুবন্ধো নাম অধিকারী-বিষয়-সম্বন্ধ প্রয়োজনানি"

অর্থ,—বেদান্ত দর্শন গ্রন্থের প্রথমে অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের উল্লেখ হইয়াছে। এই বেদান্ত সূত্রে চারিটী অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটী অধ্যায় চারি চারি পাদে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্বাদি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে অস্ফুটার্থ শ্রুতিসকলের ব্রহ্মপরত্বাদি (অর্থাৎ ব্রহ্মপরতায় ব্যাখ্যা) চতুর্থ পাদে সাঙ্খ্যমত সিদ্ধ প্রধানের জগৎ কর্ত্তৃত্বাদিবোধক প্রমাণাভাবের সমন্বয়াদি নির্দ্দেশ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয়, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা সাঙ্খ্যমত নিবারণ হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সৃষ্টিক্রম নিরূপণ ও তৎপ্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্যত্ব সংস্থাপন, চতুর্থ পাদে জীবগণের সংসার গতির ক্রম ইত্যাদি। ঐ বেদান্ত সূত্রের মতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইতে যে কি প্রকার গুণ যুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা তোমাকে দর্শন করাইতে এবং হিন্দু ধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠানে তোমাকে প্রবর্ত্তিত করিতে সেই বেদান্তের অধিকারী নির্ণয়ের সূত্রটী এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। কদাচ তোমাকে নির্গুণ উপাসনার উপদেশ হইতেছে না। সেই সূত্রটী এই প্রকার,—

(৭৭)

"বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বে নাপাততোঽধিগতাখিলঃ
বেদার্থোস্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরম্
নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-
কল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তসাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা।"

সূত্রটীর আপাতত অর্থে,—বেদাঙ্গের সহিত অখিল বেদার্থ সামান্যতঃ (সাধারণ ভাবে) অধিগত করিয়া (জানিয়া) (দ্বাপর যুগের শেষ হইতে অধিকাংশ মনুষ্য সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তত্ত্বদর্শিগণ সংহিতা ও পুরাণাদির মধ্যে সেই সাঙ্গ বেদার্থ নিবিষ্ট করিয়াছেন। তদবধি উপাসনাকার্য্যে সংহিতার ও পুরাণাদির বা তন্ত্রের অধ্যয়নও সাঙ্গ বেদাধ্যয়নরূপে গৃহীত হয়।) ইহজন্মে ও পূর্ব্ব জন্মে কাম্য কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মে, নৈমিত্তিক কর্ম্মে, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মে ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া এবং তাহাদ্বারা নিষ্পাপ ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া তত্ত্ব জ্ঞানের উপায়স্বরূপে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকের, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগের, সমাদি সম্পত্তির ও মুমুক্ষুত্বের সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী বটেন। বৎস! এই সূত্রের

দেহের সহিত যে মনঃ ও বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তির ঘনিষ্ঠতা আছে এবং অন্তঃকরণের সহিত জীবের যে নৈকট্য সম্পর্ক আছে, তাহাও তোমাকে অধিক করিয়া বলার প্রয়োজন করে না। কেন না, এই বিষয়টী লইয়া সংহিতাকারগণ পরস্পর একই স্বরে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তুমি ভগবদ্গীতা পাঠ করিলেও এই বিষয়ের বিস্তর বর্ণনা তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। তাহার পর স্ত্রী-পুরুষের রতিভোগ সময়ে একের আত্মগুণগত বৃত্তি (জাতিত্ব) অপরে যে সংক্রামিত হয়, তাহাও আমাদিগের মন্বাদি সংহিতাকারগণ বহু পূর্ব্বে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং প্রমাদ বশতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঘটিলে তাহার উপশম জন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ মনুষ্যের বর্ণগত বা গুণ-কর্ম্মানুসারে যে সকল সন্ধ্যাবন্ধনাদি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ও নিত্যকর্ম্ম অকরণে (সন্ধ্যা প্রভৃতি না করিলে) যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের অত্যন্ত উপকারী। এই উপকারিতা মূলক কর্ম্ম লইয়া বেদান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার অবগতি জন্য এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তিনি এই গ্রন্থের (ব্রহ্ম সূত্রের) প্রথমে একটী অনুবন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা এই প্রকার,—

"তত্রানুবন্ধো নাম অধিকারী-বিষয়-সম্বন্ধ প্রয়োজনানি"

অর্থ,—বেদান্ত দর্শন গ্রন্থের প্রথমে অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের উল্লেখ হইয়াছে। এই বেদান্ত সূত্রে চারিটী অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটী অধ্যায় চারি চারি পাদে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্বাদি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে অস্ফুটার্থ শ্রুতিসকলের ব্রহ্মপরত্বাদি (অর্থাৎ ব্রহ্মপরতায় ব্যাখ্যা) চতুর্থ পাদে সাঙ্খ্যমত সিদ্ধ প্রধানের জগৎ কর্ত্তৃত্বাদিবোধক প্রমাণাভাবের সমন্বয়াদি নির্দ্দেশ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয়, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা সাঙ্খ্যমত নিবারণ হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সৃষ্টিক্রম নিরূপণ ও তৎপ্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্যত্ব সংস্থাপন, চতুর্থ পাদে জীবগণের সংসার গতির ক্রম ইত্যাদি। ঐ বেদান্ত সূত্রের মতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইতে যে কি প্রকার গুণ যুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা তোমাকে দর্শন করাইতে এবং হিন্দু ধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠানে তোমাকে প্রবর্ত্তিত করিতে সেই বেদান্তের অধিকারী নির্ণয়ের সূত্রটী এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। কদাচ তোমাকে নির্গুণ উপাসনার উপদেশ হইতেছে না। সেই সূত্রটী এই প্রকার,—

(৭৭)

"বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বে নাপাততোঽধিগতাখিলঃ
বেদার্থোঽস্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরম্
নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-
কল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তসাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা।"

সূত্রটীর আপাতত অর্থে,—বেদাঙ্গের সহিত অখিল বেদার্থ সামান্যতঃ (সাধারণ ভাবে) অধিগত করিয়া (জানিয়া) (দ্বাপর যুগের শেষ হইতে অধিকাংশ মনুষ্য সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তত্ত্বদর্শিগণ সংহিতা ও পুরাণাদির মধ্যে সেই সাঙ্গ বেদার্থ নিবিষ্ট করিয়াছেন। তদবধি উপাসনাকার্য্যে সংহিতার ও পুরাণাদির বা তন্ত্রের অধ্যয়নও সাঙ্গ বেদাধ্যয়নরূপে গৃহীত হয়।) ইহজন্মে ও পূর্ব্ব জন্মে কাম্য কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মে, নৈমিত্তিক কর্ম্মে, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মে ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া এবং তাহাদ্বারা নিষ্পাপ ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া তত্ত্ব জ্ঞানের উপায়স্বরূপে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকের, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগের, সমাদি সম্পত্তির ও মুমুক্ষুত্বের সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী বটেন। বৎস! এই সূত্রের

বিধানমতে কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম, সগুণ ব্রহ্মের (কালী, তারা, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি মধ্যে একের) উপাসনা কর্ম্ম, আর নৈমিত্তিক কর্ম্ম তোমাকে যথাবিধানে সম্পাদন করিতে হইবে। ঐ সকল কর্ম্ম তোমার অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে অবধারণ করার জন্য এইস্থলে ঐ বেদান্তদর্শনের সূত্রটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যখন তুমি ভগবানের স্বরূপ চিন্তায় মুগ্ধ থাকিবে, তখন ঐ সকল নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে তোমার অবসর থাকিবে না। শাস্ত্রমতে সেই সময় কর্ম্ম সংন্যাস করিতে হয়। তাহার উদাহরণ স্বরূপে গোসাঞিঁ সনাতনের একটী উক্তি তোমাকে বলিতেছি। তাহা এই প্রকার,—

"হৃদাকাশে চিদানন্দঃ মুদাভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তে নজানামি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥"

গোসাঞিঁ সনাতনের যখন ক্ষণে ক্ষণে সমাধি আসিত, তখন শিষ্যের প্রতি উপদেশ ছিল, নিত্যকর্ম্মের সময় আগত হইলে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইবে। তদনুসারে কোন এক দিবস সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলেও যখন তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল না, তখন শিষ্য তাঁহার কর্ণকুহরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, 'সন্ধ্যাকাল সমাগত'; এইরূপ বহুবার উচ্চ কণ্ঠধ্বনি করিলে গোসাঞিঁ ঐ শ্লোকটী বলিয়া আত্মভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বীয় হৃদাকাশে চিদানন্দ সতত উদিত জানিয়া কর্ম্মসংন্যাস করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বাণী গদ্যপদ্যময়ী হওয়ায় সংস্কৃত পদ্যে কথা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি ঐ শ্লোকটীর অর্থ এই প্রকার,—

বাবা! আমার হৃদয়রূপ আকাশে চিদানন্দ নিরন্তর সুখে দীপ্তিমান রহিয়াছেন, আমি তাঁহার উদয়াস্ত কখনও দর্শন করি নাই। তবে কিরূপে

উদয়াস্তরূপ সন্ধ্যাসময় দর্শন না করিয়া আমি সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হই বাবা! অতএব, জানিবে এই প্রকার সময় না আসিতে যিনি স্বীয় বর্ণোচিত আচার ও নিষ্ঠাদি ত্যাগ করেন তিনি স্মৃত্যুক্ত "পাষণ্ড" সংজ্ঞার অন্তর্গত হন। স্মৃতির সেই পাষণ্ড সংজ্ঞার উক্তি এই প্রকার,—

"নিজাচার বিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ"

অর্থ, নিজ বর্ণোচিত আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি (ধর্ম্মশাস্ত্রমতে) পাষণ্ড নামে কথিত হয়। পাষণ্ড ব্যক্তি পতিতগণের অন্তর্গত; সুতরাং তাহার দহন, বহন ও অশৌচাদি গ্রহণ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। অতএব আপন আপন বর্ণাচার কাহারও পরিত্যাজ্য নহে। এইস্থলে বেদান্ত সূত্রের বিশদীকরণ জন্য বেদান্ত ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা এই প্রকার,—

"কাম্যানি স্বর্গাদীষ্ট সাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি।
নিষিদ্ধানি নরকাদ্যনিষ্ট সাধনানি ব্রহ্মহত্যাদীনি।
নৈমিত্তিকানি পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্টাদীনি।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপক্ষয়মাত্র সাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি।
উপাসনানি সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস নিবেশক ব্যাপার রূপাণি।
শাণ্ডিল্য বিদ্যাদীনি।"

অর্থ,—কাম্য কর্ম্ম অর্থে,—স্বর্গলাভজনক কর্ম্ম, যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি * যজ্ঞ; নিষিদ্ধ কর্ম্ম অর্থে,—নরকাদি অনিষ্ট সাধক কর্ম্ম, যেমন ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম। নিত্য কর্ম্ম অর্থে, যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয়। (পাপ হয়) যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম। নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থে, যে সকল কর্ম্ম কোন নিমিত্তকে লক্ষ্য করিয়া কৃত হয়, যেমন পুত্র জন্ম নিমিত্ত জাত কর্ম্মাদি

* যাহাতে জ্যোতির্গণের স্তুতি আছে, এই যজ্ঞে ষোড়শ ঋত্বিক অধিষ্ঠাতা।

করা হয়। প্রায়শ্চিত্ত অর্থে, পাপক্ষয় মাত্র সাধক কর্ম্ম, যেমন চান্দ্রায়ণাদি * ব্রত। উপাসনা অর্থে,—সগুণ ব্রহ্মে (মূর্ত্তিমান্ শিব, বিষ্ণু প্রভৃতিতে) মনোনিবেশ করার উপায় স্বরূপ জপার্চ্চনাদি কর্ম্ম, যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যা। (শান্তিল্যবিদ্যা যজ্ঞাদি) আর ঐ বেদান্ত সূত্রে যে সাধন চতুষ্টয়ের কথন আছে, তাহাদ্বারা নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহা মুত্র ফলভোগ বিরাগ, শমাদি সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্বের সাধন জানিবে। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক অর্থে—ব্রহ্মই নিত্য বস্তু তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য বোধ ; ইহা মুত্র ফলভোগ বিরাগ অর্থে—ইহকালের সুখভোগ ও স্বর্গাদি পরলোকে অমৃতাদি পান, যাহা ইহ পারত্রিক ঐশ্বর্য্যভোগ তাহা অনিত্য ; যেহেতু স্বর্গভোগেরওকর্ম্ম ক্ষয় হইলেই পৃথিবীতে জন্ম হয়। অতএব তাহা অনিত্য বোধে ইহকালের ও স্বর্গবাস কালের সুখভোগে যে বিরাগ বা অনিচ্ছা। শমাদি সম্পত্তি অর্থে,— শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। মুমুক্ষু অর্থে, মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বুঝায়। যথা,—"মুক্তিরিচ্ছুঃ মুমুক্ষুঃ"। শমঅর্থে,—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে মনকে নিগ্রহ করা। শ্রবণ অর্থে, অধ্যয়ন। নিদিধ্যাসন অর্থে, ধারাবাহি ধ্যান। দম অর্থে,—বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দমন করা। উপরতি অর্থে, বিহিত কর্ম্ম সকল বিধি পূর্ব্বক ত্যাগ করা। উহাই কর্ম্ম সংন্যাস ; গোসাঞিঁ সনাতনের ন্যায় হৃদাকাশে চিদানন্দ সতৎদর্শন হইলে উপরতির সময় উপস্থিত হয়। তিতিক্ষা অর্থে,— দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। সাধন অর্থে,—উক্ত প্রকারে নিগৃহীত মনকে ব্রহ্ম বা

---

* শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত আহারের বিশেষ নিয়মে সংযতচিত্তে পাপ ক্ষয়ার্থ যে ব্রত, তাহার নাম চান্দ্রায়ণ। আহারের নিয়ম এই প্রকার—

একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লেতু বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশং ত্রিসবনং এতৎ চান্দ্রায়ণং স্মৃতং ॥

তদুপযোগী বিষয়ে মনকে নিবেশ করা। শ্রদ্ধা * অর্থে,—গুরুবাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বা অপর তত্ত্বশাস্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা। বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ণিত বেদান্ত সূত্রের 'উপরতি'—যাহাকে কর্ম্ম সংন্যাস বলে, তাহা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সাধনের পরে, অর্থাৎ গোসাঞিঁ সনাতনের য অবস্থায় হৃদাকাশে চিদানন্দ সদাই দর্শন হইত, সেই অবস্থা আসিলে-বৈদান্তিক উপরতি বা যথা বিধানে কর্ম্ম সংন্যাস করিবে। এই অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। এবং ঐ সকল কর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ আপন আপন বর্ণাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকা বিধেয়। অন্যথা করিলে কৃতকর্ম্মের নিষ্ফলতা ও অধঃপতন অনিবার্য্য; তুমি কদাপি মনে করিও না কোন দাম্ভিক প্রকৃতি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বর্ণাচারের বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে, উহা ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই প্রকার,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।"

(৪র্থ, অঃ, ১৩ শ্লোক)

অর্থ,—ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন, মনুষ্যের গুণকর্ম্মানুসারে আমাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব ভগবৎ কৃপা প্রত্যাশা করিলে তোমাকে ভগবানের নিয়মানুসারে বর্ণভেদ স্বীকার করিয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অপর অহিন্দুগণের ন্যায় জাতিভেদ কেবল সম্মানের চিহ্নরূপে ব্যবহার করিবে না। যেমন কোন প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিতে হইলে প্রথম দ্বিতীয় করিয়া এক একটী সোপান অতিক্রম করা আবশ্যক হয়, উল্লম্ফন দ্বারা উপরি যাওয়ার চেষ্টা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি ধর্ম্মরূপ প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিতে হইলে প্রথমে বর্ণাচাররূপ প্রথম সোপানটী

* প্রত্যয়ো ধর্ম্ম কার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা। (ভাব চূড়ামণৌ)

অবলম্বন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সংযমরূপ সোপান, তৃতীয়ত নিয়মরূপ সোপান, অবলম্বন করা ও অতিক্রম করা প্রয়োজন। কদাপি উল্লম্ফনদ্বারা উঠিতে চেষ্টা করিবে না। বর্ত্তমানে সভ্য জগতের অহিন্দু মার্কিণ দেশীয় পণ্ডিতেরাও যদি নীচশ্রেণী মনুষ্যের আত্মগুণগত বৃত্তি তাহার দেহের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া উচ্চশ্রেণী মনুষ্যের আত্মগুণগত বৃত্তিকে কলুষিত করে, জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তবে তুমি সনাতন ধর্ম্মের সুসভ্য মনুষ্য হইয়া বর্ণাচার রক্ষার কথাটী কুসংস্কারজ বলিবে কেন? এবং তাহার আদরইবা না করিবে কেন? তুমি চিন্তা করিয়া দেখিলে আহার ব্যবহারের সহিত দেহের ও দেহের সহিত মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তির এবং অন্তঃকরণ বৃত্তির সহিত আত্মার অতি নৈকট্য সম্বন্ধ বোধ করিবে। অতএব ঋষিগণের বর্ণিত বর্ণাচার ও সংযমাদি তোমার মতেও অবৈজ্ঞানিক নহে। কাজেই ঋষিগণের উক্তিমতে বর্ণাচারে ও যম নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকা মনুষ্যের একান্ত প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য—'মৃজ্জলাভ্যাং' ইত্যাদি বচনে মনঃশুদ্ধির বিধান করিয়াছেন, তাহা মনঃশুদ্ধির আরম্ভ অবস্থা বটে; তুমি এইরূপে মনঃশুদ্ধির প্রণালী গ্রহণ না করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিলে তাহা হাস্যোদ্দীপক হইবে। কেননা, অন্ত্যজ সংস্পৃষ্টান্নাদি গ্রহণ করিলেই অহিংসা সাধন হয় না। আর "সময় নাই" বলিয়া নিত্য নৈমিত্তক কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও কর্ম্মঠরূপে পরিচিত হওয়া যায় না। অন্ততঃ কর্ত্তব্যপরায়ণরূপে পরিচিত হইতেও ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে থাকা আবশ্যক। বৎস! মনঃশুদ্ধির আরম্ভাবস্থা বর্ণনে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গর্গতনয়াকে যেরূপ যম নিয়মাদির প্রণালী উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই প্রণালী এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

মনঃশুদ্ধি দশবিধ সংযম।

যাজ্ঞবল্ক্য গর্গতনয়াকে কহিলেন, হেগার্গি! সংযমের কার্য্য দশবিধ; তোমাকে তাহাই বলিতেছি—

অহিংসা সত্য মস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং।
ক্ষমাধৃতি র্মিতাহারঃ শৌচস্তেতে যমাদশ॥

অর্থ,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ। এই দশবিধ কার্য্যকে সংযম বলে। তাঁহার পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান প্রণালী তোমাকে বলিতেছি। সংযমের মধ্যে অহিংসা সাধন কি প্রকারে করিতে হইবে তাহাই প্রথমে শ্রবণ কর,—

"কায়েন মনসা বাচা সর্ব্ব ভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশ জননং প্রোক্ত মহিংসাত্বেন যোগিভিঃ।
বিধ্যুক্তং চেদহিংসাস্যা দভিচারাদি কর্ম্ম যৎ॥
(যোগি যাজ্ঞ বল্ক্যঃ)

অর্থ,—নিজের শরীর দ্বারা মনঃদ্বারা বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে ক্লেশ উৎপাদন না করার নাম অহিংসা। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানমতে উপযুক্ত স্থলে অভিচারাদি কর্ম্মও অহিংসা রূপে গৃহীত হয়। উহার উদাহরণ স্থলে শ্রুতি

"বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগল মালম্ভেত"

অর্থ,—বায়ুদেবতার প্রীতিহেতু শ্বেতচ্ছাগল হনন যথাবিধি করিবে। এই প্রকার শ্যেনযজ্ঞাদিকার্য্যেও অনপরাধীকে যথাবিধি নিধন করার বিধান আছে। এবং তন্ত্রশাস্ত্রেও পূজাদিকার্য্যে যথাবিধি পশুহনন ও যথালক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির উপর মারণাদি ষট্‌কর্ম্ম প্রয়োগ করার বিধান আছে। এবং সর্ব্বত্রই সম্মুখ যুদ্ধে অস্ত্রধারি বিপক্ষ ব্যক্তিকে নিধন করার বিধান আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঐ সকল উপযুক্তবিধান লক্ষ্য করিয়াই গর্গতনয়াকে বলিয়াছেন,—

"বিধ্যুক্তং চেদহিংসাস্যা দভিচারাদিকর্ম্মযৎ"

* প্রণালী অর্থে রীতি।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির যুক্তি এই প্রকার,—যজ্ঞে নিধনপ্রাপ্ত জীবের আত্মোন্নতি সাধন হয় ও যথাযথ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির উপর মারণাদি ষট্‌কর্ম্ম প্রয়োগে এবং ন্যায়যুদ্ধে সাধারণের শান্তিস্থাপন ও মৃত ব্যক্তির ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্তি জন্য দেবতার প্রীতি সম্পাদ হয়, যেহেতু দেবতা ন্যায়বান; এইহেতু ঐসকল কর্ম্ম অহিংসারূপে গ্রহণ করার বিধান হইয়াছে। এই প্রণালীতে যাঁহার অহিংসা সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাকে কোন জীব হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। এইস্থলে পাতঞ্জল বলেন,—"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"

এই সিদ্ধির বলে আর্য্যগণ শ্বাপদ জন্তুসঙ্কুল গহনেও বাস করিতে পারিতেন। তৎপর সত্যসাধন কি প্রকার তাহা বলা হইতেছে,—

"সত্যংভূতহিত প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণং"

অর্থ,—ন্যায় অনুসারে ভূতের (প্রাণির) হিতকর বাক্য প্রয়োগের নাম সত্যকথন। বাঙ্ময়তপঃ অন্য প্রকার; বাঙ্ময় তপঃ অর্থে, কেবল সত্য-কথন নহে। তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে। এই স্থলে জ্ঞাতব্য ভূতের হিতবিহীন কেবল যথার্থাভিভাষণকে সত্যকথন বলা যাইতে পারেনা। অর্থাৎ ন্যায়বিধানে প্রাণির হিতকর বাক্য বলিতে অযথার্থাভিভাষণও সত্যকথনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

উদাহরণ,—শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কোন পথিক ব্রাহ্মণ একদল দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া এক তপস্বীকে তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তপস্বী এক গুহ্যপথ নির্দ্দেশ করিয়াদেন। ব্রাহ্মণ সেই পথে গমন করিলে দস্যুগণও তপস্বীর নিকটে ব্রাহ্মণের গন্তব্যপথ জিজ্ঞাসা করে। তপস্বী সত্য কথনের অনুরোধে ব্রাহ্মণের গন্তব্যপথ প্রকাশ করিলেন। দস্যুগণ তদনুসারে গমন করিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যাকরতঃ ধনাদি লাভ করে। পরে তপস্বী এইরূপ যথার্থাভিভাষণের ফলে ব্রহ্মহত্যার নিমিত্ত কারণ হইয়া নিরয়গামী হইলেন।

অতএব কেবল যথার্থাভিভাষণ সত্যরূপে প্রযোজ্য হয় না। আচার্য্য দ্রোণের সহিত মিথ্যাবাক্য কথনে ভীত যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের প্রতি যাহা বলিয়াছিলেন—তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা এই প্রকার—

"সত্যাদুৎ পদ্যতে ধর্ম্মঃ দয়াদ্ধর্ম্মঃ † প্রবর্ত্ততে।
ক্ষমায়াং স্থাপ্যতে ধর্ম্মঃ লোভ মোহাদ্বিনশ্যতি॥"

অর্থ,—সত্যকথন দ্বারা কৃতধর্ম্মের ফল প্রকাশিত হয়। দয়াভাব হইতে তাহা প্রবর্ত্তিত হয়, ক্ষমাতে তাহা স্থাপিত হয়, আর লোভ মোহাদি হইতে তাহা বিনষ্ট হয়। অতএব সত্যকথনেরশক্তি ধর্ম্মজগতে অত্যন্ত উপকারী; আর অসত্য কথনের ফল অত্যন্ত অপকারী বটে। এইস্থলে পাতঞ্জল বলেন,—"সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলমাশ্রয়ত্বম্" সত্য প্রতিষ্ঠাতে ক্রিয়াফল আশ্রয় করে। ভগবান্ বাঙ্ময়তপের বর্ণনা এইরূপ করিয়াছে,—

"অনুদ্বেগ করং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতঞ্চযৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসন ঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপউচ্চতে॥"

(ভগবদ্গীতা)।

ভগবদ্গীতায় ভগবান্ এই শ্লোকে বাঙ্ময় তপঃ কাহাকে বলে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। সত্যকথন কি প্রকার, তাহার উল্লেখ করেন নাই। অনুদ্বেগকরবাক্য, সত্যবাক্য, প্রিয়বাক্য, হিতকর বাক্য ও স্বাধ্যয় অভ্যসন,

---

† এইস্থলে ব্যাকরণ দোষ মনে করিবে না। কেননা সত্যবতিতনয় মাহেশ ব্যাকরণার্ণব হইতে যে পদরত্ন লাভ করিয়াছেন, তাহা গোষ্পদতুল্য, সামান্য ব্যাকরণে কিরূপে লাভ করিবে। ভাগবতের ভাষ্যকালে শঙ্করাচার্য্য কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ দোষ মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে দৈববাণী হইয়াছিল। সেই দৈববাণী এই প্রকার,—

"যান্যুজ্জহার মাহেষাৎ ব্যাসোব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে।"

এই সকলের নাম বাঙ্ময়তপঃ। স্বাধ্যায় অভ্যসন অর্থে,—ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠও অভ্যাস করা। তাহার পর,—

"সত্যংব্রুয়াৎ প্রিয়ংব্রুয়াৎ নব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং"

এইটি নৈতিক উক্তি; নীতি শাস্ত্রবিদ্‌গণ লৌকিক সুশৃঙ্খলারই প্রয়াসী; তাঁহাদিগের এই উক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অতএব আধ্যাত্মিক অর্থে, সত্য কথনের নিয়ম যজ্ঞেবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রচুর। তৎপর অস্তেয় সাধন কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন,—

"কায়েন মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্ত মৃষিভি স্তত্ত্ব দর্শিভিঃ।
(যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ)

অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপ স্থাপনম্॥ (পাতঞ্জল দর্শনং)

অর্থ,—নিজের শরীর দ্বারা মনঃদ্বারা বাক্যদ্বারা পরদ্রব্যগ্রহণের স্পৃহা না থাকার নাম আস্তেয়। অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠাতে সমস্ত রত্ন আপনা হইতে আসে, কিন্তু, সাধক তাহা গ্রহণ করেন্ না। তাহার পর ব্রহ্মচর্য্য সাধনের কথা,—

(৭৯)

"কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে॥
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থানাং যতীনাং নৈষ্ঠিক স্তচ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তৎ প্রোক্তং তথৈবারণ্যবাসিনাং॥"
(যোগিযজ্ঞবল্ক্যঃ)

অর্থ,—নিজের শরীর দ্বারা মনঃদ্বারাও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মৈথুন কর্ম্ম ত্যাগ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য। এই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য যতী, নৈষ্ঠিক ও

অরণ্যবাসিগণের পক্ষে জানিবে। যতী অর্থে,—গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি যম নিয়মে জিতেন্দ্রিয়। নৈষ্ঠিক অর্থে,—শিক্ষার জন্য যাহারা গুরুগৃহে বাসকরে। যথা,—

"নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারীতু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ"

অর্থ,—নৈষ্ঠিক ও ব্রহ্মচারী আচার্য্যস্থানে বাস করিবে। এইস্থলে অরণ্যবাসী অর্থে,—কোন বৈধ অভীষ্ট লাভ কামনায় যে ব্যক্তি বনে স্থিত হয়। যথা,—

"স্বাভীষ্ট লাভ চিন্তেন অরণ্যেযশ্চিরং বসেৎ"

এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ফলমূলাদি ভোজন করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বন্যফলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে অশক্ত হয়, তাহারা গ্রামে গিয়া ভিক্ষাও করিতে পারে। যথা,—

"ভিক্ষাশী বিচরেৎগ্রামং বন্যৈ র্যদি ন জীবতি"

তাহার পর গৃহস্থাশ্রমিব্যক্তির অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্য বলা হইতেছে। যাহা যতী, নৈষ্ঠিক ও অরণ্যবাসিগণের ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্বতন্ত্র; সেই স্বাতন্ত্র্য এই প্রকার;—

"ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গতির্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রম বাসিনাং॥
রাজ্ঞশ্চৈব গৃহস্থস্য ব্রহ্মচর্য্যং প্রকীর্ত্তিতং।
বিশাংবৃত্তিরত শ্চৈব কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ॥
শুশ্রূষৈবতু শূদ্রস্য ব্রহ্মচর্য্যং প্রকীর্ত্তিতং॥
শুশ্রূষয়া গুরৌনিত্যং যোষিতাং তদুদাহৃতম্॥"

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—প্রতিমাসে স্বাভাবিক ঋতুকালে যথাবিধানে (তিথি নক্ষত্রাদি যোগে সুস্থশরীরে নিশাবিভাগে স্বভার্য্যাতে) যে সঙ্গতি তাহাই গৃহস্থ-

প্রমিব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্য বটে; ইহার অতিরিক্ত কালেও গর্ভরক্ষা হইলে ভার্য্যাগমন করিবে না। গর্ভরক্ষা হওয়া কালে মৈথুন করিলে গর্ভস্থ সন্তানকে অত্যন্ত পীড়ন করা হয়। অনেক সময় এইরূপ পীড়নে গর্ভপাতও হইয়া থাকে তাহাতে স্বজাতি বধ করা হয়। প্রসবের পর ঋতু না হওয়া কালে ও অপর অস্বাভাবিক মৈথুনে, যোনিব্যাদান শুক্রতারল্য প্রভৃতি উৎকট্ রোগ জন্মে। দম্পতির মধ্যে কাহারও শরীর অসুস্থ থাকিলে ঋতুকালেও মৈথুন করিবে না। অসুস্থ শরীরে মৈথুন করিলে রোগ শুক্রগত হইয়া জীবন বিনাশ করে। এই স্থলে ঋতু রক্ষা না করাতেই ধর্ম্ম লাভ হয়। যেহেতু— "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" (ইতি পতঞ্জল দর্শনং)

অর্থ,—সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রথমে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কারণ ধর্ম্ম সাধনের প্রধান সহায় শরীর। এই বিষয়টী ময়মনসিংহের পরমহংস পূর্ণানন্দস্বামী তাঁহার কৃতগ্রন্থে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার,—

বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থোনলভ্যতে।
তস্মাচ্ছরীরংসংরক্ষ নিত্যংকর্ম্মপ্রসাধয় ॥

অর্থ,—দেহব্যতীত কাহারও পুরুষার্থ (ধর্ম্মকর্ম্ম) লাভ হয় না। এই হেতু শরীরকে রক্ষাকরতঃ ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে। আর ঋতুকাল ব্যতীত মৈথুন করিলে গৃহস্থদিগের যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়, সেই প্রকার শুক্র কীট্ অযথা ধ্বংস করা জন্য ব্রাহ্মণের ব্রহ্মহত্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় হত্যা প্রভৃতি প্রত্যবায় ঘটে। আর সন্তান প্রসবের পর ঋতু না হওয়া পর্য্যন্ত মৈথুন কার্য্যের ফলে স্ত্রীলোকের প্রদর, যোনিব্যাদান প্রভৃতি রোগ হয়। এবং হস্ত মৈথুনাদি দ্বারা অস্বাভাবিক রেতঃপাতে পুরুষের ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উৎকট্ রোগ উৎপন্ন হয়। তাহা তুমি স্বচক্ষেই দর্শন করিতে পারিতেছ। অতএব, কথিত নিয়মানুসারে মানুষের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

নচেৎ পশ্বাদির ন্যায় মানুষ অচিকিৎস্য রোগে যাতনা ভোগ অবশ্যই করে। বিহিত মৈথুনেও স্বীয় ভোগের বশবর্ত্তী হইবে না। কেবল ঐশ্বরিক বিধান রক্ষার জন্য বা পিতৃপিণ্ড রক্ষারজন্য পুত্রাদি উৎপাদন করিবে। পুত্রাদি উৎপাদনকালে মনোবৃত্তি সদ্ভাবে রাখিতে হইবে এবং পুত্রাদির সুশ্রী ও আকৃতির বিষয় আকাঙ্ক্ষা রাখিতে হইবে। এই নিয়মে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়। কোন কোন ঋষি স্বীয়বৃত্তিরত বৈশ্যেরও ঐপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য ইচ্ছা করেন। ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্য ; ঋতুকাল ব্যতীত অবলাগণও স্বামিসহবাস করিবে না। মহিলাগণ স্বভাবতঃ চঞ্চলহেতু কচিৎ মনঃদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিলেও তাহাদিগের নিত্য গুরু জনের সেবাদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য অটুট থাকে। ব্রহ্মচর্য্যহীনগণের ধর্ম্মকর্ম্ম ক্ষণভঙ্গুর তাহার উদাহরণ,—

"অবশেন্দ্রিয় চিত্তানাং হস্তিস্থানমিব ক্রিয়া"

(যোগদীপিকা)

অর্থ,—যাহাদিগের ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত নহে তাহাদিগের ধর্ম্মক্রিয়া হস্তি স্নানের ন্যায় অচিরেই কলঙ্কিত হয়। বৎস! ঋষিরা যে গৃহস্থাশ্রমের বহু প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন,এখন সেই গৃহস্থাশ্রম—যম নিয়ম শিক্ষার অভাবে অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়া উঠিয়াছে। যে আশ্রম অপর আশ্রম ত্রয়ের জীবনরূপে বর্ণিত হইত ; ‡ সেই আশ্রম শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম নামে বীতস্পৃহ হওয়ায় এখন গৃহস্থেরা কোন আশ্রমীরই পূর্ব্ববৎ পোষণ করিতে ইচ্ছা করে না। এখন শিশ্নোদরের তৃপ্তি সাধনই গৃহীর প্রধান সাধন। দুঃখের বিষয়যে কেবল তাহারই সাধনে নিযুক্ত থাকায় এখন অনেক ব্যক্তি ভুক্তদ্রবও

‡ যথাবায়ুং সাশ্রিত্য বর্ত্ততেসর্ব্ব দেহীনাং।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্ততে ..সর্ব্ব মাশ্রমাঃ॥ (মনুসংহিতা)

জীর্ণ করিতে পারিতেছে না এবং অশক্তিবশতঃ মৈথুনেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারায় বহু দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। পূর্ব্ববৎ সংযমাদি শিক্ষার পর পাণিগ্রহণ প্রথা বিলুপ্ত হওয়াই সমাজের এই বিষবৎ অবস্থা প্রাপ্তির প্রধান কারণ; অতএব, যম নিয়মে সিদ্ধ না হইয়া পাণিগ্রহণ সঙ্গত নহে। এই বিষয়ে নিবেদন প্রবন্ধে ৩৩ নম্বরে বর্ণনা হইয়াছে, এইস্থলে ব্রহ্মচর্য্যের উৎকর্ষই বক্তব্য; পূর্ব্বোক্ত যতী, নৈষ্ঠিক ও অরণ্যবাসিগণের অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইলে ক্রমে মানুষ ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারে। ঊর্দ্ধরেতা অর্থে,—যাহার শুক্র ইচ্ছা ভিন্ন কামরিপুদ্বারা চলিত হয় না। ঊর্দ্ধরেতা হইলে মানব জরা মরণ বর্জ্জিত হয়। যথা,—

"ঊর্দ্ধরেতাভবেদ্—যোগী জরামরণ বর্জ্জিতঃ"

(শিবসংহিতা)

যোগী অর্থে,—কামনাহীনব্যক্তি; এই স্থলে চিকিৎসা শাস্ত্রওবলেন,—

"মলমূলংবলংবিদ্ধি শুক্রমূলংহি জীবনং"

অর্থ,—মলাশয়ে পরিমিত মলসঞ্চয় (পুরীষসঞ্চয়) থাকা শারীরিক পরিমিত বলসঞ্চয়ের মূলীভূতকারণ এবং শরীরে পরিমিত শুক্রসঞ্চয় থাকাই নির্দ্দিষ্টকাল জীবিত থাকার মূলীভূত কারণ বটে; তুমি আনন্দানুভবেরজন্য মৈথুন কার্য্যে শুক্রক্ষয় কর। এইটী তোমার ভুল; শুক্রক্ষয় হইলে যে নিরানন্দ ঘটে, তাহা মৈথুনান্তে সকলেরই বোধগম্য হয়। সুতরাং শুক্রক্ষয় আনন্দানুভবের হেতু নহে, পরন্তু, তাহা নিরানন্দেরই প্রধান কারণ; এবং শুক্রসঞ্চয় না হইলে মৈথুনেও আনন্দানুভবের ক্ষমতা লাভ হয় না। অতএব শুক্র ধারণই আনন্দের প্রধান হেতু; তুমি যতই শুক্র ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইবে, ততই তোমার আনন্দানুভব হইতে থাকিবে। তোমার যখন সম্পূর্ণরূপে শুক্র ধারণের অভ্যাস জন্মিবে। তখন তুমি সর্ব্বদা আনন্দে বিভোর থাকিতে পারিবে। এবং তখন রমণীকে সেই সুদুর্ল্লভ

আনন্দের শত্রুরূপে জানিয়া নিজের অব্যাহতি জন্য তাহা হইতে পলায়নের ইচ্ছা করিবে। তুমি অনুভব করিতে পার—যতই তোমার শুক্রক্ষয়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়, ততই নিরানন্দ আসিয়া তোমার উত্তম, উৎসাহ প্রভৃতিকে বিলুপ্ত করে, তোমার উদ্যান বাপীতট ৭॥ কেলিমণ্ডপকে শ্মশানে পরিণত করে। তোমার পৃথিবীর আধিপত্য থাকিতেও তোমাকে ভিক্ষমাণ ব্যক্তি হইতেও সর্ব্ববিষয়ে অনধিকারী করিয়া রাখে। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি থাকিতেও তোমাকে অকর্ম্মণ্য বা অব্যবহার্য্য করিয়া দেয়। পরিশেষে তোমাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে। অতএব তোমার নিয়ত আনন্দভোগ প্রার্থনীয় হইলে শুক্রধারণ করিতে অভ্যস্ত হও। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান মতে কায়-মনোবাক্যে মৈথুনকর্ম্ম ত্যাগ কর। যম, নিয়মের প্রত্যেক অঙ্গ অনুষ্ঠানে, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যসাধনে এবং তাহার অঙ্গ আহার, ব্যবহার ও আলোচনা বিষয়ে বিশেষ সতর্ককতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; আহার্য্য দ্রব্য মধ্যে ঘৃতযুক্ত হবিষ্যান্ন; অন্ততঃ নিরামিষ দ্রব্য ভোজন করিবে। এবং ঐসকল দ্রব্যের উপযুক্ত মাত্রাও গ্রহণ করিবে। আলোচনার মধ্যে শাস্ত্রালোচনা; গুরুর, সাধুর ও ব্রহ্মচারীর সেবাই প্রধান ব্যবহার্য্য; এই সকল অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিবে। কদাচ বৈষয়িক আলোচনা বা কুৎসিত আলোচনা করিবে না। যাহাদিগের শুক্রতারল্যবশতঃ রেতঃপাত হয় তাহারা ব্রহ্মচারীর মৌখিক উপদেশ গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য সাধনে শরীর সুস্থ হয় ও আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মবিষয়ে বুদ্ধিনিবেশ করিতে শক্তি লাভ হয়। এখন ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে গীতা প্রভৃতি তত্ত্বশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যের এইরূপ বহু দুর্গতিজনক

৭। শতেন ধনুভির্ম্মানং খাতং পুষ্করণীস্মৃতং।
ত্রিভিঃশতেন দীর্ঘিকা বাপীদ্রোণদশ স্মৃতং॥

অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বাউল গাহিয়াছেন। বাউল অর্থে, জ্ঞানোন্মাদযুক্ত ব্যক্তি; তাঁহার উক্তি এই প্রকার—

"কাচা সোণারে কেউ চিন্‌লে না রে।
আগুনে পোড়ায় সোণা আইৎনা লইয়া তায় রে—
গালায় জীবনী সোণা অযত্নে ফালায় রে॥"

(আইৎনা অর্থে-কর্ম্মকারের অগ্নি-উদ্দীপক যন্ত্র বিশেষ) তুমি যদি আত্মার, মনের, শরীরের ও সমাজের উন্নতি প্রার্থনা কর, তবে কথিত যতী প্রভৃতির ব্রহ্মচর্য্য তোমার অবলম্বনীয়। পাতঞ্জল বলেন "ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াংবীর্য্যলাভঃ"। তাহার পর দয়া সাধন কি প্রকার তাহা বলিতেছেন,—

"দয়া সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহ স্পৃহা
বিহিতেষু তদন্যেষু মনোবাক্ কায় কর্ম্মণা॥"
(যোগি যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—নিজের শরীরদ্বারা, মনঃ দ্বারা, বাক্যদ্বারা, বিহিত ও তদন্য প্রকারে সর্ব্বত্র যে অনুগ্রহ করিতে স্পৃহা জন্মে তাহার নাম দয়া। অবিহিত উপায় ধর্ম্মাশ্রিতগণের অনুষ্ঠেয় নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিবে। তৎপর আর্জ্জব সাধন কিপ্রকার তাহা বলিতেছেন,—

"প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বমার্জ্জবং"।
(যোগিযাজ্ঞ বল্ক্য)

অর্থ,—তোমার এইটী প্রবৃত্তির বিষয়, আর এইটী অপ্রবৃত্তির বিষয়, এইরূপ ভেদবুদ্ধি বিদূরিত করিয়া তদুভয়ের প্রতি সমভাব স্থাপনের নাম আর্জ্জব। এখন ক্ষমা সাধন কিপ্রকার তাহা বলিতেছেন,—

প্রিয়া প্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাং।
ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বদ্ভি র্গদিতা বেদ বাদিভিঃ॥"
(যোগি যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—প্রিয় ও অপ্রিয় এই উভয়ে সমভাব রক্ষার নাম ক্ষমা। অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যে হর্ষ বা বিষাদযুক্ত না হওয়ার নাম ক্ষমা।

উদাহরণ,—রাম তোমার কোন প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেইজন্য তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলে, আর শ্যাম তোমার অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিলেও তাহাকে তুমি ক্ষমা করিলে (অসন্তুষ্ট হইলে না) এইস্থলে তোমার ক্ষমা সাধন হইল না। কেননা প্রিয় অপ্রিয় এই উভয়ে তোমার সমভাব রক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং রামের প্রিয়ানুষ্ঠানেও তোমার তুষ্টিবোধ বিধেয় নহে। তৎপর ধৃতি সাধন কি প্রকার তাহা বলিতেছেন—

"অর্থ হানোচ বন্ধূনাং বিয়োগেচাপি সম্পদি।
ভূয়ঃ প্রাপ্তোচ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনং ধৃতিঃ॥"
(যোগি যাজ্ঞ বল্ক্য)

অর্থ,—অর্থনাশ, বন্ধুনাশ ও সম্পদ নাশ এই তিনের বহুবার বিনাশ হইলেও ধৈর্য্যাবলম্বন করার নাম ধৃতিসাধন।

তাহারপর মিতাহার কিপ্রকার তাহা বলিতেছেন,—

"অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ভক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্য বাসিনাং।
দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য যথেষ্টং ব্রহ্মচারিণাং॥
এষামেব মিতাহার স্বন্যেষামল্প ভোজনং॥"
(যোগি যাজ্ঞ বল্ক্য)

অর্থ,—মুনিগণের অষ্টগ্রাস, অরণ্য বাসিগণের ষোড়শগ্রাস, গৃহস্থগণের বত্রিশ গ্রাস, ব্রহ্মচারিগণের যথেষ্ট গ্রাস ভোজনকে ও অপর ব্যক্তিগণের অল্প ভোজনকে মিতাহার বলে।

যথেষ্ট গ্রাস অর্থে, যত সঙ্খ্যা গ্রাস ভোজনে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত না ঘটে তত গ্রাস ভোজন। কেননা ব্রহ্মচারীর শরীর ভেদে আহারের ন্যূনাধি-

কতার প্রয়োজন (স্মৃত্যুক্ত হবিষ্যান্ন দ্রব্য আহার প্রশস্ত ; গ্রাসের পরিমাণ কুক্কুট অণ্ড সদৃশ ; তৎপর শৌচ কিপ্রকার তাহা বলিতেছেন,—

"শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতংবাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরং॥
মনঃ শুদ্ধিস্তুবিজ্ঞেয়া ধর্ম্মেণাধ্যাত্ম বিদ্যয়া।
অধ্যাত্ম বিদ্যাধর্ম্মশ্চ পিত্রাচার্য্যেণ চানঘে॥"
(যোগিযজ্ঞে বাক্য)

অর্থ,—হে অনঘে! হে গার্গি! শৌচানুষ্ঠান দ্বিবিধ; মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা যে শৌচানুষ্ঠান, তাহার নাম বাহ্য শৌচ, আর মনঃ শুদ্ধি সম্পাদনের নাম অন্তর শৌচ ; অধ্যাত্ম বিদ্যাভ্যাস ও ধর্ম্মকার্য্যদ্বারা মনঃ শুদ্ধি বা অন্তর শুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। ঐ উভয়কার্য্য পিত্রাচার্য্য দ্বারা সিদ্ধ হয়। বৈধকার্য্যে তোমার এইরূপে শুচি হইয়া থাকিতে হইবে। বৈধকার্য্যে সবাহ্য অন্তর শৌচ থাকা প্রয়োজন। তাহার অভাবে কার্য্য ফলোন্মুখ হয় না। যথা—

"অশৌচিনাং ক্রিয়াসর্ব্বং নিষ্ফলং তাবদেবহি।"

আর তুমিযে শাস্ত্রে "মনএব সদাশুচিঃ" এই প্রকার জ্ঞাত হইয়াছ, সেই উক্তির 'সদা' শব্দের শক্তি অনাদ্যন্ত কাল ব্যাপক মনে করিও না। তাহা হইলে তত্ত্বদর্শিগণের মনঃশুদ্ধির উক্তি প্রলাপবৎ অনর্থ হইয়া উঠে। বাস্তবিক, তত্ত্বদর্শিগণের উক্তি সর্ব্বত্রই নির্ব্বিরোধ ও বিশেষার্থ যুক্ত ; তুমি যে যে স্থলে বিরোধ দর্শন কর, সেই সেই স্থল ভাষান্তর বা বিবক্ষা অথবা প্রশ্নকর্ত্তার অধিকার ভেদে উত্তর হইয়াছে জানিবে। এইরূপে তত্ত্বদর্শির উক্তি সর্ব্বত্রই নির্ব্বিরোধ ; অতএব "মনএব সদাশুচি" এই বাক্যের 'সদা' শব্দটীর শক্তি স্মৃত্যুক্ত ঘৃত শুদ্ধিবৎ বোধ করিবে। ঘৃত যেমন অশুদ্ধ পাত্রগত হইলেই অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ পাত্রগত হইলেই শুদ্ধ, মনঃ ও তদ্‌বৎ ; স্মৃতি বলিয়াছেন,—

"আম মাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফল সম্ভবাঃ।
ম্লেচ্ছ ভাণ্ডস্থিতা দুষ্টা নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

ম্লেচ্ছ ভাণ্ডগত ঘৃত অশুদ্ধ থাকিলেও সেই ঘৃত যেমন শুদ্ধ পাত্র গত হইলেই শুদ্ধ হয়, সেই প্রকার মনঃ, অশুদ্ধ বিষয়ে থাকিলেই অশুদ্ধ হয়, আর শুদ্ধ বিষয়ে থাকিলেই শুদ্ধ হয় জানিবে। অশুদ্ধ বিষয়ে বিচরণ করাই মনের স্বভাবহেতু তত্ত্বদর্শিগণ তাহার শুদ্ধি বিধান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিধান মতে মনকে শাসন করিলে মনঃ নিয়ত শুদ্ধ বিষয়ে থাকে, অশুদ্ধ বিষয়ে যাইতে প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয়। সুতরাং তোমার মনঃ শুদ্ধি সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন; এই শৌচাও দশবিধ সংযম সিদ্ধ হইলে মৃত্যুর পর সংযমনীপুরে (যমালয়ে) গিয়া সংযম শিক্ষার জন্য যাতনা ভোগ করিতে হয় না। বেদান্ত বলেন,—

"সংযমনেত্বনুভূয়ে তরেষা মারোহা বরোহৌ"
(বেদান্ত দর্শনং)

সংযমনীপুরের নাম যমপুরী, তাহাতে অসংযমীকে সংযমের আবশ্যকতা বোধ করায়। যাঁহার নিজ হইতেই সংযম শিক্ষা আছে তাঁহার তথায় যাওয়া অপ্রয়োজন; তাঁহারা স্বর্গাদিতে আরোহণ করেন। মনুষ্যের সংযমই সকল ধর্ম্মের মূল; যমরাজ সংযম ও অসংযমরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতে অধিকারী; যাঁহাদিগের অসংযম নাই তাঁহাদিগের অধর্ম্মও নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের উপর যমের অধিকারও নাই। তাহাতেই সংযমী রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন,—

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
"বল্‌গে তোর যম রাজাকে আমার মত নেয় সে কয়টা।
আমি যমের যম হইয়ে আছি ভেইবে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥"

যাহারা এইরূপে পূর্ণসংযমী থাকিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাঁহারা

দেহত্যাগের পর দিব্যবিমানে আরোহণ করতঃ দক্ষিণদিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়া যান। তৎপর গর্গতনয়ার প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য দশবিধ নিয়মের কথা বলিতেছেন।

---

(৮১)

দশবিধ নিয়ম।

নিয়মেরও সাধন প্রত্যহ করিতে হইবে।

সেই দশবিধ নিয়ম কি প্রকার তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

"তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানমীশ্বর পূজনং।
সিদ্ধান্ত শ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপোব্রতং।
এতেচ নিয়মাঃপ্রোক্তা স্তাংশ্চ সর্ব্বান পৃথক্ শৃণু॥"
(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

হে গার্গি! নিয়মের অঙ্গগুলিকে তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর পূজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও ব্রত নামে বলা হয়। ঐসকল প্রত্যেক অঙ্গের অনুষ্ঠান প্রণালী তোমাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বলিতেছি। তাহার মধ্যে তপানুষ্ঠান কি প্রকারে করিবে, প্রথমে তাহাই শ্রবণ কর,—

তপানষ্ঠান বিষয়ে কঙ্কালমালিনী বলেন,—

"নতপস্তপমিত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং"

অর্থ,—তপঃ তপঃ নহে, তপের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বোত্তম তপঃ। ইহাদ্বারা বোধ হয় যে, তপঃ নামে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রহ্মচর্য্য তদপেক্ষা উত্তম।

পাতঞ্জল বলেন,—"কায়েন্দ্রিয় শুদ্ধি রশুদ্ধিক্ষয়া তপসঃ"

অর্থ,—যে অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের এবং মনের অশুদ্ধ ধর্ম্ম ক্ষয় হইয়া শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহার নাম তপঃ।

ইহাদ্বারাও তপঃ অর্থে কি, তাহা সুস্পষ্ট হইল না। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য তাহা সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। সেই উক্তি এইপ্রকার,—

"বিধানোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীর শোষণং প্রাহু স্তপস স্তপ * উত্তমং।"

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—যথাবিধি চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শরীরকে শোষ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপঃ। তৎপর সন্তোষের প্রণালী কিপ্রকার তাহা বলিতেছেন,—

"যদৃচ্ছালাভতোনিত্যং মনঃ পুংসোভবেদিতি।
যাধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখ লক্ষণং॥"

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—যদৃচ্ছা অর্থে, স্বেচ্ছা, স্ব অর্থে, সর্ব্বত্রই আত্মাকে বুঝায়, ইন্দ্রিয়াদিকে বুঝায় না। সুতরাং আত্মার ইচ্ছামত অবস্থায় বা আত্মবুদ্ধিগত অবস্থায় থাকিয়া যাহা লাভ হয়, তাহাতেই যদি পুরুষের মনে তৃপ্তিবোধ থাকে, তবে সেই বুদ্ধিকে ঋষিগণ সুখের লক্ষণরূপ সন্তোষ বলেন। তাহার পর আস্তিক্য সাধন কি প্রকার তাহা বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসো যস্তদাস্তিক্য মুচ্যতে"

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে এই উভয়ে যে বিশ্বাস স্থাপন তাহার নাম আস্তিক্য। তাহার পর দানের কথা,—

"ন্যায়ার্জ্জিতং ধনং চান্ন মন্যদ্বা যৎপ্রদীয়তে।
অর্থিভ্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তং দানমেতদুদাহৃতং॥"

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

---

* এই গ্রন্থে যথাস্থানে ত্রিবিধ তপেরই উল্লেখ হইয়াছে। যথা,—ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপঃ বাঙ্ময়তপঃ. চন্দ্রায়ণাদি ব্রতরূপতপঃ। তাপের অসাধ্য কিছুই নাই।

অর্থ,—ন্যায়ার্জ্জিত ধন বা অন্য কোন দ্রব্য, অল্পহইলেও তাহা শ্রদ্ধার সহিত যদি যাচককে প্রদান করা হয়, তবে তাহার নাম দান। এইস্থলে গ্রহীতা সৎপাত্র হইতে হইবে, অসৎ পাত্রে দান অবিধেয়; অযথাকার্য্যে বা পাপকার্য্যে যিনি দানপ্রাপ্ত ধনাদি ব্যয় না করেন এবং শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মে ব্যয় করেন, তিনি দানের সৎপাত্র। দানের ধনাদি অসৎকার্য্যে ব্যয়িত হইলে দাতা সেই অসৎকার্য্যের নিমিত্ত কারণ হন। সেইজন্য সৎপাত্রে দানের নিয়ম শাস্ত্রেবিহিত হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণই সৎপাত্ররূপে শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছেন। এইস্থলে মনুসংহিতার দুইটী উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহা এই প্রকার,—

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী"

(মনুসংহিতা)

এবঞ্চ

"ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে"

অর্থ,—জন্মগ্রহণ হইতে ব্রাহ্মণকে শাশ্বতী ধর্ম্মের মূর্ত্তিরূপে জানিবে। এবং ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটেন। এইস্থলে ভীষ্মদেব বলেন,—

"দরিদ্রান্ ভরকৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছেশ্বরেধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্যকিমৌষধৈঃ॥"

(মহাভারতং)

অর্থ,—হে কৌন্তেয়! তুমি দানদ্বারা (সতের মধ্যেও) দরিদ্রগণকে পোষণ কর, কদাপি ধনবান ব্যক্তিকে ধন প্রদান করিও না। কেননা ব্যাধিগ্রস্তগণেরই ঔষধের প্রয়োজন। রোগহীন ব্যক্তির ঔষধ অনাবশ্যক। তৎপর ঈশ্বর পূজা কি প্রকারে করিবে তাহা শ্রবণ কর,—

"যৎপ্রসন্ন স্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেবচ।
যথাশক্ত্যর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা * এতদীশ্বর পূজনং॥"
(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—অর্চ্চনাকারী প্রসন্ন স্বভাব দ্বারা (উপবিষ্ট হইয়া) ভক্তিসহ যথাশক্তি উপচারে শিবের বা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে তাহাকে ঈশ্বর পূজা বলা হয়। এই স্থলে 'শিব বিষ্ণু' উপলক্ষণ, প্রকৃতির উপাসনার মুখ্যত্ব হেতু তাহারও অর্চ্চনা করিতে হইবে। তাহার পর সিদ্ধান্ত শ্রবণের কথা,—

---

* ভক্তি কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ সূত্র বলেন,—

"সা পুরানুরক্তিরীশ্বরে।"

অর্থ,—ঈশ্বরেতে বিশেষ রূপে যে অনুরাগ, তাহারই নাম "ভক্তি।" ঈশ্বরানুরাগের অপক্কাবস্থার নাম ভক্তি, তাহার পক্কাবস্থার নাম "প্রেম" এই ভক্তি সাধারণতঃ নয় প্রকার,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণুঃ স্মরণং পাদ সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং॥

এই শ্লোকে 'বিষ্ণু' এই শব্দটী উপলক্ষণ। প্রকৃত কথা, যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বিধিমত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহার সেই অনুরাগযুক্ত কর্ম্মের নাম "ভক্তি"। সর্ব্বাঙ্গোল্লাস তন্ত্র বলেন,—

"গুরুবক্ত্রে স্থিতোদেব তদেবেষ্ট স্বরূপক।
ক্রিয়াপিতস্তবাক্যং স্যাৎ ক্রিয়েতি ভক্তি কল্পনা॥
যা ক্রিয়া সাপি ভক্তিস্যাৎ যাভক্তিসা ক্রিয়াপিচ।
ভক্তিরূপা স্বেষ্টবিদ্যা বিনা ভক্তিং ন লভ্যতে॥
বিনাভক্তিং নচজ্ঞান মতোভক্তিরুদাহৃতা।
সা ভক্তি ত্রিবিধা দেবি চোত্তমা মধ্যমা ধমা॥"

"সিদ্ধান্ত শ্রবণং প্রোক্তং বেদান্ত শ্রবণং বুধৈঃ।
দ্বিজবৎ ক্ষত্রিয়স্যোক্তং সিদ্ধান্ত শ্রবণং বুধৈঃ॥
বিশানাঙ্কেচিদিচ্ছন্তি শীলবৃত্তিরতাং সতাং।
শূদ্রাণাঞ্চ স্ত্রিয়াশ্চৈব স্বধর্ম্মস্তু তপস্বিনাং।
সিদ্ধান্ত শ্রবণং প্রোক্তং পুরাণ শ্রবণং বুধৈঃ"॥

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের বেদান্ত শ্রবণকে সিদ্ধান্ত শ্রবণ বলা হয়। কেহ কেহ স্বীয় বৃত্তিরত ও সচ্চরিত্র বৈশ্যেরও বেদান্ত শ্রবণকেই সিদ্ধান্ত শ্রবণ বলেন। মহিলাগণের, শূদ্রের ও তপশ্চারিগণের স্বধর্ম্মাচরণই সিদ্ধান্ত শ্রবণ বটে। স্বধর্ম্মাচরণ অর্থে, স্বীয়বিহিত ধর্ম্মাচরণ; তপশ্চারীর তখন তপঃই বিহিত ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম। শূদ্রাদি পুরাণ শ্রবণ করিলেও সিদ্ধান্ত শ্রবণ হয়। শ্রবণ অর্থে, বেদান্ত মতে অধ্যয়ন। অনন্তর লজ্জা সাধন কি প্রকার তাহা বলিতেছেন,—

"বেদ লৌকিক মার্গেষু কুৎসিতং কর্ম্মযন্তবেৎ।
তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীস্তু সৈবেতি কীর্ত্তিতা॥"

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—বেদে ও লোকে যে যে কার্য্য নিন্দিত সেই সেই কার্য্যানুষ্ঠানে যে লজ্জাবোধ জন্মে, তাহার নাম "হ্রী"। তৎপর "মতি" কাহাকে বলে তাহারই কথা বলিতেছেন,—

"বিহিতেষুচ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধাযাসা মতির্ভবেৎ"

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থ,—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা তাহার নাম "মতি"। অনন্তর "জপ" কি প্রকার তাহা বলিতেছেন,—

"গুরুণাচোপদিষ্টোপি বেদবাহ্য বিবর্জ্জিতঃ।
বিধানোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃস্মৃতঃ॥"

অর্থ,—গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যথা বিধানে মন্ত্রের মানসিক পুনঃ পুনঃ যে আবৃত্তি বা অভ্যাস, তাহার নাম "জপ"। তৎপর "ব্রত" কি তাহা বলিতেছেন,—

"প্রসন্ন গুরুণা পূর্ব্ব মুপদিষ্ট মনুজ্ঞয়া।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণা মুপায় গ্রহণং ব্রতং॥"

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ)

অর্থ,—পূর্ব্বোপদিষ্ট শিষ্য প্রসন্নভাবযুক্ত গুরুর অনুজ্ঞালাভ করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের জন্য যে উপায় গ্রহণ করে তাহার নাম "ব্রত"।

এই বিধান মতে পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ ব্রত। এইস্থলে ধর্ম্ম, অর্থ, কামও মোক্ষ্য অর্থে কি, তাহা কথিত হইতেছে,—

যস্মিন দেবে যদাচারঃ * সচ ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অর্থস্তু জপ সম্পত্তি র্নান্যশ্চার্থঃ কদাচন।
কামস্তু দেবতাসিদ্ধি র্মোক্ষস্ত দেবতামিয়াৎ॥

---

* আচার সপ্তবিধ,—

সর্ব্বেভ্যো চোত্তমো বেদো বেদেভ্যোবৈষ্ণবোমতঃ।
বৈষ্ণবাদুত্তমো শৈবো শৈবাৎসিদ্ধান্তরুত্তমঃ।
সিদ্ধান্তাদুত্তমো বামঃ বামা দক্ষিণ রুত্তমঃ।
দক্ষিণাদুত্তমো কৌলঃ কৌলাৎ পরতরং নহি॥

এই সপ্তবিধ আচারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও অনুষ্ঠান প্রণালী পুস্তক গৌরব ভয়ে এইস্থলে উল্লেখ হইল না। সকল প্রকার মনুষ্যেরই প্রথমে

অর্থ,—যে দেবে যে আচার বিহিত আছে সেই আচার সেই দেবতার ধর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে। সেই দেবতার মন্ত্রজপ রূপ সম্পত্তিকে (জপসার্থককে) 'অর্থ" নামে কথিত হইয়াছে. কদাচ এইস্থলে অন্য অর্থের বোধ করিবে না। সেই দেবতার সিদ্ধিলাভকে এইস্থলে "কাম" নামে কথিত হইয়াছে। আর সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া "মোক্ষ" 'শব্দে' বাচ্য ; এই মোক্ষ প্রাপ্তি অর্থে সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্যরূপ ক্ষয় স্বভাব কোন এক মোক্ষ* প্রাপ্তিই বোধযোগ্য বটে। নিত্য কৈবল্যরূপ মোক্ষ বোধ যোগ্য নহে। এই প্রকার দশবিধ নিয়মসিদ্ধ হইলে দেবতাকে বশীভূত করিতে সামর্থ্য জন্মে। কাজেই যম নিয়ম সিদ্ধ না হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ পায় না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভই দেবত্ব লাভের আরম্ভক ; যম নিয়ম সিদ্ধ হওয়ার পর সমাধি সময়ে পূর্ব্বে পরোক্ষভাবে দেবদর্শন হইয়া পরে প্রত্যক্ষভাবে দেবদর্শন লাভ লয়। এইস্থলে দেবঅর্থে, উপাস্য মোক্ষ প্রদায়ক দেবতা ; অপদেবতা নহে। নিজে নিয়মিত না হইয়া দেবতাকে নিয়মিত বা বশীভূত করা অসম্ভব ; অনিয়মী কাহাকেও সর্ব্বথা নিয়মিত

বেদাচার, তাহার পর বৈষ্ণবাচার,—এইক্রমে এক একটী আচারের অনুষ্ঠান ও তাহার আয়ত্তিকরণই আত্মোন্নতির সোপান। প্রথম চারিটী আচার পশুভাবের অন্তর্গত ; তাহার পর দুইটী বীরভাবে অনুষ্ঠেয় ; বীরভাবই দিব্যভাবের আরম্ভক, কৌলাচার তাহার পূর্ণাবস্থা। আচার ও ভাব বর্জ্জিত উপাসনা নিস্ফল।

* অত্রক্ষয়িত্বং সালোক্যাদি গৌণ মোক্ষস্য গ্রহণং কর্ম্মসাধ্যত্বাৎ। তত্ত্বজ্ঞানোৎপন্নে কৈবল্যত্বং নিত্যং। যথা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ,

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়াধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব মানশুঃ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থাবিদ্যতেত্বয়নায়॥

করিতে পারে না, কেবল মায়াবশে "আমার" "আমার" করিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের অপচয় করে। বর্ণিত যম নিয়মের এইরূপ প্রণালী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে গর্গ তনয়া উপদিষ্ট হইয়া তদনুসারে যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সৌভাগ্যক্রমে অনেকেরই যোগি বেশধারী মহাত্মগণের সাক্ষাৎ লাভ হয় বটে; এবং যুবকগণ তাঁহাদিগের নিকটে যোগাভ্যাসও করেন বটে। কিন্তু এই অভ্যাসে বর্ণাচার না থাকায় ও যম নিয়মের প্রণালী অবলম্বন না করায় কার্য্যতঃ কেহ উন্নত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই "ইতোনষ্ঠ স্ততোভ্রষ্টঃ" হইয়া পরিণামেরপথ অন্ধকামরয় দর্শন করিতেছেন। অতএব বর্ত্তমানের উপদেশের সহিত সেই তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের গ্রন্থলিখিত উক্তির ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্যকরা একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এই মনঃশুদ্ধির "নিষ্কামকর্ম্ম" প্রবন্ধে উদ্ধৃত ভগবদ্গীতার ৪র্থ, অঃ, ১৬।১৭ শ্লোকের অর্থ অনুসারে প্রথমে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিচার জ্ঞাত হইতে হইবে। তৎপর সাত্তিকসুখ কি? তাহা গীতার ১৮ অ, ৩৭ শ্লোকের অর্থে জানিয়া মনঃশুদ্ধির ৭৬ নম্বরে উদ্ধৃত বেদান্তের ও পরাশর সংহিতার উক্তিমতে ধর্ম্মকর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম আপন আপন বর্ণাচারে থাকিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হইবে, এবং সর্ব্বপ্রকার কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে হইবে, প্রত্যহ যথারীতি উপাসনা ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পাপক্ষয় উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের সাবিত্রী গায়ত্রী ও অপর পুরুষগণের এবং সকল শ্রেণীর স্ত্রীগণের ভগবন্নাম জপরূপ প্রায়শ্চিত্তও করা যাইতে পারে। তাহারপর পূর্ণ যম নিয়মে প্রবেশ করিয়া যোগাভ্যাস করিলে এখনও যোগের প্রত্যক্ষফল অপ্রাপ্য হয় নাই। যোগী অর্থে,—কামনাহীন বা ঈশ্বর প্রীতিকামী; কেবল সঙ্কেতাভ্যাস ব্যক্তিকে যোগী শব্দে বুঝায় না। অর্থাৎ যাঁহারা কায়ে, মনে ও বাক্যে কেবল

ঈশ্বরেরই প্রীতি কামনা করেন, যাঁহাদিগের অপর কোন কামনাই থাকেনা, তাঁহারাই প্রকৃত যোগিপদ বাচ্য। এই প্রকার যোগিব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যেও থাকিতে পারেন।

বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদিও বায়ু সাধন করা যোগিগণের আবশ্যক তথাপি কেবল প্রাণায়াম দ্বারা মনঃশুদ্ধি করিয়া যোগী হইতে সকল শরীর উপযোগী হয় না। শরীর উপযুক্ত হইলেও পদে পদে বিপদ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সিদ্ধ প্রণায়ামী হইতে প্রাণায়ের উপদেশ লইয়া ও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে থাকিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করা বিধেয়। এই সুযোগ অসম্ভব হইলে যাঁহাদিগের প্রাণায়ামেই আকাঙ্ক্ষা তাঁহারাও মন্ত্রযোগ অবলম্বনে (মন্ত্রজপাভ্যাস করিয়া) মনঃশুদ্ধি সম্পাদন করিবেন। তাহাতেই দৈবৈশ্বর্য্য লাভ করা যায়। মন্ত্র যোগেও বায়ু সাধন আছে। তাহা নিরাপদ এবং সুখকর; জপ দ্বারা যতটুক বায়ু সাধন করা হয় তাহাতেই বায়ুর স্বাভাবিক গতি কমিয়া থাকে। মন্ত্রযোগের কার্য্যের স্বভাবে কুণ্ডলিনী চৈতন্যযুক্তাহন। তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে জানিবে। যাহারা কেবল প্রাণায়ামের বলেই মনঃশুদ্ধি করিয়া যোগী হইতে একান্ত ইচ্ছুক, তাঁহারা বর্ণাচার, যম, নিয়ম ও নাড়ীশুদ্ধি করিয়া প্রণায়ামের নিম্ন সংখ্যা হইতে আরম্ভ করতঃ ষোড়শ, চতুঃষষ্টি, দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যায় যথাক্রমে রেচক পূরক ও কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করিবেন। এই সংখ্যাত্রয়ে এক প্রাণায়াম হয়। সংখ্যা অর্থে, কোন মন্ত্রজপাত্মক সংখ্যা বটে; কথিত এক প্রাণায়াম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিসন্ধ্যার প্রত্যেক সময়ে বিংশতি সংখ্যা প্রাণায়াম অভ্যস্ত করিতে হইবে। তৎপর যত সংখ্যা প্রাণায়ামে শরীর কম্পন উপস্থিত হয়, তত সংখ্যা প্রাণায়াম অভ্যস্ত করিতে হইবে। যখন শরীর কম্পিত হইবে তখন প্রাণায়ামের আরম্ভাবস্থা; শাস্ত্রে এই প্রকার উল্লিখিত আছে। আরম্ভাবস্থা আসিলে রেচক ও পূরক বর্জ্জিত কেবল কুম্ভক অভ্যাস করিতে

করিতে যখন দেহাভ্যান্তরের আকাশ স্থান সমস্তই বায়ুতে পূর্ণ হইবে, যখন অক্লেশে একটী জলপূর্ণ কুম্ভবৎ স্থিত থাকিতে পারিবে,তখন তদবস্থাকে শাস্ত্র প্রণায়ামের ঘটাবস্থা নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর নিস্পত্ত্যবস্থা আসিবে, নিষ্পত্ত্যবস্থার পরিণাম ভূমিত্যাগ; ভূমিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইলেই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইল। তখন তুমি একজন সিদ্ধ প্রাণায়ামী হইয়া গেলে। এই অবস্থা আসিলে তোমার পঞ্চভূতেরই উপর আধিপত্য আরম্ভ হইবে। তৎপরে ক্রমে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য * লাভ হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বত্রই প্রথমে যেমন বর্ণাচার ও যম নিয়ম অবলম্বন আবশ্যক সেই প্রকার সকল প্রকার সাধনেই ভগবানে অর্পিতাত্মা হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ভগবান সকলের বন্ধু জানিয়া, তাঁহার সকল প্রকার কর্ম্মের কর্তৃত্ব আছে জানিয়া, তাঁহার কৃপাবর্ষণের সময় অপেক্ষা করিয়া নিজকে উপযুক্ত করিতে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম না করিলে কাহারও কিছুই সিদ্ধ হয় না।

(৮২)

প্রাণায়ামের উপদেশ করা এই "মনঃ শুদ্ধি" গ্রন্থের মুখ্য বিষয় নহে, মনঃশুদ্ধির মুখ্য প্রতিপাদ্যবিষয় 'জপ', যাহার কথা ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোস্মি" এই প্রকার বলিয়াছেন, যাহার বিষয় ভূতভাবন শঙ্কর "জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্জ্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ" এইরূপ নিশ্চিত বাক্যে উপদেশ করিয়াছেন, যাহা চতুর্ব্বিধ যোগসাধনের মধ্যে "মন্ত্রযোগ" নামে একটী স্বতন্ত্র প্রকার যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাহার বিষয় যোগিযাজ্ঞবল্ক্য "মন্ত্র জাপাৎ মনোলয়ঃ মন্ত্রযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" এই প্রকার গার্গীদেবীকে উপদেশ করিয়াছেন। এই মন্ত্রযোগের অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিরাপদ; উহা সকল শরীরেই অনুষ্ঠেয় হইতে পারে।

* অনিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমাতথা।
ঈশিতা বশিতা চৈবঃ তথা কামাবসায়িতাৎ॥

এবং উহার উপদেশেরও বিশেষ কোন জটিলতা নাই। মন্ত্রযোগ অর্থে,—মন্ত্র জপদ্বারা উপাস্যে মনের লয় করা। মনকে নিষ্ক্রিয় করাই যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাণায়ামের যেমন অবস্থাত্রয় বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি মন্ত্রজপাত্মক মনঃশুদ্ধিরও আরম্ভাবস্থা, সম্পাদ্যাবস্থা ও নিষ্পত্ত্যবস্থারূপ অবস্থাত্রয় আছে। সেই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে আরম্ভাবস্থা এই প্রকার,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বর্ণসঙ্করগণ স্ব স্ব বর্ণাচারে না থাকিলে ধর্ম্মকর্ম্মের চেষ্টা বিড়ম্বনা। বর্ণাচার প্রবন্ধের মর্ম্ম মতে আপন আপন বর্ণাচারে থাকিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ও বর্ণাসঙ্করগণ নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম ও উপাসনাকর্ম্মের সাধন ও ৭৮ নম্বরের লিখিত মতে যম নিয়মের সাধন করিলে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করিবে। আরম্ভাবস্থায় যতদুর সম্ভব, যম নিয়মের অনুষ্ঠানে থাকিয়া অভিষেক, মালাসংস্কার, মহাপুরশ্চরণব্রত প্রভৃতি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে "কর্ম্মযোগ প্রকাশ" নামক অধ্যায়ে জ্ঞাত হইয়া প্রথমে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মনঃশুদ্ধির জন্য নিত্যকর্ম্মাঙ্গি জপের অতিরিক্ত গুরুদত্ত ইষ্ট মন্ত্র যথাশক্তি কোন এক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রত্যহ জপ করিবে। কিন্তু সহস্র সঙ্খ্যার ন্যূন সঙ্খ্যা নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। আর পিতা বা আচার্য্য কিম্বা ইষ্টমন্ত্রদাতা স্থানে ও তাহার অসম্ভবে শাস্ত্রজ্ঞ ভক্ত স্থানে ঋষিকৃত তত্ত্বশাস্ত্রের অভ্যাস ও তাহার তাৎপর্য্যগুলির উপদেশ গ্রহণ করিবে। কাম্যকর্ম্মও নিষিদ্ধকর্ম্ম কদাপি করিবে না। আর এইটী নিশ্চিত ধারণা করিতে হইবে—যদিচ এক ভগবানেরই শক্তিকর্তৃক সর্ব্বপ্রকারকর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তথাপি প্রথমে কর্ম্মযোগের সাধন প্রয়োজনীয়; শাস্ত্র বলেন,—

"কর্ম্মযোগং বিনা দেবি! জ্ঞানযোগোন সিধ্যতি।"

এবং এই বিধানের উদাহরণ স্থলে বলিয়াছেন,—

"পক্ষদ্বয়ং সমাশ্রিত্য যথা খে পক্ষিণাং গতি।
তথৈব জ্ঞান কর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥"

অতএব প্রথমে কর্ম্মযোগ সাধনের প্রয়োজন; কর্ম্মযোগ সিদ্ধ না হইলে অত্যন্তরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। সেই জন্য বিষয়কে বিষবৎ বস্তুরূপে জানিয়া ও বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া প্রথমে গৃহস্থাশ্রমেই থাকা বিধেয়। গৃহস্থাশ্রমে বিষয়কে যথা সর্ব্বস্ব মনে না করিয়া প্রতিক্ষণেই বিষয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে প্রার্থনা রাখিবে এবং সুযোগ অনুসন্ধান করিবে। এইরূপে ভগবানের স্থানে আত্মমঙ্গল প্রার্থনা করিতে ও ভগবানেরই উপর আত্মভার অর্পণকরিতে অভ্যাস করিবে। এই পর্য্যন্ত মনঃশুদ্ধির আরম্ভাবস্থা; এই অবস্থায় যম নিয়মের কোন অঙ্গ দুর্ব্বল ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও বা প্রমাদ বশতঃ কখন কখন কোন অঙ্গের স্খলন হইলেও দৃঢ়ব্রতী থাকিয়া যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ থাকিবে। এই অবস্থা প্রাণয়ামের আরম্ভাবস্থারই তুল্য ফলপ্রদ বটে; তাহার পর সম্পাদ্যাবস্থা,—

যখন দেবতার ধ্যানযুক্ত বা মন্ত্রবর্ণের ধ্যানযুক্ত থাকিয়া * অক্লেশে দশ সহস্র জপ এক দিবসে সম্পাদন করিতে সামর্থ্য লাভ হয়, তখন তুমি মনঃশুদ্ধির সম্পাদ্যাবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইলে। এই অবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইয়া যম ও নিয়মের প্রত্যেকটী অঙ্গের যথাবিধানে অনুষ্ঠান করতঃ আয়ত্তীকরণ করা বিধেয়। এইরূপে সংযমে এবং নিয়মে সিদ্ধ হইয়া ও

---

* এইস্থলে তোমার আপত্তি হইতে পারে যে, কেবল দেবতার অথবা কেবল মন্ত্রের অক্ষরগুলির ধ্যান করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"গুরু মন্ত্র দেবতানা মৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
শনৈঃ শনৈর্জ্জপেন্মন্ত্রং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং॥"

ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া প্রত্যেক অহোরাত্রে পঞ্চাশৎ সহস্র মন্ত্রজপ সম্পাদন করিতে অভ্যাস করিবে। এইরূপে দুরদৃষ্ট ক্ষয়ের অপেক্ষা করিতে হইবে। যখন তোমার দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইবে তখন তোমার ইচ্ছা মাত্র

অর্থ,—বুদ্ধিদ্বারা গুরু, মন্ত্র, ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া অদ্রুত ও অবিলম্বিত ভাবে ক্রমে ক্রমে মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ জপ করিবে। এই প্রণালীর বিশদীকরণজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"অক্ষরাক্ষর সংযুক্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ"

'জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ' স্থলে কেহ কেহ 'জপেন্মৌক্তিক হারবৎ' এই প্রকারও পাঠ করিয়া থাকেন। আর জপের শাস্ত্রিয় বিশেষবিধি এই প্রকার,—

"মনোন্যত্র শিবোন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ন সিধ্যন্তি বরারো হে কল্পকোটি শতৈরপি॥"

অর্থ—মনের, শিরের, শক্তির, ও বায়ুর ঐক্য না করিয়া জপ করিলে শত কল্পকোটি কালেও সিদ্ধি লাভ হয় না। এই বিশেষবিধি যোগের সঙ্কেতানুসারে ব্যবহৃত হয়। সামান্য বিধানে জপের সামর্থ্য না জন্মিলে এই বিশেষ বিধি অনুষ্টেয় নহে। এইরূপে সামান্য ও বিশেষ বিধানে দুইটী প্রণালী নির্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কেবল দেবতার ধ্যান বা কেবল মন্ত্রের ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ শাস্ত্র সিদ্ধ নহে। তাহার পর গুরু মন্ত্র দেবতার ঐক্য ভাবনাদি গৃহীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। কেননা, গুরুকে দেখিতেছি মানব, মন্ত্রকে দেখিতেছি অক্ষর, আর দেবতা ত দৃশ্যবস্তুই নহেন। উত্তর—তোমার এই প্রশ্নের ভাবটী লৌকিক, আত্মাধিক নহে। উপাসনা আধ্যাত্মিক বিষয়, যেহেতু মুক্তির বুদ্ধিতেই উপাসনা অনুষ্টেয় হয়। মুক্তির পথ লৌকিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য এই বিষয়ে

ঈপ্সিত বিষয়ে মনঃস্থির থাকিবে। মনঃস্থির হইলেই স্মৃতি জাগ্রত হয়, কাম ক্রোধাদি স্বয়ং প্রকাশিত হইতে ভীত হয়। শাস্ত্রবলেন—"জাগর্ত্তিযদিসাদেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।" দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইলেই সঞ্চিত পুণ্যের (পবিত্রতার) অভ্যুদয় হয়, পবিত্রতার অভ্যুদয় হইলেই কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন, কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইলেই মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি অভ্যন্তর মুখ হয়। তাহাতে কাম

শাস্ত্রীয় নিষ্কর্ষ উক্তিটীরও তোমার অর্থ বোধ হইতে পারিতেছে না। শাস্ত্রীয় নিষ্কর্ষ উক্তিটী এই প্রকার,—

"যথা কলসঃ কুম্ভশ্চ ঘটশ্চৈকার্থবাচকঃ।
তথাদেবশ্চ মন্ত্রশ্চ গুরু শ্চৈকার্থ বাচক॥"

অর্থ—যে প্রকার ঘঠ, কুম্ভ, ও কলস বলিলে এক দ্রব্যকেই বুঝায়, ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশীল বস্তুর বোধ জন্মে না, সেই প্রকার মন্ত্র বর্ণের আকৃতি ও ঋষিকৃত ধ্যানোক্ত আকার ও গুরুর মূর্ত্তি, একই মূলাপ্রকৃতি উপস্থিত চৈতন্যের জ্ঞাপক; অতএব—ঘট, কুম্ভ, ও কলস শব্দের ন্যায় গুরু, মন্ত্র ও দেবতা লৌকিক দৃষ্টির এবং ভাষার বিভিন্নত্ব প্রতিপাদক হইলেও অধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাহার প্রত্যেকটী এক ব্রহ্ম স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। "মীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও বলিয়াছেন—উপাস্যত্বেন দেশিকো মন্ত্রাদিরীশরঃ।" অতএব, গুরু মন্ত্র দেবতার একতমে ধ্যান রাখিলে মন্ত্র জপ সিদ্ধি প্রদ হয়। যেহেতু—গুরু মন্ত্র দেবতা পরস্পর এক অপরের অন্তর্গত। এই ভাবটী হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। এবং উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন করা যে অধঃপতনের সোপান তাহাও উক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের সেই উক্তি এই প্রকার,—

"গুরৌ মনুষ্য বুদ্ধিস্ত মন্ত্রেচাক্ষর ভাবনাং।
প্রতিমাসুশিলা বুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকংব্রজেৎ॥"

ক্রোধাদি দূরীভূত হয় ও মনের বাহ্য বিষয়ে বিচরণ স্বভাব তিরোহিত হয়। এই অবস্থার নামই প্রকৃত 'মনঃশুদ্ধি' মনঃশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে সর্ব্বত্রই মাতৃভাব স্থাপন হয়, সমস্তই প্রকৃতিময় দর্শন হয়, তখন স্ত্রীত্ব ও পুংস্বরূপ ভেদজ্ঞান থাকে না। মনঃশুদ্ধির এই নিষ্পত্তি অবস্থার প্রকাশ্য লক্ষণ এই প্রকার,—মনঃশুদ্ধির নিষ্পত্তি অবস্থা সমাগত হইলে, ক্ষণে ক্ষণে সমাধি, বিষয়বিস্মৃতি, আত্মবিস্মৃতি, (জাতি ও কুলশীলাদির বিস্মৃতি) ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যক্ষবৎ উপাস্য দেবতার দর্শন ও তৎক্ষণাৎ অদর্শন ঘটে। কখন কখন অকস্মাৎ অলৌকিক আলোক দর্শন হয়। এই অবস্থায় কখন হর্ষ, কখন বিষাদ, কখন প্রেমাশ্রুবর্ষণ, কখন স্তম্ভিতত্ব, কখন ঔদ্ধত্যভাব প্রকাশ পায় ও কোন কোন সাধকের কখন কখন বিবর্ণতা প্রভৃতিও উপস্থিত হয়। নিষ্পত্তি অবস্থার সময়

বৎস! তুমি দীপশিখা ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও যেমন দীপগুলি তেজোরূপে একই বস্তু, তেমন গুরু, মন্ত্র ও দেবতাকে, একরূপ দর্শন কর। তাহা না করিতে পারিলেও তাঁহারা যে একই বস্তু, তাহা বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সাধু তোমাকে যেন তাহারই উপদেশ করিতেন। সাধুর উক্তি এই প্রকার,—

বীজেতে আছেত গাছ চক্ষে দেয় কি দেখা?
মন্ত্রবীজে তেম্‌নি দেব অজ্ঞানেতে ঢাকা॥

এইস্থলে শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

বাচ্য-বাচক ভাবন অভেদোদেব মন্ত্রয়োঃ।
বাচকেচ পরিজ্ঞাতে বাচ্যএবপ্রসীদতি॥

অর্থ—মন্ত্রবাচক, দেবতাবাচ্য; বাচকের (মন্ত্রের) ভাবনায় বাচ্য দেবতা প্রসন্ন হন। অতএব মন্ত্রের বা দেবতার ধ্যান করিলে জপ সিদ্ধি প্রদ হয়। মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ শক্তির বিষয় "শ্রাদ্ধান্নেতৃপ্তি" নামক অধ্যায়ে বলা হইবে।

(টিপ্পনী সমাপ্ত)।

প্রত্যেক সাধকেরই ষট্‌চক্রের পদ্মগুলি ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া উঠে, ইন্দ্রিয় গুলিও অন্তর্মুখ হইয়া উঠে, পূর্ব্বের বহির্মুখ স্বভাব তিরোহিত হয়। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, প্রভৃতি অত্যধিক বর্দ্ধিত হয়। তখন কুণ্ডলিনীর মুখে মন্ত্রজপের অলৌকিক মাধুর্য্যময় ধ্বনি শ্রবণে নিমগ্ন থাকিয়া সাধক অতুল আনন্দানুভব করিতে থাকেন। তখন বাক্‌সিদ্ধি, সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ হয়, আহার নিদ্রার আকর্ষণ থাকে না, শত্রু মিত্রের পৃথক জ্ঞান থাকে না, ঘৃণা লজ্জার বোধ থাকে না, সর্ব্বস্থলই পবিত্র বোধ ও সকল অবস্থাই সুখকর বোধ হয়। এই অবস্থায় ক্রমেই সমাধিকাল দীর্ঘ হইতে থাকে। এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশের পর উপাস্য দেবতা সাধকের দৃঢ়-চিত্ততা জানিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের ও সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি (সমানৈশ্বর্য্য) এবং সামীপ্যরূপ মুক্তিদাতৃত্ব শক্তিতে প্রত্যক্ষেই দর্শনদান করেন ও বরদান করিতে স্বীকার করেন। এই অবস্থা লাভের পর নিত্য কৈবল্য (নির্ব্বাণ) মোক্ষের জন্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় সাধক সম্পূর্ণরূপে গুণাতীত হইলে কৈবল্য (পরব্রহ্মের সহিত একত্ব) লাভ ঘটে। বৎস! এই প্রকার মনঃশুদ্ধির নিষ্পত্তি অবস্থা লাভের উপায় স্বরূপ গুরুদত্ত মন্ত্রজপের বা মন্ত্রযোগের প্রণালী "কর্ম্মযোগ প্রকাশ" নামক অধ্যায়ে তোমার জ্ঞাতব্য। সম্প্রতি তুমি বহু প্রকার শাস্ত্রার্থ জ্ঞাত হওয়ায় তোমার পূর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত অনেক পরিমাণে সংযত হইয়াছে এবং তাহাতে জীবের জন্মান্তর যে অবশ্যম্ভাবি তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছ। তুমি পূর্ব্বে জন্মান্তর পক্ষে সন্দিগ্ধ হইয়া এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলে।—

মাতাকে ক'রেছি আমি অনলে দাহন।
পিণ্ড দিলে কোথা হ'তে আসিবে এখন?

ইহার উত্তরে শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা ও প্রসিদ্ধ ঘটনাবলি দ্বারা মৃত্যুর পর জীবের যে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত

জীবের যে নিয়তই জন্মান্তর লাভ হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে এবং তাহাতে তোমার পূর্ব্ব বিভ্রান্তচিত্ত অনেক পরিমাণে শান্তও হইয়াছে। এখন তোমার মাতাকে শ্রাদ্ধদান কর।

শিষ্য,—

পেয়েছি দুর্ল্লভ জ্ঞান তোমার কৃপায়।
তোমা হতে বন্ধু মম কে আছে ধরায়?
ব্রহ্মরূপ মন্ত্রামৃত মুখ হতে যাঁর।
ক্ষরিত হইলে করে জগৎ উদ্ধার॥
কাজেইত গুরু বটে ত্রাণ-মুখ্য-হেতু।
অথবা এ ভবার্ণব পারে বটে সেতু॥
যার মুখামৃত হতে অমরত্ব পাই।
তাহার অধিক বন্ধু কে আছে গোসাঞি?
মন্ত্র-মুখামৃত যিনি করেন প্রদান।
পৃথিবী না হয় যোগ্যা তাঁর প্রতিদান॥
অজ্ঞান তিমিরে ছিল আচ্ছাদিত মনঃ।
প্রবোধ তপনে তমঃ ঘুচিল এখন॥
হইলে জনম যথা মরণ নিশ্চয়।
মরিলে জনম তথা ঘুচিল সংশয়॥
কিন্তু পর লোক পথ জীব নাহি চিনে।
কে নেয় তথায় তারে, কহ মম স্থানে॥
জানিলে করিব শ্রাদ্ধ এই ত নিশ্চয়।
কৃপাকরি সেই কথা কহ কৃপাময়!

মনঃশুদ্ধি

বা

সরল কর্ম্মযোগ।

মৃত্যুতে জীবের অবস্থা নামক তৃতীয় অধ্যায়।

(৭৪)

প্রাণাপান বায়ুর গতি।

গুরু,—মৃত্যুকালের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনাই ভিন্ন ভিন্ন পরলোকের মুখ্য প্রাপক; স্থূলদেহ হইতে জীবকে আতিবাহিক দেবতারা নিয়া যায়, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ দেবতারা বাস্তবিক পরলোক প্রাপক বিষয়ে গৌণ; এইস্থলে জীবের কৃত কর্ম্মানুসারে সেই ভিন্ন ভিন্ন গতি বিষয়ে বর্ণনা হইতেছে তাহার প্রথমে মৃত্যুর কারণ কি, তাহাই অবগত হও,—

পূর্ব্ব নির্ণীত অজপাজপ পূরণ হওয়াই মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ, তাহাও কর্ম্মানুসারে নির্ণয় হয়। নিরূপিত অজপাসঙ্খ্যা পূরণোন্মুখ হইলে প্রাণাপান বায়ুর আকর্ষণ অত্যধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় উক্তি এই প্রকার,—

প্রদীপ কলিকাকারো জীবোহৃদি সদাস্থিতঃ।
রজ্জু বদ্ধো যথা শ্যেনো গতো প্যাকৃষ্য তে পুনঃ।
গুণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কৃষ্যতে॥
হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্য মপানো গুদ মণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশেচ উদানঃকণ্ঠ মণ্ডলে।
ব্যানঃ সর্ব্ব শরীরেতু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ॥”

(জ্ঞানভাষ্যে)

অর্থ,—জন্তুর হৃদয় মধ্যে নিস্পন্দ ও নির্ধূম প্রদীপকলিকাকার এবং বিনাশ প্রাগ্‌ভাব রহিত একটী জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্য অবস্থিত আছেন। যদিচ সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনেই ভোগ করে তথাপি কথিত চৈতন্য মনের ভোগ্য সুখদুঃখাদিকে তিনি নিজেরই ভোগ্যবৎ বোধ করিয়া জীবনামে জন্তুর হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। এই মায়া উপহিত চৈতন্য আর অখণ্ড বা অদ্বৈত চৈতন্য একই বস্তু বটেন; যখন অখণ্ড চৈতন্যে নিমগ্না প্রকৃতি বা মায়া স্বয়ং প্রবুদ্ধ হইয়া অখণ্ড চৈতন্যকে আকর্ষণ করতঃ তাঁহার মধ্যে তাঁহাকেই পৃথক করিয়াছিলেন, তখন সেই পৃথকভূত চৈতন্য জীবনামে অভিহিত হন। তখনও অখণ্ড চৈতন্যের অদ্বৈতত্ব জীবচৈতন্য ব্যাপিয়া থাকিতে পারিল। এইহেতুতে কোন কোন বৈদিক বলেন,—

"অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদাকাশঃ আকাশাদ্বায়ুঃ" ইত্যাদি।

এইরূপে জীবোপাধিক চৈতন্য সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। রজ্জুবদ্ধ পক্ষী যেমন রজ্জু পরিমিত দূর স্থানে গত হইলেও সেই রজ্জুর আকর্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্বস্থানে আসিতে বাধ্য হয়, সেই প্রকার গুণবদ্ধ জীব প্রাণবায়ুর আকর্ষণে দেহের বহির্দ্দেশে গেলেও পুনঃ অপান বায়ুর প্রত্যাকর্ষণে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া হৃদয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসেন। এইরূপে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। জন্তুর হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুদে অপানবায়ু, নাভিতে সমান বায়ু, এবং সর্ব্বশরীরে ব্যানবায়ু অবস্থিত আছেন। এই পঞ্চ বায়ু প্রধান; অপর নাগাদি বায়ু গৌণ; *

---

* "নাগকূর্ম্ম কৃকরশ্চ দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
বহিঃস্থা বায়বঃ পঞ্চ পঞ্চভ্যোপি নিবেদয়েৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্বে)

এইজন্য উহাদের আহুতি ভূমিতে দেওয়া হয়; আর প্রাণাদির আহুতি মুখদ্বারে অভ্যন্তরে দেওয়া হয়।

নাগাদি বায়ু প্রাণাদি বায়ুর অন্তর্গত বটে; এইস্থলে বেদান্তসার প্রাণবায়ুর ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসারে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই উক্তি এই প্রকার,—

"প্রাগ্ গমনবান্ নাসাগ্র স্থানবর্ত্তী—প্রাণঃ।
অবাগ্ গমনবান্ পার্যাদি স্থানবর্ত্তী—অপানঃ।
বিশ্বগ্ গমনবান্ অখিল শরীরবর্ত্তী—ব্যান ঃ।
কণ্ঠ স্থানীয় ঊর্দ্ধ গমনবান্ উৎক্রমণ বায়ুঃ—উদানঃ।
অখিল শরীর মধ্যগত বাত পিত্ত কফ পীতান্নাদিভ্যঃ
সমী করণকরঃ সমানঃ। সমীকরণস্তু—পরি পাক
করণং রস রুধির শুক্র পূরীয়াদি করণঞ্চ।"

অর্থ,—যে বায়ু মৃত্যুকালে সর্ব্বাগ্রে গমন করে ও জীবিত কালে নাসাগ্র ভাগে প্রবাহিত হয়, তাহাকে প্রাণবায়ু বলে। যে বায়ু অধোভাগে নিঃসৃত হয়, ও গুহ্যস্থানে অবস্থিতি করে তাহার নাম অপন বায়ু। যে বায়ু শরীরের সর্ব্বস্থানে গমন করে তাহার নাম ব্যান বায়ু। যে বায়ু কণ্ঠস্থানে থাকে ও ঊর্দ্ধদিকে গমন করে এবং উদ্গরাদি জন্মায় তাহার নাম উদান বায়ু। আর, যে বায়ু শরীরগত পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুর এবং পীতভুক্ত দ্রব্যাদির পরিপাক করতঃ রস রক্ত মাংস শুক্র ও মূত্র পুরীষাদি জন্মায় এবং প্রাণাপান বায়ুর গতি প্রভৃতির সামঞ্জস্য করে, তাহার নাম সমান বায়ু। কথিত প্রাণ ও আপন বায়ুর আকর্ষণে 'হংসঃ' এইরূপ একটী মন্ত্রের উচ্চারণ হয়। এই 'হংসঃ' মন্ত্রের সংখ্যাই আয়ুঃ সঙ্খ্যা বটে। যে প্রাণীর যত সঙ্খ্যা অজপাগায়ত্রীর জপ নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই প্রাণীর সেই

এই দশবিধ বায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ু প্রধান, এবং তাঁহার বৃত্তিভেদে তিনি নানাবিধ নামে কথিত হন। যথা—শিবসংহিতা,—"প্রাণস্তবৃত্তি ভেদেন নামানি বিবিধানিচ"

সংখ্যা শেষ হইলেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়ে "রুদ্রযামলতন্ত্র" এই প্রকার বলিয়াছেন,—

"হঙ্কারেণ বহির্য্যাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসঃ ইত্যেব মন্ত্রন্তু জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেক বিংশতি।
অজপাং নাম গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥" *

অর্থ,—প্রাণবায়ু যখন জীবকে আকর্ষণ করেন, তখন জীব 'হং' এইপ্রকার ধ্বনি করতঃ নাসিকা বা মুখরন্ধ্রে বহির্দ্দেশে বেগবান্ হন, (নাসিকারন্ধ্রে বেগবান্ হওয়াই স্বভাব; কিন্তু নাসিকা রন্ধ্র শ্লেষ্মাদি দ্বারা বন্ধ থাকিলে মুখরন্ধ্রেও প্রাণবায়ু প্রবাহিত হন) আর জীবকে যখন অপান বায়ু আকর্ষণ করেন তখন জীব 'সঃ' এইপ্রকার ধ্বনি করতঃ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাভিমূল পর্য্যন্ত ধাবিত হন। এই 'হংসঃ' মন্ত্রকে অজপা গায়ত্রী বলে। সাধারণ নিয়মে এই অজপা গায়ত্রী জীব প্রত্যেক দিবারাত্রে একুশ সহস্র ছয়শত বার জপ করেন, ইহার নামই আয়ুঃসঙ্খ্যা; জ্যোতির্ব্বিদগণ মাস বর্ষ প্রভৃতি আয়ুঃকাল যে নিরুপণ করেন তাহা অজপা

* সাধারণ জপে হং শব্দ উচ্চারণে নাসাগ্র হইতে বায়ু দ্বাদশ অঙ্গুলী দূর স্থান পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। এবং সঃ শব্দ উচ্চারণে দুই অঙ্গুলী পরিমাণের বায়ু বহির্দ্দেশে প্রসারিত হইয়া যায়। অবশিষ্ট দশ অঙ্গুলী পরিমাণের বায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই প্রণালীতে আয়ুক্ষয় হয়। এই বিষয় স্বরশাস্ত্র বলেন,—

"প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্ত নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলম্"

বিশেষ বিশেষ কার্য্যভেদে বায়ুর ক্ষয় বিষয়ে স্বর শাস্ত্রের উক্তি এই প্রকার,—

"দেহাদ্বিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা ॥
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিশদঙ্গুলিঃ।
ষট্‌ত্রিংশৎ মৈথুনে চোক্তং ব্যায়ামেচ ততোধিকং ॥ ইত্যাদি—

সন্ধ্যারই সাধারণ জপকাল; এই জপসন্ধ্যা গুরুদত্ত মন্ত্রজপ ও প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা বিশেষনিয়মে থাকিলে কথিত কালের অধিকসময়ে অজপা জপ পূর্ণ হয়। তাহাতে মানুষ দীর্ঘজীবী হইতে পারে। নিরূপিত অজপা সন্ধ্যা শেষ হইলে স্থূল দেহের পতন হইয়া থাকে। যে সময়ে অজপাসন্ধ্যার নিরূপণ হয় সেই কাল শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। সেই উক্তি এই প্রকার,—

"যৎক্ষণাৎ পতিতোবিন্দুঃ মাতৃগর্ভে নিযোজিতঃ।
তৎক্ষণাল্লিখতি ব্রহ্মা জন্ম মৃত্যু শুভাশুভং॥"

অর্থ,—মাতৃ গর্ভে যখন বিন্দু পতিত হয় তখনই জীবের মৃত্যুকাল (অজপার সন্ধ্যা) জন্মকাল ও জীবের শুভাশুভ—এই সকল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিরূপিত হয়। সর্ব্বত্রই জীবের পুরুষকারকে দ্বার করিয়া নিয়তি বা দৈবীশক্তি প্রকাশিত হন। পুরুষকার দ্বারা যেমন কর্ম্মোৎপত্তি হয়, তেমনি কৃতকর্ম্মের ক্ষয়ও হইয়া থাকে। দার্শনিক গণ কর্ম্মোৎপত্তির তিনটী কারণ নিশ্চয় করিয়াছেন। সেই তিনটীর নাম এই প্রকার—দৈব, পুরুষকার ও কাল। পুরুষকার কি তাহা "৮৫ নম্বরের" টিপ্পনীতে বলা হইবে।

ক্ষয়ের সাধারণ নিয়ম হইতে কোন কোন বিশেষ কার্য্যে বায়ুর (অজপার) ক্ষয় কমাইতে পারিলে যে যে সামর্থ্য জন্মে তাহার বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এই প্রকার,—

একাঙ্গুলিকৃতে ন্যূনে নিষ্কাম উপজায়তে।
আনন্দস্তু দ্বিতীয়েস্যাৎ গদ্য পদ্য স্তৃতীয়কে॥
বচঃ সিদ্ধি শ্চতুর্থেতু দূরদৃষ্টিস্তু পঞ্চ মে।
ষষ্ঠে আকাশ চারী স্যাৎ চণ্ড বেগশ্চ সপ্তমে॥" ইত্যাদি

(পবন বিজয় স্বরোদয়ে)

(৮৪)

মৃত্যু যাতনা

প্রাণ ও অপান বায়ু একের বিরুদ্ধপথে অপরে জীবকে বারংবার আকর্ষণ করে, এইরূপে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। নাভিতে সামঞ্জস্য কারক সমানবায়ু স্থিত থাকিয়া উভয় আকর্ষণেরই সামঞ্জস্য করিয়া দিতেছেন। নচেৎ প্রাণাপান বায়ুর এই দুর্ধর্ষ আকর্ষণে জীব গুহ্যদ্বারে অথবা মুখ ও নাসিকা দ্বারে বহির্গত হইয়া যাইত। বিন্দুপতন সময়ে নির্দ্দিষ্ট অজপা সঙ্খ্যার জপ যখন সমাপ্ত হয়, তখন জগতের পরিবর্ত্তন স্বভাবে অবশ হইয়া সমান উদ্যমহীন হন। তাহাতে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসরূপ বহির্লক্ষণে অভ্যন্তরে প্রাণাপানবায়ুর যুদ্ধ সূচিত হয়। প্রাণাপান বায়ুর সীমান্ত স্থল নাভিদেশহেতু ঐতুল্যবল বিরোধিদ্বয়ের ভীষণতর সংগ্রামে নাভিদেশ স্ফীত হইয়া উঠে। বিরুদ্ধ পথ হইতে ধাবিত দুইটী বাষ্পযান যন্ত্র (ইঞ্জিন), পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ ঘটিলে যেরূপ উভয়েই সবলে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ প্রাণ ও অপান বায়ুর বিরুদ্ধ সঙ্ঘর্ষণে নাভিদেশ স্ফীত হইয়া উঠে। জগতের প্রলয় কালে জীবজাতির মধ্যে যেমন একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তেমনি স্থূলদেহের প্রলয়কালে দেহাভ্যন্তরগত ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিগুলির একটা বিষম আকুলতা উপস্থিত হয়। তাহাতে সমস্তশরীর শতকুঞ্জর-পদবিদলিত সলিলবৎ বিক্ষুব্ধ ও প্রতাড়িত হওয়ায় মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দুঃসহ যাতনা উপস্থিত হয়। এই যাতনা এমন এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখপ্রদ যে তাহার স্বরূপ বর্ণনা মৃতক ব্যতীত জীবিত কেহ সম্যক করিতে পারেনা। এই ভাবটী মহাত্মা রামপ্রসাদ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

জন্ম মৃত্যুর যে যাতনা কথায় বল্‌তে শক্তি নাইমা!
কিক'রেইবা তুই কর্‌বে তা বোধ জন্মিলেনা, মরিলেনা।

তবে, যাহার নিশ্চিতরূপে মরণাশঙ্কা আসিয়াছে তাহার প্রকৃত মরণ যাতনার কতকভাব অনুমেয় হইতে পারে। তুমি এই ক্লেশভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইলে সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ তত্ত্বদর্শিমনুর উপদেশ গ্রহণ কর। সেই উক্তি এই প্রকার—

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকানাং পাপানা মাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং।
নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈ রাবর্ত্ত মানস্তু কর্ত্তু র্মূলানি কৃন্ততি॥
যদিনাত্মনিপুত্রেষু নচেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
নত্বেবতু কৃতো ধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ॥

অর্থ,—মানব ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিয়া (নানা কষ্টে) অবসন্ন হইলেও কদাচ অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। অর্থ, বিত্ত, অতীব চঞ্চল—তদপেক্ষা অধর্ম্মফল বহুকাল স্থায়ী। অধর্ম্ম উপায়ে অর্জ্জিত ধনাদি বিনষ্ট হইলেও তদুদ্ভব অধর্ম্মফল বিনষ্ট না হইয়া অধর্ম্মকারিকে বহুজন্মপর্য্যন্ত দুঃখ প্রদান করিতে থাকে। উদাহরণ স্থলে একটী ঋষিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা এই প্রকার,—

"স্বদত্তং পরদত্তংবা ব্রহ্ম বিত্তং হরেদ্ যদি।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি বিষ্টায়াং জায়তে ক্রিমিঃ॥" (স্মৃতিঃ)

সত্যবটে অধর্ম্মফল সদ্যঃ ফলেনা (প্রকাশ পায়না)। কিন্তু অধর্ম্মঅনুষ্ঠিত হইলে তাহা মৃত্তিকা রোপিত বীজবৎ যথাকালে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহার শাখা, পল্লব, পুষ্পাদি ও পরিশেষে তাহার বিষময় ফল উৎপন্ন হয় ও কর্ত্তার মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করে, অর্থাৎ তাহার পুত্র, বিত্ত, কলত্রাদিকে গ্রাস করিয়া অধর্ম্মকর্ত্তার বহুদুঃখ উদ্ভব করতঃ অবশেষে কর্ত্তাকেও গ্রাস করে। এইরূপে অধর্ম্মজন্য উন্নতি বিপদেরই সূত্র;

আর শুদ্ধধর্ম্মার্জ্জন নিত্য সম্পদের হেতু। কচিৎ যদি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বশতঃ কর্ম্মবর্ত্তাতে অধর্ম্মফল প্রকাশিত না হয়, তবে শুক্র শোণিত প্রবাহে পুত্র পৌত্রাদি পর্য্যন্তও প্রকাশিত হইবে। উহা সুনিশ্চিত; কদাপি কৃত অধর্ম্মের ভোগব্যতীত ক্ষয় হয় না*। মহাত্মা মনু এই প্রকার বলিয়াছেন। এই গেল সাধারণ অধর্ম্মের কথা,—অত্যুৎকট ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ফল ইহ জন্মেই কতক প্রকাশিত না হইয়া যায় না। যথা,—

"অত্যুৎকটৈঃ পাপ পুন্যৈ রিহৈব ফল মশ্নুতে" (স্মৃতিঃ)

অর্থ,—অত্যুৎকট পাপই হউক বা পুণ্যই হউক ইহজন্মেই তাহার কথক ফল ভোগ হয়। তুমিজান, অত্যুৎকট পুণ্যপ্রভাবে রত্নাকরদস্যু মহর্ষি-বাল্মিকি হইয়াছিলেন; ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও অত্যুৎকট পুণ্য প্রভাবে অনেক ব্যক্তি গলিত কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধি হইতে মুক্ত হন। মূর্খব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা হইয়া ধন্যমান্য ও তাপস নামে অলঙ্কৃত হইতেছেন। আর অত্যুৎকট পাপপ্রভাবে রাবণ মৃত্যুকে হেলা করিয়াও তপোবলে ত্রিদিব বাসিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তিনি অচিরে সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। একালেও অনেক শক্তিশালি ব্যক্তি অত্যুৎকট পাপপ্রভাবে অকর্ম্মণ্য ও দৈন্যগ্রস্ত হইয়া কত যাতনা ভোগ করিতেছেন। অতএব "অধর্ম্ম ফল সদ্যঃফলেনা" এই প্রকার মহাত্মা মনু যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পাপের পূর্ণফল প্রকাশ বিষয়ে বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ অধর্ম্ম সঞ্চিত হইলেই তাহার আংশিকফল সদ্যঃই প্রকাশিত হয়। তুমি যে স্থলে পাপের ভোগ ঘটিলনা মনেকর, সেইস্থলে অধর্ম্মকর্ত্তার অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, তাহার হৃদয় পাপানল দগ্ধ করতঃ মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে। দেখিবে,সভ্যসমাজের প্রতি ঘরে অধর্ম্ম জন্য তাহার কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। দেখিবে, অন্ততঃ জনাপবাদের

* বা ধতে ব্যাধিরূপেণ তস্যকৃচ্ছ্রাদিতঃ শমঃ।

ভয়ে সেই কর্ম্ম কর্ত্তার চির অমল মুখশ্রী চিন্তানলে বিদগ্ধ হইয়া কেমন এক মলিনশ্রী ধারণ করিয়াছে। সেই মুখ দেখিলেই অনুভব করা যায় যে, তাহার হৃদয়ে পাপনল অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে। অতএব, মহাত্মা মনুর উক্তি পাপের পূর্ণ বিকাশ অর্থে জানিবে। সাঙ্খ্যদর্শন বলেন, মৃত্যু সময়ে পাপের ও পুণ্যের সূক্ষ্মাংশগুলির (অপূর্ব্বের) পূর্ণ সমাগম হয়। তখন পাপাধীন জীবের পূর্ব্বকৃত পাপোৎপন্নযাতনায় চিত্তের অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। আর পুণ্য কর্ম্মাধীন পবিত্রচিত্তবান জীব, তখন শান্তির অটল অঙ্কে স্থির থাকিতে পারেন। মৃত্যুসময়ে যিনি যত স্থির তিনিই তত আত্ম চৈতন্যযুক্ত; আত্ম চৈতন্যবানগণ তখন সচ্চিন্তায় রত থাকিয়া উত্তমাগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। আর মৃত্যু যাতনায় পাপাত্মগণ যত অস্থির হন, তত নিকৃষ্টাগতি লাভ করেন। (স্থির অস্থির অর্থে, কেবল দৈহিক ভাব লক্ষ্যের বিষয় নহে)।

---

(৮৫)

জীবের ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভের প্রণালী।

গুরু,—বৎস! তত্ত্বদর্শী সেই মনু আরও বলেন,

"ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীক মিব পুত্তিকা।
পরলোক সহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥"

অর্থ, পুত্তিকা নামে এক প্রকার পিপীলিকারা যেমন অল্প অল্প করিয়াও বল্মীক অর্থাৎ বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ নির্ম্মাণ করে, সেই প্রকার অতি দুর্ব্বল সংসারী মনুষ্যও অল্প অল্প করিয়া নিয়ত ধর্ম্মসঞ্চয় করিলে এক জীবনে একজন প্রসিদ্ধ সাধকরূপে পরিণত হইতে পারেন। অতএব প্রাণিগণের পীড়ন না করিয়া অর্থাৎ অহিংসা দ্বারা পরলোকের

একমাত্র সহায় সেই ধর্ম্মরূপবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তুমি ধর্ম্মকর্ম্মে অবহেলা করিয়া অনার্য্য সুখভোগে রত হইলে অন্ততঃ মৃত্যু হইতে সমস্ত পরলোকে তোমার জন্য অতি অপ্রাতি বিধেয় যাতনা নিশ্চিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত্যু সময়ে পুণ্যাত্মগণেরই চিত্তস্থির থাকে, আর পাপ সন্তপ্ত ব্যক্তির তখন সহস্রবৃশ্চিক দংশনের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর যাতনা উপস্থিত হয়। তাহাদ্বারাই ইন্দ্রিয়াদির ঘোরতর বিপত্তি সূচিত হয়। তখন চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ, প্রাণ, আপন, ব্যান, উদান সমান ও মনঃ এবং বুদ্ধি; এই সপ্তদশ অবয়ব অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করে। উদান বায়ুর কণ্ঠদেশের ক্রিয়াধিকার—তখন তিনিও স্থানান্তরিত হওয়ায় কণ্ঠদেশ রুদ্ধ হইয়াযায়। এইরূপে দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয়াদি সপ্ত দশ অবয়ব ক্রমে স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের স্থিতিস্থান লিঙ্গদেহে গিয়া অবস্থিত হয়। তোমরা যে প্রকার ভোগ সাধনের জন্য আবাসস্থান হইতে বাহির হইয়া অপরাপর স্থলে প্রবেশকর, সেই প্রকার ভোগ প্রবৃত্তি নিবন্ধন চক্ষুঃ কর্ণাদি স্থূলদেহকে অধিকার করে। তবে তোমাদিগের তুলনায় তাহাদিগের একটু স্বতন্ত্রতা আছে। উদাহরণ স্থল—প্রদীপাদির কিরণমালা; প্রদীপের কিরণ যেমন প্রদীপে সংশ্রব রাখিয়া স্থানান্তরে পতিত হয়, সেই প্রকার সূক্ষ্মদেহের সহিত সংশ্রব রাখিয়া ইন্দ্রিয়াদি স্থূলদেহে আসে। তোমার মনটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রভু; কিন্তু ইহার স্বভাব অতি চঞ্চল ও ইহার লক্ষ্য বহির্জ্জগৎ। উহাকে অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করাইতে পুরুষকারের প্রয়োজন। মনের স্বভাব বিষয়ে ৭২ নম্বরের টিপ্পনীতে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। মনের প্রেরণায় ও তাঁহার রুচি অনুসারে অপর ইন্দ্রিয়গুলি স্থূলদেহকে দ্বার স্বরূপে অবলম্বন করিয়া বহিঃস্থ ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করে।

এইরূপে পাপ উপজাত হয়। আর পুরুষকার দ্বারা ‡ মনের এই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইলে পাপক্ষয় ও শুদ্ধ ধর্ম্ম লাভ হয়। শুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থে নিষ্কাম ধর্ম্ম, সকাম ধর্ম্ম অশুদ্ধ, যেহেতু সকাম ধর্ম্মে দেহেন্দ্রিয়ের প্রীতি উদ্দেশ্য থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

কৃষ্ণ শব্দটী দেবতার উপলক্ষণ—অর্থাৎ এস্থলে ইহার দেবতা সামান্যে শক্তি। আত্ম অর্থে, নিজ; সুতরাং নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজন্য যাবতীয় ইচ্ছার নাম কাম। আর উপাস্য দেবতার প্রীতি ইচ্ছায় যাহা কিছু করা হয়, তাহার নাম প্রেম। স্বর্গকামনাও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জন্যই করা হয়, সুতরাং স্বর্গ ভোগে আত্মেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ইচ্ছা থাকায় তাহার নাম কাম বা অশুদ্ধ ধর্ম্ম। বৎস! প্রকৃত বক্তব্য এইযে, মৃত্যু সময়ে মনঃ স্থূলদেহগত দশবিধ

---

‡ শাস্ত্রীয় বিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্যমতে কর্ম্মানুষ্ঠান করার নাম "পুরুষকার"। এই পুরুষকারকে দ্বার করিয়া কর্ম্ম করিলে নিজের উন্নতি লাভ হয়। তাহাতে অসমর্থগণ নিজের অবনতি করে। যেমন, বিচারক রাজকীয় বিধানের উদ্দেশ্যমতে কর্ম্ম করিলে পুরুষকারহেতু উন্নত হন, ও তাহাতে অবহেলা করিয়া বা ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া অথবা নিজের ইন্দ্রিয়াদির উদ্দেশ্যমতে কর্ম্ম করিলে অবনতি লাভ করেন, তেমনি ভগবানের বিধানের (শাস্ত্রের) প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করিয়া কর্ম্ম করিলে পুরুষের পুরুষকারজন্য সুখ ভোগ ঘটে। পুরুষকার অর্থে, পুরুষের কৃতি; মনঃ বা ইন্দ্রিয়াদির কৃতি নহে। পুরুষ অর্থে, যিনি দেহরূপ পুরীতে অবস্থিত; এই অর্থে জীব পুরুষ; পুংস্ত্ব স্ত্রীত্ব কেবল দেহের, জীবের নহে। জীবাশ্রিত বুদ্ধির নাম আত্মবুদ্ধি। আত্মবুদ্ধির কর্ম্মই পুরুষকার। যদিচ জীব সমস্ত কর্ম্মেরই কর্ত্তা, তথাপি তিনি মনের বশীভূত হইয়া মনঃকৃত কর্ম্মকে স্বকৃত কর্ম্মবৎ বোধ করেন। এইরূপে জীব নামক পুরুষ স্ববশে নাথাকিয়া যখন মনের বশে থাকেন তখন তিনি কাপুরুষ। মানুষের শক্তি অসীমহেতু আত্মবুদ্ধি লাভকরিতে বা মনঃশুদ্ধি সম্পাদন করিতে তাহারা সর্ব্বদাই সমর্থ।

ইন্দ্রিয় পথ হইতে চ্যুত হওয়ায় তখন ধ্যান সহজে সিদ্ধ হয়। কারণ মৃত্যু সময়ে মনের বাসনা লইয়া কার্য্য করিতে ইন্দ্রিয়গণের শক্তি রহিত হওয়ায় মনের চঞ্চল স্বভাব কমিয়া যায়। তাহাতে ধ্যেয়বিষয়ে মনঃসংযোগ থাকিতে পারে। ধ্যানের শক্তি অনুসারে তখন জীব ধ্যেয়বিষয়ে তন্ময় হয়। অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর সহিত একতা সম্বন্ধেযুক্ত হইতে পারে। মৃত্যুসময়ে ধ্যেয় বিষয়ের সহিত একতা সম্বন্ধ বড়ই প্রখর; এই সম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটাইতে কেহ যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যত্র যত্র মনোদেহী ধারয়েৎ সকলংধিয়া।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতিতত্তৎ স্বরূপতাং॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যান্তেন প্রবেশিতঃ।
যাতিতৎসাত্মতাংরাজন্ পূর্ব্বরূপঞ্চ সংত্যজন্॥

অর্থ,—মৃত্যু সময়ে জীব স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়াদি কারণে যে কোন বস্তুতে স্বীয় সমস্ত বুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মনঃস্থাপন করে, (একাগ্রমনে ধ্যানযুক্ত হয়) সেই জীব সেইরূপ গতি লাভ করে (ধ্যেয় বস্তুরূপে পরিণত হয়) হে রাজন্! পেশস্কৃৎ (কুমারিরা পোকা) তৈল পায়িকাদি কীটকে (আরশুলাদিকে) ধৃত করিয়া মৃত্তিকা গৃহে লইয়াযায়। তখন তৈলপায়িকাদি ভয়ে স্বীয় সমস্ত বুদ্ধিদ্বারা কুমারিয়া পোকার স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে তৈলপায়িকাদি পেশস্কৃৎ কীট (কুমারিয়া পোকা) হইয়া যায়। এই প্রকার ধ্যান নিষিদ্ধ কর্ম্মে, সকাম কর্ম্মে ও ব্রহ্ম চিন্তায় মৃত্যুকালে জীবের উপজাতহয় ও ধ্যেয়বিষয়ের স্বরূপ জীবপ্রাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যখন অদ্বৈত চৈতন্যভিন্ন প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক কিছুই বুদ্ধির বিষয় হয় না, তখন কৈবল্য (নির্ব্বান) মোক্ষ লাভ হয়। এই বিষয় ভগবদ্গীতা বলেন—

"যংযংবাপিস্মরণভাবং ত্যজন্ত্যন্তে কলেবরং।
তংতমেবৈতি কৌন্তেয় সদাতদ্ভাব ভাবিতঃ॥"

তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন—

"ধ্যানাদেবহি জন্তনাং প্রাপ্যাতু বিবিধাগতি।"

অতএব সর্ব্বশাস্ত্রেই ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভের কারণ মৃত্যুসময়ের বিভিন্ন প্রকার ধ্যান; এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে একইজীব সকাম কর্ম্মের সংস্কারের প্রাবল্যে দেব, মনুষ্যাদির—ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সংস্কারের প্রাবল্যে পশু, পতঙ্গাদির—দেহ লাভ করে এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম ধ্যানের প্রাবল্যে নির্গুণ ব্রহ্মে লীনহয় অর্থাৎ, জীবিতাবস্থায় শাস্ত্রীয় সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে দেব বা দেবভাবসম্পন্ন মনুষ্য জন্ম লাভ করে। আর শাস্ত্রীয় নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা পশু, পক্ষী, কাট, পতঙ্গ প্রভৃতির দেহ লাভ করে। দ্বিবিধ কর্ম্ম করিলে অধিক সংস্কারের প্রবল্যে দেহ লাভ করে বটে, কিন্তু অল্প সংস্কারের ভাবও প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে সুখ দুঃখ লাভ করে। পরন্ত কর্ম্মানুসারে কর্ম্মান্তরও উৎপন্ন করে। আর নিষ্কাম কর্ম্মে গুণাতীত হইলে পরব্রহ্মে লীন হয়, নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষ এইযে গুণাতীত না করিলেও বন্ধন ঘটায় না। যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্মে কথনও কর্ম্মের সংস্কার উপজাত হয় না। নিষ্কামিগণ যোগী শব্দবাচ্য; সুতরাং "জ্ঞানিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ-ভ্রষ্টোভিজায়তে" এই ভগবদুক্তি অনুসারে যোগভ্রষ্টগণ দেব না হইলেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন। এবং তখনও তাঁহারা কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া নিত্য আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। নিষ্কামিগণ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকে ভগবদাজ্ঞা মনে করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং শাস্ত্রোক্ত ফলশ্রুতিকে কর্ম্মের রোচক মাত্র বোধ করেন। তাঁহারা ভগবদাজ্ঞায় স্বীয় কৃত কর্ম্মের ফল ভগবানেরই প্রীত্যর্থে অর্পণ করেন। স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্যের অভ্যন্তরে গুহ্যভাবেযে বহুবিধ সন্তাপ অবস্থিত আছে, তাহা তাঁহারা শুদ্ধ বুদ্ধি প্রভাবে জ্ঞাত থাকেন। সেই জন্য শাস্ত্রোক্ত ফলশ্রুতিতে

তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও বাসনা উপজাত হয় না। সুতরাং তাঁহারা অশেষবিধ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে আবদ্ধ হননা। বৎস! এইস্থলে জীবের ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভই তোমার জ্ঞাতব্য, সুতরাং তাহাই শ্রবণ কর। মৃত্যু সময়ে লিঙ্গদেহাশ্রয় করিয়া জীব স্থূলদেহ ত্যাগ করতঃ প্রস্থান করেন। এই লিঙ্গদেহের বিশেষ বিশেষ অবস্থামতে উহাকে আতিবাহিকদেহ, প্রেতদেহ প্রভৃতি নামে শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন। এই বিভিন্নপ্রকার বর্ণনাতে প্রকৃতার্থ পরিগ্রহের ব্যাঘাত ঘটে নাই, কেবল ভাষারই প্রভেদ ঘটিয়াছে। বাস্তবিক, আতিবাহিকদেহ, প্রেতদেহ, প্রভৃতিদেহ রক্ত মাংসাস্থি বর্জ্জিত ও সূক্ষ্ম তেজোময় সপ্তদশ অবয়বাত্মক; তোমার এইরূপ বোধের অন্যথাপত্তির কোন কারণও বর্ত্তমান নাই। সুতরাং ঐ সকল দেহ বেদান্তোক্ত লিঙ্গ দেহেরই নামান্তর বুঝিতে হইবে। অতএব তৎসমস্ত একই লিঙ্গ শরীর বটে;

শিষ্য,— এক কিম্বা দুই দেহ　　জানাত নিষ্ফল।
মৃতকের নব দেহ　　লাভ হল ফল॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ মাত্র　　নব বস্ত্র যথা।
মানব ধারণ করে　　দেহান্তর তথা॥
"ভগবদ্গীতা" এই　　ব্রহ্ম সনাতন।
নিজ মুখে করিয়াছেন　　যাহার কীর্ত্তন॥
যত্ন যদি মৃত মাত্র　　হয়ে আসে শ্যাম।
তবে সূক্ষ্ম দেহ নিতে　　কোথায় বিরাম?

মৃত্যুকালে নব দেহ লাভ।

গুরু,—বৎস! ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

এই প্রকার উক্তি আছে বটে; কিন্তু এইটী জীবের অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদক উদাহরণ; পরন্তু, উহা এক স্থূলদেহ ত্যাগের পরক্ষণেই অপর স্থূলদেহ প্রাপ্তিবিষয়ে বর্ণনা হয় নাই। এই ভারতপূজ্য তত্ত্বদর্শি শঙ্করাচার্য্যকৃত গীতাভাষ্য ও মহাত্মা শ্রীধর স্বামি কৃত ব্যাখ্যা প্রভৃতি অবলম্বনে, এই শ্লোকটীর প্রকৃতার্থ তোমায় বোধ করিতে হইবে। যেহেতু, তত্ত্বদর্শিরা অভ্রান্ত আর তুমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সেই শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য এই প্রকার,—

"প্রকৃতন্তু বক্ষ্যামঃ, তত্রাত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং। তৎ কিমি বেত্যুচ্যতে, বাসাংসীতি; বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি, যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবান্যভিনবানি গৃহ্লাত্যুপাদত্তে, নরঃ পুরুষো অপরাণ্যন্যানি, তথা তদ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি গচ্ছতি নবানি, দেহাত্মা পুরুষবদঽবিক্রিয় এবেত্যর্থঃ॥"

এই ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ এই প্রকার,—শঙ্কর বলিলেন, এই শ্লোকে জীবাত্মা যে অবিনাশী তাহাই জ্ঞাতব্য। দেহীর দেহত্যাগ কার্য্যটী পুরুষের (মানবের) বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ন্যায়। পুরুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিলে পরিধানকারী পুরুষ (মানব) সেই পুরুষই থাকে,

নববস্ত্র পরিধান করাতে তাহার কিছুই বিপর্য্যয় ঘটে না, সেই প্রকার জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া জীব নবদেহ গ্রহণ করিলেও তিনি পূর্ব্ববৎ অবিনশ্বরই থাকেন, কোন প্রকার বিপর্য্যয় ঘটে না। এই শ্লোকে অভিনব দেহ গ্রহণের উক্তি স্থূলদেহের পক্ষে নহে। অভিনব দেহ অর্থে গর্ভ্তগত নবদেহ বোধকরিলে গর্ভ্তগত দেহ নির্জীব বলিতে হয়। কেননা নির্জীব বোধ না থাকিলে তাহাতে জীবের আবির্ভাব কল্পনা হয় না। বাস্তবিক তাহা নহে, বিন্দুগত শুক্রকীট সজীব; নির্জীব শুক্রকীটে গর্ভ্ত হয় না। সজীব শুক্রকীটই গর্ভ্তে মানবাদি দেহে পরিণত হয়। সুতরাং জীর্ণ দেহ হইতে অন্য গর্ভ্তস্থনবদেহে জীব মৃত্যুক্ষণে গত হন, এই প্রকার বলা অসঙ্গত। অতএব, অভিনবদেহঅর্থে, অন্য বিশেষ তাৎপর্য্য অনুভব করা আবশ্যক। সেই তাৎপর্য্য এইপ্রকার,—অভিমান সম্যকরূপে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত (যোনিভ্রমণ কার্য্য হইতে জীব মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত) লিঙ্গদেহ জীর্ণ হয় না, তাবৎকাল অভিনব থাকে। সেই জন্য ভগবান লিঙ্গদেহকে নবদেহ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। মৃত্যু সময়ে সম্পূর্ণরূপে স্থূলদেহ ত্যাগকরিয়া অহঙ্কারযুক্ত জীব অভিনব লিঙ্গদেহ আশ্রয়করতঃ অন্তর্হিত হন। তোমার মনে রাখিতে হইবে "অত্রাত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং" শঙ্কর এই রূপ বলিয়াছেন। অর্থ,—এই শ্লোকে জীবাত্মা যে অবিনাশি তাহাই কেবল জ্ঞাতব্য, তাহা ভিন্ন এই শ্লোকে অপর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। অতএব, তুমি অন্যকথা বোধ করিতে গিয়া বিড়ম্বনা ভোগ কর কেন? এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীধর স্বামিও এই প্রকার করিয়াছেন।—

"ননু আত্মনোঽবিনাশেপি তদীয় শরীর নাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ,—যথা নরঃ স্বয়মবিক্রিয়ঃসন্নেব জীর্ণানি বাসাংসি বস্ত্রাণি বিহায় অপরাণি নামরূপলক্ষণৈঃ পূর্ব্ববিপরীতানি নবানি বাসাংসি

গৃহ্লাতি তথা দেহী জীবাত্মা স্বয় মবিকারাত্মনা স্থিতঃসন্নেব জীর্ণানি কালধর্ম্ম বশাত্ত্যক্তব্যতাং প্রাপ্তানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি সংযাতি প্রাপ্নোতি কর্ম্ম বন্ধনানাং দেহানা মবশ্যম্ভাবিত্বাৎ জীর্ণ দেহ নাশে ন শোকাবকাশঃ॥”

অর্থ,—হে অর্জ্জুন! যদি বল আত্মার বিনাশ না থাকিলেও তাঁহার শরীর নাশের আলোচনা করিয়া শোক করিতেছি, তাহা হইলে শরীর নাশের জন্যও শোক করা অনুচিত। কেননা, কর্ম্মবন্ধন যুক্ত আত্মার দেহান্তর-লাভ অবশ্যম্ভাবী; এই হেতু জীর্ণদেহ নাশে শোকানুভব অবিধেয়। যেমন, মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র ত্যাগকরিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে মনুষ্যের বিপর্য্যয় ঘটে না, সেই প্রকার জীব এক জীর্ণদেহ ত্যাগকরিয়া অপর নব দেহ (আতিবাহিক বা লিঙ্গ দেহ) আশ্রয় করিলে তাঁহার কোন প্রকার বিপর্য্যয় ঘটে না। বৎস! তুমি “বাসাংসি” শ্লোকের ব্যাখ্যা জ্ঞাত না থাকায় মৃত্যুর পরক্ষণে জীব অপর কোন জীবের গর্ভস্থ হয়, বোধ করিয়াছিলে, তাহা তোমার ভ্রম। ভ্রান্তব্যক্তিগণ এক শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অপর শাস্ত্রের অর্থবোধ করে। কিন্তু জ্ঞানিগণ সমস্ত শাস্ত্র পরস্পর নির্ব্বিরোধ দর্শন করেন। জ্ঞানিগণ শাস্ত্রের মধ্যে ভাষান্তর, অধিকারভেদ ও বিবক্ষা ব্যতীত দর্শন করেন না। অধিকার অর্থে—প্রশ্ন কর্ত্তার অধিকার,—অতএব, বৎস! তোমার মাতা এখন ও আতিবাহিক দেহলাভ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। প্রেতপিণ্ড ও সপিণ্ডান্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে তিনি পিতৃত্ব লাভ করিবেন। তাহারপর স্বর্গ ও নরক ভোগজন্য শুক্রকীট রূপে কোন গর্ভে প্রবেশ—বা দেবমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। এইটী নিশ্চয় করিতে তোমার কোন আপত্তি রহিল না। এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহার অর্জ্জিত এবং তাহার ভোক্তা কে? তাহা শ্রবণ কর।

ভোক্তা জীবই প্রকৃতপক্ষে অভোক্তা।

গুরুদ্ভ,—জীবের কৃত কর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম দেহকে অর্চ্চির অধিষ্ঠাত্রী ও ধূমের অধিষ্ঠাত্রী প্রভৃতি দেবতাগণ অত্যন্ত রূপে বহন করিয়া পরলোকগামী করেন। এই হেতু সেই সূক্ষ্ম লিঙ্গ দেহকে আতিবাহিকদেহ বলা হয় (৮৮ নম্বরে জ্ঞাতহইবে)। জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অভিমানবশতঃ জীব যে ঐ সূক্ষ্মদেহের সহিত,—বিশেষতঃ পঞ্চকোষের সহিত, স্বীয় স্বরূপের অভেদ ভ্রমে আবিষ্ট থাকেন,—ও সেই ভ্রমদ্বারা তিনিযে 'অহং সুখীচ, দুঃখীচ' ইত্যাদি অনুভব করেন,—প্রকৃতপক্ষেযে তিনি সুখ দুঃখাদির অতীত,—ও অভোক্তা; এবং মনঃই যে সুখ দুঃখাদির ভোক্তা,—তদ্বিষয়ে 'কঙ্কাল মালিনী তন্ত্রের ও ভগবতীগীতার উক্তি শ্রবণ কর। কঙ্কালমালিনী বলেন,—

"মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ॥"

অর্থ,—মনঃই পাপকার্য্য করে, এবং মনঃই পুণ্যকার্য্য করিয়া থাকে। যখন, মনঃ তন্মনাঃ হয়, (আত্ম পরায়ণ হয়) তখন জীব সকলের কারণরূপী অপরিচ্ছিন্ন আত্মারূপে পরিণত হওয়ায়, মন কৃত পাপ পুণ্য উভয়েই দগ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থাকে "জ্ঞানাগ্নি তুলা রাশির ন্যায় পাপ ও পুণ্য উভয়কে দগ্ধ করে," এই প্রকার জ্ঞানিগণ শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন মনঃ তন্মনা হয় (আত্মার বশীভূত হয়) তখন ভোগসাধনের স্পৃহা মনের থাকে না। তখন মনের ভোগেচ্ছা না থাকায় জীবও তখন নিজকে নির্লিপ্ত ও অভোক্তা বোধ করেন। তাহাতে তখন জীব নির্গুণ আত্মারূপে পরিণত হন। মনঃকৃত ভোগকামনায় যখন জীব নিজকে ভোক্তা বোধ করেন, তখনও

তাঁহার অভোক্তৃত্ব স্বরূপের বিপর্য্যয় বা অন্যথা ঘটে না। এই ভাবটী উদাহরণদ্বারা ভগবতীগীতা প্রবোধ করিয়াছেন। সেই উক্তি এই প্রকার—

"আত্মা স্বলিঙ্গন্তু মনঃ পরি গৃহ্য মহামতে।
তৎকৃতান্ সঞ্জুষন্ কামান্ সংসারে বর্ত্ততেঽ বশঃ।
বিশুদ্ধ স্ফটিকো যদ্ব দ্রক্ত পুষ্প সমীপতঃ॥
তত্ত্ব দ্বর্ণ যুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনা॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সামীপ্যা দাত্ম নোপি তথাগতিঃ॥"

অর্থ,—ভগবতী দুর্গা, দক্ষের প্রতি কহিলেন,—হে মহামতে পিতঃ! জীবাত্মা মনের সহিত লিঙ্গদেহ পরিগ্রহকরিয়া মনের সমীপে স্থিত থাকা হেতু জীব অবশের ন্যায় হইয়া মনঃকৃত কামনাগুলি স্বকৃত কামনাব বোধ করতঃ অবস্থিত আছেন। যে প্রকার শুদ্ধ স্বভাব স্ফটিক রক্তাদি-বর্ণে রঞ্জিতবস্তুর সমীপে স্থিত থাকিলে স্ফটিক তত্তৎ বর্ণে রঞ্জিতবৎ প্রতিভাত হয়,—প্রকৃতপক্ষে স্ফটিক রঞ্জনা বিহীনই থাকেন,—সেই প্রকার জীব লিঙ্গশরীর যুক্ত বুদ্ধি ও মনের সমীপে স্থিত থাকায় মনঃকৃত ভোগাদি স্বীয় ভোগবৎ বোধ করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ভোক্তা নহেন, লিপ্ত নহেন, বদ্ধও নহেন। যে প্রকার স্ফটিক রক্তাদিরঞ্জিতবস্তুর সমীপে স্থিত থাকাবস্থায় তাহাকে সেই সেই বর্ণে রঞ্জিতবোধ করা প্রকৃতপক্ষে ভ্রম, সেই প্রকার ভোগানুভবটী জীবের সম্পূর্ণ ভ্রম। ভ্রমে প্রকৃত বস্তুর বিপর্য্যয় ঘটে না, কেবল বোধেরই বিপর্য্যয় ঘটে। অতএব তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা (এই গ্রন্থের ৬৫ নম্বরের লিখিত টিপ্পনী অনুসারে) জীবের "অহং" অর্থাৎ আমি বোধ করা স্বভাব নিবৃত্তি হইলে আর তিনি নিজকে ভোক্তা বা বদ্ধবৎ বোধ করেন না। তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পরব্রহ্মরূপে নিজেই নিরূপিত হন। এইরূপে জীব দুর্জ্জন মনের সংসর্গে থাকিয়া

বন্ধনে পতিত হন। সর্ব্বত্রই দেখায়—

"দুষ্টঃ করোতি দৌর্জ্জন্যং সাধুস্তল্লভতে ফলং।
মনঃ করোতি পাপানি বন্ধন স্ত্বাত্মনো ভবেৎ॥"

অর্থ,—সংসর্গের দোষ সর্ব্বত্রই প্রবল; দুষ্টের সংসর্গে থাকিলে সাধু তাহার দৌষ্কার্য্যের ফল লাভ করে। মনের সংসর্গে থাকিয়া জীবের বন্ধন প্রাপ্তি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। যদি বল, জীব যদি সৎ, তবে সৎ জীবের সংসর্গে মনঃ সৎ হয়না কেন? তাহার উত্তর এই প্রকার,—

"মুক্তাহি জবয়া রক্তা জবা শুভ্রা ন মুক্তয়া।
ভবেৎ পরগুণ গ্রাহী মহিয়ানেব নাপরঃ॥"

এইস্থলে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বর্ণনার তাৎপর্য্যে জবা অর্থে, রক্ত জবাই লক্ষ্যের বিষয়; রক্তজবা পুষ্পের সমীপে মুক্তা স্থিত থাকিলে মুক্তা রক্তিম্‌আভা বিশিষ্ট হয় (জবা পুষ্পের গুণ গ্রহণ করে)। কিন্তু, রক্তজবা কখনও মুক্তার গুণগ্রহণ করিয়া শুভ্র আভা বিশিষ্ট হয়না। অতএব, মহতেরাই পরগুণগ্রহণ করেন। কদাপি নিকৃষ্টগণ আপন ইচ্ছায় পরের গুণগ্রহণ করেন্ না। নিকৃষ্টকে বলপ্রয়োগ না করিলে পরের গুণে আকৃষ্ট করা যায়না। সেই জন্য কর্ম্মযোগ দ্বারা মনের উপর বল প্রয়োগ না করিলে মনকে আত্মধর্ম্মে আকৃষ্ট করা যায়না। কাজেই মনকে আত্ম ধর্ম্মে শিক্ষিত করিতে কর্ম্মযোগ প্রয়োগ আবশ্যক। কর্ম্মযোগ প্রয়োগ করিতে করিতে অভিমানী মনের যখন অভিমান ধ্বংস হয়, তখন মনঃ আত্মার গুণগ্রহণ করিতে সম্মত হয়। এইরূপে জীব স্বীয় সৎস্বভাবে মনের গুণ (বাসনা) গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারার্ণবে পতিত ও মজ্জিত অবস্থায় বহুবিধ দুঃখানুভব করিতে করিতে ভাসমান হইতেছেন। অনাহত পদ্মস্থ "হংসঃ" এই বীজপ্রতিপাদ্য প্রদীপকলিকাকার জীব, বাস্তবিক মুক্ত স্বভাব হইলেও তিনি মায়াযুক্ত হইয়া মনঃ কৃত বাসনায়

নিজকে পঞ্চকোষেও আবদ্ধ মনে করেন। "হংসঃ" এই বীজ বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত করিলে, "সোহম্" এইরূপ বর্ণে বিন্যস্ত হয়। আত্মা হংসঃ ভাবে জীব, আর সোহম্ভাবে শিব বটেন। (কূটস্থচৈতন্যবটেন) তিনি জীব ভাবাপন্ন অবস্থায় পঞ্চকোষেও নিজকে আবদ্ধবৎ বোধ করেন। যথা,—

"পঞ্চকোষ নিয়োগেন তত্তন্ময় ইব স্থিত।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদি যোগেন স্ফটিকো যথা॥" (আত্মতত্ত্ব প্রবোধে)

অর্থ,—জীবাত্মা অভিমান বশতঃ বা মায়া কর্তৃক ভ্রমে পতিত হইয়া নিজকে পঞ্চকোষময়বৎ অনুভব করতঃ স্থিত আছেন। যে প্রকার শুদ্ধ স্বভাব স্ফটিক নীলপীতাদি বস্ত্রসংযোগে নীলপীতাদি বর্ণবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার জীব অন্নময়াদি পঞ্চকোষের সহিত অভেদ ভ্রমে নিজকে অন্নময়াদিকোষবৎ বোধ করিয়া স্থিত আছেন। অন্ন ময়াদি পঞ্চকোষের নাম এইপ্রকার—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, অনন্দময় কোষ। কোষ অর্থে,—কোন দ্রব্য রক্ষার উপযোগী আবরণ। কথিত পঞ্চকোষের মধ্যে, পিতা মাতার ভুক্ত অন্নাদি বিকার হইতে উৎপন্ন স্থূলদেহকে অন্নময় কোষ বলা হয়। এই অন্নময় কোষ স্থূল শরীরের স্বভাবে আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি দেহধর্ম্ম জীবাত্মাতে আরোপিত বা কল্পিত হয়। ১। চেষ্টা সাধন প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া, প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। এই প্রাণময়কোষের স্বভাবে আমি কার্য্য করিতেছি, আমি ক্ষুধিত, আমি পিপাসিত, ইত্যাদি প্রাণধর্ম্ম জীবাত্মাতে আরোপিত হয়। ২॥ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনকে মনোময় কোষ বলা হয়। এই মনোময় কোষের স্বভাবে অসংদিগ্ধ জীবাত্মাতে সংশয়াবিষ্টতা আরোপিত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষের স্বভাবে অকর্ত্তা ও অভোক্তা, জীবাত্মাতে "আমি কর্ত্তা," "আমি

ভোক্তা" ইত্যাদি বুদ্ধি ধর্ম্ম আরোপিত হয়। আনন্দময় কোষ কারণ শরীর,—কারণ শরীরের নাম অবিদ্যা বা মায়া। ইহাদ্বারা প্রিয়া-মোদহীন জীবাত্মাতে নশ্বর প্রিয়ামোদ আরোপিত হয়। বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম্ম যাবতীয় জ্ঞান জীবাত্মাতে উপস্থিত করা; তদনুসারে তিনি যখন যে কোষে সংস্পৃষ্ট হন, তখন সেই কোষেরই ধর্ম্ম জীবাত্মাতে আরোপণ করেন। এইরূপে মনেরবশীকৃত ইন্দ্রিয়াদি মনঃসহ পূর্ব্বোক্ত প্রাণাপান বায়ুর আকর্ষণে পতিত হন্। পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মে জীব নিজের ভোক্তাও অভোক্তা বোধ অনুসারে লিঙ্গদেহে দেবযানে বা পিতৃযানে প্রস্থান করেন। অর্থাৎ স্থূল দেহে অবস্থিত থাকা অবস্থায় জীব আত্মবুদ্ধি দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া নিজকে অভোক্তারূপে নিশ্চিতবোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি স্থূলদেহ হইতে দেবযানে প্রস্থান করেন। আর তিনি বৈধকর্ম্মে ভোক্তাবৎ (নিজকেকামনা যুক্ত বৎ) বোধকরিয়া স্থূলদেহে স্থিত থাকিলে তিনি স্থূল দেহ হইতে পিতৃযানে প্রস্থান করেন। আর নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিজকে ভোক্তাবৎ বোধ করিয়া স্থূলদেহে থাকিলে, মৃত্যুর পর জীব অতি ক্লেশপ্রদ নিকৃষ্ট পথে প্রস্থান করেন। তাহা শ্রীধর স্বামিকৃত গীতার ব্যাখ্যায় আভাস প্রাপ্ত হইবে।

"মনুষ্যের দ্বিবিধ গতি"

গুরু,—কর্ম্ম প্রভেদে ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য প্রভেদে অর্থাৎ নিষ্কাম ও সকাম প্রভেদে, মনুষ্যের গতি দুই প্রকার নিশ্চিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মের গতি অনাবর্ত্তনশীল ও সকাম কর্ম্মের গতি আবর্ত্তনশীল বটে। এইটী—ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"যে চে মে, অরণ্যে † শ্রদ্ধাতপ, ইত্যুপাসতে তে, অর্চ্চিষ মভি সম্ভবন্তি। অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমানপক্ষম্। আপূর্য্য মানাৎ ষান্ ষড়দঙেতি, মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ সম্বৎসরম্, সম্বৎ সরাদাদিত্যম্, আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্, চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্, তত স্তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি। এষ দেবযানঃ পন্থা, এতেন প্রতিপদ্য মানা ইম মাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে। ইতি চ্ছান্দোগ্যোপনিষদি পঞ্চম প্রপাঠকঃ।" এই উপনিষৎ মূলে গীতায় "অগ্নির্জ্যোতি রহঃশুক্ল" ইত্যাদি বাক্য নিরূপিত হইয়াছে।

অর্থ,—যাহারা শ্রদ্ধাবান্ এবং তপস্বী হইয়া, বা কামনাহীন থাকিয়া নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা নিগুর্ণ ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে মরণান্তে প্রথমতঃ অর্চ্চির (তেজের) অধিপতি দেবতা আগত হইয়া গ্রহণ ও বহন করেন। তৎপর তাঁহাদিগকে দিবসের অধিপতি দেবতা,—তৎপর শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা,—তৎপর উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাসের অধিপতি দেবতা,—তৎপর সম্বৎসরের অধিপতি দেবতা—তৎপর ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতের অধিপতি দেবতা কর্ত্তৃক সেই জীব ব্রহ্ম লোকে নীত হন। তৎপর তথায়

† অরণ্যে বহিস্তপে অত্যন্তাতিশয় দর্শনার্থ মেবারণ্য পদং।

এক অমানব পুরুষ আসিয়া জীবকে তথা হইতে লইয়া নিগুর্ণ ব্রহ্মে গমন করায়। এই পথের নাম দেবযান। যাঁহারা এই দেবযান পথে গমন করেন তাঁহারা সংসার গতিতে আর প্রত্যাবর্ত্তিত হন না। উহা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠক। অতঃপর, পিতৃযান বলা হইতেছে।

"অতঃ যে ইমে, ইষ্টাপূর্ত্তে, * দত্ত ইত্যুপাসতে, তে ধূম মভি সম্ভবন্তি। ধূমা দ্রাত্রিম্, রাত্রে রপর পক্ষম্, অপর পক্ষাৎ যান ষড় দক্ষিণৈতি, মাসাংস্তা নৈতে সম্বৎসর মভি প্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্। পিতৃলোকা দাকাশম্, আকাশা চ্চন্দ্র মসম্, এষঃ পিতৃযানঃ পন্থাঃ। অস্মিন্ যাবৎ সম্পাত মুষিত্বা অথৈত মে বাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে। ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি পঞ্চম প্রপাঠকঃ।"

অর্থ,—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যাঁহারা কামনা সহ বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবতায়তন ও অন্ন প্রদানাদি করেন এবং একাগ্নি হবন ও অন্তশ্চিকিৎসা করেন, (মানুষকে উপদেশাদি দ্বারা ধর্ম্মে নিবিষ্ট করার নাম অন্তশ্চিকিৎসা)। যাহারা সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান উদ্দেশে এই সকল কার্য্য করেন, তাঁহারা মরণান্তে প্রথমতঃ ধূমের অধিপতিদেবতাকে প্রাপ্ত হন। এবং ধূমের অধিপতি দেবতা সেই জীবকে গ্রহণ ও বহন করেন। তৎপর ক্রমে রাত্রির অধিপতি, কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি, দক্ষিণায়নরূপ যণ্মাসের অধিপতিকে ও তৎপর, মাসের অধিপতি দেবতাকে জীব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সম্বৎসরের অধিপতি

---

* বাপী কূপ তড়াগাদি দেবতায়তনেন চ।
অন্ন প্রদান মারামাঃ পূর্ত্ত মর্থ্যাঃ প্রচক্ষতে॥ (ইতি পূর্ত্ত শব্দার্থঃ)
একাগ্নি কর্ম্ম হবনং ত্রেতায়াং যচ্চ হুয়তে।
অন্ত বৈদ্যঞ্চ যদ্দান মিষ্টং তদভিধীয়তে॥ (ইতি ইষ্ট শব্দার্থঃ)

দেবতাকে প্রাপ্ত হয়না। তৎপর চন্দ্রলোকের অধিপতি দেবতা সেই জীবকে বহন করেন। এই ক্রমে জীব কর্ম্মানুসারে স্বর্গ লাভ করিয়া যথা প্রাপ্তব্য অমৃতাদি পানরূপ-পুণ্য-ভোগানন্তর ভোগদেহ প্রাপ্তির জন্য চন্দ্রলোকে আসিয়া স্থিতহন্, পরে, চন্দ্রের নিহারের সহিত মিলিয়া পৃথিবীতে পতিত হন্। এইরূপে জীব মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এই উপনিষদের মর্ম্মে "ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি গীতা বাক্য নিরূপণ হইয়াছে। শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের-ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,—"কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তর মাবৃত্তিঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মভিশ্চ নরকভোগানন্তর মাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্ম্মণাস্তু জন্তূনাং পুনঃ পুনর্জ্জন্মেতি দ্রষ্টব্যং"।

অর্থ,—মহাত্মা শ্রীধরস্বামী বলেন,—যাঁহারা কামনা সহ যাগাদি পুণ্য কর্ম্মরূপ উপাসনা করেন্, তাহারা মরণান্তে স্বর্গে যথা সম্ভব অমৃতাদি ভোগ লাভ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন্। আর যাহারা ব্রহ্মবধাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা যমদূত কর্ত্তৃক সংযমনী পুরে (যম পুরীতে) নীত হইয়া বিণ্মূত্রাদি পান প্রভৃতি দ্বারা দুঃখ ভোগ করতঃ মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে। এবং যাহারা ক্ষুদ্রকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা প্রত্যেক বার মৃত্যুর পরেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া, জন্ম মৃত্যু জন্য দুঃসহ যাতনা পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে থাকে। এই স্থলে বেদান্ত দর্শন বলেন,—

"সংযমনে ত্বনু ভূয়ে তরেষা মারোহা বরোহৌ"

যে স্থানে অসংযমী ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহকে যমদূতগণ লইয়া যায় ও সংযমের শিক্ষা দিতে বিণ্মূত্রাদি পান করায়, এবং প্রহারাদি করে, তাহার নাম সংযমনী পুরী বা প্রেত লোক। যিনি সংযম শিক্ষার নায়ক তাঁহার নাম 'যম'। উনি প্রেতত্ব প্রাপ্তগণের বিচারক বটেন। অসংযমিগণই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হন। প্রেতত্ব প্রাপ্তব্যক্তিমধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারে সংযম ভঙ্গ করিয়াছে, সে সেই প্রকারে দণ্ডিত হয়। তন্মধ্যে যে

কাম রিপু চরিতার্থ করিতে পর স্ত্রী বা পর পুরুষ আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহাকে জলদগ্নিবৎ উত্তপ্ত লৌহ প্রতিমার সহিত আলিঙ্গন করায়। যাহারা স্বার্থের জন্য পরের মস্তকে প্রহার করিয়াছে, তাহাদিগের মস্তকে যমদূতগণ ভীষণ লৌহদণ্ড দ্বারা প্রহার করে। আর যাহারা নিষিদ্ধ পানাহার করিয়াছে, তাহাদিগকে বিণ্মূত্রাদি বলপূর্ব্বক পান করায়। এইরূপে কৃতকর্ম্মের তুলনায়, যথা নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদান করিয়া সংযম করণের উপদেশ করে। এবং যথানিয়মে পুনর্ম্মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে দেয়। কিন্তু, যে পর্য্যন্ত সংযমী না হয়. তাবৎ পৃথিবীতে আসিয়াও রোগ, শোক রাজদণ্ড ও অপর জীবাদি দ্বারা দণ্ড-ভোগ করিতে থাকে। এবং মৃত্যুর পর পুনঃ যমপুরে গিয়া যমদূত কর্ত্তৃক দণ্ড ভোগ করে। যাঁহারা সংযমী তাঁহাদের মৃত্যুর পর সংযমের জন্য যমলোকে গমন করা আবশ্যক হয় না। তাঁহারা ইন্দ্রলোকাদিতে পুণ্যকর্ম্মভোগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মর্ত্ত্যেও যথাসম্ভব উত্তম জাতিলাভ এবং সুখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে। যমপুরীতে নরক ভোগ বা দুঃখ ভোগ নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা ইন্দ্রাদি লোকে স্বর্গভোগ বা সুখভোগ নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বর্গে এবং নরকে থাকিতে পারে না। স্বর্গ ও নরক ভোগ ক্ষীণ হইলেই মর্ত্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ ভোগ করে এবং কর্ম্মান্তর উৎপন্ন করে। মর্ত্ত্যধামে জীবের শুভাশুভ কর্ম্মার্জ্জন, শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয় ও শুভাশুভ (স্বর্গ নরক) ভোগের অবশিষ্টাংশ ভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা এই মর্ত্ত্যধামে শুভাশুভ কর্ম্মফল ক্ষয় করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত দেবযানে গমন করতঃ পরব্রহ্মে লীন হন। (কৈবল্য মুক্তি লাভ করেন) আর যাহারা পিতৃ যানাদিতে গমন করে তাহারা কুম্ভকারের চক্রবৎ স্বর্গ ও নরকে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। কামনাশীলগণের কেহ নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা

নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করেন না। সুখদুঃখের মিশ্রিত ভাব ভোগ করেন। স্বর্গগতগণও কচিৎ কাম ক্রোধাদি দ্বারা চলিত হইয়া দুঃখ ভোগ করেন এবং নরকগতগণও কখন কর্ম্ম দ্বারা ও কখন বা আশার আবাহনে সুখ লাভ করিয়া থাকেন। কাজেই স্বর্গ নরক অর্থে, সুখ দুঃখের ন্যূনাধিক স্থান ভিন্ন কিছুই বোধগম্য হয় না। যেহেতু উভয়কর্ম্মই বন্ধনজনক বটে; মহানির্ব্বাণ তন্ত্র তাহারই কথা বলিতেছেন,—

"যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবে জীবঃ কর্ম্মভিশ্চা শুভাশুভৈঃ॥"

(মহানির্ব্বাণ, ১৪ উ, ১০৯।১১০। শ্লোক)

অতএব ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিবে। বৎস! তুমি জ্ঞাত আছ, সপ্ত স্বর্গের মধ্যে পৃথিবীও একটী নিকৃষ্ট স্বর্গ বটে; আর একেবারে পুণ্যহীন মনুষ্যও অতি বিরল। মনুষ্য কেহই একেবারে পুণ্যহীন নহেন। যাঁহারা অল্পপুণ্যবান্ বা অত্যল্প পুণ্যবান্ অথচ অধিক কলুষ-পূর্ণ তাহারাই মৃত্যুর পর প্রেতত্ব লাভ করে। পূরক পিণ্ড, প্রেত শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে ৯৭ নম্বরের নিয়মানুসারে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।

শিষ্য,—সকাম নিষ্কাম দুই কর্ম্মের প্রভেদে।
মানুষের গতি দুই প্রকাশিত বেদে॥
কহিলা তাহার কথা উপনিষদ মত।
এবে কহ কি করিলে হয় ভূত প্রেত?
মানুষ মরিয়ে কেন ভূত প্রেত হয়?
শ্রাদ্ধে কেন প্রেতনামে মৃতকেরে কয়?
মানুষ মরিয়ে কেন ভূত হয়ে আসে?
উদয় বাবু হল ভূত কহ কিবা দোষে?
যাগ যজ্ঞ করে কত বাবু গেল ম'রে।
তবে কেন ভূত হয়ে শ্যামা ঝিকে ধরে?

মনুষ্যের প্রেতত্ব লাভ।

গুরু,—বৎস! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তোমাকে প্রেতত্ব, ভূতত্ব ও পিশাচত্ব প্রাপ্তি বিষয়কশাস্ত্র বলিতেছি। উহা মনুষ্যের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বটে; প্রেত অর্থে,—যাহারা স্থূলদেহ ত্যাগকরিয়া আতিবাহিক দেহ লাভ করে, ভূত অর্থে,—যাহারা স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া আতি-বাহিক দেহ লাভ করিতেপারেনা, তাহারা পৃথিবীর জঘন্য আকর্ষণে বিচরণ করে। ঐ সকল অবস্থা প্রাপ্তি হইতে নিজকে রক্ষা করিতে হইলে ভূতত্ব ও প্রেতত্বজনক কার্য্য কি কি, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বটে; সেই জন্য প্রেতত্ব প্রাপ্তিজনক কতকগুলি কার্য্য তোমাকে বলিতেছি। ভূতত্ব ও প্রেতত্ব জনক কার্য্যের মূলে, বৈধকার্য্যের ক্রুটী ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রারম্ভ থাকে। উদয় বাবুর যাগ যজ্ঞগুলি ঢাক ঢোলের ঘোষণায় ও খাদ্য খাওয়ার আড়ম্বরে হইয়াছিলহেতু তুমি জানিতে পারিয়াছ। তাঁহার নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি জ্ঞাত হইতে পার নাই। নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি মনুষ্যগণ গোপনে সম্পাদন করে। কাজেই সে সব সহজে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু, লোকে না জানিলেও তাহার ভোগ না হওয়াপর্য্যন্ত চিত্রগুপ্তের খাতা পত্রে এক বিন্দুও অঙ্কিত হইতে বাকি থাকে না। কাজেই বাবুজির এমন কোন দুষ্কর্ম্ম ছিল, যাহা তুমি জ্ঞাত হইতে পার নাই। সেই দুষ্কর্ম্মের বশে তিনি বিশিষ্ট প্রেত হইতে পারেন নাই। কাজেই দুষ্কর্ম্মের জঘন্য লালসায় মনুষ্যাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই বিষয় পৌরাণিক সুবাহু রাজার উপাখ্যান তোমাকে বলিব। সাধারণতঃ যাহার মৃত্যুর পর মনুষ্য দেহের যথাবিধি সংস্কার না হয় বা পূরকপিণ্ড প্রাপ্ত হয় না অথবা যাহাদিগের মৃত্যু সময়ে শাস্ত্রীয় অস্পৃশ্য স্পর্শ হয়, যাহারা জীবিত থাকিতে

দেবদ্বেষী থাকে, তাহারাই উদয় বাবুর মত ভূত বা শ্মাশানিক দেবতা হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কাল দুঃখ ভোগ করে, উহারাই নিকৃষ্ট প্রেত। বৈদিক বিধানে অস্পৃশ্য স্পর্শ হইলে ও জীবন্ত অবস্থায় দেবদ্বেষী থাকিলে নিকৃষ্ট প্রেতত্ব লাভ হয়। নিকৃষ্ট প্রেত কর্ম্ম বিশেষে পুনঃ বিশিষ্ট প্রেতত্ব লাভ করিয়া নিষ্কৃতিও পাইতে পারে। ভূতত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি এই প্রকার,—

"বৈদিকবিধানেন ঔর্দ্ধদেহিকাভাবাৎ বিষ্ণুদ্বেষাচ্চ
প্রেতশরীরং ভবতি।" (বিষ্ণুঃ ইত্যুপলক্ষণং বচনান্তরে
শিবদ্বেষেঽপি তৎ ফল শ্রবণাৎ।)

এই বিষয়ে মহর্ষি লোমেশের উক্তি এই প্রকার,

"অন্ত্যজেন চ সংস্পৃষ্টঃ সরাজাতু পিশাচোভূৎ।
বৈদিকেন বিধানেন ন লেভে সৌর্দ্ধদেহিকং॥"

অন্যচ্চ,—"সময়ে গিরি রাজস্ত পিশাচোভূত্তদা মহান্।
শিববিদ্বেষমাত্রেণ যুগানাং সপ্তবিংশতি।
ভোক্তা চ যাতনাং ঘোরাং নিরস্তঃ নরকাৎ নৃপঃ।"

অর্থ,—মানুষের মৃত্যুকালে বেদগর্হিত অস্পৃশ্য স্পর্শ ঘটিলে ও মৃত্যুর পর স্মৃত্যুক্ত বিধানে পূরকপিণ্ড ও প্রেত শ্রাদ্ধাদি সপিণ্ডান্ত ক্রিয়া সম্পাদন না হইলে এবং মৃতক বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদ্বেষী থাকিলে নিকৃষ্ট প্রেতত্ব প্রাপ্ত হঁয়। এই প্রকার প্রেত পিশাচ ও ভূত নামে কথিত হয়। মহর্ষি লোমেশ সুবাহু রাজার পিশাচত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই প্রকার—একদা রাজার দুর্ব্যবহার বশতঃ অভিশম্পাতগ্রস্ত হন। তাহার বহুসময় পরে মৃগয়াজন্য বন গমন করেন। এবং একটী মৃগ রাজার শরবিদ্ধহইয়া পলায়ন করে। রাজা শরবিদ্ধ মৃগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে ঘোটকের পদস্খলন হয়, তাহাতে প্রস্তরে পতিত হইয়া রাজার আসন্নকাল উপস্থিত হয়। তখন রাজার চণ্ডাল জাতীয় এক

পদাতি দ্রুত ধাবিত হইয়া তদবস্থাগত রাজার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়। এইরূপে চণ্ডাল সংস্পর্শে রাজার মৃত্যু হইয়া পিশাচত্ব ঘটে। লোমেশ তাহার কথাই বলিয়াছেন। শাস্ত্র মতে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ মনুষ্য ও বিণ্মূত্রাদি অস্পৃশ্য। মৃত্যু সময়ে কোন প্রকার অস্পৃশ্য স্পর্শ হওয়া পিশাচত্ব প্রাপ্তির কারণ হয়। অতএব মৃত্যুশয্যা শুদ্ধরাখা বিধেয়; তুলসী বৃক্ষতলে মৃত্যুশয্যা করিবে, ব্রাহ্মণের গলদেশে ও অপরের শীর্ষসমীপে শালগ্রাম রাখিবে। শরীরে গঙ্গা মৃত্তিকা দ্বারা হরি নামাদি অঙ্কন করিবে, গঙ্গাজল ভক্ষণ, হরি নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাইবে। গিরিরাজ শিবদ্বেষ বশতঃ সপ্ত বিংশ যুগ পর্য্যন্ত পিশাচ থাকিয়া ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। শিব বিষ্ণুর তুল্যত্ব হেতু বিদ্বেষের ফলও তুল্য বটে; মৃত্যুকালে সমস্ত বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর ধ্যানযুক্ত থাকিলে ভাগবতাদির উক্তি মতে মুক্তি লাভ করে। স্মৃতি নিকৃষ্ট প্রেতকে শ্মাশানিক দেবতা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্র বিশিষ্ট পিশাচকে রুদ্র পিশাচ নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। উহারা শিবপরায়ণ, বলবান ও বিষ্ণু দূতের তুল্য পবিত্রাত্ম হইলেও দুষ্কর্ম্ম বশতঃ আকৃতি ও আচারব্যবহার পিশাচেরই অনুরূপ হয়। পাদ্মোত্তরখণ্ডে মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন, দুষ্কর্ম্মান্বিতগণ শিবভক্তির ফলে কাশী মৃতহইলে রুদ্র পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া দুষ্কর্ম্ম ভোগানন্তর রুদ্রসাযোজ্য লাভ করে। কাশীমৃতগণের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। বিশিষ্ট প্রেতত্ব প্রাপ্তি হইলেও কেহ কেহ প্রেত পতির অনুচর হওয়া দৃষ্ট হয়। যেমন মহাভারতোক্ত ধনুর্দ্ধর যম দূতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব—

"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"

এই ভগবদুক্তি স্মরণ করিয়া ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ কর।

প্রেতত্ব জনক কর্ম্ম

(৯০)

শুরুরু,—বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রেতত্ব জনক কর্ম্ম বহু প্রকার, তাহারমূলে স্ব স্ব আশ্রমোক্ত বৈধ কার্য্যের ত্রুটী ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রারম্ভ থাকে। এই স্থলে তোমাকে প্রেতত্বজনক কর্ম্মের শাস্ত্রীয় উক্তি বলিতেছি শ্রবণ কর,—

হবির্জ্জুহবতি যে নাগ্নৌ গোবিন্দং যশ্চ নার্চ্চয়েৎ।
লভন্তে নাত্ম বিদ্যাঞ্চ সুতীর্থে বিমুখাশ্চ যে॥
সুবর্ণং বস্ত্র তাম্বুলং রত্ন মন্ন ফলং জলং।
আর্ত্তেভ্যো ন প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বেষু কৃত দারকাঃ॥
ব্রহ্মস্বঞ্চ স্ত্রী ধনানি লোভাদেব হরন্তি যে।
বলেনচ্ছদ্মনাবাপি ধূর্ত্তাশ্চ পর বঞ্চকাঃ।
নাস্তিকাঃ কুহকা শ্চৌরা যে চান্যে বক বৃত্তয়ঃ।
বাল বৃদ্ধাতুর স্ত্রীষু নির্দ্দয়াঃ সত্য বর্জ্জিতাঃ॥
অগ্নিদা গরদা যেচ যে চান্যে কূট সাক্ষিণঃ।
অগম্যা গামিনঃ সর্ব্বে যে চান্যে গ্রাম যাজিনঃ।
ব্যাধাচরণ সম্পন্না বর্ণাদি ধর্ম্ম বর্জ্জিতাঃ।
অসৎ কর্ম্মরতা নিত্যং সর্ব্ব পাতক পাপিনঃ।
পাষণ্ড ধর্ম্মাচরণাঃ পুরোধো বৃত্তি জীবিনঃ।
পিতৃ মাতৃ স্নুষাপত্য স্বদার ত্যাগিনশ্চ যে।
যে কদর্য্যাশ্চ লুব্ধাশ্চ নাস্তিকা ধর্ম্ম দূষকাঃ।
ত্যজন্তি স্বামিনং যুদ্ধে ত্যজন্তি শরণাগতং।
গবাং ভূমেশ্চ হর্ত্তারো যে চান্যে রত্ন দূষকাঃ।

গীত বাদ্য রতো নিত্যং মদ্যপঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ।
বৃথা রেতা বৃথা মাংসো বৃথা বাদী বৃথা মতিঃ।
মহা ক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু প্রতি গ্রহ রতাশ্চ যে।
পর দ্রোহ রতা যেচ তথা যে প্রাণি হিংসকাঃ।
পরাপবাদিনঃ পাপা দেবতা গুরু নিন্দকাঃ॥
কু প্রতি গ্রাহিণঃ সর্ব্বে সম্ভবন্তি পুনঃ পুনঃ।
প্রেত রাক্ষস পৈশাচ্য তির্য্যক্ জাতিষু নান্যথা।
ন তেষাং সুখ লেশোস্তি ইহ লোকে পরত্রচ॥

(ইতি পাদ্যোত্তর খণ্ডে অষ্টাদশাধ্যায়ঃ)

অর্থ,—যাহারা (শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবোদ্দেশে) হোম বা অর্চ্চনা (প্রতিদিন) না করে, যে আত্মবিদ্যা গ্রহণ না করে, আত্মবিদ্যা অর্থে, আত্মজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা, অথবা কুলগুরু হইতে পূর্ব্বপুরুষগণ—বিশেষতঃ পিতা মাতা যে বিদ্যার ও যে মন্ত্রের উপাসনা করিয়াছেন, তাহা যে গ্রহণ না করে। যে হেতু, "দীক্ষাহীনা ক্রিয়া শূণ্যাঃ দীক্ষাহীন নরঃ পশুঃ" ইত্যাদি শিব বাক্য দ্বারাও দীক্ষাহীন মনুষ্যের পশুত্ব প্রাপ্তির শ্রুতি আছে। অতএব পৈতৃক বিদ্যাও মন্ত্র ত্যাগির এবং অদীক্ষিত মৃতকের পশ্বাদি জন্ম প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এবং যাহারা তীর্থ গমনে বিমুখ থাকে, যাহারা বিবাহ করার পর আর্ত্তব্যক্তিদিগকে ((সম্ভবানুসারে) সুবর্ণ, বস্ত্র, তাম্বুল, রত্ন † অন্ন, ফল, জল, প্রভৃতির মধ্যে কোন একটীও প্রদান না করে, যাহারা ব্রহ্মস্ব ও স্ত্রীধনাদি লোভ বশতঃ হরণ করে, যাহারা বল পূর্ব্বক বা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অথবা ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিয়া অপরকে বঞ্চনা করে, যাহারা নাস্তিক যাহারা কুহককারী, চৌর্য্য পরায়ণ, বকধর্ম্মশীল, তাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। (যাহারা প্রকাশ্যে প্রিয়কারী এবং অন্তরে অনিষ্টকারী তাহাদিগকে

† "সর্ব্বরত্ন ময়ং ধান্যং" ধান সর্ব্বরত্ন ময়।

বক ধর্ম্মশীল বলে।) যাহারা বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রীজাতিরপ্রতি নির্দ্দয়তা ব্যবহার করে, যাহারা অসত্যভাষী, যাহারা (পরের) গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে, ও বিষ পান করায়, কূট সাক্ষ্য প্রদান করে, আগম্য স্থলে গমন করে অর্থাৎ শাস্ত্র মতে যে যে রমণীতে গমন নিষেধ, সেই সেই রমণীতে গমন করে, যাহারা গ্রামযাজী, ব্যাধ ধর্ম্ম পরায়ণ, বর্ণ ধর্ম্ম বর্জ্জিত, যাহারা শাস্ত্র গর্হিত অপর অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত, যাহাদের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি, যাহারা পাষণ্ড * যাহারা খল, যাহারা পুরোধ বৃত্তি জীবী, যাহারা পিতা, মাতা, পুত্র বধূ, বালক, অবিবাহিতা বালিকা, অনাথা ভগ্নিকে পোষণ না করিয়া ত্যাগ করে, শাস্ত্রানুসারে ত্যাগের অযোগ্যা স্ত্রীকে যদি স্বামী ত্যাগ করে ও ত্যাগের অযোগ্য স্বামীকে যদি স্ত্রী ত্যাগ করে, যাহাদের কদর্য্যস্বভাব, যাহারা কদর্য্য বিষয়ে আকৃষ্ট, যাহারা ধর্ম্মের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দুর্ব্ব্যাখ্যা বা কূট ব্যাখ্যা করে যাহারা যুদ্ধে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে, অর্থাৎ অভয় প্রদান না করে, যাহারা অপরের গো হরণ, ভূমি হরণ, সীমানা হরণ করে, স্বর্ণের দুষ্টতা জন্মায়, শাস্ত্র গর্হিত মতে (অযুক্ত তিথি নক্ষত্রাদিতে) স্বস্ত্রী সেবা করে, যাহারা পর স্ত্রী সেবা করে, যাহারা গীত বাদ্যাদিতে রত থাকে, যাহারা মদ্যপায়ী, যাহারা বৃথা রেতা অর্থাৎ পিতৃ পিণ্ডার্থ পুত্রোৎপাদন উদ্দিশ্য ব্যতীত ইন্দ্রিয় চরিতার্থে রমন করে, এবং হস্তমৈথুন, পুং মৈথুন ও পশ্বাদি মৈথুন করে, যাহারা বৃথা মাংস ভোজন করে, অর্থাৎ দেবোদ্দেশে অপ্রদত্ত পশ্বাদির মাংস ভোজন করে, যাহারা বৃথাকার্য্যে অনুরক্ত, যাহারা অপ্রয়োজন বিষয়ের আলাপ করে, যাহারা মহাতীর্থাদিতে ও তৎক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ করে, পরের অনিষ্টসাধন করে,—অবৈধ প্রাণিহিংসা করে, পরের নিন্দা ও পরের অপবাদ কীর্ত্তন করে, দেব নিন্দা ও গুরু নিন্দা করে,

* পাষণ্ডাঃ—বেদ গর্হিত রক্তবস্ত্র মৌণ্ডণ ব্রতচর্য্যাঃ নিজাচার বিহিনাশ্চ। (নিজাচার অর্থে বর্ণাচার)

ও তাহাদিগকে দ্বেষ করে, কু প্রতি গ্রহণ করে, তাহারা রাক্ষসত্ব, প্রেত ত্ব পিশাচত্ব লাভ করে ও পক্ষী পতঙ্গাদি জাতিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখের লেশ মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। এই সকল বচনোক্ত প্রেতত্ব জনক কর্ম্মের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে কেহ বিশিষ্ট প্রেত, কেহ নিকৃষ্ট প্রেত কেহ বা বিশিষ্ট পিশাচ, কেহ নিকৃষ্ট পিশাচত্ব লাভ করে। এই প্রেতত্ব বিষয়ক বর্ণনা পাদ্মোত্তর খণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে মহর্ষি বাদরায়ণ কর্ত্তৃক সম্পাদন হইয়াছে। নিকৃষ্ট পিশাচশ্রেণীর প্রেত মধ্যে, মহাভারতে একটী পঞ্চ প্রেতের উপাখ্যান উল্লেখ আছে। এই স্থলে সেই পঞ্চ প্রেত, যেরূপে মহর্ষি কৌণ্ডিল্যকে আপন আপন আত্মকাহিনী বর্ণনে পরিচয় দিয়াছিল, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে।

"মহাভারতোক্ত অপর প্রেতত্বজনক কর্ম্ম।"

(৯১)

গুরুরুভ,—কথিত পঞ্চপ্রেত তাহাদিগের আপন আপন কাহিনী মহর্ষি কৌণ্ডিল্যকে এই ক্রমে বলিতে আরম্ভ করিল,—

(১) অহং স্বাদু সদা ভুক্ত্বা। দদ্যাং পর্য্যুষিতং সদা।
এতৎ কারণ মুদ্দিশ্য নাম পর্য্যুষিতং মম॥

(২) সূচিতা বহবোঽনেন বিপ্রাদ্যাহার কাঙ্ক্ষিণঃ।
এতৎ কারণ মুদ্দিশ্য সূচি মুখ মিমং বিদুঃ॥

(৩) শীঘ্রং গচ্ছতি বিপ্রেণ যাচিতঃ ক্ষুধিতেন বৈ।
পশ্চাদ্ভুক্তে দ্বিজঃশিষ্টঃ এষ শীঘ্রক উচ্যতে॥

(৪) গৃহোপরি সদা ভুঙ্‌তে স্বাদু দ্বিজ ভয়েন বৈ।
দ্বিজায় কুৎসিতং দত্ত্বা এষ রোহক উচ্যতে॥
(৫) মৌনে নাপি স্থিতো নিত্যং যাচিতো বিলিখেন্মহীং।
অস্মাক মপি পাপিষ্ঠো লেখক নাম এষবৈ॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিকৃষ্ট প্রেতকে পিশাচ বলে, কৌণ্ডিল্য সেই প্রেতদিগের ক্লেশ ও কদাকার দর্শন করিয়া প্রেতত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রেতগণ মধ্যে পর্য্যুষিত নামক প্রেত তাহার আত্মকাহিনী সকলের প্রথমেই বলিতে আরম্ভ করিল। পর্য্যুষিত কহিল, (১) আমি স্বাদু দ্রব্য নিজে ভোজন করিয়া, অতিথিকে পর্য্যুষিত দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলাম। সেই পাপে আমার প্রেতত্ব ঘটিয়াছে। এবং সেইজন্য আমার পর্য্যুষিত নাম হইয়াছে। (২) তৎপর সূচি মুখ নামক প্রেত বলিতে আরম্ভ করিল। আমি একজন সমৃদ্ধিশালী বৈশ্য ছিলাম। একদিন আমার ঘরে কয়েকটী ব্রাহ্মণ ও অপরাপর অতিথি আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগের অতিথি যাচ্ঞা শ্রবণ করতঃ ক্রোধের সহিত ব্যঙ্গ ভাবে উত্তর দিয়া গৃহে ভোজন করিতে আরম্ভ করিলাম। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ক্ষুধার্ত্ত অতিথিগণ অপেক্ষা করিয়া বিরক্তির সহিত চলিয়া গেল। সেই পাপে আমি প্রেত হইয়াছি। এবং সেইজন্য আমার মুখ দ্বার সূচি ছিদ্রের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়াছে। সেই জন্য এখন আমার পানাহার করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই। আমি সর্ব্বদা ক্ষুৎ পিপাসায় সন্তপ্ত হইতেছি। (৩) তৎপর শীঘ্রক কহিল, দ্বিজবর! আমার বাড়ীতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়াছিল। এবং আমার নিকটে আহার্য্য দ্রব্য শীঘ্র প্রদান করিতে বলিল। আমি তাহাকে আহার্য্য দ্রব্য তখন না দিয়া পূর্ব্বেই নিজে ভোজন করিলাম। নিজের ভোজনান্তে তাহাকে আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিলাম। এই পাপে আমার প্রেতত্ব ঘটিয়াছে এবং সকলে আমাকে

শীঘ্রক নাম দিয়াছেন। (৪) তৎপর রোহক কহিল, মহাশয় আমারও অতিথি সেবার দোষেই প্রেতত্ব ঘটিয়াছে। একদা আমার গৃহে এক ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হয়। আমি তাহাকে কুৎসিত দ্রব্য প্রদান করতঃ গোপনে নিজঘরে সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিলাম ও অতিথি চলিয়া যাওয়ার পরে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। অতিথির কোনরূপ অভ্যর্থনা করিলামনা। সেই পাপেই এই প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই জন্য আমার নাম রোহক হইয়াছে। (৫) তৎপর লেখক কহিল,—আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি ভোজন কালে মৌন থাকিয়া ভোজ্য দ্রব্য যাহাইচ্ছা হইত, তাহা মাটীতে লিখিয়া যাজ্ঞা করতঃ ভোজন করিতাম। সেইজন্য আমি লেখক নামে প্রেত হইয়াছি। বৎস! পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূরক পিণ্ড দ্বারা প্রেতাঙ্গ পূরণ হয়। পূরক পিণ্ড প্রদত্ত না হইলে কিম্বা অসিদ্ধ হইলে, যথা বিধি প্রেতাঙ্গটী পরিপুষ্ট হয়না। সেইজন্য, প্রেতশরীরের (লিঙ্গ শরীরের) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি বিকৃতহইয়া অত্যন্ত যাতনা প্রদ হয় এবং সেই হেতু প্রেত দেহ কদাকার ও জীর্ণ শীর্ণ থাকে। এই প্রকার দেহকেই পিশাচ দেহ বলে। পিশাচের প্রকৃতদেহ সূক্ষ্ম পাঞ্চ ভৌতিক হেতু, মনুষ্যাদির স্থূলেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে। উহারা পূর্ব্ব দেহের অথবা অপর কোন দেহের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যখন বিচরণ করে, তখন মনুষ্য দৃষ্টিতে পতিত হইলে সেই মূর্ত্তিকে মনুষ্যগণ প্রেত মূর্ত্তি রূপে বোধ করে। পূর্ব্বকালে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা মহর্ষি কৌণ্ডিল্য ও সতী দেবদূতী তাহাদিগের প্রকৃত মূর্ত্তি যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার,—

"প্রেতমূর্ত্তি"

(৯২)

গুরু,—অবশ্য তোমার মনে আছে নিকৃষ্ট প্রেতই পিশাচ ; অতঃপর সেই নিকৃষ্ট প্রেতমূর্ত্তির অবয়ব শাস্ত্রপ্রণেতাগণ যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,—

বিকরালং মুখং দীনং পিশঙ্গ নয়নং ভৃশং।
ঊর্দ্ধ মূর্দ্ধ্না চ কৃষ্ণাঙ্গং দীর্ঘ জঙ্ঘ শিরাকুলং॥
চল জ্জিহ্বাঞ্চ লম্বোষ্ঠং যমদূত ম্বিবাপরং।
দীর্ঘাজ্ঘ্রিং শুষ্ক তুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্ক পঞ্জরং॥

(ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে ষোড়শাধ্যায়ে)

অর্থ,—প্রেতের মুখ করাল সদৃশ ও দীন ভাবাপন্ন, নয়ন পিঙ্গল বর্ণ, স্কন্ধ দেশ হইতে মস্তক বেশী উর্দ্ধে অবস্থিত, অর্থাৎ লম্বগ্রীব ; শরীর কৃষ্ণবর্ণ, যম দূতের ন্যায় ভয়ঙ্কর দৃশ্য, জিহ্বা চঞ্চল, অধরোষ্ঠ লম্বিত ও বিশুষ্ক, জঙ্ঘা দীর্ঘ, মস্তক আকুলিত (কম্পিত) অজ্ঘ্রি দীর্ঘ, চক্ষুঃ গভীর (গর্ত্ত নির্ব্বিশেষ) দেহটী শুষ্ক (যেন কঙ্কাল ময়) অপ্রাপ্ত পূরক পিণ্ডে লিঙ্গ দেহের এই প্রকার কদাকার ঘটিয়া অত্যন্ত যাতনা প্রদ হয়। অতঃপর উহাদিগের ভোজ্য দ্রব্য বলা হইতেছে।

"প্রেতের ভোজ্য দ্রব্য কথন"

(৯৩)

মহর্ষি কৌণ্ডিল্য এই প্রকার প্রেতগণকে দর্শন করিয়া দুঃখিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি প্রকার আহার কর। তদুত্তরে প্রেত কহিল ;

শৃণু আহার মস্মাকং সর্ব্বং সত্ব বিবৰ্জিতং।
শ্লেষ্ম মূত্র পুরীষেণ যোষিতাস্তু মলেনচ॥
গৃহ্নানি ত্যক্ত শৌচানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্রবৈ॥
স্ত্রীভি র্জগ্ধানি জীর্ণানি সংকীর্ণাপহতানিচ।
অবৈধোৎপন্ন রেতানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্রবৈ॥
বলি মন্ত্র বিহীনানি দ্বিজ দুষ্টানি যানিচ।
নিয়ম ব্রত হীনানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্রবৈ॥
গুরবো নৈব পূজ্যন্তে স্ত্রী জিতানি মলানিচ।
ভুঞ্জন্ত্যহ ভিন্ন ভাণ্ডেষু মর্য্যাদা রহিতে যুচ॥
অন্যন্যোচ্ছিষ্ট যুক্তেষু তত্র প্রেতাস্তু ভুঞ্জতে॥
সকেশ মক্ষিকোচ্ছিষ্টং পূতি পর্য্যুষিতং তথা।
সনগ্ন ভোজনং যচ্চ নোত্তরীয়ং বিনাসনং॥
অর্দ্ধগ্রাসং মহাগ্রাসং সোৎক্ষিপ্তং পতিতং তথা।
দুভু ক্তং সৌতিকঞ্চৈব মৃতস্তু রজসং তথা।
নির্দ্দীপং কৃমি বচ্চাগ্রে যদ্ভুক্ত প্রৈতিকস্তু তৎ॥
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং যৎ প্রেতে ষেব ভোজনং।
নির্ভিন্নাঃ প্রেত জাত্যাবৈ পৃচ্ছামস্ত্বা দ্বিজোত্তম॥

(ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়ে)

অর্থ,—গুরু শিষ্যকে কহিলেন, বৎস! এখন প্রেতগণের আহার্য্য দ্রব্যের কথা শ্রবণ কর। প্রেতের আহার্য্য দ্রব্যের কথা প্রেত স্বয়ং যাহা বলিয়াছিল, সেই পদ্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের কথা বলিতেছি। সত্বগুণ বর্জ্জিত দ্রব্যই প্রেতের আহার্য্য; শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ ও ঋতুবতী কামিনী গণের রজ, ও শৌচ কার্য্যে যে জলাদি পরিত্যক্ত হয় তাহা, ও স্ত্রীসহ পুরুষ এক পাত্রে যে দ্রব্য ভোজন করে তাহা, এবং অস্পৃশ্য ও অশুচি দ্রব্য

প্রেতগণ ভোজন করে। প্রেত অবৈধ, উৎপন্ন রেত, ও যে দ্রব্য মন্ত্রহীন, যে দ্রব্য দেবোদ্দেশে প্রদত্ত না হয়, সেই দ্রব্য যে ভোজন করে, এবং নিয়ম ও ব্রতহীন মনুষ্য যাহা ভোজন করে, যে গুরুদিগের পূজা করেনা, যে পাকপাত্রে ভোজন করে, যে মান্য ব্যক্তিকে মর্য্যাদা করেনা, যে অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, যে কেশযুক্ত দ্রব্য ও মক্ষিকা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও দুর্গন্ধ যুক্ত দ্রব্য, পর্য্যুষিত দ্রব্য ভোজন করে, যে উত্তরীয় বস্ত্র বিহীন হইয়াও আসন হীন হইয়া ভোজন করে, যে নগ্ন হইয়া ভোজন করে, যে ক্ষুদ্র গ্রাসে বা মহাগ্রাসে বা উৎক্ষিপ্ত গ্রাসে ভোজন করে, যে মৃৎপতিত দ্রব্য ভোজন করে, যে সূতিকারজাদি ও মৃতকরজাদি বা তাহার সংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করে, যে নির্দ্দীপস্থানে বা ক্রিমিসঙ্কুল স্থানে ভোজন করে, প্রেতগণ সেই সেই ভোজ্যদ্রব্যে অলক্ষ্যে পতিত হইয়া, সেই সেই দ্রব্য ভোজন করে। ইহার পর যাহাদের প্রেতত্ব হয়না, তাহাদিগের কথা বলিতেছি। এই স্থলে প্রেতের এই ভোজ্যনিরূপণ কথা নিকৃষ্টপ্রেতের পক্ষেই সঙ্গত বটে যেহেতু, বিশিষ্ট প্রেত "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" হইয়া থাকে। এবং তদ্দিগকে ভোজনার্থ নীর ও ক্ষীর প্রদান করিয়া "ইদং নীর মিদং ক্ষীর স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব" এইরূপ বলা হইয়া থাকে। তোমার অবশ্য স্মরণ আছে, নিকৃষ্ট প্রেতই পিশাচ নামে কথিত হয়। অতঃপর প্রেতত্বের বাধক কর্ম্ম বলা হইতেছে, যাহা করিলে প্রেতত্ব হয়না।

যে যে কর্ম্মে প্রেতত্ব হয়না

(৯৪)

এক রাত্রং ত্রিরাত্রং বা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিষু।
ব্রতেষূপষিতো যস্তু ন প্রেতোজায়তে নরঃ ॥

মিষ্টান্ন পান দাতাপ্চ সততং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দেবপূজা করো নিত্যং ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥
ত্রিরগ্নি রেক পঞ্চাগ্নি র্নিরগ্নির্ব্বা প্যুপাসকঃ।
সর্ব্ব ভূতে দয়া যুক্তো ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥
তুল্যমানাপ মানশ্চ তুল্যঃ কাঞ্চন লোষ্ট্রয়োঃ।
তুল্যঃ শত্রৌচ মিত্রেচ ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥
দেবতা তিথি পূজাসু গুরু জাতিষু নিত্যশঃ।
বেদ শাস্ত্র রতো নিত্যং ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥
জিত ক্রোধো মদৈশ্বর্য্য তৃষ্ণা সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।
ক্ষমাঽক্রোধঃ সুশীলশ্চ ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥

(পাদ্মোত্তর খণ্ডে)

অর্থ,—(প্রমাদ বশতঃ প্রেতত্ব জনক অবৈধ কার্য্য মনুষ্যের প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে। সেই পাপক্ষয় জন্য) যাহারা শাস্ত্রানুমত নিত্য চান্দ্রায়ণাদি কোন প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করেন, এবং যাঁহারা ব্রতে উপবাস করেন, (ব্রাহ্মণ-দিগকে)শ্রদ্ধাসহ মিষ্টান্ন পান করান, নিত্য শিব অথবা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবর্চ্চনা করেন, সাগ্নিক অথবা নিরগ্নিক থাকিয়াও যাঁহারা নিত্য উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান,যাঁহাদের মানাপমানে তুল্য বোধ থাকে,যাহাদের কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে তুল্যবোধ করেন,যাঁহারা শত্রু মিত্র তুল্যবোধ করেন,দেবতা, অতিথি ও গুরু পূজা নিত্যই করেন,যাঁহারা ক্রোধকে, মত্ততাকে জয় করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্য লালসাকে জয়করিয়াছেন, আসক্তি শূন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সুশীল, অক্রোধ, ক্ষমাশীল, নিত্য বেদাদিশাস্ত্রে নিপুন থাকেন, তাঁহাদিগের প্রেতত্ব হয়না। বৎস! তুমি ঐ সকল গুনসম্পন্ন হইতে না পরিয়া প্রেতত্ব লাভে ভীত হইলে অথবা তোমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না হইলে, তোমার সপিণ্ডান্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তা ধর্ম্মশাস্ত্র মতে অনধিকারী হইলে তোমার নিম্নলিখিত

স্থানে মৃত হওয়া ব্যতীত তোমার আর সদ্গতির উপায় নাই। অতএব এই প্রকার আশঙ্কা থাকিলে একান্তই নিম্নলিখিত স্থানে দেহপাত করা (মৃত হওয়া) প্রয়োজন। সেইজন্য তোমাকে প্রেত পতির (যমের) অনধিকার স্থল বর্ণনা করিতেছি ; পুস্তক গৌরব ভয়ে সমস্ত সংস্কৃতগুলি প্রদত্ত হইল না।

যমের অনধিকার স্থল

(৯৫)

বারাণস্যাং মৃতোযস্তু সমুক্তো নাত্রসংশয়ঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্প কোটি শতৈ রপি॥
বারাণস্যাং মৃতো যস্তু ভৈরবেণ স্বয়ং বিভুঃ।
শ্রাবয় স্তারকং মন্ত্রং দদাতি মোক্ষ মুক্তমম্॥
যদ্‌যস্ত গুরুণা দত্তং তত্তারক মিতি স্মৃতং॥
অজ্ঞানায়চ পশবে কীটাদি সর্ব্বভূত গে।
রাম নাম মহামন্ত্রং তস্যকর্ণে ব্যপস্থিতং॥

(রামনামের ব্যুৎপত্তিঃ তত্রৈব)

শ্রীবিষ্ণু হৃদয়াম্বুজে আত্মারাকার রূপিণী।
শিবরূপো মকারস্তু তস্যকর্ণে তু শ্রাবয়ন্॥

(ইতি পদ্মপুরাণস্য পাতালখণ্ডে)

অর্থ,—অভিমুক্ত বারনসী মহাক্ষেত্রে (৺ কাশীধামে) যাঁহাদের মৃত্যু হয়, তাঁহাদের মুক্তি সুনিশ্চিত বটে। তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি (জন্ম পরিগ্রহণ) করা হয়না এবং তাহাদিগের প্রেতত্বও ঘটেনা। ভৈরব

কর্ত্তৃক স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগের কর্ণে তারকমন্ত্র প্রদান করাইয়া তাহাদিগকে জন্ম মৃত্যুর দুঃসহ যাতনা হইতে মুক্ত করেন। কোন কোন শাস্ত্রে পাপাত্মা মনুষ্যের ও কীট, পতঙ্গের এবং পশ্বাদির কাশীতে মৃত্যু হইলে রুদ্রপিশাচ হওয়ার উল্লেখ থাকিলেও তাঁহাদিগের যে পুনর্জন্ম হইবেনা—তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। তাহারা রুদ্রপিশাচ নামে অভিহিত হইলেও যথাকালে (কর্ম্ম ভোগানন্তর) রুদ্র সাযুজ্য, লাভসুনিশ্চিত; এই বিষয়ে শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বিজ্ঞান মূলক বটে। অতএব, ৺কাশীধামে মৃত্যু হইলে অত্যন্ত পাপাত্ম-গণেরও পুনরায় কোন জীবের গর্ব্ভে জন্ম হইবে না।

এই উক্তি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত; বিশেষ স্থানমাহাত্ম্য সর্ব্ব সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য্য; স্থানভেদে জীবের আকার প্রকার ও উন্নত, অবনত ভাব সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুরু কর্ত্তৃক যে মন্ত্র প্রদত্ত হয়, সেই মন্ত্র শিষ্যের তারক বটে; ভৈরব তাহাই কাশীমৃতকের কর্ণে স্ফুরণ করেন। আর যাহারা অদীক্ষিত বা অজ্ঞান, অথবা পশু, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি—তাহাদের কর্ণে ভৈরব "রামঃ" এই মন্ত্র উপদেশ করেন। সুতরাং "রামঃ" এই মন্ত্র তাহাদিগের তারক হয়। ভৈরবের উপদেশে আসন্ন মৃতক ঐ ঐ মন্ত্রকে আপন আপন তারকরূপে বোধকরিয়া জপ করিতে পারে। কাজেই তখন তাহাদিগের যে বিশেষ জ্ঞান উপজাত হয়, তাহা অনুভব করা যায়। কথিত রাম শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ তত্ত্বদর্শীরা এইপ্রকার করিয়াছেন,—রাম শব্দের, "রা" কার বিষ্ণুর হৃদয়াম্বুজে লীলা আদ্যাশক্তি। বিষ্ণুর হৃদয়ে যে প্রকৃতি লীনা হন, তাহা প্রলয়ের অবস্থা বর্ণনে এই গ্রন্থের ৪৫ নম্বরের টীপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে। তৎপর, রাম শব্দের "ম" কার অক্ষর শিবস্বরূপ বা অখণ্ড চৈতন্য। অতএব রাম শব্দ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্মমন্ত্র। এই ব্রহ্ম মন্ত্রই অদীক্ষিতকে ও পশ্বাদিকে ভৈরব প্রদান করেন। উক্ত

পদ্মপুরানের পাতাল খণ্ডে উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণের পূর্ব্ব খণ্ডেও যমের অনধিকার অপর বহুবিধ স্থল উক্ত হইয়াছে। সেই সকল স্থলে মৃত্যু হইলেও প্রেতত্ব ঘটে না। যেহেতু, যম প্রেতেরই পতি। সুতরাং যাহাদের প্রেতত্ব হয় তাহাদিগের উপরই যমের অধিকার থাকে। আর যাহাদিগের প্রেতত্ব হয় না তাহাগিগের উপর যমরাজ অধিকার করিতে পারেন না। মৃত্যুকালে যাহারা হরিনাম বা রাম নাম বা শিব,দুর্গা,কালী,তারা প্রভৃতির নাম, দীক্ষিতগণের উপাস্যদেবতার নাম বা গুরুদত্ত মন্ত্র স্মরণ বা শ্রবণ করিতে পারিলে তাহাদের প্রেতত্ব হয় না এবং তাহার উপর যমের অধিকার থাকে না। যদি মৃত্যুকালে ঐসকল নাম বা গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে পারে তবে আর জন্মলাভ হয় না। জীবিত অবস্থায় যাহারা সিদ্ধান্ত চিন্তায় কালাতিপাত করেন—যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম ও উপাসনা কর্ম্ম শ্রদ্ধাসহ প্রত্যহ করেন—যাহারা যথাশাস্ত্র ও শ্রদ্ধাসহ ৺ শিবরাত্রি ব্রত,একাদশী ব্রত প্রভৃতি করেন বিষ্ণুমণ্ডপে বা শিব মন্দিরে মৃতহন, যাঁহারা বিবেকী, যাঁহারা সতী ও পতিপ্রাণতাজন্য সহমৃতা, যাঁহারা মন্বাদি সংহিতার মর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিহিত কার্য্যকরেন, যাঁহারা গঙ্গাজলে বা গঙ্গাতীরে মৃত হন, শ্রীক্ষেত্রে মৃতহন, অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, কামাখ্যা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, গয়া, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, দ্বারকা, প্রভাস, ত্রিবেণী, পুষ্কর, রামহ্রদ, বদরীকাশ্রম, কেদার, সাগরসঙ্গম, বা অপর দেবীপীঠমধ্যে মৃত হন, তাঁহাদিগের উপর যমের অধিকার নাই। এবং তাঁহাদের প্রেতত্বও হয় না। এই গ্রন্থের ৮৯।৯০।৯১ নম্বরের লিখিত ব্যক্তিরই প্রেতত্ব হয়। তাহারমধ্যে বিশিষ্টপ্রেত সংযমনীপুরে দণ্ডিত হইয়া সপিণ্ডান্ত ষোড়শশ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইলে পিতৃত্ব লাভ করে। পিতৃত্ব লাভ হইলে পিতৃশব্দে প্রদত্ত অন্নাদি অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবতাদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা তুষ্ট হন। এবং সেই অগ্নিষ্বাদিকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধের অন্নাদি মৃতকের প্রাপ্তদেহ গত

আহার্য্য দ্রব্যের অন্তর্গত হয়। জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকভোগ করতঃ চন্দ্রলোকগত হইয়া চন্দ্রের নীহার কণার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। জীবের এই প্রত্যাবর্ত্তন প্রণালীর বর্ণনা এই গ্রন্থের ৯৭ নম্বরে পাঠ কর। এইস্থলে তোমার আতিবাহিক দেহের বর্ণনা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আতিবাহিক দেহের কথা এই প্রকার,—

(৯৬)

আতিবাহিক দেহ।

তৎক্ষণা দেব গৃহ্লাতি শরীর মাতি বাহিকম্।
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাঙ্ক্বিচিৎ॥
প্রেত দেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥
ততঃ সপিণ্ডী করণে বান্ধবৈশ্চ কৃতে নরৈঃ।
পূর্ব্বে সম্বৎসরে দেহ মতোহন্যৎ সং প্রপদ্যতে।
ততঃ স নরকে * যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥

(শাক্তানন্দ তরঙ্গিণ্যাং)

অর্থ,—তৎক্ষণাৎ অর্থে, মৃত্যুক্ষণাৎ; জীবমৃত্যুক্ষণেসম্পূর্ণরূপে স্থূল দেহ ত্যাগ করেন। কিন্তু, লিঙ্গদেহে তখনও জীব থাকেন। তৎসময়ে লিঙ্গদেহকে অনেকে বহন করেহেতু তখন লিঙ্গদেহকে আতিবাহিক দেহ বলে। এই প্রকার উক্তি শাক্তানন্দতরঙ্গিনী ও স্মৃতি এবং ভগবতীগীতা প্রভৃতি প্রকাশ

* শাস্ত্রবিশ্বাসিগণেরও 'নরক' নামে কোন একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা

করিয়াছেন। মৃত্যুসময়ে লিঙ্গদেহকে যেসকল দেবতারা বহন করেন, তাহার কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। (৮৮ নম্বর দেখ) মৃত্যুসময়ে যে দেহ স্থূল দেহকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেই দেহকে

বিশ্বাস হয় না। এই বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব কহিলেন,—"অন্তরালএব; ত্রিজগত্যাস্ত দক্ষিণস্যান্দিশি অধস্তাদ্ভূমে রুপবিষ্টাচ্চ জলাৎ।"

বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"ততশ্চ নরকানবিপ্র ভূবোধঃ সলিলস্যচ
পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্‌শৃণুষ্ব মহামুনে।"

(বিষ্ণুপুরাণের, ২য় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে)

অর্থ,—শুকদেব কহিলেন,—ত্রিলোকীর অন্তরালে (মধ্যে) দক্ষিণদিগে ভূমির নীচে ও জলের উপরিভাগে নরক সকল অবস্থিত। বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকের অর্থ,—হে বিপ্র! পৃথিবীর তমোগর্ব্ভস্থ জলের নিম্নভাগে ও ব্রহ্মাণ্ডগত গর্ব্ভোদকের উর্দ্ধভাগে যে নরক স্থান আছে, তাহা শ্রবণ কর। এবং বাল্মীকি রামায়ণের ২০সর্গে বর্ণনা হইয়াছে যে,—রাবণরাজা রসাতল গমন কালে যমরাজের রাজধানী আক্রমণ করিতে যান। তখন রাবণ পথিমধ্যে নরক স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও স্বর্গারোহণ কালে নরক স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব 'নরক' নামে অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ একটী স্থান দক্ষিণ দিগে অবস্থিত আছে। ঐ স্থান যমরাজ্যের অন্তর্গত বটে; তোমাকে পূর্ব্বে ৮৮ নম্বরেও বলা হইয়াছে যে—স্বর্গ নরকে স্থিত হওয়ার (থাকার) কর্ম্মফল যখন ক্ষীণ হয়, তখন জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ ভোগ করে। এবং শুভাশুভ কর্ম্মান্তরও উৎপন্ন করে। উৎপন্ন কর্ম্মভোগজন্য পুনঃ স্বর্গ নরকে গমন হয়। নিষ্কামকর্ম্ম এইরূপ গতির পরিবর্ত্তক।

অতিবাহিকদেহ বলে। আতিবাহিক শব্দটী বিশেষণ; বিশেষণ, বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে। এই স্থলে আতিবাহিক এই বিশেষণটী লিঙ্গদেহের অবস্থাবিশেষ প্রকাশ করিতেছে। বিশেষতঃ বেদান্ত তিনটী মাত্র দেহশব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ ও কারণদেহ; স্থূল দেহকে পুনঃ চতুর্ব্বিধ প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন যথা,—জরায়ুজ অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। লিঙ্গদেহ একই প্রকার বলিয়াছেন। আর, কারণদেহ অর্থে,—অবিদ্যা; এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। অবিদ্যা দেহ নহে, তিনি দেহের কারণ; সেই জন্য তাঁহাকে কারণদেহ বলিয়াছেন। এই মত অবলম্বনে দৃষ্টি করিলে, যে প্রকার মানবের একই দেহ, অবস্থা বিশেষে বালদেহ, বৃদ্ধদেহ নামে পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার লিঙ্গদেহের অবস্থা বিশেষে, আতিবাহিক দেহ, প্রেত দেহ, প্রভৃতি নামান্তর শাস্ত্রে নির্দ্দেশ হইয়াছে। মনুষ্যের লিঙ্গদেহকেই ধূমের অধিষ্ঠাত্রী প্রভৃতি দেবতাগণ বহন করেন। অপর জীবের লিঙ্গদেহকে বহন করেন না। সেইজন্য মনুষ্য ভিন্ন জীবের আতিবাহিক দেহের, উল্লেখ শাস্ত্রে হয় নাই। অতিবাহিক দেহে দশাহ পর্য্যন্ত মৃতক অত্যন্ত ক্লেশানুভব করেন এবং অত্যন্ত অস্থির * হইয়া উঠেন। সপ্তদশ অবয়বের অপূর্ণতাই কথিত ক্লেশের ও অস্থিরত্বের সাক্ষাৎ কারণ বটে। দশাহ পর্য্যন্ত যে দশটী পূরক পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাদ্বারা সেই দেহের অবয়ব গুলি পূরণ হইয়া ক্লেশের সমতা ঘটে। অবয়বের পূরণ হয় বলিয়াই, ঐ দশটী পিণ্ডকে পূরক পিণ্ড কহে। কথিত পিণ্ডগুলির মধ্যে দশম পিণ্ডই প্রেতাঙ্গ পূরণে

---

* বান্ধবানা মশৌচেতু স্থিতিং প্রেতো নবিন্দতি।
অতস্তভ্যেতি তানেব পিণ্ড তোয় প্রদায়িনঃ॥
(ইতিবিষ্ণু সংহিতায়াং বিংশোধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎশ্লোকঃ)

প্রবর্ত্তক; অন্যান্যপিণ্ড সহকারী বটে। যিনি মৃতকের মুখানল করেন তাঁহারই পূরকপিণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহার অভাব ঘটিলে, শ্রাদ্ধাধিকারী পূরকপিণ্ড প্রদান করিবেন। অতিবাহিক অবস্থায়ও প্রেত শব্দ উল্লেখ প্রয়োজন। পূরকপিণ্ড প্রদান হইতে থাকিলে, প্রেতাঙ্গও পূরণ হইতে থাকে। সম্পূর্ণ দশ পিণ্ড প্রদান হইলে, প্রেতাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়। সম্পূর্ণ প্রেতাঙ্গ পূরণ না হইলে পিতৃত্ব লাভ হয় না। পিতৃত্ব প্রাপ্ত না হইলে স্বর্গের ভোগাদি লাভ হয় না। এবং সেই জীব প্রেতই থাকিয়া যায়। অতএব, পূরক পিণ্ড মৃতকের ঔর্দ্ধ দৈহিক কার্য্যের মূলসূত্র; জীব প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাসে পর্য্যায় ক্রমে প্রেত শ্রাদ্ধ করিবে। ক্রমে পঞ্চম মাসিক শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া প্রথম ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ করিবে। তদনন্তর ষষ্ঠ মাসিক শ্রাদ্ধ; এই ক্রমে একাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়া দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ করিবে। তৎপর দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ করতঃ সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। এই ক্রমের ব্যতিক্রমকরা যায় না। প্রেতপিণ্ড পিতৃপিণ্ডের সহিত একীকরণের নাম সপিণ্ডীকরণ। যেমন প্রেত হইয়াছেনযে পিতা, তাঁহার পিণ্ড পুত্রের পিতামহ পিণ্ডের সহিত একীকরণ করিবে। এবং প্রেত হইয়াছেন যে মাতা তাঁহার পিণ্ড পুত্রের পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের পিতামহী, পিণ্ডের সহিত একীকরণ করিবে। আর পিতা মৃত হইয়া থাকিলে পিতৃ পিণ্ডের সহিতই একীকরণ করিবে ইত্যাদি। সপিণ্ডীকরণান্ত ক্রিয়া সিদ্ধ হইলে, পূর্ণ সম্বৎসরে, জীব পিতৃত্ব প্রাপ্ত হন্। এবং সেই ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি তখন প্রেত শব্দের পরিবর্ত্তে পিতৃ শব্দে নিষ্পাদিত হয়। প্রেতের যে শ্রাদ্ধ একবার করা হইয়াছে, তাহা আর করা যায় না। এবং ক্রমের অন্যথাও করা যায় না। অতএব, সাবধান হইয়া সপিণ্ডী করণান্ত শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবে। সপিণ্ডান্ত ক্রিয়া সিদ্ধ হইলে, জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে

গমন করে। এবং কর্ম্মানুসারে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির দেহপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সকামী ব্যক্তি স্বর্গবাস করার অধিকার থাকিলে স্বর্গ ভোগানন্তর চন্দ্রলোকে গিয়া চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই প্রত্যাবর্ত্তন প্রণালী এই প্রকার,—

---

(৯৭)

জীবের প্রত্যাবর্ত্তন প্রণালী।

গুরু,—স্বকর্ম্ম বশতোজীবো নীহার কণয়াযুতঃ।
পতিতো ধরণী পৃষ্ঠে ব্রীহি মধ্য গতোভবেৎ॥
স্থিত্বা তত্র চিরং ভুক্ত্বা ভোজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ।
রেত স্তেন সজীবোহি ভবেদ্দেহগত স্তদা॥
ততঃ স্ত্রিয়াভি যোগেন ঋতুকালে মহামতে।
রেতসা সহিতঃ সোপি মাতুর্গর্ব্ভে প্রযাতি হি॥
নবমে মাসি জীবস্ত চৈতন্যং সর্ব্বতোভবেৎ।
মাতৃ ভুক্তানু সারেণ বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ॥
স্মৃত্বা প্রাক্তন দেহোত্থ কর্ম্মাণি বহু দুঃখতঃ।
মনসা বচনং ব্রূতে বিচার্য্য স্বয়মে বহি॥
এবং দুঃখ মনুপ্রাপ্য ভূয়ো জন্ম লভেৎ ক্ষিতৌ।
অন্যায়ে নার্জ্জিতং বিত্তং কুটম্বভরণং কৃতং॥
নারাধিতা ভগবতী দুর্গা দুর্গতি হারিণী।
যত্তস্যা নিষ্কৃতির্মেস্যাৎ গর্ভ দুঃখা ত্তদা পুনঃ॥
বিষয়ান্ নানু সেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীং।
নিত্যাং তা মেব ভক্ত্যাহং পূজয়েদ্ যত মানসঃ॥

বৃথা পুত্র কলত্রাদি বাসনা বশতো সকৃৎ।
নিবিষ্টঃ সংসরন্নিত্যং কৃতবান্নাত্মনো হিতং॥
তস্যেদানীং ফলংভুঞ্জে গর্ব্ভে দুঃখং দুরাসদং।
তন্নভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসার সেবনং॥
ইত্যেবং বহুধা দুঃখ মনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ।
অস্থিযন্ত্র বিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষি বর্ত্মনা॥
সুতিবাত গভীরেণ যোনিরন্ধ্রস্য পীড়নাৎ।
বিস্মৃতং সকলং কর্ম্ম গর্ব্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি॥
মাতরং স্মর্য্যতে নিত্যং বুভুক্ষা দৃঢ় বেদনাৎ।

(ইতি ভগবতী গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে)

অর্থ,—জীব চন্দ্রলোকে স্থিত হওয়ার পর নিজ কর্ম্মবশে নীহার কণার সহিত মিশিয়া ভূতলে পতিত হয়। (চন্দ্রের নীহার-কণা উদ্ভিজাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার পুষ্টি জন্মায়)। এইরূপে নীহার-কণার সহিত পতিত জীব, অপর জীবের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করে। উদ্ভিজাদি খাদ্যদ্রব্যের অভ্যন্তরে জীব স্থিত থাকার পর, সেই স্থিত জীবের কর্ম্মানুসারে ও ঐশ্বরিক শক্তি মতে সেই উদ্ভিজাদি দ্রব্যকে কোন পুরুষ জাতীয় জীব ভক্ষণ করে। তাহাতে সেই জীব ভুক্ত দ্রব্যের সহিত পুরুষের দেহে প্রবেশ করিয়া, তাহার শুক্ররূপে পরিণত হয়। হে মহামতে, পিতঃ! অনন্তর সেই পুরুষ কোন ঋতুমতী স্ত্রীকে রমণ করিলে সেই জীব শুক্রের সহিত গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হয়। গর্ব্ভস্থ জীব গর্ব্ভের নবম মাসে সম্পূর্ণ চৈতন্য লাভ করে। বৎস! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছেযে শিশু মাতার ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ, নাভি নাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, গর্ব্ভমধ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গর্ব্ভ মধ্যে জীব ঘোরতর যাতনাপ্রাপ্ত হইয়াও স্বীয় কর্ম্মভোগের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। আর যাহাদিগের গর্ব্ভস্থ হওয়া পর্য্যন্তই কর্ম্মভোগ নির্ণয়

হইয়াছে তাহাদিগের গর্ভ্ভ যন্ত্রণায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। জীব, মাতৃগর্ব্ভে একটী চর্ম্মদ্বারা আবৃত থাকে। তাহাকে গর্ব্ভাশয় বলে। গর্ব্ভাশয় একটী শ্লেষ্মা পিণ্ডের ন্যায়। এই পিণ্ডে অনবরত শীতল শ্লেষ্মা বর্ষণ হইতে থাকে। নচেৎ জঠরাগ্নি কর্ত্তৃক শিশু ভস্মীভূত হইয়া যাইত। এই শ্লেষ্মাপিণ্ডস্থ শিশু কতকগুলি নাড়ীদ্বারা হস্ত, পদ, কটি, ও গলদেশাদি বেষ্টিত হইয়া ধৃত তস্করাদির ন্যায় আবদ্ধ থাকে। গর্ব্ভে শ্লেষ্মাপিণ্ডের ক্রিমি ও পাকস্থলীগত ক্রিমি প্রভৃতি গর্ব্ভস্থ শিশুকে অজস্র দংশন করতঃ অস্থির করিয়া তুলে। উহারা প্রতিক্ষণে অসঙ্খ্য সূচি বিদ্ধবৎ দংশন করাতে শিশু অত্যন্ত অস্থির হয়। এইরূপ দুঃসহ যাতনায় অবশেষে জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃতবৎ পতিত থাকে। কখন বা শিশু জঠরাগ্নির অতীব প্রবল উষ্মাতে নিজকে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্তবৎ বোধকরতঃ যাতনায় অস্থির হয় ও পরিশেষে জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃতবৎ শায়িত থাকে। আবার পরক্ষণেই অত্যন্ত শীতল শ্লেষ্মা বর্ষণ হইয়া জঠরাগ্নিকে নিস্তেজ করিলেও শ্লেষ্মার শৈত্যগুণে শিশুকে অস্থির করিয়া তুলে। হিমগিরিতে হিম বর্ষণে তত্রস্থ জীবগণ যেমন ছুটিতে না পারিয়া মৃতবৎ পতিত হয়, তেমনি গর্ব্ভস্থ শিশু চেতনাশূন্য হইয়া পড়ে। ক্রমে শ্লেষ্মা সাম্য হইলে, আবার সেই ক্রিমিগণের পূর্ব্ববৎ দংশন জন্য দুঃসহ যাতনা অনুভব করে। এইরূপে ক্রিমি, শ্লেষ্মা, ও জঠরাগ্নি কর্ত্তৃক অসহনীয় ও অপ্রতিবিধেয় যাতনায় বারম্বার পীড়িত হইয়া নবম মাস প্রবর্ত্তনে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও পূর্ব্বকাহিনী মনে মনে স্মরণ করতঃ স্বয়ং বিচার পূর্ব্বক এইপ্রকার বলিতে থাকে। "পৃথিবীতে পূর্ব্বেও আমার এইপ্রকার দুঃখভোগের পর বহুবার জন্মগ্রহণ হইয়াছিল। তখন অন্যায় ক্রমে ধনোপার্জ্জন ও তাহাদ্বারা পরিবারবর্গের পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি। কদাপি দুর্গতিহরা সেই ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকটে কিছুই ক্ষমা

প্রার্থনা করি নাই, তাঁহাকে আত্মভারও অর্পণ করি নাই। যদি এখন এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে আমার নিষ্কৃতি লাভ হয়, তবে সেই মহেশ্বরীর সেবা ব্যতীত, আর বিষয়সেবা করিব না। এইবার কেবল সংযত চিত্তে সেই নিত্যাদেবীকেই পূজা করিব। পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করতঃ পুত্র কলত্রাদির প্রতি মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ও নিবিষ্টচিত্ত থাকিয়া আত্মহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান কিছুই করি নাই। এখন তাহারই প্রতিফলে এই দুঃসহ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। অতএব, আর কখনও এরূপভাবে সংসার সেবা করিব না।" শিশু মাতৃগর্ভে এইপ্রকার বহু দুঃখানুভব করতঃ প্রসব বায়ুর প্রবল বেগে মাতার যোনিরন্ধ্রে নিষ্পেষিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। প্রসববায়ুর ও যোনিরন্ধ্রের প্রপীড়নে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া, শিশু গর্ভে যাহা চিন্তা করিয়াছিল তাহা বিস্মৃত হয় এবং বুভুক্ষা বশতঃ (অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া) মাতাকে স্মরণ করে। এইপ্রকার প্রসবের অবস্থায় প্রসূতির ক্লেশ হইতেও শিশুর অধিকতর দুঃখ ভোগ হয়। কিন্তু লৌকিক দর্শনে শিশুর ক্লেশ তত বোধগম্য হয় না, প্রসূতির ক্লেশই প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ অসহনীয় ক্লেশে শিশুর যে জীবন রক্ষা হয় তাহা সংসারে কর্ম্মভোগ আছে বলিয়া ; নচেৎ গর্ভচ্যুতি সঙ্কটে কিছুতেই শিশুর জীবন রক্ষা হইতে পারিত না। যাবতীয় সকাম কর্ম্মে ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে এইরূপ জন্ম মৃত্যুর দুঃসহ যাতনা ভোগ হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মে ভোগ বাসনার সংস্কার না হওয়ায় ভোগের জন্য সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। সুতরাং জন্মমৃত্যুও ঘটে না। নিষ্কামিগণ যেসকল ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করেন সেই কর্ম্ম পূর্ব্ব বাসনাকৃত কর্ম্মকে ক্ষয় করিয়া আত্মশুদ্ধি জন্মায়। তাঁহাদিগের কর্ম্মে ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশ্য ব্যতীত স্বীয় ভোগবাসনার বিন্দুমাত্রও উদ্দেশ্য না থাকায় তাঁহারা সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। পদ্মপত্রে যেমন জল, ক্রীড়া করিলেও পত্রে (পাতায়)

লাগে না তেমনি মনের বাসনাহীন কর্ম্মে জীবকে আবদ্ধ করিতে পারে না। কথিত গর্ব্ভচ্যুতি কঙ্কটে গর্ব্ভস্থ মানবের তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃতি বিষয় ও গর্ব্ভ মুক্তির পর মায়াবন্ধনের বিষয় ভাবিয়া তত্ত্বজ্ঞ রামপ্রসাদ এইপ্রকার গায়িয়াছেন ঃ—

গর্ব্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম্ মাটি।
ধাত্রীয়ে কেটেছে নাড়ী মায়া নাড়ী কিসে কাটি॥

গর্ব্ভচ্যুতির পরক্ষণেই মানুষ পুনর্ম্মায়া দ্বারা মুহ্যমান থাকিয়া নিধনপ্রাপ্ত হয়। এই মায়াবন্ধন কর্ত্তনের প্রথম উপায় কর্ম্মযোগ। রামপ্রসাদ "কিসে কাটি" বলিয়া কর্ম্মযোগোৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাস্ত্রেরই স্মরণ করিয়াছেন। কর্ম্মযোগদ্বারা অমার্জ্জিত যে জ্ঞান তাহার নাম সামান্য জ্ঞান বা অজ্ঞান।

শিষ্য,—বুঝিলাম কর্ম্মভেদ বহুল প্রকার।
কর্ম্মভোগ করে জীব পাইয়া সংসার॥
এবে কহ পরলোক গত বন্ধু যার।
শ্রাদ্ধান্নে হইবে তৃপ্তি কেমনে তাহার॥
গো, বিপ্র, জলেতে পিণ্ড হ'তেছে স্থাপন।
তাহাকে পাওয়ায় কেবা কহ মহাত্মন॥

গুরু,—এইপ্রকার সন্দেহ যে তোমারই হইয়াছে, তাহা নহে পূর্ব্বকালেও ছিল। ইহার নিষ্কর্ষ শাস্ত্রীয় উক্তি শ্রাদ্ধান্নে তৃপ্তি নামক অধ্যায়ে তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

মনঃশুদ্ধি

বা

সরল কর্ম্মযোগ

শ্রাদ্ধান্নে তৃপ্তি নামক চতুর্থ অধ্যায়।

(৯৮)

শ্রাদ্ধান্নের অবস্থান্তর

গুরু,—বৎস! এইপ্রকার পূর্ব্বেও সূত নামক মহর্ষিকে ঋষিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্ন এইপ্রকার,—

"কথং কব্যানি দেয়ানি হব্যানিচ জনৈরিহ
গচ্ছন্তি প্রেতলোকস্থান্ প্রাপকঃ কোঽত্র বিদ্যতে॥"

অর্থ,—পিতৃ উদ্দেশে (মৃতকোদ্দেশে) এখানে যে হব্য কব্যাদি (ভোজ্য দ্রব্যাদি) মনুষ্যগণ প্রদান করে তাহা মৃত ব্যক্তিকে কে পাওয়াইয়া দেয়।

মহর্ষি সূত কহিলেন,—

"বসূন্ বদন্তিচ পিতৄন্ রুদ্রাংশ্চৈব পিতামহান্।
প্রপিতামহাংস্ত্বাদিত্যান্ ইত্যেবং বৈদিকীশ্রুতিঃ॥
নামগোত্রং পিতৄণান্ত প্রাপকং হব্য কব্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধস্য মন্ত্রাঃ শ্রদ্ধাচ উপযোজ্যাতি ভক্তিতঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাদয়স্তেষা মাধিপত্যেব্যবস্থিতাঃ॥"

(মৎস্য পুরাণ ১৯ অঃ, ৩ হইতে ৫ শ্লোক)

অর্থ,—অষ্টবসুকে পিতৃগণ বলে, একাদশরুদ্রকে পিতামহগণ বলে, দ্বাদশ আদিত্যকে প্রপিতামহগণ বলে। বৈদিক শ্রুতি এই প্রকার বলিয়াছেন। তাহার পর অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণেরও পিতৃ সংজ্ঞা আছে। অগ্নিষ্বাত্তাদিগণ বর্ণিত বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণের অনুবর্ত্তী; অধিকারী শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করিয়া এবং মৃতকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিয়া শ্রাদ্ধদান করিলে অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণ শ্রাদ্ধ সমীপে আসেন ও আসিয়া মৃত কোদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যের সার গ্রহণ করেন এবং তাহা মৃতকের প্রাপ্ত দেহগত ভক্ষ দ্রব্যের মধ্যে উপস্থিত করেন। মৃতকের নাম গোত্রের উল্লেখ, শ্রাদ্ধকর্ত্তারশ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ শ্রাদ্ধ কৃত হইলে তাহা অগ্নিষ্বাত্তাদিগণ পাওয়াইয়া দেন। শ্রাদ্ধকালে অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণ যে শ্রাদ্ধ সমীপে আসেন, তাহা শ্রাদ্ধীয় বেদমন্ত্রের অর্থেও উপলব্ধি হইয়াথাকে। তাহা এই প্রকার,—

"আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেব
যানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রুবন্তুতে অবন্ত্বস্মান্"

অর্থ,—হে সোমদেবতা, অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ! আপনারা দেবযান পথে এই অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধগ্রহণ করতঃ তুষ্টি লাভ করুন ও আশীর্ব্বাদ করুন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রাদ্ধদান করিলে যে কেবল পিতৃগণেরই তুষ্টি সম্পাদন হয়, ও তাহাতে মৃতকেরই একমাত্র উপকার, তাহা নহে। শ্রাদ্ধ কর্ত্তারও বিশেষ উপকার আছে। শাস্ত্র বলেন,—

"পিতৃন প্রীণাতি যোভক্ত্যা তে পুনঃ প্রীণয়ন্তি তম্।
যচ্ছন্তি পিতরঃ পুষ্টিং স্বর্গারোগ্যং প্রজাফলম্॥"

(মৎস্যপুরাণ ১৫ অধ্যায়)

অর্থ,—যে ভক্তি সহ শ্রাদ্ধ দান করিয়া পিতৃলোকের প্রীতি ও

মৃতকের পুষ্টি সম্পাদন করে, তাহাকে পিতৃগণ ও প্রীত হইয়া স্বর্গ ও পুত্র পৌত্রাদি ফল প্রদান করেন। শ্রাদ্ধের এইরূপ উপকারিতা শ্রাদ্ধ পাঠ্য আশংসা মন্ত্র হইতেও জ্ঞাত হওয়া যায়। তাহা এই প্রকার,—

গোত্রং নো বৰ্দ্ধতাং। দাতারোনোহভি বৰ্দ্ধতাং, বেদাঃ সন্ততি রেবচ। শ্রদ্ধাচ নো মা ব্যগমৎ, বহুদেয়ঞ্চ নো স্তীতি ঃ অন্নঞ্চ নো বহুভবে দতিথীংশ্চ লভে মহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু, মাচ যাচি স্ম কঞ্চন।

অর্থ,—আমাদিগের গোত্র বৰ্দ্ধিত হউক, আমাদিগের বংশে দাতৃ পুরুষের সঙ্খ্যাবৰ্দ্ধিত হউক, আমাদিগের বেদাভ্যাস ও সন্তান সন্ততি বৰ্দ্ধিত হউক, আমাদিগের শ্রদ্ধাযেন দূরীভূত না হয়। আমাদিগের বহুতর বস্তু দানযোগ্য হউক, আমরা যেন বহুঅন্নের অধিপতি হই। আমরা যেন অতিথি লাভ করিতে পারি, লোকে আমাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করুক। আমরা যেন কাহারও কিছু যাচ্ঞা না করি। তাহার পর, মৃতকযে যমলোকে বসিয়া প্রদত্ত শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, তাহা নহে। মৃতক কৰ্ম্মানুসারে বৎসরান্তকালে সপিণ্ডীকরণের পর যে কোন ভোগ দেহ লাভ করেন, সেই দেহেরই উপযোগী আহাৰ্য্য দ্রব্যে অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণ দ্বারা মৃতক শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হন। এই প্রাপ্তি বিষয়ে শ্রাদ্ধমন্ত্র ও কৰ্ত্তার শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রধান কারণ। প্রাপ্ত দেহে শ্রাদ্ধান্ন যেরূপ অবস্থান্তর হয়, তাহার বিষয় একই পুরাণে একই ঋষি বলিতেছেন, তাহা এইপ্রকার,—

দেবোযদি পিতাজাতঃ শুভকৰ্ম্মানুযোগতঃ।
তস্যান্ন মমৃতং ভূত্বা দেবত্বে প্যনুগচ্ছতি॥
দৈত্যত্বে ভোগ রূপেণ পশুত্বেচ তৃণং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধান্নং বায়ুরূপেণ নাগত্বে প্যুপগচ্ছতি॥
পানং ভবতি প্রেতত্বে অমেধ্যরুধিরোদকং

দনুজত্বে তথা মদ্যং রক্ষসত্বে তথা মিষং (আমিষং)
মনুষ্যত্বেন্নপানাদি নানারস ভোগং ভবেৎ ॥

(মৎস্যপুরাণ ১৯ অঃ ৫—৯ শ্লোক)

অর্থ,—যদিশুভকর্ম্মের সংযোগে মৃতক দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার উত্তরাধিকারি প্রদত্ত শ্রাদ্ধান্ন অগ্নিষ্বাত্তাদিকর্ত্তৃক অমৃতরূপে পরিণত হয়। এইরূপে পিত্রাদি মৃতক দৈত্যত্ব প্রাপ্ত হইলে দৈত্যজাতির বিহিত ভোজ্যদ্রব্য রূপে শ্রাদ্ধান্ন পরিণত হয়। পশুত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান্ন তৃণরূপে পরিণত হয়। মৃতক নাগত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান্ন বায়ুরূপে পরিণত হয়। নাগগণ বায়ুভোজন করে নিরূপণ আছে। মৃতক প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান্ন অপবিত্র শোণিত ও অপবিত্র জল রূপে পরিণত হয়। আর মৃতক অসুরত্ব (দনজত্ব) প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান্ন মদ্যরূপে পরিণত হয়। রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইলে আমিষ—(মৎস্য ও মাংসাদি) রূপে পরিণত হয়। মৃতক মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান্ন, অন্ন পানাদিরূপে পরিণত হয়। মৃতকের অপর যে সকল শরীর গ্রহণের উল্লেখ হইল না, সেই সেই শরীর প্রাপ্ত হইলেও অগ্নিষ্বাত্তাদিগণ শ্রাদ্ধান্নের সার সেই সেই শরীরের উপযোগী ভক্ষ দ্রব্যের অন্তর্গত করিয়া রাখেন এবং তাহা ভোজন করিতে প্রবৃত্তি দেন। বৈদিক শ্রুতির মর্ম্মে জানা যায় অষ্ট বসু, একাদশরুদ্র, দ্বাদশ আদিত্যগণ ক্রমে পিতা পিতামহ,

---

† ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তিতে ও গুরুবাক্যে যে বিশ্বাস স্থাপন, তাহার নাম শ্রদ্ধা। যথা—

"প্রত্যয়োধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা"

(ভাবচূড়ামণৌ)

প্রপিতামহ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ সংজ্ঞালাভ করিয়া মৃতক ভোগদেহ গ্রহণে যেস্থানে বর্ত্তমান আছেন, ও যে প্রকার ভোগ দেহ লাভ করিয়াছেন, তাহা বসু, রুদ্র, আদিত্যগণ জ্ঞাত থাকিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ যমলোকে বসুগণ পিতা বিভাগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতা বিভাগের মধ্যে পিতা ও মাতা * এই উভয়কে জানিবে। এইরূপ যমলোকে রুদ্রগণ পিতামহ বিভাগের, আদিত্যগণ প্রপিতামহ বিভাগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতামহ এবং প্রপিতামহ বিভাগের মধ্যেও যথাক্রমে পিতামহি এবং প্রপিতামহি নিবিষ্ট থাকেন। কথিত বিভাগীয়গণ মৃতকের প্রাপ্ত স্থান, যে প্রকার দেহ লাভ হইয়াছে, তাহা অবগত থাকেন। অগ্নিষ্বাত্তাদিগণ (বসু, রুদ্র ও আদিত্য নামক) বিভাগপতির নিকটে মৃতকের স্থান ও দেহ প্রাপ্তির বিষয় জ্ঞাত হইয়া অধিকারীদত্ত শ্রাদ্ধান্নের সারভাগ গ্রহণ করতঃ যথাযথ প্রাপ্ত দেহের উপযোগী ভক্ষদ্রব্যে স্থাপন করেন এবং তাহা ভোজনের জন্য প্রবৃত্তি দান করেন। এই মৎস্য পুরাণের ১৯ অঃ ৫—৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যের আভাস সপিণ্ডনের মন্ত্রার্থেও লাভ হইতেছে। সেই মন্ত্র এই প্রকার,—

"যেসমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে
তেষাং লোকঃ সুধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম"

অর্থ—সমান প্রকৃতি ও সমানজাতি যে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ছিলেন, যমলোকে স্থিত বসু, রুদ্র ও আদিত্য নামক দেবগণের সমীপে

* যাবত্তুদ্‌যমনং নাস্তি তাবদর্দ্ধ ভবেৎ পুমান। সুতরাং পত্নীসহ পুরুষই সম্পূর্ণ পুরুষ শব্দ বাচ্য—অতএব পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পত্নীসহ কথিত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগের লোক, স্বধা, নমঃ ও যজ্ঞ উপস্থিত হউক। তাঁহাদিগের লোক অর্থে, তাঁহারা যে লোকে (যেস্থানে) আছেন, স্বধা অর্থে দত্ত অন্নাদি, নমঃ অর্থে—তদুদ্দেশে দানীয় অপর দ্রব্য ও যজ্ঞ অর্থে, (অষ্টকাদি) উপস্থিত হউক। অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহগণের অবস্থিতি স্থান, শ্রাদ্ধীয় অন্ন, তাঁহাদিগের উদ্দেশে অপর ত্যাজ্য দ্রব্য, ও যজ্ঞাদির ভোগ বসু, রুদ্র ও আদিত্য নামক দেবগণ, গ্রহণ ও বিতরণ করুন। তাৎপর্য্য এইযে—প্রদত্ত শ্রাদ্ধ বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ, মৃতকের স্থান ও প্রাপ্ত দেহ জ্ঞাতহউন এবং অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ দ্বারা শ্রাদ্ধ-রস বিতরণ করুন। অগ্নিষ্বাত্তাদির মধ্যে, মহর্ষি মরীচির পুত্র অগ্নিষ্বাত্তা দেবগণের পিতৃপদ বাচ্য। বিরাজের পুত্র সোমদ সাধ্যগণের পিতৃপদ বাচ্য। অত্রিপুত্র বর্হিষদ দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, পক্ষী ও কিন্নরগণের,—শুক্রাচার্য্যের পুত্র সোমপা ব্রাহ্মণের—অঙ্গিরাপুত্র হবিষ্মন্ত ক্ষত্রিয়ের—পুলস্ত্য পুত্র আজ্যপা বৈশ্যগণের এবং সুকালিন শূদ্রগণের পিতৃগণ। এইরূপ মনু সংহিতায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহারপর শ্রাদ্ধ দ্বারা যে কেবল পিতৃগণই তুষ্ট হন, আর মৃতকেরই উপকার হয়, তাহা নহে। শ্রাদ্ধ দ্বারা শ্রাদ্ধকর্ত্তারও বহু উপকার আছে। তাহা এই প্রকার,—

"পিতৄন্‌প্রীণাতি যোভক্ত্যা তেপুনঃ প্রীণয়ন্তিতম্।
যচ্ছন্তিপিতরঃ পুষ্টিং স্বর্গারোগ্যং প্রজাফলং॥"

(মৎস্যপুরাণ ১৫ অধ্যায়)

অর্থ,—যাঁহারা (ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ যথাবিধি) শ্রাদ্ধদান দ্বারা পিতৃ পদ বাচ্য বসু, রুদ্র, আদিত্য ও অগ্নিষ্বাত্তাদিগণের প্রীতি সম্পাদন করেন, বসু প্রভৃতি পিতৃগণও শ্রাদ্ধ কর্ত্তাকে স্বর্গ, আরোগ্য ও পুত্র পৌত্রাদি প্রদান করতঃ প্রীত করিয়া থাকেন। অতএব, ভিক্ষাকরিয়াও সপিণ্ডান্ত

শ্রাদ্ধ করিবে এবং তাহার পর প্রতিবৎসরে মৃতকের মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। সেই উক্তি এই প্রকার,—

"অথউর্দ্ধং সম্বৎসরে সম্বৎসরে প্রেতায়ান্নং
দত্থাৎ যস্মিন্নহনি প্রেত স্যাৎ।"

(শ্রাদ্ধচিন্তামণৌ)

অর্থ,—সপিণ্ডীকরণের পর (পুত্রাদির জীবনকাল পর্য্যন্ত) প্রতি বৎসরের মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। (মৃতক এক বৎসরকাল প্রেত পতির (যমের) অধীনে থাকেন। তখন মৃতকের এক মাসে এক দিবস হয়। এইজন্য তখন প্রতিমাসে প্রেত শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সপিণ্ডী-করণান্তে এক বৎসরের পর মৃতক পূর্ব্বোক্ত বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণের অধীনে আসেন, তখন মৃতকের এক বৎসরে এক দিবস হয়। এইজন্য তখন বৎসরান্তকালে মৃতকের মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কেন না, যমের আয়ুঃসঙ্খ্যা একমাসে একদিন, এই নিয়মে। আর বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণের আয়ুঃ সঙ্খ্যা এক বৎসরে একদিন, এই নিয়মে।) ভিক্ষা করিয়াও যে শ্রাদ্ধ করিবে সেই উক্তি এই প্রকার,—

ভিক্ষামাত্রেণ যঃ প্রাণান্ সংধারয়তি বান্বরম্।
যোবা সম্বর্দ্ধয়েদ্দেহং প্রত্যহং স্বাত্মবিক্রয়াৎ।
শ্রাদ্ধংতেনাপি কর্ত্তব্যং তৈস্তৈর্দ্রব্যৈঃস্বসঞ্চিতৈঃ॥

অর্থ,—যিনি ভিক্ষাকরিয়া প্রাণ ধারন করেন, কিম্বাপ্রত্যহ আত্ম বিক্রয় করিয়া (চাকুরী প্রভৃতি করিয়া) দেহ পোষণ করেন, তিনিও সেই সেই উপায়ের লভ্য অর্থে শ্রাদ্ধ করিবেন। তাহাও যাহার নাই, তিনি নিজে যে দ্রব্য ভোজন করেন, সেই দ্রব্যদ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন। বনগত রামচন্দ্র বন্য ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রদান করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"ইদংভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ ! প্রীতোযদশনা বয়ং।
যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাঃ পিতৃ দেবতা ॥"

(বাল্মীকিরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১০৩ সর্গ)

অর্থ,—মহারাজ ! এই বন্যফল ভোজন করিয়া প্রীত হউন। (ঋষিরা বলিয়াছেন) যে পুরুষ যে প্রকার দ্রব্য ভোজন করে, তাহারা সেই, প্রকার দ্রব্য দেবগণ ও পিতৃগণ উদ্দেশে যথাবিধিপ্রদান করিবে। বৎস ! তুমি বলিয়াছ,—

গো, বিপ্র, জলেতে পিণ্ড হ'তেছে স্থাপন।
তাহাকে পাওয়ায় কেবা কহ মহাত্মন্ ॥

অতএব, তুমি কেবল প্রত্যক্ষ দৃষ্টির পক্ষপাতী। সুতরাং মানবের অমৃতোপম ঐ সকল ঋষিবাক্যে তোমার বিশ্বাস ঘনিভূত হয় না। অতএব, তোমার রুচিমতে ঐ বিষয়ের বর্ণনা যতদূর সম্ভব তাহা শ্রবণ কর,—তুমি জ্ঞাত আছ যে, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগত দেব মনুষ্যাদি প্রত্যেক প্রাণির ভোজন করা একান্ত প্রয়োজন,তুমি স্বচক্ষেও দেখিতেছ,যেবিষ পান করিলে জীবের যমতাড়না উপস্থিত হয় ; সেই বিষ পান করিয়া বিষজাত প্রাণিগণ ক্ষুধানল নিবৃত্তি করতঃ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় এবং ত্রিদিব বাসী বিবুধগণেরও যজ্ঞীয় হবি প্রভৃতি ভোজন করা আবশ্যক হয়। অতএব মৃতক প্রভৃতি প্রাণি মাত্রেরই ভোজনের অনিবার্য্য প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে ; এখন তোমার চিন্তা করিতে হইবে,আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে তৃপ্তি সাধক শক্তিটী কি ? এই চিন্তায় নিবিষ্ট হইলে দেখিবার বিষয় যে, মনুষ্য একই প্রকার অন্নপানাদি ভোজন করিয়া কেহ তৃপ্তিলাভ করে, কেহ করে না। পশুগণ এক মাঠে একপ্রকার তৃণ ভোজন করিয়া কেহ ক্লিষ্ট কেহ বা পুষ্ট হইতেছে কেন ? তুমি প্রতিদিন যে দ্রব্য যে মাত্রায় পানাহার কর, তাহাতেও তুমি কোন দিন তৃপ্তিলাভ কর, কোন দিন করনা। আহার্য্য দ্রব্যের ব্যতিক্রমে

দৈহিক রোগ জন্মিয়া থাকে ; ইহার মধ্যে মানসিক রোগ অন্যপ্রকার। একই প্রকার দ্রব্য বহুব্যক্তি ভোজন করিলে একের রোগ ও অপরের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হওয়া অসম্ভব। অতএব, প্রদত্ত শ্রাদ্ধান্নের পরমাণু ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকিলেই সেই দ্রব্যে তৃপ্তি জন্মায় ও ভোক্তার স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে। এইজন্য তাহা দ্বারা তুষ্টি এবং পুষ্টিও লাভ হয়। তাহার পর জীবের কর্ম্মফলের আবর্ত্তনে পশু পতঙ্গ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মনুষ্য যোনিতে অসংখ্য জন্মগ্রহণ হইতে পারে। মনুষ্য যোনিতে এক এক বার জন্মগ্রহণ করিয়া যেসকল পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সপিণ্ড, সকুল্য এবং স্বজাতি প্রভৃতি সন্তান সন্ততি রাখিয়া যায়, তাহাতে মৃতকের শ্রাদ্ধ দান করিতে পৃথিবীতে সংখ্যাতীত মনুষ্য বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর বটে। পরন্তু পৃথিবীতে হিন্দু মুসলমান, জৈন, ইহুদি প্রভৃতি প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক মনুষ্য সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। যে হেতু ("শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দ্দানং তৎশ্রাদ্ধং") অর্থ,—পিতৃউদ্দেশে শ্রদ্ধাদ্বারা অন্নাদির দানকে ঋষিরাও সামান্যতঃ শ্রাদ্ধনামেকীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ সাধারণ শ্রাদ্ধেও সংখ্যাতীত জীবের খাদ্য মধ্যে শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু তৃপ্তিসাধক শক্তিরূপে থাকিতে পারে। যাহারা ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, তাহাদিগের ভুক্তদ্রব্যে শ্রাদ্ধান্ন পরমাণুর স্থিতি নিশ্চয় করিতে পার। আর যাহারা আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারিল না, অথবা ভোজন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না, তাহাদিগের সেই দিবসের বা সেই বেলার ভুক্ত দ্রব্যে শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু নাই, স্বীকার করিতে পার। কথিত সামান্য বিধানে (শ্রদ্ধাসহিত পিতৃউদ্দেশে অন্নাদির যে দান তাহাইশ্রাদ্ধ এই বিধানে) মনুষ্য মাত্রেই শ্রাদ্ধ করে। এইজন্য প্রাণিগণ প্রায় প্রত্যহ আহার্য্য লাভ করিতে পারে ও প্রায়শঃ তৃপ্তি লাভও করিতে পারে। বৎস ! এইরূপে প্রাণিগণের আহার্য্য লাভ এবং তৃপ্তিসাধন হয়। তুমি

এইরূপ জানিয়াও তোমার মাতার শ্রাদ্ধ দান কর। অহিন্দুরা যে প্রতি বৎসরে পিতামাতা প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট মৃত দিবসে অন্নাদি দান করেন, তাহাদ্বারা সামান্যতঃ শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইতে যে পারে, তাহার বিষয়ে আপত্তি করা সঙ্গত নহে। কেননা আর্য্যশাস্ত্রের বিশেষবিধানে কোন সময়ে কোন হিন্দু শ্রাদ্ধ করিতে শক্ত না হইলে, পিণ্ডমাত্র প্রদানে অথবা ভোজ্যদান করিয়াও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ করিয়া থাকেন এবং গো, বিপ্র, কিম্বা জলে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য স্থাপনে শ্রাদ্ধের সাফল্য স্বীকার করেন। যথা "পিণ্ডং গো বিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ" এবং "শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যং ব্রাহ্মণায়নিবেদয়েৎ" এইরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য ও উদ্দিশ্য যে এক, তাহাই যেন দূরদর্শী আর্য্যেরা দর্শন করিতে সমর্থ ছিলেন। অতএব হেবৎস! তুমি আর্য্যগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যকর। দর্শনাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অযথার্থানুভূতি দ্বারা মৃতকের স্বকর্ম্ম ব্যতীত পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধাদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই মনে করিয়া পরিণামের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিও না। বিজ্ঞানাচার্য্য নামে পরিচিত হইতে গিয়া অনেকব্যক্তি পরিণামে বিপন্ন হইয়া থাকেন। যদিও শাস্ত্র বিজ্ঞান মূলক তথাপি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান অতি সূক্ষ্ম; উহা সম্পূর্ণরূপে যম নিয়মের সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বোধগম্য হয় না। আর্য্যগণের স্থূল বিজ্ঞান দ্বারাই জানা যায়যে মনুষ্যগণ ত্রিলোকবাসী সমস্ত প্রাণীর সহিত কার্য্যতঃ পরস্পরে পরস্পর সম্বন্ধ আছেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহা জানিয়া তোমার মাতার শ্রাদ্ধ দান কর।

---

(৯৯)

কার্য্যতঃ প্রাণী পরস্পরে সম্বন্ধ।

বৎস! মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণের উক্তিদ্বারা প্রাণিযে কার্য্যতঃ পরস্পর পরস্পরে সম্বদ্ধ আছেন তাহা তোমাকে বলিতেছি। মার্কণ্ডেয়ের সেই উক্তি এই প্রকার,—

মাতরং পিতরং জায়া ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুং।
যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত অষ্টভাগং লভেতসঃ॥
অন্যথাঽপরহস্ত্যেতে বলাত্তীর্থভবং ফলং॥

অর্থ,—তীর্থ স্নানের কথায় মার্কণ্ডেয় বলেন—মাতা পিতা ভ্রাতা স্ত্রী ও গুরু প্রভৃতি সুহৃদ্‌বর্গের উদ্দেশে তীর্থপ্রাপ্ত ব্যক্তি তীর্থোদকে মজ্জিত হইলে (অবগাহন করিলে) সুহৃদ্‌বর্গ তীর্থস্নানজন্য পুণ্যফলের অষ্টমাংশ (অর্দ্ধেক) ফল লাভ করেন। সুহৃদগণ উদ্দেশে স্নান না করিলে তীর্থগত ব্যক্তির সমস্ত তীর্থফল সুহৃদবর্গ বল পূর্ব্বক হরণ করেন। তাহার পর ব্রাহ্ম বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব কথনে ভগবান মনু বলিয়াছেন—

দশপূর্ব্বা পরাণ্‌বংশ্যা নাত্মান ঞ্চৈকবিংশকং।
ব্রাহ্মী পুত্রঃ সুকৃত কৃন্ মোচয় ত্যেনসঃ পিতৃন্॥
(মনুসংহিতা)

অর্থ,—ব্রাহ্ম বিবাহিতার গর্ভে পতিকর্ত্তৃক উৎপাদিত সুকৃতী সন্ততি পিতা প্রভৃতি পূর্ব্ব দশ পুরুষের, ও পুত্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী দশ পুরুষের এবং নিজের এই একবিংশতি পুরুষকে মুক্তকরিতে সমর্থ হন (এইস্থলে পিতা প্রভৃতিকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে এবং পুত্র প্রভৃতিকে অকলুষিত বীর্য্য পরম্পরাতে এবং নিজকে কর্ত্তব্য উপাসনাদি কর্ম্ম প্রয়োগে মুক্ত করেন। টীকাকার কুল্লুক ভট্ট এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার পর তর্পণমন্ত্রে ত্রিভুবনের সহিত মনুষ্য জীবনের সম্বন্ধ ভাব বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই প্রকার,—

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুল কোটীনাং সপ্ত দ্বীপ নিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবন ত্রয়ং॥

অর্থ,—আমার কুলগত পূর্ব্ব কোটিপুরুষগণ, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীবাসিগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ প্রভৃতি আব্রহ্ম ভুবনবাসিগণ আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই জল দ্বারা তৃপ্ত হউন। বৎস! তত্ত্বদর্শিগণের এইরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা শ্রাদ্ধ তর্পণাদির সহিত আব্রহ্ম ভুবনগত প্রত্যেক প্রাণির সহিত প্রত্যেক মনুষ্যই সম্বদ্ধ আছেন এইরূপ প্রমাণ হইতে পারিল। অতএব "সম্বন্ধোজীবনাবধি" স্থূল দেহাবধি নহে। ঋষিগণের উক্তির সহিত দার্শনিক মত মিলাইলেও দেখিবে, সম্বন্ধ বন্ধন স্থলবিশেষে জীর্ণ হইলেও জীবত্ব ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত একেবারে বিনষ্ট হয় না। স্বর্গগত দশরথ পুত্রবধু সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া "সীতাশ্রাদ্ধ করিয়াছেন" এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। কাজেই—

"সকর্ম্ম হইবে নাশ পুত্রের কর্ম্মেতে।
সন্দেহ কালিমা যেন লাগে মম চিতে॥"

তোমার এই পূর্ব্বকৃত উক্তি অলিক বা অজ্ঞতার পরিচায়ক; তুমি নিশ্চয় জানিও ধর্ম্ম * বস্তুটী নিত্য—এই নিত্য ও সত্য ধর্ম্মই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম; এই ধর্ম্মের স্খলিতঅংশগুলির নাম উপধর্ম্ম। উপধর্ম্মগুলি সনাতন ধর্ম্ম সমুদ্রের বুদ্ বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। তুমি উপধর্ম্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া

* মতভেদে ধর্ম্মশব্দের অর্থ,—দীপিকামতে—পুরুষের বিহিত ক্রিয়াসাধ্যগুণ; মহাভারত মতে অহিংসা। পুরাণমতে—যাহা দ্বারা লোকস্থিতি হয়। জ্ঞানবাদমতে—মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতিভক্তি আসে। মুক্তিবাদমতে—মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্পাদন। তৎপর ধর্ম্মশব্দে পোষণ, ধারণ, রীতি, আচার ও গুণ প্রভৃতি।

তত্ত্ববিৎ ঋষিগণের ভারতসমুজ্জ্বল নিয়মাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে গিয়া নিজেই পতঙ্গবৎ বিনষ্ট হইতে হইবে। অতএব তুমি প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত এই আব্রহ্ম ভুবনের প্রত্যেক প্রাণির, সম্বন্ধ বন্ধন আছে এইরূপ নিশ্চয় কর।

পরোপকারে আত্মোন্নতি

(১০০)

গুরু,—বৎস! তুমি যে কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হওনা কেন, তোমার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বোধ থাকিলে, কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যে আত্মোন্নতি আর পরোপকার পরস্পর পরস্পরে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা তুমি দর্শন করিতে পারিবে। তুমি অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, এই জগৎ এক আত্মায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই মৌলিক আত্মা কখন ব্যষ্টি কখন বা সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হন। সমষ্টি অবস্থায় এই জগৎ ও জগতের অতীত যাহাকিছু আছে, তৎসমস্ত এক চিদ্বস্তু (আত্মা); এই প্রকারে আত্মার দর্শনলাভ তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়—আর জগৎকে ব্যষ্টিরূপে দর্শন করা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। ব্যষ্টি অর্থে—রাম, শ্যাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্নরূপ দর্শন। যতদিন তোমার পরোপকার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না হইবে, ততদিন তোমার মনুষ্যত্ব পূর্ণ হইবে না। অতএব তুমি পৃথিবীতে পূর্ণান্তঃকরণের মনুষ্যরূপে পরিচিত হইতে হইলেও তোমার পরোপকার বৃত্তি থাকা আবশ্যক। ভগবান বলিয়াছেন,—

"পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম বাপ্স্যথ"

(ভগবদ্গীতা)

অর্থ,—পরস্পর পরস্পরের শুভ কামনা করিলে পরস্পরেরই শ্রেয়ঃ লাভ হয়। যেমন রামের ঘরের আগুণ নিবাইলেই তোমার ঘর সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে পারিল। এইরূপ পরোপকার কার্য্যে নিজেরই আত্মোন্নতি লাভ হয়। প্রত্যুত, অপরের ঘরের আগুন নিবাইতে পারিলে তুমি তাহার পুত্র পৌত্রাদিকেও দায়িত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে। এইরূপ পরোপকার ধর্ম্মযে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট এবং তাহাদ্বারা যে সহজেই মনুষ্যত্ব পূর্ণ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপে তোমার মনুষ্যত্ব যতদিন সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন দুঃখের অবসান হইবে না। ব্যক্তিগত অসার স্বার্থকে ত্যাগ করিতে না পারিলে কেহ সুখী হইতে পারে না। অতএব পরোপকার ব্রতই আত্মোন্নতির মূল সূত্র; এই সূত্র অবলম্বন না করিলে তোমার অবনতি অনিবার্য্য; পৃথিবীতে যাঁহারা পরোপকার ব্রতে আত্মোন্নতি করিয়া গিয়াছেন,তুমি তাঁহাদিগের উপর দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করিলে,পূর্ব্বকালের মহর্ষি দধিচিকে—মহাত্মা ভীষ্মদেব প্রভৃতিকে দর্শন করিতে পার। বর্ত্তমান কালের মধ্যে নাটোরের রাণীভবাণীকে—কলিকাতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দর্শন করিতে পার। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বতন আর্য্যেরা আত্মোন্নতি ও পরোপকার একই বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ সূত্রে বহুবিধ কর্ম্মময় মালা গ্রথন করতঃ মনুষ্যের উন্নতিরূপ হার (শাস্ত্র) রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই ঋষিগণের কল্পনাতীত পরোপকার ব্রতের তত্ত্ব-রসে যখন তোমার হৃদয় প্লাবিত হইবে তখন তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্যের গভীরতা অনুভব করিতে পারিবে। যাঁহারা অন্ধ বিশ্বাসদ্বারাও তাঁহাদিগের উক্তি শিরোধার্য্য করেন এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্যকে বৈধকর্ম্মেরই অন্তর্গত জানিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকে কর্ত্তব্যকর্ম্মরূপে দর্শন করেন,তাঁহারাও দ্রষ্টা বা বোদ্ধা। তুমি আর্য্যগণের অপরকিছু দর্শন না করিলেও কেবল তাঁহাদিগকে জ্যোতিঃ শাস্ত্রের ও রসায়ন শাস্ত্রের আবিষ্কারক জানিলে তাঁহারা যে অভ্রান্ত ও দূরদর্শী এবং পরোপকারী ছিলেন তাহা

সহজেই বোধ করিতে পারিবে। ঋষিগণের * কথিত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্য মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য পালন ধর্ম্মের অর্গত করিলে, তোমার কোন আপত্তির কারণ দৃষ্ট হয় না। অতএব শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্য মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম; তুমি এইরূপ জানিয়াও তোমার মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক। বৎস! তুমি শত শত প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা বিচার করিলেও দর্শন করিবে যে,মনুষ্যের স্বীয় উন্নতি সম্পাদন করা একটী প্রধান কর্ত্তব্যকার্য্য। স্বীয় উন্নতি অর্থে—বৈষয়িক উন্নতি বা স্থূল দেহের উন্নতি নহে; আত্মার উন্নতি। তুমি বৈধবিধানে কার্য্য করিলে তোমার কর্ত্তব্য সমাপনে যে উন্নতি সেই উন্নতির সহিত তোমার পিতা, পুত্র, প্রভৃতির উন্নতি আছে। (৯৯ নম্বরে মনুসংহিতার উক্তি পাঠ কর)।

তুমি যদি শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তি সাধু অনুষ্ঠানের আদর না কর এবং অনার্য্যশিক্ষায় কিম্বা মনের দোষে দেবপিতৃ কার্য্যে বিরত থাক, তবে

---

* ঋষি অর্থে,—যিনি সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া পরমার্থ পথে গমন করিয়াছেন বা পরমার্থ বস্তু দর্শন করিয়াছেন। যাঁহা হইতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ, শ্রুতি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। এইপ্রকার ঋষি সপ্তবিধ; যথা— শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি। সুশ্রুতাদি— শ্রুতর্ষি, জৈমিনি আদি কাণ্ডর্ষি, ভেল প্রভৃতি পরমর্ষি, ব্যাসাদি মহর্ষি, বিশ্বামিত্র ও জনক প্রভৃতি রাজর্ষি, (বিশ্বামিত্রের রাজ্য না থাকিলেও তিনি অধিক শাসন শক্তি যুক্ত ছিলেন) বশিষ্টাদি ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন। নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি, দেবর্ষি দেবতার ন্যায় সম্মানিত। উচ্চ ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন। মুনি অর্থে— আসক্তি, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি যাহার বিদূরিতহইয়াছে। যাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্মত্বে স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে। ভগবান এইপ্রকার বলিয়াছেন।

তোমার পুনর্ব্বার মনুষ্যদেহ ধারণের সামর্থ্য থাকিবে না। যে হেতু এই প্রকার আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তুমি জগৎপাতার নিকটে অত্যন্ত অপরাধী হইতেছ। তাঁহার নিকটে অপরাধ নিশ্চিত হইলে, পৃথিবীর অসার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া আত্যান্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ প্রকৃত সুখে তুমি বঞ্চিত হইবে। অবশ্য তুমি নির্জ্জনে চিন্তামগ্নতা সময়ে জান, বিষয়, বৈভব ও পুত্র কলত্রাদি কাহারও প্রকৃত সুখের সামগ্রী হয় না। মনঃ পবিত্র না হইলে কহারও সুখানুভব হইতে পারে না। আকাঙ্ক্ষাহীন মনঃই পবিত্রমনঃ। অতএব, যতদিন আর্য্যবিধানে (এই মনঃশুদ্ধির লিখিত বিধানে) তুমি মনের শোধন না করিবে, ততদিন দুষ্পূনীয় আকাঙ্ক্ষায় বিষয় সেবা করিয়া শন্তিলাভ হইবে না।

বিষয় তোমার যতই বড় হউক না কেন, যতই সুখের হউক্ না কেন, তাহাতে বিষ আছে। সাংসারিক সুখের সামগ্রী প্রত্যেকটী "পয়োমুখ বিষকুম্ভ"। তুমি মনে করিয়া দেখ, পুত্র যেন, তোমার সংসারসুখের একটী প্রধান উপকরণ, কিন্তু যেদিন তোমার হৃদয়ে তাহার বিয়োগ ভাবনা আসে, সেদিন এই অটল্ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ সুখ-সংসারে থাকিয়াও তুমি বিষপান-করিয়া থাক এবং সেই বিষের জ্বালায় নিয়তই দগ্ধ হও। স্ত্রী যেন, তোমার সংসার-পথে সুশীতল একটী তরুচ্ছায়া; কিন্তু, তাহার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিলে,কোনদিন তোমার প্রতীয়মান হইবে যে, উনি একটী ছদ্মবেশ ধারিণী ডাকিনী, তোমাকে তাহার মায়া মোহে পতিত রাখিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার রক্ত বিন্দু পর্য্যন্ত শোষ করিয়া দিতেছে। এবং ভবিষ্যতেও তোমার জীবন বিনাশের জন্য খড়্গা হস্তা হইয়া রহিয়াছে। এইপ্রকার বৈষয়ীক উপকরণ অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবেযে, তৎসমস্তই একএকটী "পয়োমুখ বিষকুম্ভ"। অতএব, সংসার-সুখের উপকরণ গুলি মানুষের যথা সর্ব্বস্ব হওয়া বিধেয় নহে। প্রতি মুহূর্ত্তে সেই উপকরণগুলির প্রতি আশঙ্কা বোধ

রাখিয়া একটু দূরে থাকিতে পারিলে সহসা অশান্তি আসিতে পারে না। বিশেষতঃ বিষয় ভোগের দোষগুলি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলে; এবং ইতর পশ্বাদির মধ্যে বিষয় ভোগ দর্শন করিলে, বিষয় ভোগযে শান্তি প্রদ নহে এবং বিষয় ভোগযে মানব দেহের উদ্দিশ্য নহে। মানবযে আত্মার উন্নতিসাধনরূপ অত্যুচ্চ ও মহৎ উদ্দিশ্য লইয়া পৃথিবীতে পদার্পণ করে, তাহা অনুভব করিতে পারিবে। বিষয়ভোগে ও পুত্র কলত্রাদির মায়া বন্ধনে পতিত হইয়া, সেই মহৎ উদ্দিশ্য ভুলিয়া গিয়া মানুষ মনুষ্যত্ব হারাতেইছে, আর এই অপার সংসার সাগরে ভাসমান হইতেছে। এবং "হা, অতোস্মির" রোল তুলিয়া কাঁদিতেছে, তাহাই অনুভব করিতে পারিবে। তুমি স্বতঃই বিড়াল, কুক্কুর, কাক্ প্রভৃতিকে অধম বা নিকৃষ্ট জীব মনে করিতেছ। তাহাদিগের সহিত তোমার বিষয় ভোগের তুলনা করিলে দেখিবে, বিষয় ভোগের আনন্দানুভব তোমার ও তাহাদিগের মধ্যে তুল্য। তোমার ন্যায় তাহারাও শয়ন, ভোজন, করিয়া, আনন্দানুভব করিতে পারে। তোমার ন্যায় তাহারাও পুত্র, কলত্রাদির সংযোগে হর্ষাতিশয় প্রকাশ করে। তোমার ন্যায় তাহারাও দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, প্রভৃতি উপাদেয় সমগ্রী আনয়ন করিয়া উদর পূরণ করিয়া লয়। এমন কি, অনেক সময় তোমাই রক্ষিত খাদ্যগুলি তাহারা তোমারই অগ্রে ভোজন করিতে পারে। এইরূপ পশ্বাদির সহিত তোমার বিষয় ভোগের তুল্যতা ঘটিলে তন্মধ্যে তোমার মনুষ্যোচিত শ্রেষ্ঠত্ব রহিল কি? যদি বল, শিল্পনৈপুণ্য আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক; তবে তুমি, কখনও বিবর, বাবই, লূতা, ও মধুমক্ষিকার শিল্প প্রণালী লক্ষ্য করিয়া দেখনাই। যদি বল, বৈজ্ঞানিক কার্য্য পদ্ধতির অবগতি দ্বারা আমি পশ্বাদি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি। তবে তুমি, হংসের দুগ্ধ পরীক্ষার কথা শ্রবণ কর নাই। হংসকে দুধে, জলে মিশাইয়াছিলে যখন তাহারা জল ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধটুক পান করিতে

পারে, তখন তাহাদিগকে তোমার ন্যায় একটী বিজ্ঞানাচার্য্য বলিতে বাধা কি? বাস্তবিক, এইরূপ বৈজ্ঞানিক নিকৃষ্ট পদ্ধতি, পশু পতঙ্গাদির মধ্যেও লক্ষিত হয়। অতএব আত্মবিজ্ঞানে বিজ্ঞানবিৎ না হইলে তোমার মনুষ্যোচিত শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার উপায় নাই। তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটী জীবের উপর লক্ষ্য করিলে দেখিবে—যে স্থানে নিয়ম ও সংযম, এবং পরোপকারবৃত্তি প্রভৃতি বর্ত্তমনে আছে, যেস্থানে আর্য্যগণের প্রদর্শিত সদাচার বর্ত্তমান আছে, সেই স্থান ইন্দ্রের অমরাবতী, সেই স্থানেই নন্দন বনের আনন্দাতিশয় বিরাজিত, সেই স্থানে কমলিনী বক্ষে ভ্রমরের গুণ্‌-গুণ্‌ধ্বনি কবিজনগণের স্বর্গীয় প্রেম মধু বর্ষণ করে। আর যেখানে স্বেচ্ছাচার, অসংযম, স্বার্থ পরতা, আর্যোর কার্য্য কলাপে কূটার্থ স্থাপন, ও নিন্দাবাদ, সেই স্থানে মানবের দুঃখপ্রদ মরুভূমি; সেই স্থানে মরিচিকার মায়া-বিভীষিকা, সেই স্থানে মানবের ক্রন্দন কোলাহল পূর্ণ মহাশ্মশান। তুমি চিন্তা করিলে বুঝিবে, মানবজীবন একটী ভয়ঙ্কর পরীক্ষার স্থল; মানবের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কার্য্যাবলি, ব্রহ্মেরবিদাকাশে স্থিত থাকিয়া, কালে তাহা এক মহতী শক্তি রূপে পরিণত হয়; উহার নামই অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট প্রবল হইয়া প্রত্যেক জীবেরই সুখ দুঃখ বিধান্‌ করে। এই অদৃষ্টের বেগ প্রতিরোধ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। তবে, শুদ্ধ নিষ্কাম ধর্ম্মে ভগবানের সরণাপন্ন হইলে যখন তোমার অভ্যন্তর হইতে তেজের বিকাশ হইবে, তখন সেই তেজ তুলারাশির ন্যায় তোমার সমস্ত অদৃষ্ট দগ্ধ করিয়া তোমাকে মুক্ত করিবে। অতএব, পরহিত ব্রতাবলম্বী মহর্ষিগণের আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ তাঁহাদিগের বৈধানুষ্ঠান্‌ রূপসূত্রে গ্রথিত যে পরোপকার ও আত্মোন্নতি, তুমি সেই উন্নতির পক্ষপাতী হও। তুমি মনুষ্যের প্রত্যেকটী কার্য্যের সহিত অপর প্রাণির সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়কর। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তোমার আত্মোন্নতির জন্য গতায়ুঃ বন্ধুর শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করতঃ

তাঁহাদিগকে উপকৃত কর। তুমি বন্ধুদিগকে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা হৃষ্ট না করিলে তাঁহারা ক্লিষ্ট হইতে থাকিবেন। তোমার কর্ত্তব্য পূরণের অভাবে তাঁহারা ক্লিষ্ট হইলে তুমি অবশ্যই সন্তাপ গ্রস্থ হইবে। যেহেতু তাঁহারা তোমার একান্ত মুখা পেক্ষী হইয়া আছেন। তুমি গতায়ুঃ বন্ধুর ধন ও সম্পত্তি প্রভৃতি লইয়া পুষ্টিলাভ করিতেছ, তাঁহাদিগের সম্মানে সম্মানিত হইতেছ তথাপি তাঁহাদিগের তৃপ্তি উদ্দেশে কিছুই ত্যাগ করিতে না পার, তবে অন্ততঃ বঞ্চনা জন্য এক সময়ে ঈশ্বর সমীপে তোমার প্রতিকূলে অতি ভয়ঙ্কর বিচার উপস্থিত হইবে। অতএব গতায়ুঃ বন্ধুর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করিয়া পরোপকার সাধনকর। তুমি নিশ্চয় জানিবে,—

"পুণ্যংপরোপকারঞ্চ পাপঞ্চপরপীড়নং"

শিষ্য,—এইত সুন্দর গুরো করেছ উত্তর।
বুঝেছি সংবন্ধ বন্ধন বড়ই প্রখর॥
রামের কর্ম্মাংশ তাহে শ্যামে করে ভোগ।
শ্যামের কর্ম্মাংশ গিয়া রামে হয় যোগ॥
মানুষের ধর্ম্ম এক করা উপকার।
আত্মোন্নতি হয় তাতে বুঝিলাম সার॥
যাহার হৃদয়ে হয় দয়ার সঞ্চার।
জীবনের ব্রত তার পরউপকার॥
সত্যে উৎপন্ন ধর্ম্ম * দয়াতে বিস্তার॥
লোভ মোহকরেতার সতত সংহার॥
অতএব দয়াহীন পশুর সমান।
পরজন্মে হয় পশু নাহিক এড়ান॥
কিন্তু হে গো, বিপ্র, জলে হইয়া পতন।
কেমনে করিবে পিণ্ড মৃতকে গমন?

---

* সত্যাদুপদ্যতে ধর্ম্মো দায়াৎ ধর্ম্মো প্রবর্ত্ততে।
ক্ষমায়াং স্থাপ্যতে ধর্ম্মো লোভ মোহাদ্বিনশ্যতি॥

বিশ্বাসস্থাপনের হেতু।

গুরু,—বৎস! ভুলিয়া গিয়াছ। এই বিষয়টী (৯৮ নম্বরে) তোমাকে বলা হইয়াছে। তথাপি তোমার বিলুপ্ত স্মৃতির অভ্যুদয় জন্য বলিতেছি, শ্রবণকর এই বিষয়ে সাধুগণ বলেন,—

"বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"

বিশ্বাস অর্থে—শ্রদ্ধা; এই বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এইপ্রকার,—

"প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা।
নাস্তিহ্যশ্রদ্ধধানস্য ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনং॥"

(ভাব চূড়া মনৌ)

অর্থ,—কার্য্যে যে বিশ্বাস বা প্রত্যয় তাহার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ধর্ম্মকার্য্যে কিছুই প্রয়োজন নাই। উহা আস্তিকতার লক্ষণে বিলক্ষণ প্রমাণিকৃত হইয়াছে। তাহা এই প্রকার,—

"ধর্ম্মা ধর্ম্মেষু বিশ্বাসো য স্তদাস্তিক্য মুচ্যতে।"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থ,—ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম এই উভয়েতে যাহার বিশ্বাস আছে তাহার নাম, আস্তিক। আস্তিক না হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহ অনুভব করিতে পারে না। সেই জন্য গন্ধর্ব্বতন্ত্র বলেন,—

সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যেষু তান্ত্রিকে বৈদিকে তথা।
অবিশ্বাসো মহাদোষঃ যত্নত স্তং পরিত্যজেৎ॥
সংসিদ্ধেঃ কারণং দেবি বিশ্বাস সমুদাহৃতং॥

অর্থ,—হে দেবি! তান্ত্রিক ও বৈদিক উভয় কার্য্যেই বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। যেহেতু বিশ্বাসই কার্য্যসিদ্ধির কারণ। তোমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিদ্বারা সেই সূক্ষ্মহইতেও সূক্ষ্ম ঐশ্বরিক কার্য্যকারণাদির নির্ণয় করার

আশা নিষ্ফল। বরং তাহার প্রয়োজন থাকিলে, বিশ্বাসরূপ অবতরণিকাতে পদক্ষেপ করাই বিধেয়। যে প্রকার কোন গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহার দ্বারে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, সেই প্রকার ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা থাকিলে, সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। ঐশ্বরিক কার্য্যনির্ব্বাহিকা এমন একটী শক্তি আছেন, যাঁহাকে মানবের ইন্দ্রিয় কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তুমি এই প্রকার বিশ্বাস না করিলে, বলদেখি, নিম্বে কিরূপে তিক্ততা প্রবেশ করে। ইক্ষুতেইবা কিপ্রকারে এবং কোথা হইতে মিষ্টত্ব আগত হয়। এমন কি, তুমি শাস্ত্র বাক্যে ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে, তোমার শৈশবের আশ্রয় পিতামাতাকে পিতা মাতারূপে জ্ঞাত হইতে পারিতে না। তোমার উদর পূরণের জন্য অন্ন, দুগ্ধ, রুটী, গুড় এবং শরীর রক্ষার জন্য মনুষ্য, গো, ছাগল, মেষ, ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতির নাম ও লক্ষণ কিছুতেই জ্ঞাত হইতে পারিতে না। তোমারযে এখন দৃষ্টি মাত্রই অকারাদি বর্ণবোধ জন্মিতেছে, তাহার মূল কারণ সেই অন্ধ বিশ্বাস। কেননা, তোমার বর্ণপরিচয়ের সময় শিক্ষকের বাক্যে অকারাদি বর্ণগুলিকে, অকারাদি নামে বিশ্বাস না করিলে ঐসকল বর্ণের উচ্চারণ এবং যথাযথ পরিচয় জ্ঞাত হইতে তোমার কোনও উপায়ান্তর ছিল না। তুমি ধর্ম্ম তত্ত্ব অবগত হইতে নিজকে পূর্ব্ববৎ বালক মনে করিতে হইবে। তুমি বর্ণোচ্চারণ বিষয়ে বিচার না করিয়া শিক্ষকের উপদেশে যেরূপ অন্ধবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলে, সেইরূপ জাগতিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধেরও বিচার না করিয়া উপযুক্ত গুরুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপণ কর। তাঁহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর। তোমরা অনেক সময়ে অন্ধ বিশ্বাসের সুফল চিন্তা না করিয়াই তাহাকে ত্যাগ কর। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে স্বতঃই দেখিতেছ অন্ধগণ অন্ধ বিশ্বাসেই গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারিতেছে। সুতরাং

অন্ধবিশ্বাস প্রকৃত বিশ্বাসেরই হেতু বা মূল সূত্র ; অতএব, গন্তব্যস্থল দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ধগণ, অন্ধবিশ্বাসেরই আদর করা কর্ত্তব্য। হে বৎস ! তুমি ধর্ম্মদর্শনে নিজকে অন্ধ মনে করিয়া শাস্ত্র বাক্যে ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন কর। তবেই দেখিবে, অনায়াসে গুরুর নির্দ্দিষ্টস্থলে উপস্থিত হইতে পারিয়াছ। তখন দেখিবে, তোমার আন্ধ্যত্ব বশতঃ যত সন্দেহছিল তৎসমস্তই তীরোহিত হইয়াগিয়াছে। তখন সেই কল্পনাতীত নন্দনকাননের নিত্য সুখভোগের সহিত তুমি সাংসারিক সুখভোগ তুলনা করিলে বুঝিবে, উহা তাহার কোটি অংশের একাংশও নহে। তখন উপাসনার চেষ্টা ও ক্লেশ প্রভৃতি সকল সফল হইয়াছে মনে করিবে। পরন্তু এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে ডুবিয়া গিয়া, তুমি আত্মহারা হইয়া যাইবে। প্রকৃত কথা, তুমি অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, উপায়ান্তর বিরহিত হইয়া, শৈশবের শিক্ষক হইতে অকারাদি বর্ণোচ্চারণ শিক্ষায়, ক্ষুৎপিপাসার জন্য পানাহার গ্রহণ শিক্ষায়, শরীর রক্ষার জন্য হিংস্র জন্তু হইতে দূরে থাকা শিক্ষায়, যদি অন্ধবিশ্বাসের আদর করিতে পার, তবে আর্য্যবিধান গুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া এত ঘৃণা প্রকাশ কর কেন ? এইরূপ ঘৃণা বা অনাদরের মুলে কেবল তোমার স্বেচ্ছাচার বৃত্তির বল ; স্বেচ্ছাচারকে ভগবানই বিনাশ করেন। তুমি জান, ভগবান স্বয়ং এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

রক্ষণায়চ সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ভবিষ্যামি যুগেযুগে ॥

অতএব, আপনার দোষে মারা যাও কেন ? যদি বল, আমি আর্য্য বিধানের জটিলতা ভেদ করিতে নাপারিয়া বিশ্বাস স্থাপনে অক্ষম হইয়াছি। তবে তোমার জানিবার বিষয় যে, তোমার আত্মশুদ্ধি জন্মে নাই। আত্মশুদ্ধির জন্য বর্ণাচার, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত

ও জপ রূপ উপাসনা কর্ম্ম অহরহ করিতে থাক। সরল বিশ্বাসের অধীন হও; সরল বিশ্বাস স্খলন না হইলে, শত সহস্র বিজ্ঞান প্রয়োগ করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়। প্রাচীন তত্ত্ববিৎগণ সূক্ষ্ম তত্ত্বের কার্য্যাবলিতে, এমন ভাবেই বিজ্ঞান নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, সেই সেই প্রণালীমতে কার্য্য করিলে সেই সেই বৈজ্ঞানিক কার্য্যের ফল নিয়তই লাভ হইয়া থাকে। সেই জন্য তাঁহারা শাস্ত্রীয় বাক্যের কোন কোন স্থলে ভয় প্রদর্শন করিয়া—ও কোন কোন স্থলে বা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশ্বাস আকর্ষণ করিতঃ অবশ্য কর্ত্তব্য সূক্ষ্ম তত্ত্বের স্থূলোপদেশও করিয়া গিয়াছেন। শ্রাদ্ধবিষয়ে বিশ্বাস—স্থাপনের শাস্ত্রীয় স্থূল দৃষ্টান্ত এই প্রকার ঃ—

তিল মধ্যে যথা তৈলং ক্ষীর মধ্যে যথা ঘৃতম্।
পুষ্প মধ্যে যথা গন্ধঃ ফল মধ্যে যথা রসঃ।
তথৈব প্রাপ্ত দেহস্থ ভক্ষ্যে শ্রাদ্ধং প্রজায়তে॥
(মৎস্য পুরাণম্)

অর্থ,—যে প্রকার তিলের মধ্যে তৈল প্রবেশ করে, ক্ষীরের মধ্যে ঘৃত প্রবেশ করে, পুষ্পের মধ্যে সুগন্ধি প্রভৃতি গিয়া প্রবেশ করে, ফলের মধ্যে বিস্বাদ সুস্বাদ্ প্রভৃতি গিয়া প্রবেশ করে, সেই প্রকার মৃতকের প্রাপ্ত দেহগত ভক্ষদ্রব্যের মধ্যে, শ্রাদ্ধান্ন অগ্নিষাত্তাদি কর্ত্তৃক প্রবেশ করে। তুমি স্থূল চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে না পারিলেও আর্য্যদিগের প্রণালীমতে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই কারণগুলি তোমার অলক্ষ্যে উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে। অতএব, বৎস! তুমি আস্তিকতা রক্ষার জন্য তিলে তৈলাদি সঞ্চয়ের ন্যায়, প্রদত্ত শ্রাদ্ধান্নে মৃতকের তৃপ্তিলাভ হয়, এইরূপ বিশ্বাস করিতঃ তত্ত্ববিদ্গণের বিধান মতে গতায়ুঃ বন্ধুদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান কর।

শিষ্য,—বিষয় বিষেতে দগ্ধ হৃদয় আমার।
ফুটেনা বিশ্বাস বীজ হয় ছারখার॥
অতএব, বৈজ্ঞানিক কহ শ্রাদ্ধ কথা।
হইবে সন্দেহ নষ্ট যাহাতে সর্ব্বথা॥

শব্দ বিজ্ঞান

গুরু,—বৎস! বিষয়কে যদি বিষ বলিয়া বোধ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা পান করিতে যাও কেন? যদি তাহা পান করিয়া স্থূলদর্শী হইয়াছ অনুভব করিতে পারিয়া থাক, তবে আর্য্যবিধানে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া প্রথমেই তাহার এত গুহ্য তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে চাও কেন? প্রথমে গুরুর বাক্যে, শাস্ত্র বাক্যে, বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কর। যেহেতু সেই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে বিরত হইলে তোমার নিরয় গামী হইতে হইবে। অন্ততঃ তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য যে দুঃখের শলিলে ডুবিয়া যাইবে তাহার ভয় করনা কেন? কথিত সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষে বা অনুমান দ্বারা প্রমাণিত করিতে ইচ্ছা থাকিলে, প্রথমে নিত্য, নৈমিত্তিক, কার্য্য ও প্রতিদিন প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনা কার্য্য করিতে হইবে। এবং উপাসনার জন্য বর্ণাচার সহ যম, নিয়মে নিয়মিত হইতে হইবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে থাকিতে হইবে। নচেৎ বুদ্ধি সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব লাভে উপযুক্ত হইবে না, হৃদয়ের অধোগতি কিছুতেই স্থগিত হইবে না। বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হইলে ও হৃদয়ের অধোগতি স্থগিত না হইলে, তোমাকে শত সহস্র বিজ্ঞান উপদেশ করিলেও তুমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিজ্ঞান দ্বারা "সন্দেহ বিনষ্ট হইবে" এই যে তোমার ধারণা, এইরূপ ধারণাকে তুমি "বিশ্বাস" বলিয়া জান। বিশেষতঃ আর্য্য বিজ্ঞানের কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে কিছুতেই চলিবে না। বৎস!

যাহাকে তোমার বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ স্পর্শ মাত্রও করিতে পারিল না, তাহাকে তোমার অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতিও সম্বন্ধ করিল না। সুতরাং শ্রাদ্ধ প্রদান দ্বারা মৃতকের তৃপ্তি হইল কি না, তাহার সন্ধানে তোমার অভ্যস্ত স্থূল বিজ্ঞানগুলি প্রেরণা করিলেও তাহারা তাহা জানিতে অক্ষম জানিবে। এই বিষয়ে স্বয়ং প্রকাশমানা তোমার আত্মবুদ্ধি * ব্যতীত আর কিছুই সম্বল নাই। অতএব যতক্ষণ তোমার সেই আত্মবুদ্ধি লাভ না হয়, ততক্ষণ মৃতকাদির তৃপ্তি লাভ হইল কি না, তাহা জ্ঞাত হইতে তুমি সম্পূর্ণ অশক্ত; যেহেতু তোমার ইন্দ্রিয়বশ দুর্ব্বল বুদ্ধিতে সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রতিবিম্ব পতিত হইলেও দুর্ব্বল বুদ্ধিবৃত্তি তাহার অনুভব করিতে শক্ত হয় না। "একদা, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইতে ইচ্ছা করিলেও অর্জ্জুন দুর্ব্বলেন্দ্রিয়তাহেতু স্বকীয় চক্ষুদ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে অক্ষম হন, তখন ভগবান দয়া করিয়া দিব্য চক্ষু প্রদান করেন। পরে দিব্যচক্ষু দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন।" অতএব, উপযুক্ত না হইলে উপদেষ্টাগণের উপদেশ নিষ্ফল হয়। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়কে পূর্ব্বেই উপযুক্ত করা, প্রয়োজন। অতএব, আর্য্য বিজ্ঞান প্রয়োগ করিতে হইলে আত্মবুদ্ধির বিকাশ জন্য বর্ণাচার, ব্রহ্মচর্য্য ও যম

---

* ইন্দ্রিয়গণের বহিস্থ বিষয়ে বিচরণ করা, স্বভাব। এই স্বভাবগত ইন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ হওয়ায় জীব বিষয়া সক্ত হয়। এইরূপ বুদ্ধিতে কেবল ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। আর যখন ইন্দ্রিয় আত্মাভিমুখ হয়। তখন জীব অনাসক্ত হয় এবং এখন বুদ্ধিতে কেবল আত্ম ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। এইরূপে বুদ্ধিতে যখন আত্ম ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তখন সেই বুদ্ধিকে স্বয়ং প্রকাশ মানা আত্ম বুদ্ধি বলে। ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে অথবা মনঃশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে, আত্ম ধর্ম্ম বুদ্ধিতে স্বয়ং প্রকাশিত হয়। সেইজন্য তাহাকে স্বয়ং প্রকাশমানা আত্মবুদ্ধি বলে। বুদ্ধি, মন, চিত্ত প্রভৃতি করণ হেতু, উহাদিগকে ন্দ্র। লক্ষ্য হইতেঁ পারে।

নিয়মাদির অনুষ্ঠানে দৃঢ়ব্রত হও। আত্মতত্ত্ববিৎগণের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ও গুরু বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করিতে থাক। প্রত্যক্ষ ফলের জন্য সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিও না। চিত্ত চঞ্চল হইলে "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মাফলেষুকদা চন" এই ভগবদুক্তিস্মরণ করিও। অর্থ,—মনুষ্যের কর্ম্ম করিতেই অধিকার, কর্ম্মের ফল লাভের অধিকার নাই। কর্ম্মদ্বারা উপযুক্ত ব্যক্তি যথা সময়ে ভগবানের কৃপালাভ করে। অতএব কর্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধমাত্রও নাই। তুমি এইরূপ নিশ্চয় রাখিয়া কর্ম্ম কর। এইরূপ কর্ম্মে তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না, দুঃখও ঘটিবে না। বৎস! ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণ বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানে উর্দ্ধবাহু অধঃশিরা হইয়া, শীত ও উত্তাপ সমভাবে সহ্য করিয়া, সাম্রাজ্য ভোগ উপেক্ষা করতঃ বৃক্ষের গলিত পত্র বা বায়ু মাত্র আহার করিয়া, অরণ্যে গিরিগুহায় স্থিত হইয়া, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়াদিকে আত্মাভিমুখে প্রেরণা করতঃ স্বয়ং প্রকাশমানা আত্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহারা প্রকৃত বিজ্ঞানবিৎও হইয়াছিলেন, তুমি সাংসারিক সুখের বশবর্ত্তী থাকিয়া কিরূপে মন্ত্রশক্তির কার্য্য অনুসন্ধান করিতে সামর্থ্য লাভ করিবে। আর্য্যেরা যে প্রকৃত বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়নাদি শাস্ত্রগুলি এখনও তোমাদিগকে সপ্রমাণ করিয়া দিতে পারিতেছে। তোমরা ব্যাকরণ শাস্ত্রদ্বারা শব্দের প্রকৃতার্থ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা কর। কিন্তু, তত্ত্বশাস্ত্র এইরূপ আকর্ষণের বশবর্ত্তী হয় না। তত্ত্বশাস্ত্র ভাবুকের—বিশ্বাসির—ও প্রেমিক প্রভৃতির সমাগম হইলে আপন ইচ্ছায় তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তরে, প্রকৃতার্থ আঁকিয়া দেয়। যেমন, দর্পণের উপর তোমার মুখ অর্পিত না হইলে, দর্পণ তোমাকে মুখের প্রতিকৃতি দেখায় না, সেইপ্রকার ভাবুক না হইলে শব্দগুলি কাহাকেও স্বীয় প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে দেয় না। যে প্রকার স্বয়ং ভাল না হইলে,

কাহারও ভালবাসা লাভ করিতে পরে না, সরল না হইলে যেমন, সরলের সহিত প্রণয় হয় না, একের হাসিমুখ না হইলে যেমন, অন্যের হাসি বিকাশ পায় না, সেইপ্রকার ধর্ম্মভাবে গঠিত না হইলে, প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন হয় না। কাজেই বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত না করিলে, তত্ত্ব শাস্ত্রীয় শব্দগণ স্বীয় প্রকৃতার্থ কাহাকেও উপলব্ধি করিতে দেয় না। প্রকৃতপক্ষে বর্ণাচার, সংযমও নিত্য সন্ধ্যা বন্ধনাদি বৈধ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইহ জন্মে বা তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে, বুদ্ধি মার্জ্জিত না করিলে বা মার্জ্জিত না থাকিলে, তোমার স্বয়ং প্রকাশ মানা আত্মবুদ্ধির বিকাশ হইবে না। আত্মবুদ্ধির বিকাশ না হইলে, ঐশ্বরিক কার্য্যকারী শক্তির কার্য্য প্রণালী তোমার কদাপি অনুভব হইবে না। সুতরাং এই অবস্থায় শব্দবিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে তুমি সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়া নিজকে পরিজ্ঞাত হও। তবে, তোমাকে তাহার একটু দিগ্দর্শন করাইতে চেষ্টা করিতেছি। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, অকারাদি অক্ষর অথবা সেই অক্ষর সমাহার শব্দই ঈশ্বর। যাহার ক্ষয় নাই, যাহার বৃদ্ধি নাই, যিনি নিত্যই বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাকে হিন্দু শাস্ত্র অক্ষর বলে। অক্ষর পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত ; প্রলয়কালে ঐ পঞ্চাশৎ অক্ষর প্রণবাকারে পরিণত হইয়া ব্রহ্মেলীন ছিলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই প্রণব, ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হন *। অতএব অক্ষরকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা অসঙ্গত নহে। সুতরাং অক্ষরকে বা অক্ষর সমাহার শব্দকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। এইরূপে তত্ত্বশাস্ত্রে শব্দকে ব্রহ্ম বলে। এবং মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত মিমাংসা দর্শনে সংস্কৃত শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। তন্ত্রে ভূতনাথ পরাশক্তিকে এই বিষয়টী যেরূপে বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। সেই উক্তি এই প্রকার—

* ওঙ্কার শ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃপুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্জাত স্তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

"শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ মম বক্ত্রাৎ বিনির্গতং।
সন্দেহো নৈব কর্ত্তব্যো যদি মুক্তিং সমিচ্ছতি।
সন্দেহাৎ পরমং যাতি রৌরবং পিতৃভিঃ সহ॥"

এইস্থলে পূর্ব্ব কথিত "সংসিদ্ধেঃ কারণং দেবিবিশ্বাস সমুদাহৃতং।" এই উক্তিটী স্মরণ কর। ভূতনাথ ভবানিপতির এই উক্তির অর্থ,—হে দেবি! আমার মুখ নির্গত শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপ জানিবে। যদি কাহারও মুক্তির ইচ্ছা থাকে,তবে তাহারা শাস্ত্রীয়বাক্যে সন্দেহ করিবে না। আমার উক্তিতে সন্দেহ করিলে সে স্বীয় পিতৃগণের সহিত রৌরব নামক নরকে পতিত হয়। রৌরব অর্থে—রারাবন্ত (সর্ব্বদা উগ্রশব্দায়মান) নরক স্থানকে বুঝায়। অর্থাৎ যে স্থানে সতৎ ক্লেশপ্রদ শব্দ হইতে থাকে, সেই নরক স্থানে তাহার স্থিতি হয়। অতএব, হে বৎস! তোমার যেন ধর্ম্মগ্রন্থে কদাচ সন্দেহ বোধ না হয়। তুমি নিশ্চয় জানিও ধর্ম্মগ্রন্থের একটি কথাও অবৈজ্ঞানিক নহে। এবং ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতৃগণ বিষয়ি মানবের পরিত্রাণ কামনাতেই সেই ঐশ্বরিক বিজ্ঞানকে অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকটিত করতঃ তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। যে প্রকার অর্ণব পোতাদির বাষ্পীয় যন্ত্র (ইঞ্জিন) সাধারণ বুদ্ধির অতীত বিজ্ঞানে গঠিত হইলেও তাহার সূক্ষ্মকার্য্য নিতান্ত স্থূলতম জ্ঞানদ্বারা মনুষ্যগণ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। সেই প্রকার তত্ত্বদর্শি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মন্ত্রশক্তিদ্বারা স্থূলবুদ্ধিগণও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সম্মত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। অর্থাৎ মন্ত্রপ্রদ দ্রব্যাদি দেবত্ব ও পিতৃত্ব গত জীবে উপস্থিত হইতে পারে। কাজেই সেই দ্রব্যাদিদ্বারা পিত্রাদি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। এইরূপ মন্ত্র শক্তিদ্বারা তোমরা অতত্ত্বদর্শীকে শ্রাদ্ধাদি প্রদানে "তিল মধ্যে যথা তৈলং" ইত্যাদি স্থূল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রকটিত মন্ত্রশক্তি দ্বারা পূর্ব্বে যুদ্ধ প্রভৃতি সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারিত। উপদেশের অভাবে সকল স্থলে তাহা না ফলিলেও ভূতগ্রস্থগণে ও সর্পাঘাত

প্রাপ্তগণে এবং বসন্ত গ্রস্ত জনসমূহে মন্ত্র শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের প্রকটিত মন্ত্রশক্তিযে অর্ণব পোতাদির বাষ্পীয় যন্ত্রের ন্যায় স্থূলতম জ্ঞানদ্বারাও প্রয়োগ হইতে পারে, তৎবিষয়ে তোমার কোন আপত্তির কারণ নাই। তথাপি তোমাকে তাহা অতি সরলভাবে প্রবোধ করিয়াদিতেছি, শ্রবণ কর,—তোমরা বিদ্যালয়ের পুস্তকে জ্ঞাত আছ, অকারাদি পঞ্চাশৎবর্ণ কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, নাসিকা এবং দন্ত প্রভৃতি স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। এবং স্থানভেদে বর্ণের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূতও হয়। বস্তুতঃ উচ্চারণের প্রভেদেই বর্ণের ভিন্নত্ব নিশ্চিত হইয়াছে। কথিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উচ্চারণ দ্বারাই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তিও প্রকাশিত হয়। এবং সেই উৎপন্ন শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাব এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও উৎপন্ন করে। দেখ, "ভীম" এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেই তোমার মনে একপ্রকার ভয়ানক ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে তোমার হৃদয়ও কিঞ্চিৎবিচলিত হইতে থাকে। আর "শান্তি" এই শব্দটীর উচ্চারণ শুনিলে তোমার মনে একপ্রকার নিরুদ্বেগ ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় এবং হৃদয়ওকিঞ্চিৎ স্থিরভাব অবলম্বন করে। ভীম প্রভৃতি ভয়ানক বা উদ্বেগজনক ও শান্তিপ্রদ শব্দপ্রয়োগের সহিত শরীরে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তি ও প্রকাশ পায়। অতএব, কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, নাসিকা ও দন্ত প্রভৃতি স্থান হইতে উচ্চারিত বর্ণ দ্বারা বা শব্দদ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি যে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইযা তাহারা যে তোমার শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য উৎপাদন করে, তাহা তোমার স্বতঃই বোধগম্য হইতে পারিতেছে। এই প্রকার বোধ যে শব্দ শক্তিদ্বারাই উৎপন্ন হইল, তাহাতে তোমার কিছুই সন্দেহ নাই। অতএব, এইরূপে শব্দশক্তিদ্বারা (মন্ত্রদ্বারা) শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও সম্পাদন হওয়া তোমার স্বীকার্য্য হইতে পারিল। এই প্রকার শব্দ শক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ কার্য্যকারী

শক্তিকে তোমার মন্ত্রশক্তিরূপে স্বীকার্য্য না হওয়ার কোন কারণ নাই। অতএব বাষ্পীয় যন্ত্র (ইঞ্জিন) যোগে শকটাদি চালনের ন্যায় মন্ত্র শক্তি দ্বারা শ্রাদ্ধাদির পরমাণু যে, অতিদ্রুত বেগে মৃতকের আহার্য্য বস্তুতে উপস্থিত হয়, তাহা তুমি কিজন্য স্বীকার করিবেনা? যদিও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া স্থল বিশেষে এক বিধিরই অন্তর্গত হইয়াছে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন রূপ মন্ত্রোচ্চারণের প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শক্তি উৎপন্ন হইয়া শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন স্থান গত মৃতকের ভিন্ন ভিন্ন ভক্ষ্যদ্রব্যে প্রবেশ করে। যে প্রকার তোমরা ভিন্ন ভিন্ন রোগের ঔষধ, এক মুখে পান করিলেও ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারী শক্তিতে কোনটীর মস্তিষ্কে, কোনটীর ফুস্‌ফুসে, কোনটীর আমাশয়ে, কোনটীর পাকাশয়ে, এবং কোন কোনটীর কর্ণ, চর্ম্ম, চক্ষুঃ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াবিকাশ পায়, সেইপ্রকার অধিকারীর একমুখ নিঃসৃত ও এক বিধির অন্তর্গত ক্রিয়া হইলেও মৃতকের ভিন্ন ভিন্ন নাম, গোত্র ও সম্বন্ধ সংযোগরূপ সমষ্টী মন্ত্রবর্ণ কণ্ঠাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থান সজ্ঘর্ষণে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে মন্ত্রশক্তি নামে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগামিনী এমন একটী মহতী শক্তি উৎপন্ন হয় যে, তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু চালিত হইয়া, মৃতকাদির প্রাপ্ত দেহগত ভক্ষ্যদ্রব্যের অন্তর্গত হইতে পারে। এইরূপে বর্ণশক্তি বা শব্দশক্তি উৎপন্ন হইয়া আব্রহ্ম ভুবন যে ব্যপ্ত হয়, তাহা বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত সংবাদ যন্ত্রদ্বারা প্রমাণিকৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। কণ্ঠতালু প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে প্রাচীন পূজ্যপাদ তত্ত্বদর্শিগণ মন্ত্রশক্তি নামে স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনিকৃত মীমাংসদর্শনের শ্রুতিদ্বারা ও তন্ত্রদ্বারা মন্ত্র আর দেবতা যে একই বস্তু তাহা এই গ্রন্থের ৮২ নম্বরের টিপ্পনীতে বিস্তৃত বর্ণনা হওয়ায় এইস্থলে পুনরুক্তি হইল না। এইস্থলে মন্ত্রভেদে মন্ত্রের যে যে অংশে দেবশরীরের যে যে

অবয়ব উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জৈমিনিকৃত দর্শনে সংস্কৃত শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। অতএব কণ্ঠ প্রভৃতি স্থান হইতে উচ্চারিত মন্ত্রবর্ণ বা সমষ্টি শব্দবর্ণ আর ঐ শব্দের অর্থ স্বরূপ দেবতা, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিয়মান হইলেও শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ থাকায়, দেবতা আর মন্ত্র এই উভয়ে বাচ্য বাচকভাবে একই বস্তু নির্ণীত হইতে পারে। তাহার পর পূজ্যপাদ যথার্থ নামা ব্রহ্মানন্দ লিখিয়া আছেন।

দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎ পদ্যতে ধ্রুবং।
তত্তদ্বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্তা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
(শাক্তানন্দ তরঙ্গিণ্যাং তৃতীয়োল্লাসঃ)

অর্থ,—দেবতার শরীর বীজমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব, সেই বীজাত্মক মন্ত্র জপকরিলে সাধক ব্রহ্মময় হয়। এইস্থলে দেবতার মন্ত্রময় দেহের বর্ণনা শ্রবণ কর। অর্থাৎ মন্ত্রভেদে মন্ত্রের যে যে অংশে দেব শরীরের যে যে অঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা শাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন। এইস্থলে একাক্ষরী কালীমন্ত্রের কালীপ্রতিমা নিরূপণ হইতেছে।

বীজন্তু কালীকারূপং প্রকারং শৃণুপার্ব্বতি।
কালাভাগে জটাজুটং কেশঞ্চ পরমেশ্বরি॥
বিন্দুঃ মস্তকং ভালন্তু নাসা নেত্রঞ্চ পার্ব্বতি।
শ্রোত্রযুগ্ম তথাবক্ত্রং স্কন্ধনাদ ব্যব স্থিতং॥
চতুর্ব্বাহুং তথা দেহং স্তন দ্বন্দ্বংকটি দ্বয়ং
হৃদযং জঠরং পাদং তথা সর্ব্বাঙ্গুলিঃ শিবে।
ব্রহ্মরূপং ককারঞ্চ সর্ব্বঙ্গংতু নসংশয়ঃ॥
ঈকারং কামরূপঞ্চ যোনিরূপং নচান্যথা।
চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপঞ্চ রেফং পরম দুর্ল্লভং॥
সর্ব্বাঙ্গ দ্যোতনংতেজো জগদানন্দ রূপকং।
(তোড়ল তন্ত্রে)

এখন কালীদেবীর দ্বাবিংশ অক্ষরে উৎপন্ন শরীর কথিত হইতেছে তাহা এইপ্রকার,—

ক্রীঙ্কারো মস্তকংদেবি	ক্রীঙ্কারঞ্চ ললাটকং।
নেত্র দ্বয়ং ক্রীঙ্কারেণ	হূঙ্কারেণচ নাসিকা॥
হূঙ্কারো মুখ পদ্মং স্যাৎ	হূঙ্কারঃ কর্ণযুগ্মকং।
হ্রীঙ্কারেণ ভবেৎ গ্রীবা	দকারশ্চিবুকং ভবেৎ॥
ক্ষিকারেণ ভবেদ্দন্তো	ণেকারে নোষ্ঠযুগ্মকং।
কাকারেণ স্তনদ্বন্দং	লিকারঃ পৃষ্ঠ দেশকঃ
কেকারেণ ভবেদ্বাহুঃ	ক্রীঙ্কারে নোদ রোভবেৎ
ক্রীঙ্কারো নাভি দেশস্যাৎ	ক্রীঙ্কারশ্চ নিতম্বকঃ
হূঙ্কারো জানুযুগস্যাৎ	হ্রীদ্বয়ং গুল্ফ যুগ্মকং
স্বাশব্দেন পদ দ্বন্দং	হাকারেণ নখং তথা॥

(শক্তানন্দ তরঙ্গিণ্যাং নবমোল্লাসঃ)

তৎপর তারাদেবীর কথা শ্রবণ কর। তারাদেবীর একাক্ষরী মন্ত্রোৎপন্ন শরীরের কথা এই প্রকার কথিত হইয়াছে—

কলাকেশং মহেশানি	বিন্দু মস্তক মীরিতং।
নাদঞ্চ বক্তৃ ভালঞ্চ	নাসা নেত্রঞ্চ পার্ব্বতি।
ভুজচতুষ্টয়ং দেহং	স্তন দ্বন্দঞ্চ ভক্ষসং।
সকারেণতু দেবেশি	পৃষ্ঠঞ্চৈব কটিদ্বয়ং।
তকারেণ যোনিদেশং	গুদংপাদ দ্বয়ন্তথা।
সর্ব্বাঙ্গলী নখঞ্চৈব	ভাবয়েৎসাধ কোত্তমঃ।
চন্দ্র সূর্য্যাত্মকং রেফং	বহ্নি বীজং নচান্যথা।
সর্ব্বনাড্যা স্তথা জ্যোতিঃ	রোমঞ্চ ভূষণাদিকং।
ঈকারঞ্চ মহামায়ে	শক্তি বীজং সুদুর্ল্লভং॥

এইরূপে মন্ত্র হইতে দেবমূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী বলিয়াছেন, "দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজা দুৎপদ্যতে ধ্রুবং।" এইস্থলে সাধুগণবলেন,—

বৃহৎ বট বৃক্ষ যথা সূক্ষ্মবীজে আঁকা।
মন্ত্রবীজে তেম্‌নিহরি আঁকা ভঙ্গি বাঁকা॥

যে প্রকার বৃহৎ বট বৃক্ষও সূক্ষ্মবীজের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে, সেই প্রকার মন্ত্রবীজে দেবতা নিয়তই আছেন। তোমার অবৈধ কার্য্যে বুদ্ধি ও দৃষ্টি স্থূল হওয়ায় তুমি মন্ত্র বীজের মধ্যে দেবমূর্ত্তিটি দর্শন করিতে পার না। যখন বৈধ কর্ম্মদ্বারা তোমার বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হইবে, তখন আত্মবুদ্ধি প্রকাশমানা হইবে, এবং তখন স্পষ্টতঃই মন্ত্রবীজে দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিবে। ধ্যানকল্পগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—

"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন ভেত্তব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"
(ধ্যানকল্পগ্রন্থে)

অর্থ,—প্রণব ধনুর ন্যায়, সাধকের আত্মা শরের ন্যায়, ব্রহ্মই শরের লক্ষ্যস্থান, অপ্রমত্ত দ্বারা (অচাঞ্চল্যদ্বারা) সাধক সেই লক্ষ্যভেদ করিতে সামর্থ্য লাভ করে। প্রণব অর্থে, 'ওঁ' ইত্যাকার মন্ত্র। এই শ্লোকে প্রণব মন্ত্রকে ধনুঃ স্থানে ও সাধকের আত্মাকে শরস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া, ধনুর শরক্ষেপণী শক্তির ন্যায়, মন্ত্রের যে উৎক্ষেপণী শক্তি আছে (মন্ত্রদ্বারা যে উপাস্যে কিছু প্রয়োগ করা যায়) তাহাই দেখাইয়াছেন। উপাস্যে কিছু স্থাপন করার নাম যদি উপাসনা হয়, তবে শ্রাদ্ধ প্রদান ক্রিয়াও একটী উপাসনা বিশেষ। উহার উপাস্য মৃতক, এবং শ্রাদ্ধাকারী উপাসক। উপাস্য মৃতকে যে মন্ত্রদ্বারা জলপিণ্ডাদি প্রয়োগ করা যায়, সেই মন্ত্রের

ঐশ্বরিক শক্তি, 'বা' উৎক্ষেপণী শক্তি বলে শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু গুলি মৃতকের আহার্য্য বস্তুতে গিয়া তাহার ভোজ্যদ্রব্যরূপে উপস্থিত হয়। তুমি শব্দ শক্তি স্বীকার না করিয়া পারনা। যেহেতু সর্ব্বাই তুমি শব্দ দ্বারা চালিত হইতেছে। সুতরাং মন্ত্রশক্তিদ্বারা, শ্রাদ্ধান্ন পরমাণুযে তৃপ্তিসাধক রূপে মৃতকের আহার্য্য দ্রব্যে প্রবেশ করে, তাহা তোমার স্বীকার করিতে হইল। এইরূপে শ্রাদ্ধীয়পরণু কাহারও অন্নে, কাহারও তৃণে, কাহারও ফলে, কাহারও মূলে, কাহারও ফুলে, কাহারও জলে, অবস্থিত হয়। এবং কাহারও ঘরে, কাহারও বাহিরে, কাহারও নগরে, কাহারও পাহাড়ে, কাহারও ভারতে, কাহারও অন্যত্রে লাভ হয়। যখন তোমাদিগের বিষয়কে বিষবোধ হইয়া বিশেষজ্ঞান দ্বারা বিশেষ শক্তি সঞ্চয় হইবে, তখন অতি সহজেই এই অলৌকিক শক্তির অনুসন্ধান হইবে এবং প্রত্যক্ষেই তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিবে। (তোমার মনে রাখিতে হইবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ষড়বিধ) যখন প্রত্যক্ষে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যকলাপ এক মূলাশক্তি বা আদ্যাশক্তি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে, প্রতীয়মান হইবে। তখন শাস্ত্রীয় পরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত প্রত্যক্ষেই মন্ত্রশক্তির লোকাতীত কার্য্য অনুভব করিতে পারিবে।

শক্তি তত্ত্ব।

(১০৩)

বৎস! শাস্ত্র যাঁহাকে মায়া বা অবিদ্যাবলেন তাঁহার নামই ভ্রম। ভ্রমের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রখর। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল ব্যাপিয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উপর এই ভ্রম আধিপত্য করিতে পারিতেছে। এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া দৃশ্যমান জগৎ উন্মাদবৎ নৃত্য করিতেছে। এবং এই ভ্রমেরই প্রভাবে সত্যের অনুসন্ধান হইতেছে না। এই ভ্রম

যাহার যত কম তাহার তত সত্য অনুভব হয়। একদা উহার আকর্ষণে পতিত হইয়া শঙ্করাচার্য্য কাশীধামে মণিকর্ণিকা তটে সন্ন্যাসীসভায় শক্তির হেয়ত্ব ও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে করিতে হটাৎ অবসন্ন হইয়া পতিত হন ও মূর্চ্ছিত হন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হওয়ায় মণিকর্ণিকা একেবারে নির্জ্জন হইয়া যায়। তখন শঙ্করের কেবল আভ্যন্তরিক সামান্য চৈতন্য সঞ্চার মাত্র হইয়াছে। এইসময় এক বালিকা শঙ্করের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অতি কর্কশ ভাষায় কহিল, পথ ছাড়িয়া দেও ; শঙ্করের তখনও বাক্শক্তি হয় নাই। এবং চক্ষুরুন্মীলন করিতে অশক্ত ; কিন্তু 'পথ ছাড়িয়া দেও গঙ্গা আনয়ন করিব' বালিকার এইরূপ বার বার কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিতে লাগিল। এই ঘোরতর নিনাদে অস্থির হইয়া মনে মনে শক্তিমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শক্তিমন্ত্র জপে একটু সামর্থ্য লাভ করিয়া অতি কষ্টে কহিলেন "শক্তি নাই মা!" তখন বালিকা ঘোর জলদ নিনাদে উত্তর করিল,—তুমি কি শক্তি মান? শঙ্কর ভয়ে চমকিয়া উঠিলেন এবং অতি কষ্টে চক্ষু ঈষৎ উন্মীলন করতঃ দেখিলেন মহা তেজোময়ী এক বালিকা দণ্ডায়মানা ; তাহার কক্ষদেশে একটী মৃণ্ময়ঘট। সেই বালিকার আরক্ত নয়ন যুগল হইতে যেন শত শত চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি তরঙ্গ, দিগ্‌দিগন্তর পরিব্যাপ্ত হওয়ার পর উদ্বেলিত হইয়া পতিত হইতেছে। তখন শঙ্কর ভয়ে বিক্ষিপ্তবৎ বালিকার চরণে পতিত হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলেন কিন্তু আর দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর সেই ত্রিলোক মোহিনীকে তাঁহার কৃত অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে আবার ভূমিতে পতিত হইলেন। অনন্তর প্রকৃতির চৈতন্যত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া প্রকৃতি পুরুষের একত্ব বিষয়ক ভগবদুক্তি স্মরণ করিলেন। তাহা এইপ্রকার,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদীউভাবপি"

(গীতা, ১৩ অঃ, ১৯ শ্লোকঃ)

অর্থ—প্রকৃতি আর পুরুষ ইহারা উভয়েই অনাদি। শঙ্কর এইপ্রকার চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ শক্তি লাভ করতঃ ধীরে ধীরে অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া মস্তক অবনত করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

শিবঃশক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
নচে দেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতু মপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহর বিরিঞ্চ্যাদিভি রপি,
প্রণন্তুং স্তোতুংবা কথমকৃত পুণ্যঃ প্রভবতি॥

(আনন্দ লহরী স্তোত্র ১ম শ্লোক)

অর্থ—শঙ্কর কহিলেন—হে মাতঃ! দেব দেব মহাদেব যখন শক্তিযুক্ত থাকেন তখন তিনি স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। আর যখন তিনি শক্তি হইতে পৃথক হইয়া পড়েন তখন স্বীয় চক্ষুটীও স্পন্দন করিতে সক্ষম থাকেন না। অতএব মা! তুমি হরি, হর ও ব্রহ্মা প্রভৃতির আরাধ্যা (তাঁহারা তোমার অতুল ক্রিয়া শক্তি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া তোমারই নিয়মিত কার্য্য করিতেছেন।) তাঁহাদিগের মধ্যে তুমি ক্রিয়া না করিলে তাহারা প্রেত। (অকর্ম্মণ্য)। ষোড়শির পর্য্যঙ্ক বাহক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র ও মহাদেবকে শাস্ত্র প্রেত নামে বর্ণনা করিয়াছেন। মা! তোমার যে চরণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব প্রভৃতি শরণাপন্ন, সেই অতুল চরণে আমি অকৃত পুণ্য কিরূপে মস্তক অবনত করিব মা! এইস্থলে ভগবদ্গীতা বলেন,—

সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তিযা।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

অর্থ—হে অর্জ্জুন! দেব, মনুষ্য ও মৃৎপ্রস্তরাদি যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি (আকার) সম্ভূত হয়, তাহাদিগের মহৎ ব্রহ্মই (মূলা প্রকৃতিই) যোনি; (উৎপত্তি স্থান) আমি (কূটস্থ চৈতন্য) সেই উৎপত্তি

স্থানে বীজপ্রদ (চিদাভাসপ্রদ) সুতরাং যাহার উৎপত্তি প্রাগ্‌ভাব আছে, তাহারই যোনি স্থানীয়া মহৎ ব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতি। কাজেই মূলাপ্রকৃতি জগতের মাতৃস্থানীয়া। যেমন সন্তানের মাতা পিতা তুল্য সেইপ্রকার সাধকের প্রকৃতি পুরুষ তুল্য ; ব্রহ্ম শব্দে এই প্রকৃতি পুরুষকে এককালে উপস্থিত করে। এইরূপে প্রকৃতি ও পুরুষ এক নির্গুণ † ব্রহ্ম শব্দেরই প্রতিপাদ্য বস্তু। এই ভাবটী ভগবতী গীতা সুস্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইপ্রকার,—

স্থষ্ট্যর্থ মাত্মনোরূপঃ মযৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
ভূতং দ্বিধা নগ শ্রেষ্ঠ পুং স্ত্রীতিচ প্রভেদতঃ॥

মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র বলেন,—

পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্ত বামঃ শক্তি নিগদ্যতে।
বামস্তু দক্ষিণং জিত্বা মহা মোক্ষ প্রদায়িনী॥
অতঃসা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে॥

অর্থ—ভগবতী হিমালয়কে কহিলেন,—হে নগশ্রেষ্ঠ পিতঃ! তুমি যাহাকে চিন্তা করিতেছ আমি সেই পরংব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির জন্য স্বেচ্ছাতঃ আমাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার এক ভাগে আমিই স্ত্রী ও অপর ভাগে আমিই পুরুষ নামে নিরূপিত হইয়াছি। আমি নির্গুণ অবস্থায় নিরংশ হইলেও সাকার অবস্থায় কোন মূর্ত্তি রূপে পরিণত হইতে পারি। মহা নির্ব্বাণ বলেন ;—নির্গুণ ব্রহ্ম যখন পুরুষ প্রকৃতি প্রভেদে প্রকাশিত হন; তখন পুরুষ দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রকাশ পান। আর শক্তি বাম দিক্ হইতে প্রকাশিতা হন। বামভাগ হইতে প্রকাশিতা মূলা প্রকৃতি দক্ষিণ ভাগ পুরুষকে জয় করতঃ মহামোক্ষ প্রদায়িনী হইয়া

† সত্যং হি নির্গুণা দেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥

অবস্থিতা আছেন। এইজন্য ত্রিলোকবাসীগণ বামভাগ মূলা প্রকৃতিকে দক্ষিণা কালী নামে বর্ণনা করেন। বেদান্তবলেন

প্রকৃতি কৃতি মত্বাচ জ্ঞানমত্বা তথাত্মনঃ।
অন্ধ পঙ্গু বদন্যোন্যং সম্বন্ধোপি প্রকৃর্ত্তিতঃ॥

(মুণ্ডমালা তন্ত্রে)

অর্থ,—পরমাত্মা পরব্রহ্ম (প্রকৃতি পুরুষ) সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুতে অন্ধ পঙ্গুবৎ সম্বন্ধ থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। সৃষ্ট বস্তুতে প্রকৃতিই কৃতি মত্বা, কর্ম্মকরণ স্বভাবে প্রকাশিতা। এবং পুরুষ জ্ঞান মত্বা, বোধ করণ স্বভাবে প্রকাশিত। এই সূক্ষ্ম ভাবটী সংযতাত্মগণ (যমনিয়মিগণ) শুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত হেতু অনুভব করিতে সমর্থ হন। যম নিয়ম বিবর্জ্জিত নির্ব্বোধ মানব এই সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণ করিতে পারেন না। পরন্তু তামসী বুদ্ধির স্বভাবে বিপরীত বর্ণনা করিয়া নিরয়ের পথে ধাবিত হইতেছেন। অসংযতাত্মগণ যে নির্ব্বোধ তাহা ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এইপ্রকার,—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচা যুক্তস্য ভাবনা।
নচা ভাবয়তঃ শান্তি রশান্তস্য কুতঃ সুখং॥"

(গীতা, ২য় অঃ ৬৬ শ্লোক)

অর্থ,—যম নিয়মে যিনি জিতেন্দ্রিয় হন নাই তাঁহার বুদ্ধিও নাই। সুতরাং তিনি সূক্ষ্ম ভাবনায় অশক্ত। এইজন্য বৈষয়িক স্থূল চিন্তাশক্ত ব্যক্তির শান্তি হয় না। যাঁহার শান্তি নাই—তাঁহার সুখের সম্ভাবনা কি প্রকারে হইবে। এইপ্রকার অশান্তগণ বেদ সম্মতা প্রকৃতিকে জ্ঞাত হইতে না পারিয়া প্রকৃতিকে "জড়া" নামে নির্দ্দেশ করেন। এবং কেহ তাঁহাকে কেবল "অঘট ঘটপটীয়সী" মায়ারূপেও সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত শীলগণ অবিরত নিরয়ের পথে ধাবিত হইতেছেন! শঙ্করাচার্য্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতি যে কেবল মায়া নহেন, তিনি

যে মায়া, বিদ্যা ও পরমা নামে স্বেচ্ছাতঃ ত্রিভাগে প্রকাশিতা হইয়াছেন, তাহা দুরাত্মাগণ অবগত নহেন। দেবী ভাগবত তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। সেইবর্ণনা এইপ্রকার,—

"ত্রিধা চকার চাত্মানং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
মায়া বিদ্যাচ পরমা ত্যেবং সা ত্রিবিধাভবেৎ॥
মায়া বিমোহিনী পুংসা যা সংসার প্রবর্ত্তিকা।
পরি স্পন্দনাদি শক্তির্যা পুংসা সা পরমামতা।
তত্ত্ব জ্ঞানাত্মিকা বিদ্যা সা সংসার নিবর্ত্তিকা।
(দেবী ভাগবত)

অর্থ—যখন জগৎ ছিলনা—সত্ব, রজঃ ও তমো গুণের বিকাশ ছিলনা—ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতের বিকাশ ছিলনা—চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি উৎপন্ন হয় নাই, তখন ও তৎপূর্ব্বে শ্রুতি প্রতিপাদ্যা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহা প্রকৃতি বর্ত্তমানা ছিলেন। অতএব তিনি নিত্যা * ও অনাদি বটেন। এই নিত্যা মূলা প্রকৃতি প্রথমে মহাকালকে (ঈশ্বরকে) প্রাদুর্ভূত করিলেন। এবং স্বয়ং সেই মহাকালের শক্তিরূপা হইয়া সত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত বিষ্ণু-ব্রহ্মা ও রুদ্রকে উৎপন্ন করেন। তখন হইতে প্রকৃতি স্বেচ্ছাতঃ মায়া, বিদ্যা ও পরমা নামে তিন ভাগে প্রকাশিতা হইয়া সৃষ্টবস্তুতে ক্রিয়া করিতেছেন। যিনি জীবের মোহকারিণী বা সংসার প্রবর্ত্তিকা তাঁহার নাম মায়া বা অবিদ্যা। যিনি দেহাদিতে পরিস্পন্দনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তাঁহার নাম পরমা। আর যিনি তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপিণী বা সংসার গতি নিবর্ত্তিকা তাঁহার নাম বিদ্যা। যিনি বিদ্যা তিনি দুরাত্মগণের দুজ্ঞেয়া, এবং সাধুগণের

* ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদিনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা॥ (শক্তি যামলে)

ধ্যানগম্যা বটেন। অতএব বিদ্যাই সেবয়িতব্যা ; কদাপি অবিদ্যা সেবয়িতব্যা নহে। সপ্তশতী (চণ্ডী) এই বিষয় এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন,

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তে হেঁতু ভূতা সনাতনী"। (চণ্ডী)

রুদ্র যামল তন্ত্র বলেন,—

"বিদ্যাহি সর্ব্বদা সেব্যা নাঽবিদ্যাহি কদাচন।
অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধস্যাৎ বদ্ধা জ্ঞানং প্রণশ্যতি ॥"

(রুদ্র যামল তন্ত্রে)

চণ্ডীর অর্থ,—সেই সনাতনী বিদ্যানাম্নী প্রকৃতিশক্তি মুক্তির (কর্ম্ম বন্ধ বিমোচনের) হেতুভূতা। রুদ্র যামল বলেন,—সর্ব্বদা বিদ্যারই সেবা করিবে। কদাচ অবিদ্যার সেবা করিবেনা। যেহেতু অবিদ্যার কর্ম্ম জীবকে বন্ধন করা, আর বিদ্যার কর্ম্ম জ্ঞান উৎপন্ন করা। যিনি বলবান ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে সমর্থ তিনি বিদ্যার আশ্রিত হইতে পারেন। বিদ্যার আশ্রিত ব্যক্তির সমীপে অবিদ্যা পরাজয় স্বীকার করিয়া চলিয়া যান। অবিদ্যাকে জয় করিলে নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। সুতরাং প্রকৃতি মায়া, বিদ্যাও পরমার সমষ্টি। তিনি ক্রমে বহুরুপিণী হইয়া সৃষ্টির সৃজন পালন ও মারণ কার্য্যে নিযুক্তা রহিয়াছেন। পূর্ব্বে মহানির্ব্বাণ বলিয়াছেন—

" বামস্ত দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষ প্রদায়িণী "

সেই প্রকৃতি পুরুষকে আচ্ছাদন করিয়া নিজে বহুরূপে সাজিয়াছেন এবং সৃজন পালন ও মারণাদি কার্য্যে নিজেই নিজকে হাসাইয়া এবং নিজেই নিজকে কাঁদাইয়া এক অনির্ব্বচনীয় অবাঙ্মনসো গোচর খেলা খেলিতেছেন। নির্গুণা গুণ সমন্বিতা হইলে অশেষবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকেন এইজন্য বেদান্ত বলিয়াছেন প্রকৃতি কৃতি মত্বা। এই কৃতি মত্বা প্রকৃতির কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে পুরুষই দর্শন করেন ; সেই জন্য পুরুষকে দ্রষ্টা বলে। এই

দ্রষ্টা নির্গুণ পুরুষ মহান্ধকার স্বরূপ ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতি এমন এক প্রকারে পুরুষকে আচ্ছাদন করিয়াছেনযে কেহ প্রকৃতিকে বশীভূতা না করিয়া পুরুষের দর্শন লাভ করিতে পারেননা এবং কেহ তাঁহাকে দর্শন করাইতেও শক্ত হননা। এই জন্য ভগবান বলিয়াছেন,—

"নতৎ ভাসয়তে সূর্য্যঃ ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ"

পুরুষ এমন এক অনির্ব্বচনীয় অন্ধকারযে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না। এই ভাবটী মহানিরুত্তর তন্ত্র নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

"মহান্ধকারঃ পুরুষঃ নির্গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রকৃতি গুণবতি স্যা তস্যা জাত মিদং জগৎ॥"

(মহা নিরুত্তর তন্ত্রে)

অর্থ,—এক সদ্বস্তু, পুরুষ ও প্রকৃতি নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াও পুরুষ নির্গুণই রহিয়াছেন, কেবল প্রকৃতি সত্ব, রজঃ তমোগুণ যুক্তা হইয়া সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। এই তাৎপর্য্যে বলা হইয়াছে পুরুষ মহান্ধকারের ন্যায় নির্গুণ। সুতরাং নিষ্ক্রিয়ও বটেন। 'তস্যা জাত মিদং জগৎ' অর্থে—জগৎ প্রকৃতি হইতে জাত, জগৎ অর্থে—উৎপত্তি বিনাশশীল বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি প্রকৃতির বিভূতি বা রূপান্তর। প্রাকৃতিক প্রলয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি কেহ বর্ত্তমান থাকেনা। তাঁহারা সমস্তই প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হন। (৪৫ নম্বরের টিপ্পনী দেখ) সুতরাং উহারা জগতের অন্তর্গত ও প্রকৃতির বিভূতি বটেন এই বিষয় ব্রহ্মবাদ তন্ত্রও বলিতেছেন—

"প্রকৃতি র্বিষ্ণু মূর্ত্তিস্যাৎ পুং মূর্ত্তিশ্চ মহেশ্বরঃ।"

(ব্রহ্মবাদ তন্ত্রে)

কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, শ্যাম প্রভৃতি যাঁহারা কৃতি প্রকাশ করিয়া দুষ্টগণের

দমন ও শিষ্ট গণের শান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সমস্তই প্রকৃতির বিভূতি বা রূপান্তর। যেহেতু প্রকৃতি ভিন্ন পুরুষের কৃতি থাকা অসম্ভব। পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইলে মহেশ্বরই পুরুষ শব্দের পূর্ণ লক্ষ্য স্থল।

এই শ্লোকের মহেশ্বর শব্দে সংহারকারী রুদ্র নহেন, মহেশ্বর শব্দে কূটস্থ চৈতন্য যিনি প্রকৃতি সমীপে শবাকারে কল্পিত হইয়াছেন। সাধকের হিত জন্য প্রকৃতি কর্তৃক মহেশ্বর এইরূপে কল্পিত বটেন। এই শ্লোকে মহান্ধকার বর্ণনার তাৎপর্য্য এইযে অন্ধকার স্থলের তত্ত্ব যেমন কেহ জানিতে পারেনা তেমনি পুরুষের তত্ত্ব কেহ জানিতে পারেনা। অর্থাৎ প্রকৃতিকে বশিভূতা (সন্তুষ্টা) না করিয়া পুরুষের তত্ত্ব কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা। এই নির্গুণা প্রকৃতিকে সম্যকরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজে নির্গুণ না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষের দর্শন লাভ হয় না। কাজেই নির্গুণের বর্ণনা কেহ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরম হংস রামকৃষ্ণ দেব এই ভাবটী লইয়া এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন যে "নির্গুণের সাধক নুনের পুতুল" নুনের পুতুল যেমন সমুদ্র জলের পরিমাণ করিতে গিয়া নিজেও জল হইয়া যায়—সে কত জলে গিয়াছিল তাহা বলিয়া যাইতে পারেনা—তেমনি নির্গুণের সাধক নির্গুণের বর্ণনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। যত কিছু উপাসনা অর্থাৎ সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতির যে উপাসনা তাহার লক্ষ্য স্থল মূলা প্রকৃতি। প্রকৃতি রূপ দ্বারবান তুষ্টি লাভ করিয়া পুরুষ মন্দিরের দ্বার ছাড়িয়া দিলেই পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হয়। অতএব অন্ধকারময় পুরুষকে জ্ঞাত হইতে প্রকৃতিরূপ আলোর প্রয়োজন। এবং প্রকৃতিরূপ দ্বারবানের তুষ্টি সাধনা আবশ্যক। এই ভাবটীর শাস্ত্রীয় উদাহরণ এই প্রকার,—

"তমঃ পরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে"

অর্থ,—যেমন দীপ দ্রষ্টার অনুকুল হইলেই ঘট দর্শন ঘটে, ঘটের পৃথক উপাসনা আবশ্যক হয়না তেমনি প্রকৃতি সন্তুষ্টা হইলেই পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হয়। এই প্রকৃতিযে পরব্রহ্ম তদ্বিষয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রহ্মলোকে মুর্ত্তিমান বেদগণকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে ঋকবেদ এই প্রকার উত্তর করিলেন,—

"যদন্তঃ স্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহু স্তৎ পরং তত্ত্বং সাক্ষাৎ ভগবতী হি সা॥"

তৎপর যজুর্ব্বেদ কহিলেন,—

"যা যজ্ঞৈরখিলৈঃ সর্ব্বৈ রীশ্বরেণ সমিজ্যতে।
যতঃ প্রবর্ত্তিতং বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥"

তৎপর সাম বেদ কহিলেন,—

"যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগীভির্ষা বি চিন্ত্যতে।
যয়েদং ভাসতে বিশ্বং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥"

তৎপর অথর্ব্ব বেদ কহিলেন,—

"যাং প্রপশ্যন্তি দেবশীং ভক্ত্যাণ্ প্রাহি নো জনা।
তামাহু পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতী মুমাম্॥"
(মহাভাগবতে)

তৎপর নারদ একদা মহাদেবকে ধ্যানস্থ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু! আপনার ধ্যেয় কে? তদুত্তরে মহাদেব কহিলেন,—

"যা মূলা প্রকৃতিঃ শুদ্ধা জগদম্বা সনাতনী।
সৈব সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম সাস্মাকং দেবতা পিচ॥
অয় মেকো যথা ব্রহ্মা তথা চায়ং জনার্দ্দনঃ।
তথা মহেশ্বর শ্চাহং সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারিণঃ॥
এবং হি কোটি কোটীনাং নানা ব্রহ্মাণ্ড বাসিনাং।

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রী সা মহেশ্বরী ॥
অংশেন বিষ্ণু বণিতা সাবিত্রী ব্রহ্মণ স্তথা।"

(মহাভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩০।৩১।৩২ শ্লোক)

তৎপর যখন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যোগ নিদ্রাগত বিষ্ণু স্তুত হইয়াও চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন না, তখন ব্রহ্মা ধ্যানযোগে কারণ নিশ্চয় করতঃ নিম্নলিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন,—

"ব্যসু † র্যথা ন জানাতি বাক্যান্ শব্দাদিকা নপি।
তথা হরির্ণ জানাতি নিদ্রা মিলিত লোচনঃ ॥
ন জহাতি যদা নিদ্রাং বহুধা সংস্তুতোপ্যসৌ।
মন্যে নাস্য বশে নিদ্রা নিদ্রায়ায়ং বশীকৃতঃ ॥
বিচার্য্য মনসা প্যেবং শক্তির্শ্মে রক্ষণে ক্ষমা।
যয়াস্য চেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোস্তি স্পন্দ বর্জ্জিতঃ ॥"

(দেবী ভাগবতের ৫।৬।৭ শ্লোকে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইসকল শ্লোকের অর্থ উক্ত হইয়াছে)।

এইস্থলে কুব্জিকা তন্ত্র বলেন,—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং নতু ব্রহ্মা কদাচন
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং নতু বিষ্ণুঃ কদাচন
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং নতু রুদ্রং কদাচন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদ্যা জড়া শ্চৈব প্রকীর্ত্তিতা
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবী সর্ব্বে কার্য্য ক্ষমাক্রবং।"

(কুব্জিকা তন্ত্রে ১ম পটলে)

---

† ব্যসু অর্থে প্রাণহীন দেহকে বুঝায়। বি অর্থে—বিনা। অসুঃ অর্থে—প্রাণ।

এই বিষয়ে একদা প্রজাপতি দক্ষ, সতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কাত্বং মাতর্ব্বিশালাক্ষী চিত্ররূপা সুলক্ষণা
ন জানেত্বা মহং বৎসে ! যথাবৎ কথয়স্ব মাম্ ।"

তদুত্তরে সতী কহিলেন,—

"জানিহিমাম্ পরাং শক্তিং মহেশ্বর কৃতাশ্রয়াং
শাশ্বতৈশ্বর্য্য বিজ্ঞানং মূর্ত্তিং সর্ব্ব প্রবর্ত্তিকাং
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রীং জগদম্বিকাং
রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্ব ব্যাপ্যেক কারণং
নির্ব্বিকল্পং নিরালম্বং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং
এবং সর্ব্বগতং রূপ মদ্বৈতং পরমব্যয়ং
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাতঃ দেহ বন্ধ বিমুক্তয়ে ।"

(মহাভাগবতে)

এই সকল শাস্ত্রার্থদ্বারা ব্রহ্ম শব্দে যে নির্গুণা প্রকৃতিকে বুঝায়, তাহা সর্ব্বশ্রেণীর মনুষ্যেরই জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, কেননা তাহাই উচ্চ উপাসনার প্রণালী। সেই ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি দেবী আরও বলিয়াছেন,—

"মহাবিষ্ণু রহংমাতা বিশ্বান্ যস্যচ লোমসু ।"

অর্থ,—যে মহাবিষ্ণুর এক একটী লোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, আমি সেই মহাবিষ্ণুর প্রসূতী।

অতএব, হে বৎস ! অথর্ব্ব বেদের ভাষান্তর তন্ত্র শাস্ত্রের সাহায্যে, অথবা গুরুপদেশ মতে ঐ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যাভ্যান্তর ব্যাপিণী ঐ মূলা প্রকৃতিকে ব্যাপিয়া তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল হইতে পারিবে। তখন নিরাবর্ত্তক কৈবল্য মুক্তি লাভ হইবে। সালোক্য এবং সারোপ্যাদি মুক্তি আবর্ত্তনশীল। (৮১ নম্বরের টিপ্পনী দেখ) পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতি

পুরুষকে জয় করিয়া (আয়ত্ত করিয়া) বিরাজিতা। সুতরাং প্রকৃতিকে বশীভূতা না করিয়া পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হয় না। অর্থাৎ অদ্বৈত চৈতন্যে নিজকে মিশাইয়া দেওয়া রূপ কৈবল্য মুক্তি লাভ হয় না। অতএব সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতির উপাস্য ঐ এক মূলা প্রকৃতি। কেন না, ইহারা মূলা প্রকৃতিরই অন্তর্গত। তন্ত্র এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন,—

"শক্তি জ্ঞানং বিনাদেবি নির্ব্বানং নহি জায়তে।"

এবং তন্ত্রের কোনস্থলে এই শ্লোকের এরূপ ও পাঠদৃষ্ট হয় যে "মুক্তি র্হাস্যায় কল্পতে"। এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যের সার অনুভব করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য ও গণেশ প্রভৃতি এক মূলা প্রকৃতিরই বিভূতি বা রূপান্তর নিশ্চয় হয়।

পরন্তু, "কৃষ্ণস্তু কালীকা সাক্ষাৎ বরাহ শৈব তারিণী।
সুন্দরী জামদগ্নিস্তু বামনো ভুবনেশ্বরী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্তু বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
কমঠো বগলা দেবী মীনো ধূমা বতী তথা।
বুদ্ধো জ্ঞেয়াহি মাতঙ্গী কল্কীস্তু কমলা ত্মিকা।
এতাদশাবতারাস্তু দশ বিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥"

ইত্যাদি কৃষ্ণের দশাবতার ও দশ বিদ্যার একত্ব প্রদিপাদক প্রমাণদ্বারাএবং—

"শিবো মমাত্মা মমচক্ষুরর্কঃ জ্ঞানং গণেশং মম শক্তি রাদ্যা।
বিভিন্নভাবাঃ ময়ি যে ভজন্তি মমাঙ্গহীনং করোতিচ মন্দাঃ॥"

ইত্যাদি বিষ্ণুর স্বয়ং উক্তিদ্বারা এবং—

যচ্চ ক্কিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বা খিলাত্মিকে।
"তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিস্তূয়সে তদা॥"

ইত্যাদি মধুকৈটভ বধে ব্রহ্মার উক্তিদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য ও

গণেশ প্রভৃতি যে এক নিগু'ণা মূলা প্রকৃতিরই অন্তর্গত তাহাই নিশ্চয় হইয়াছে। এবং এইপ্রকার নিশ্চয় হইতে কোন আপত্তির কারণও বর্ত্তমান নাই। যেহেতু পুরুষ নিষ্ক্রিয় অতএব, পূর্ব্ব কথিত—

"প্রকৃতি র্বিষ্ণু মূর্ত্তিস্যাৎ পুংমূর্ত্তিশ্চ মহেশ্বঃ"

অর্থ—বিষ্ণু মূর্ত্তি সকলই প্রকৃতি। পরুষ মূর্ত্তি মহেশ্বর। এইপ্রকার নিশ্চয় হইতে পারিতেছে। যেহেতু প্রকৃতিই একাকৃতি মতি, শাস্ত্র এইপ্রকার বর্ণনাই করিয়াছেন। পরন্ত কোন তত্ত্ব শাস্ত্রই পুরুষকে কৃতিমান্ বলেন নাই। প্রত্যুত প্রকৃতিকেই ক্রিয়াশীলা বলিয়াছেন বিশেষতঃ রুদ্র যামল ও বায়বীয় সংহিতা বলেন,—

"সর্ব্ব দেবময়ীং দেবীং সর্ব্ব বেদময়ীং পরাং।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দ মব্যয়ং॥

অর্থ—মূলা প্রকৃতিকে সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্ববেদময়ী জানিবে এবং নিজ আত্মাকে সর্ব্বদা পরমানন্দ দেবীরূপ ও অব্যয়রূপে চিন্তা করিবে। সেই চিৎবস্তু পরমাত্মাকে সংযতাত্মগণ ভিন্ন কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন না। এই ভাবটী ভগবান্ স্বয়ং এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্য বদ্বদতি তথৈবচান্যঃ।
আশ্চর্য্য বচ্চৈন মন্যঃ শৃনোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

অতএব বেদ বল, দর্শন বল, বা অপরতত্ত্ব শস্ত্রই বল, যতাত্ম না হইয়া (যম নিয়মটী সিদ্ধিলাভ না করিয়া কেহ তত্ত্ব শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিতে পারেনা। সেইজন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের (৬৬ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন "নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য"। আজন্ম-সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা কপিল আথর্ব্বন বেদে এই ব্রহ্মরূপা প্রকৃতিকে * জানিয়া স্বীয় সাংখ্য

---

* আথর্ব্বন বেদোৎপন্নং সামবেদং তমোগুণং
সামবেদাদ্ যজুর্ব্বেদং মহাসত্ত্ব সমুদ্ভবং
রজোগুণময়ং ব্রহ্মা ঋগ্বেদং যজুষঃ স্থিতং
ইতি রুদ্রযামলে ষোড়শপটলে।

দর্শনে তাঁহার বিশদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এইস্থলে তোমাকে সেই অথর্ব্ববেদের একটী উক্তি বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা এইপ্রকার,—

(১) "অথহৈনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিনী মাপ্নোতি"

অর্থ,—এই ব্রহ্মস্বরূপিনী (কালিকাকে) ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২) "সুভগাং ত্রিকোণ যুক্তানা মুক্তা"

অর্থ,—তিনি ত্রিকোণ যুক্তা সুভগা, এইপ্রকার কথিতা হন।

তৎপর ব্রহ্মস্বরূপা কালিকার একাক্ষরী মন্ত্রোদ্ধার করিতেছেন তাহা এই প্রকার—

(৩) "কামরেফেন্দিরা বিন্দুমেলনরূপা সমষ্টি রূপিণী"

কাম অর্থে—ক, রেফ অর্থে-র, ইন্দিরা অর্থে-ঈ। ক, র, ঈ, এই তিনটী বর্ণের সমষ্টি বা মিলিত যে উচ্চারণ তাহাই কালীমন্ত্র। অর্থাৎ ক্রীং এই স্বরূপ মন্ত্র হইল। তিনি এই মন্ত্র স্বরূপা। এখন তাঁহার দ্বাবিংশাক্ষরী মন্ত্র বলিতেছেন—

(৪) "তত্রিগুণিত মাদৌ তদনুকূর্চ্চদ্বয়ং। কূর্চ্চবীজস্তু ব্যোম ষষ্ঠস্বর বিন্দু মেলন রূপং তদেব দ্বিরুচ্চার্য্য ভুবনাদ্বয়ং। ভুবনাতু ব্যোম জ্বলনেন্দিরা শূন্য মেলনরূপা তদ্দ্বয়ং। দক্ষিণে কালিকে ইত্যভিমুখ্যতা তদনু বীজ সপ্তক মুচ্চার্য্য বৃহদ্ভানুজায়া মুচ্চরেৎ। ইতি।

অর্থ—তত্রিগুণাদৌ অর্থে, পূর্ব্বোক্ত ক্রীং মন্ত্রটী ত্রিগুণিত অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং। তদনুকূর্চ্চদ্বয়ং অর্থে—হূং হূং। ভুবনাদ্বয়ং অর্থে—হ্রীং হ্রীং তৎপর "দক্ষিণে কালিকে" এই প্রকার সম্বোধনে অভিমুখ্য করিবে। তৎপর পূর্ব্বোক্ত সাতটী বীজ (ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া বৃহদ্ভানুজায়া অর্থাৎ স্বাহা, এই প্রকার উচ্চারণ করিবে। এইরূপে কালীর দ্বাবিংশাক্ষরী মন্ত্র হইল।

অর্থ,—নির্গুণ অথর্ব্ববেদ হইতে উৎপন্ন সামবেদ তমগুণযুক্ত রুদ্র,

সামবেদ হইতে উৎপন্ন যজুর্ব্বেদ সত্ত্বগুণযুক্ত বিষ্ণু, যজুর্ব্বেদ হইতে উৎপন্ন ঋকবেদ রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা বটেন। অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ কৌল।

এইরূপে অথর্ব্ববেদ অপর বেদত্রয়ের আদি বটে।

(৫) ইতিমন্ত্রা শিবময়ো ভবেৎ। গতিস্তস্যাস্তি নান্যস্য। সতুনারীশ্বরঃ সতু সর্ব্বেশ্বরঃ।

অর্থ,—কথিত দ্বাবিংশাক্ষরী ও একাক্ষরী মন্ত্রময়ী দেবীকে জ্ঞাত হইয়া যে সাধক তাহা জপ করে,—অর্থাৎ মন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গই দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (১০২নং দেখ) এই প্রকার জ্ঞাত হইয়া তদ্গত মনে যে সাধক জপ করে, সে শিবময় হয়। (নির্ব্বাণ কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হয়।) অথবা সে নারীশ্বর সর্ব্বেশ্বর হয়। অর্থাৎ নারী অভিধেয়া প্রকৃতির সর্ব্ববিধ বিভূতিরই ঈশ্বর হয়। এখন ঐ মন্ত্রময়ী দেবীর ধ্যান বলিতেছেন,—

(৬) অভিনব-জলধর-সংকাশা ঘনস্তনীং কুটিল দংষ্ট্রা শবাসনা কালিকা ধ্যেয়া।

অর্থ,—কথিত মন্ত্রময়ী কালিকার নবজলধরবৎ অত্যুজ্জ্বল অঙ্গপ্রভা, উনি ঘনস্তনী, কুটিলদন্তা ও শবাসনা বটেন। এখন কালিকার যন্ত্র কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন,—

(৭) ত্রিকোণং ত্রিকোণং নবত্রি কোণ পদ্মং তস্মিন্ দেবীং ষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্চ, তদিদং সর্ব্বাঙ্গং।

অর্থ,—প্রথম ত্রিকোণ তাহার উপর পূর্ব্ববিপরীত আর একটী ত্রিকোণ। পরে নবকোণ এইরূপে পঞ্চবকারে পঞ্চদশ কোণঘটিত যন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গে পূজা করিবে। কথিত যন্ত্রই দেবীর সর্ব্বাঙ্গ। "তন্ত্রসার মতে † যন্ত্রের প্রমাণ টিপ্পনীতে দেওয়া হইল)

---

† তন্ত্রসারোক্ত যন্ত্রের প্রমাণ এই প্রকার—

"আদৌ ত্রিকোণ মালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ।
ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমং ॥

(৮) ওঁ কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী বিপ্রবিত্তা উগ্রা উগ্রপ্রভা দীপ্তা লীলা ঘনা বলাকা মাত্রা মুদ্রা মিতা চৈব দশ পঞ্চ কোণগা।

অর্থ,—ইহারা কালীযন্ত্রের ত্রিকোণঘটিত পঞ্চদশ কোণে স্থিতা। সাধক এই প্রকার জানিয়া সেই সেই স্থানে সেই সেই দেবীর * মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।

(৯) ওঁ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী চামুণ্ডা কৌমারী অপরাজিতা বারাহী নারসিংহী চাষ্টপত্রগা। দ্বি চতুঃ ষড় অষ্ট দশ দ্বাদশ চতুর্দ্দশ ষোড়শ স্বর-ভেদেন প্রণবেনমন্ত্রং বিন্যাৎ। অঙ্গে তন্মূলে নাবাহনং তেনৈব পূজনং বিদুঃ।

অর্থ,—(৭) নম্বরে কথিত যন্ত্রের পঞ্চদশ কোণে কাল্যাদি মিতান্ত পঞ্চদশ শক্তির পূজা করিবে। এবং যন্ত্রের অষ্টদলস্থিতা ব্রাহ্ম্যাদির দ্বি চতু ষড় অষ্ট দশ দ্বাদশ চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ স্বরবর্ণ যুক্ত ও নমোস্ত মন্ত্রে অষ্টদলে পূজা করিবে ব্রাহ্ম্যাদিরও মুর্ত্তি চিন্তা করিয়া এবং কাল্যাদির মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া নমো'স্ত মন্ত্রে পূজা করিবে।

(১০) যত্রনং মন্ত্ররাজং নিয়মে না নিয়মে বা লক্ষং লক্ষং আবর্ত্তয়তি স পাপ্মানং তরতি। স দুষ্কৃতিং তরতি। স ব্রহ্মত্বভাগ্ ভবতি। স সর্ব্ব-লোকং তরতি। স আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং লভতে। পঞ্চমকারেণ পূজয়েৎ। সদা হভক্তো ভক্তো ভবেৎ। প্রচ্ছন্নতা বিপত্তি মহত্বং ভুক্তি মুক্তি চ। সিদ্ধমন্ত্রস্য জাপীনাং সিদ্ধয়োঽণিমাদ্যা ভবন্তি। স জীবন্মুক্তঃ স সর্ব্বশাস্ত্রং জানাতি। স সর্ব্ব প্রত্যয়কারী ভবতি রাজা নো দাসতাং জান্তি সিদ্ধ মন্ত্রস্য

বৃত্তং বিলিখ্য বিধিব লিখেদ ভূপুর মেককং।
মধ্যেতু বৈষ্ণবং চক্রং বীজমায়া বিভূষিতং॥
* স্থানস্থা বরদা দেবী ধ্যানস্থা বরদায়িনী।
স্থান ধ্যান পরিভ্রষ্টো সুসিদ্ধোপি ন সিদ্ধতি॥"

(সিদ্ধপুরুষ রাঘবানন্দ গিরি লিখিত নিত্যনৈমিত্তিকার্চ্চনধৃত বচনং।)

জাপীনাং। যন্ত্রেদং যচ্চ পাশ্চাত্যং তন্ময়ং শিবএব হি। জপ্তা সর্ব্ব দৈবতং মন্ত্রং জীবং যঃ স্বয়ং শিবএবায়ং। অণিমাদিবিভূতীনামীশ্বরঃ কালিকাং লভেৎ।

অর্থ,—যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ কালীমন্ত্র নিয়মে বা অনিয়মে থাকিয়া দিবাতে একলক্ষ ও রাত্রিকালে একলক্ষ (একারন্তে) দুই লক্ষ বার জপ করে, সে পাপ সকল হইতে মুক্ত হয়, সে সমস্ত লোকে ত্রাণ পায়, সে পূর্ণ আয়ুকাল জীবিত থাকে, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করে। পঞ্চমকারে (বীরগণ) পূজা করিবে। কথিত মন্ত্র জপ করিলে অভক্ত ভক্তিমান হয়, সে খ্যাতিমান হয়, এবং ভোগ ও মোক্ষ এই উভয়কেই লাভ করে। সিদ্ধমন্ত্র যাহারা জপ করে সে জীবন্মুক্ত হয়, সে সর্ব্ব শাস্ত্র (অন্তরে অন্তরে) পরিজ্ঞাত হয়; রাজগণ স্বেচ্ছাক্রমে দাসতা স্বীকার করে। যে শিবের অভ্যন্তরে এই ব্রহ্মাণ্ড ও অপর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্থিত রহিয়াছে, কালীর সাধক সেই শিবই হইয়া যায়, যেব্যক্তি সেই সর্ব্ব দেব ময় ও সর্ব্ব জীবময় কালিকা মন্ত্র জপ করে, সে আণিমাদির ঈশ্বর শিবই হইয়া যায়। সে এই মানবদেহে (সেই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী) কালিকাকে লাভ করে।

(১১) আবয়োঃ পাত্রভূতোঽসৌ সুকৃতী ত্যক্ত কল্মষঃ জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো যঃ স্মরেদ্‌ঘোর দক্ষিণাং। দশাংশং হোময়ে ত্তদনু তর্পণং তদনু অভিষেকং তদনু ব্রাহ্মণ ভোজনমিতি। অথহৈকেষু যান্‌ কামান্‌ বাহন্তি উষয়তি অনিরুদ্ধজ্ঞানা দনিরুদ্ধ সরস্বতী। অথহৈণাং কালিকা মনুংজপেদ্‌ যঃ সদা শ্রদ্ধাত্মা জ্ঞান বৈরাগ্যাযুক্তঃ শাম্ভব দীক্ষা স্মরতঃ শাক্তেষু বা দিবা ব্রহ্মচারী রাত্রৌনগ্নঃ সদামৈথুনাসক্ত মানসঃ জপ পূজাদি নিয়মো যোষিৎসু প্রিয়করঃ। সুভগোদকেন তর্পণং তে নৈব পূজনং সর্ব্বদা কালীরূপ মাত্মানং বিভাবয়েৎ। স সর্ব্বযোষি দাসক্তো ভবতি, স সর্ব্বহত্যাং তরতি।

অথ পঞ্চমকারেণ সর্ব্বমাপ্নোতি বিদ্যাং পশুং ধনং ধান্যং সর্ব্ববশঞ্চ কবিত্বঞ্চ নান্যঃ পরম পন্থা বিদ্যতে।

অর্থ,—মহেশ্বর বলিতেছেন,—হে দেবি! যে ঘোর দক্ষিণা কালিকাকে স্মরণ করে (জপ করে) সে বিগত কল্মষ সুকৃতী আমরা উভয়েরই অনুগ্রহের পাত্র হয়, সে জীবন্মুক্ত হয়। জপদশাংশ হোম করিবে, তাহার (হোমের) দশাংশ তর্পণ, তর্পণ দশাংশ অভিষেক, অভিষেক দশাংশ (দীক্ষিত) ব্রাহ্মণ ভোজন। এইকার্য্য যথাযথরূপে কৃত হইলে,কদাপি জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ রুদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ তিনি অনিরুদ্ধ সরস্বতী হন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই কালিকা মন্ত্র জপ করে, সে জ্ঞান বৈরাগ্য লাভ করে। এখন বিশেষ করিয়া বীরাচার সম্মত পুরশ্চরণ বলিতেছেন,—দিবাতে ব্রহ্মচারী থাকিয়া ও রাত্রিতে বিবস্ত্র হইয়া মৈথুনাসক্ত মানসে জপ পূজাদির নিয়ম বটে। যোষিতাতে তাহাকরা দেবতার প্রীতিকর হয়। সুভগোদক্ দ্বারা পূজা ও তর্পণ করিবে। (সুভগোদক অর্থে গঙ্গোদকও বুঝায়) নিজ আত্মাকে যে সর্ব্বদা কালীরূপ ভাবনা করিবে, সে সর্ব্বযোষিৎগণের আসক্তিরপাত্র হয়, সে সর্ব্বহত্যা হইতে ত্রাণ পায়, প্রকৃত বীরগণ পঞ্চমকার দ্বারা জপার্চ্চনা করিলে এই সকল প্রাপ্ত হয়। তৎপর বিদ্যা, পশু, ধন, ধান্য ও বশিকরণ, কবিত্ব লাভ হওয়ারও প্রকৃষ্ট অন্য পথ নাই। যিনি পূর্ণ সংযমী যিনি স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বদা কালিকাবৎ ভাবনা করেন, যিনি জগৎকে সর্ব্বদা কালীময় ভাবনা করেন তিনিই প্রকৃত বীরাচারের অধিকারী।

(১২) মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্ম্মায় তৎসর্ব্বভূতং ভব্যং যৎ কিঞ্চিৎ দৃশ্যাদৃশ্য মানং স্থাবর জঙ্গমং তৎসর্ব্বং কালিকাতন্ত্রেতু প্রোক্তং। বেদেয়ং যৎস্মৃতং শ্রুতং মনুজাপী সপাপ্মানং তরতি স ত্বগম্যাগমনং তরতি। স ব্রণহত্যাং তরতি। স সর্ব্বপাপং তরতি। স সর্ব্বসুখ মাপ্নোতি। স সর্ব্বন্যাসী ভবতি।

স বিবিক্তো ভবতি। স সর্ব্ববেদাধ্যায়ী ভবতি। স সর্ব্বং জনাতি স সর্ব্বমন্ত্রজাপী ভবতি। স সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা ভবতি। স সর্ব্ব যজ্ঞাধিকারী ভবতি। আবয়ো র্ম্মিত্রভূতো ভবতি। ইত্যাহ ভগবান শিবঃ। নির্ব্বিকল্পেন মনসা যঃসর্ব্বং করোতি। অথ হৈনং মূলাধারং স্মরেদ্দিব্যং ত্রিকোণং তেজসাং নিধিং। তস্যাগ্নি রেখা মানীয় অধঃউর্দ্ধং ব্যবস্থিতং। নীল তোয়দ মধ্যস্থাং তড়িল্লেখেব ভাস্বরাং। নীলাং বিচিন্ত্য সুপীতাং ভাস্কর বদনোপমাং। তস্যাঃ শিখামধ্যে পরমোর্দ্ধ ব্যবস্থিতাং। স ব্রহ্মা স শিবঃ স স্মরঃ স সর্ব্বপাপৈর্ব্বি মুচ্যতে। স মহাপাতকেভ্যঃ পূতোভূত্বা সর্ব্ব মন্ত্র সিদ্ধং কৃত্বা কৈবল্যং ভজতীতি। ভৈরবোস্য ঋণষ্টুপ্ ছন্দঃ কালিকা দেবতা লজ্জা বীজং বধূ শক্তিঃ কবিত্বার্থে বিনিয়োগঃ। ইত্যেবং ঋষিশ্ছন্দো দৈবতং জ্ঞাত্বা স মন্ত্রফল সাকল্যমশ্নুতে। অথ সর্ব্বাং বিদ্যাং প্রথম মেকং দ্বয়ং ত্রয়ং বা নাম মন্ত্র পুটিতং কৃত্বা বা জপেৎ। গতি স্তস্যাস্তীতি নান্যস্য। ওঁসত্যং ওঁতৎসৎ। অথহৈনং গুরুং পরিতোষ্য গোভূমি হিরণ্যাদিভি র্গৃহ্নীয়াৎ মন্ত্ররাজং। গুরুস্তমপি শিষ্যায় সৎকুলীনায় বিদ্যাভক্তায় শুশ্রূষবে স্ত্রিয়ং স্পৃষ্টা স্বয়ং পরিপূজ্য নিশায়াং বিহরেৎ একাকী শিবগেহে লক্ষং তদর্দ্ধং বা জপ্তাদেয়ং। ওঁওঁওঁ সত্যং সত্যং নান্যাপ্রকারেণ সিদ্ধির্ভবতীহ কলিকা মনোর্ব্বা শ্রাবয়তি। ত্রিপুরা মনোর্ব্বা, সর্ব্বস্য দুর্গা মনোর্ব্বা, ব্যোম্ শিবোম্ ওঁতৎসৎ। ইত্যাথর্ব্বণশ্রুতৌ সৌভাগ্যকাণ্ডে কলিকো পনিষৎ সমাপ্তা।

এই প্রকার তারোপনিষৎ ও ত্রিপুরোপনিষৎ প্রভৃতি শক্ত্যাচার পূর্ণ উপনিষদে একটী অথর্ব্ববেদ নামে প্রসিদ্ধ আছেন। এই বেদ—অসংযতাত্ম-গণের অলক্ষে বর্ত্তমান। ঐ বেদ এবং পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা দর্শন সমস্বরে প্রকৃতিকে নির্গুণৌ ও পরব্রহ্ম রূপে স্বীকার করিয়াছেন। এবং আজন্ম সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কেবল অসংযতাত্ম নির্ব্বোধগণ প্রকৃতিকে "জড়া বলেন, আবার "অঘট-

ঘটপটিয়সী” মায়াও বলেন। ইহারা বিদ্যাতত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া ও সেই সুপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া নিয়ত সংসার সাগরে অশেষ ক্লেশে ভাসমান হইতেছেন। আর জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি দুঃসহ দুঃখভোগ করিতেছেন। প্রকৃতিতত্ত্ব যে অতি সূক্ষ্মা ও কেবল গুরুমুখগতা এবং শাস্ত্র যে সম্যকরূপে তাঁহার প্রকাশ করেন নাই, তাহার আভাসে ঋষিগণ এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্যগণিকাইব।
যাঃ পুনঃ শাম্ভবীবিদ্যা গুপ্তা কুল বধূরিব। এবঞ্চ॥
ইয়ং গুরুমুখীবিদ্যাং যতাত্মক্ষয় কল্মষা।
শুশ্রূষয়া গুরুং নিতং লভেদ্‌গুরু পরায়ণঃ॥"

বৎস! তুমি যেদিন যতাত্ম (যমনিয়মী) হইয়া বা মনঃশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করিবে, সেই দিন এই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মা প্রকৃতি তত্ত্ব (শক্তি তত্ত্ব) হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। শক্তি তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে ত্রিশক্তি, ষড়শক্তি প্রভৃতি শক্তির অনন্ত তরঙ্গ তোমার হৃদয় রত্নাকরে খেলা করিবে। সেই পরাশক্তি যে সর্ব্ববিধ শক্তিরই উৎপাদিকা, তাহা সেই দিন গুরুবাক্যে উপলব্ধি হইবে। সেই দিন তুমি সেই মহাশক্তির শক্তিলাভ করিয়া মন্ত্রশক্তি দ্বারা কিরূপে যে উপাস্তে কিছু উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রণালী তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। শ্রাদ্ধ প্রদানকার্য্যে মৃতক উপাস্য বটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিগত কল্মষ সাধক ব্যতীত চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতিও মূলা প্রকৃতিকে প্রকাশ করিয়া কাহাকেও দর্শন করাইতে পারেন না। বৎস! তুমি ঋষিকৃত বহুবিধ তত্ত্ব শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধিকে অনেকটা উন্নত করিতে পারিয়াছ। কেননা, সিদ্ধঋষিগণ বলিয়াছেন,—

"কদর্য্যঃ কলুষা বুদ্ধির্জায়তে শাস্ত্র সেবনাৎ"
(অত্র সচ্ছতামিতি ক্রিয়াবিশেষণ মুহ্যম্)

অর্থ,—কলুষ যুক্ত হইয়া বুদ্ধি কদর্য্য হইলেও যদি সেই বুদ্ধি ঋষিপ্রণীত তত্ত্বশাস্ত্রের সেবা করে, তবে অবশ্যই নির্ম্মল প্রাপ্ত হয়। তাহার পর মহানিরুত্তর তন্ত্র বলেন,—

জ্ঞানস্য কারণং শাস্ত্রং জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং বিনশ্যতি।
ফলস্য কারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্যতি॥

অর্থ,—যেমন ফলোৎপত্তি জন্য পুষ্পের সৃষ্টি হয় এবং ফল উৎপন্ন হইলে পুষ্পের স্বরূপ থাকেনা। (মিলাইয়া যায়) তেমনি শাস্ত্র জ্ঞানের জন্য, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে শাস্ত্রের আবশ্যক থাকেনা। (বিস্মরণ হয়) এই অর্থে বলিয়াছেন তখন শাস্ত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি তোমাকে যে সকল তত্ত্ব শাস্ত্রে বলা হইয়াছে ঐ তত্ত্ব শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম হইয়া তোমার বিশ্বাস ঘনীভূত হইয়াছে। বিশ্বাস ঘনীভূত হইলেই জ্ঞানের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবি। কাজেই অনুমান করি, এখন তোমার মাতৃশ্রাদ্ধের আবশ্যক বোধ হইয়াছে। এবং শ্রাদ্ধদ্বারা মৃতকের তৃপ্তিলাভ হওয়া বিষয়ে তোমার পূর্ব্ব সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে। অতএব এখন তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে তুমি প্রবৃত্ত হও। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ কর্ত্তব্য সম্পাদনে উন্নত হয়, আর কর্ত্তব্যের ত্রুটিতে অবনত হয়। তুমি স্থূলবুদ্ধি দ্বারাও বুঝিতে পার যে যাহার উপরে যাহার উন্নতি ও অবনতি ন্যস্ত থাকে, সে তাহা সম্পাদন করিতে একান্তই দায়ী বটে। এই প্রকার দায়িত্ব বোধ না থাকিলে মানুষ্য আর পশুতে প্রভেদ কি? তাহার পর তুমি মৃতকের ত্যজ্যমান ধনাদি লইবার সময় শাস্ত্রমান, সম্বন্ধমান ও নীতি ধর্ম্ম সমস্তেরই সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাক। তখন কেহ বল না, "আমি শাস্ত্র গর্হিত কর্ম্ম করিয়া অহিন্দু হইয়াছি, আমার প্রদত্তপিণ্ডে মৃতকের উন্নতি হইবে না। সুতরাং আমি এই মৃতকের ত্যক্ত ধনাদি কিরূপে গ্রহণ করিব?" প্রত্যুত, যাহারা কর্ম্মগত প্রকৃতই অহিন্দু তাহারাও "পিণ্ডদাতা-হরের ধনম্" এই বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের সম্বর্দ্ধনা করেন। তোমরা যদি

মৃতকের ত্যক্ত ধনাদি পাইবার সময় এইরূপ বিচার করিতে প্রয়াসী হইতে পার, তবে মৃতকের আদ্য শ্রাদ্ধও বাৎসরীক শ্রদ্ধাদি প্রদানে উদাসীন থাক কেন? এইরূপ নীচ বুদ্ধি লইয়া মানুষ নামে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয় না? যাঁহার অনুগ্রহে তোমার শরীর—তোমার উন্নতি—সমাজে সম্মান—তাঁহার সম্বর্দ্ধনা না করিলে মানুষ আর পশুতে প্রভেদ কি? তোমাকে ইহাও বলিয়াছি—জীব চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে। মনুষ্য জন্মটী দেবঋণ, পিতৃঋণ ও আত্মঋণ পরিশোধের জন্য হইয়া থাকে। যে হেতু, ঋণদায়ে আবদ্ধ থাকিলে তাহার মুক্তি হয় না। মনুষ্যজন্ম মুক্তির হেতুভূত; এইজন্য মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ। তুমি যদি এই দুর্ল্লভ জন্মলাভ করিয়াও পশ্বাদির ন্যায় নীচকার্য্য কর, তবে মানুষ আর পশুতে প্রভেদ কি? বৎস! তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহু মাতা, বহু পিতা ও পত্নী প্রভৃতি লাভ করিয়া তাহাদিগের লালনপালনও শুশ্রূষা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যে উপকৃত হইয়া আসিয়াছ। কিন্তু পশ্বাদি দেহে তদ্দিগের কোন প্রত্যুপকার করিয়া সেই ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার নাই। মনুষ্যজন্মে তাহা পারে বলিয়াই মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ। অতএব, তোমার জলাঞ্জলি দ্বারা আব্রহ্মভুবনের তৃপ্তি করিয়া—শ্রাদ্ধান্ন প্রদান দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিও পুষ্টি সম্পাদন করিয়া—পূর্ব্ব পশ্বাদি দেহগত ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ কর। তুমি যাহার নিকটে ঋণি ছিলে, তাহারাই নানারূপ ধারণ করিয়া এখন সেই ঋণের শোধ লইতে তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকে। সেই জন্য তোমার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। যখন তুমি সকলের সর্ব্বপ্রকার ঋণে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, তখন তোমার আত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তিলাভ হইয়া যাইবে। তুমি নিশ্চয় জানিবে, ভোগের জন্যই দেহলাভ হয় এবং পূর্ব্ব শুভাশুভ কর্ম্মের অবশেষ টুক ক্ষয় করিতে মনুষ্য জন্মলাভ হয়। অতএব, মনুষ্যজন্ম কর্ম্মক্ষয়ের পরীক্ষা নিকেতন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইলে অত্যন্তরূপে দুঃখ ক্ষয় হইয়া চির আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। আর, অনুত্তীর্ণ হইলে নীচ যোনিপ্রাপ্ত হইয়া নিয়ত দুঃখভোগ হইতে থাকে। অতএব, চঞ্চল মনের চাপল্যে ভুলিয়া গিয়া এই দুর্লভ জনমের অপব্যবহার করিও না। ঐ শুন সাধু যেন তোমাকে এই উপদেশই করিতেছেন। সাধু বলিতেছেন,—

আপনার বল যথা গজ নাহি জানে।
মাহুত চালায় তারে ঠেলি দুই কাণে॥
তেমনি মানব তুমি প্রতাপে অতুল।
চালায় তোমারে মনঃ দিয়ে কত ভুল॥
স্বাধীন * মানব হও শুদ্ধ করি মনঃ।
পরাধীনে বহু দুঃখ জানিয়ে কারণ॥

অতএব বৎস! তুমি আত্মবুদ্ধিতে আত্মাধীন থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। আধুনিক জঘন্য সভ্যতার অনুকরণ করিওনা। তুমি পিতৃ ঋণে মুক্ত হইতে শ্রাদ্ধদান করিয়া—

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

ইত্যাদি পিতৃশক্তি স্মরণকরতঃ পিতৃপদে প্রণত হও। একাদশাহ কৃত্যে ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ কর। কেননা, পিতৃগণ তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম ও স্বর্গ এবং অপবর্গ। সুতরাং তোমার সুখ দুঃখাদিরও নেতা। সেইজন্য তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিয়া দৈবানুগ্রহ লাভ কর। তুমি প্রেতের পূরক পিণ্ডাদি প্রদান করতঃ

* 'স্ব' শব্দের প্রতি পাদ্য আত্মা ; মনঃ বা দেহাদি নহে। সুতরাং স্বাধীন অর্থে, আত্মাধীনকে বুঝায়। আর যাহারা মনের অধীন তাহারাই পরাধীন বটে। মনের অধীন হইলেই দুঃখ হয়। অশুদ্ধমনঃই পর। এবং শুদ্ধমনঃই আপন।

"আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। ইদংনীর মিদং ক্ষীর স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভবঃ।" পিতৃ উদ্দেশ্যে স্নান ভোজন প্রদান করিয়া এইপ্রকার প্রার্থনাকর। বৎস! পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ না করার অভিপ্রায়ে তুমি যে কয়েকটী উক্তি করিয়াছিলে তাহার প্রথম উক্তিটী এইপ্রকার,—

শ্রাদ্ধবিনা মৃতকের উপকার নাই।
এইমাত্র বার বার বলেছ গোসাঞিঁ॥
মাতাকে করেছি আমি অনলে দাহন।
পিণ্ড দিলে কোথা হতে আসিবেন্ এখন॥
বিশেষতঃ কর্ম্মসূত জীবের বন্ধন।
এথা তথা কেহ নাই করিতে কর্ত্তন॥
ঐ দেখ গুটিপোকা স্বকর্ম্মের সূতে।
বদ্ধ আছে কি করিবে পুত্রের পিণ্ডেতে॥

তোমার দ্বিতীয় উক্তিটী এইপ্রকার,—

ভক্তি মুক্তিতত্ত্ব এবে নহেত বাঞ্ছিত।
মনঃশুদ্ধি হ'লে শ্রাদ্ধ করিব নিশ্চিত॥
মাতাকে করেছি আমি অনলে দাহন।
পিণ্ড দিলে কোথা হ'তে আসিবে এখন॥
দ্বিতীয়ে স্বকর্ম্ম নাশ পুত্রের কর্ম্মেতে।
সন্দেহ কালিমা যেন লাগেমমচিতে॥
পুত্র বিজ্ঞ হ'লে দেখি মূর্খ থাকে পিতা।
পিতার বিদ্যাতে পুত্রে ঘুচেনা মূর্খতা॥
তৃতীয়তঃ কুশে অন্ন করিলে অর্পণ।
যথা তথা স্থিতা মাতা লভিবে ভোজন॥
এ তিন সন্দেহ যবে হইবে ভঞ্জন।
তখনি করিব শ্রাদ্ধ এই মম পণ॥

বৎস! শ্রাদ্ধ না করার অভিপ্রায়ে তোমার এই সকল পূর্ব্বোক্তিতে মানবের কর্ম্মগুলি যে অনিবার্য্য, তাহা তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ। এখন দেখিবার বিষয় যে মানবের কর্ম্ম অনিবার্য্য হইলেও পুত্রাদি কৃত পূরক পিণ্ডে, মাসিক প্রেত শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণান্ত কর্ম্মে মৃতকের প্রেতত্ব পরিহার পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে মৃতকের কৃতকর্ম্মে যথা তথা জন্ম হইলেও সেই জন্মের আহার্য্য বস্তুতে মন্ত্রশক্তি দ্বারা বা অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবতা কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু নীত হওয়ায় সেই আহার্য্য বস্তু তাঁহারা আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রাদ্ধ দান করা পুত্রাদির একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কর্ত্তব্য অসম্পাদনে কর্ত্তার উপর ঐশ্বরীক এক ভয়ঙ্কর বিচার উপস্থিত হয়। এবং সেই বিচারে ইহজন্মেরও পর পর জন্মের সমস্ত জীবনে দুঃখ ভোগ নিশ্চিত হইয়া যায়। তাহার পর পিতা, পুত্র, মাতা ও ভ্রাতাদি রূপ সম্বন্ধ দুর্ব্বল হইলেও তাহার বন্ধন জীবন্মুক্তি অবস্থা আগত না পর্য্যন্ত একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়না। (যুধিষ্ঠির স্বর্গ গত এক হ্রদে স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া দেবমূর্ত্তি ধারণ করতঃ যুদ্ধ নিহত বন্ধুগণের পরিচয় করিয়াছিলেন। এবং স্বর্গগত দশরথ "পুত্রবধূ সীতা শ্রাদ্ধ করিয়াছেন" এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। শাস্ত্রও যুক্তি দ্বারা এই বিষয়টী প্রমাণীকৃত হওয়ায় তোমার তৃতীয় উক্তিতে তাহা স্বীকার্য্য হইয়াছে। সেই তৃতীয় উক্তিটী এইপ্রকার

এইত সুন্দর গুরু করেছ উত্তর।
বুঝেছি সংবন্ধবন্ধন বড়ই প্রখর॥
রামের কর্ম্মাংশ তাহে শ্যামেকরে ভোগ।
শ্যামের কর্ম্মাংশগিয়া রামে হয় যোগ॥

এই তৃতীয় উক্তির শেষার্দ্ধে ও চতুর্থ উক্তিতে গতায়ুঃ জীব কিপ্রকারে যে শ্রাদ্ধান্ন প্রাপ্ত হয়, তাহা জানিতে চাহিয়াছে। (চতুর্থ উক্তি উদ্ধৃত

হইলনা) অতীন্দ্রিয় বিষয় মাত্রই যে কেবল আত্ম বুদ্ধিরই † গম্য ও কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থান সংঘর্ষণে বর্ণোচ্চারণ দ্বারা যে মন্ত্রশক্তির উৎপন্ন হয় এবং অন্ধ বিশ্বাসই যে পূর্ণ ও প্রকৃত বিশ্বাস লাভের আরম্ভক, অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাসকে আশ্রয় না করিলে প্রকৃত বিশ্বাস লাভ হইতে পারেনা, তাহা তোমার স্বীকৃত হইয়াছ। এবং যোগসিদ্ধ প্রকৃত বিজ্ঞানবিদ্‌গণের স্থূলোপদেশই যে স্থূলবুদ্ধি মানবের অবলম্বন, তাহাও অনুভব করিতে পারিয়াছ। অতএব তোমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা তিনটী এখন পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এখনই তোমাকে শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

শিষ্য,——শ্রবণ পবিত্র আজ সুপবিত্র মনঃ।
পবিত্র হৃদয় হল পবিত্র জীবন॥
অজ্ঞান তিমিরে বন্ধ আছিল দর্শন।
জ্ঞানাঞ্জন শলাদিয়ে খুলেছে এখন॥
গিয়েছে সন্দেহ মন্দ করি পলায়ন।
ভেঙ্গে চুড়ে বাঁধা এবে সাদা হল মনঃ॥
বিতর চরণ রজঃ ক্ষম অপরাধ।
অজ্ঞানে করেছি গুরো! অনর্থ বিবাদ॥
মৃতক উদ্দেশে শোক জঘন্যতা অতি।
শ্রাদ্ধ বিনা নাই তার সহায় সম্প্রীতি॥
তব অনুগ্রহে এবে হইল হে বোধ।
প্রথমে জানিনা হেতু করেছি বিরোধ॥
হইল প্রতিজ্ঞা মম পূরণ এখন।
মাতার করিব শ্রাদ্ধ কোথা আয়োজন?

---

† যে বুদ্ধি বাহ্য জগত হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া আত্মাভিমুখ হয়, তাহাকে প্রকাশমানা আত্মবুদ্ধি বলে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মুগ্ধ না হইয়া যখন বুদ্ধি আত্মাভিমুখ হয়, তাহার নামই আত্মবুদ্ধি।

প্রবেদনং।

বর্ত্তমানকালে আর্য্যসম্মত নিত্য কর্ম্মাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে পশ্চাৎপদ হওয়াই, বৈষয়িকগণের স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। সহৃদয়গণ এইরূপ দর্শন করতঃ যথাবিহিত উপদেশ ও গ্রন্থপ্রচার করিতেছেন। তথাপি সমাজের হৃদয়স্রোত পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। ইহারকারণ অনুসন্ধানকরিলে এইরূপ অনুভব হয় যে, সেই সেই প্রকাশিতগ্রন্থে, মনের শোধনপ্রণালী নিবদ্ধ হয় নাই, এইজন্য পাঠকগণ মনের শোধন করিতে না পারিয়া প্রকাশিত গ্রন্থাদির বিষয়ে রুচি জন্মাইতে পারেন নাই। তত্ত্বদর্শিগণ মনের শোধনকেই প্রধান কর্ম্ম, নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ" অর্থ, মনুষ্যের বন্ধন এবং মোক্ষ, এই উভয়েরই একতমকারণ মনঃ। রিপু প্রভৃতির সংযম বর্ণাচার, ক্রিয়ানিষ্ঠতা প্রভৃতি ও মনঃ সংযমেরই অঙ্গ বটে। অতএব কারণ পরিত্যক্ত হইলে কার্য্যোৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মনঃ সংযমের উপদেশই প্রধান উপদেশ। এই গ্রন্থে যথা সম্ভব তাহাই করা হইয়াছে। [redacted] দ্বারা সমাজের উপকার আশা নিবদ্ধ থাকিতে পারিল। [redacted] শিষ্যসম্বাদ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ স্থল আবশ্যকমতে দর্শন করিবার জন্য প্রত্যেকটী বিষয়ের উপরে নম্বর প্রদত্ত হইল। আমি অন্তরের সহিত জানাইতেছি যে, ময়মনসিংহের শ্রীযুক্তবিপিনচন্দ্র রায় এম্, এ, বিএল মহাশয় ও রজনী বাবু পুস্তকের শ্রীসম্পাদন জন্য সমধিক শ্রমস্বীকার করিয়াছেন প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, এই গ্রন্থের কথক বিষয় পূর্ব্বে প্রচার হওয়ার পর, অপরগুলি প্রকাশ হইতে পারে নাই। সম্প্রতি উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ প্রকাশিত করিলাম। ভাবুক ও ভক্তগণ আমার ত্রুটী ক্ষমা করিয়া অনুগ্রহ বুদ্ধিতে পুস্তক পাঠ করিলে কৃতার্থ লাভ করিব। আর এই পুস্তকের সম্পূর্ণ সত্যাধিকার গ্রন্থকর্ত্তারই রহিল অলমতি বিস্তরেন। ইতি—

নিং প্রমথকুমার ভট্টাচার্য্য।